আচার্য্য সুরেশ্বর-বিরচিত

সম্বন্ধ-বার্ত্তিক

(বেদান্ত-দর্শন)

(মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-বিবেকনামক বাঙ্গলা ব্যাখ্যা)

ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি
লিখিত গ্রন্থপরিচিতিসম্বলিত।
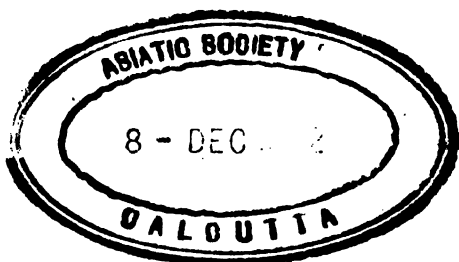
হরগঙ্গাকলেজ, সংস্কৃত ও দর্শনাধ্যাপক—

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী,
তর্কতীর্থ, বেদান্ততীর্থ

১৩৫৭

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৩০ প্রতাপাদিত্য রোড, কালীঘাট
কলিকাতা—২৬

মূল্য চার টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

"উৎসর্গ"

যাঁহার নির্দ্দেশে এই গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,
সেই পরমপূজনীয় মদীয় অধ্যাপক স্বর্গত
মহামহোপাধ্যায় হারানচন্দ্র শাস্ত্রি-
মহোদয়ের উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে এই গ্রন্থ প্রাথমিক বেদান্ত-বিদ্যার্থীর জন্য নহে। কারণ, গ্রন্থের প্রথম হইতেই বেদান্ত-দর্শনের দুরূহ সমস্যা ও পূর্ব্বপক্ষসকল উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন, যাঁহারা অন্ততঃ 'বেদান্ত-সার' ও 'মীমাংসা-পরিভাষা' এই গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অনায়াসে এই গ্রন্থে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থ বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাংকরভাষ্যের টীকাস্বরূপ। সুতরাং, সেইসকল মূলগ্রন্থের সহিতও কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা আবশ্যক। তাৎপর্য্য-বিবেক-নামক ব্যাখ্যানে বিষয়গুলির যথাশক্তি পরিষ্কারের চেষ্টা করিলেও গ্রন্থ-বিস্তৃতির ভয় অনেক স্থলে সরল ব্যাখ্যানের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করিয়াছে। গ্রন্থে অনেক অশুদ্ধিও রহিয়া গিয়াছে। মুদ্রণস্থল হইতে দূরে অবস্থিতি এবং প্রুফ সংশোধনে নিজের অপটুত্বই তাহার প্রধান কারণ। তথাপি, সম্বন্ধ-বার্ত্তিকের সার-স্বরূপ যে ৩৩১টি শ্লোক এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার দার্শনিক গভীরতা সুধী পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিবে আশা করি। অধিকন্তু, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের প্রধানাধ্যাপক, আমার অশেষকৃতজ্ঞতাভাজন স্বনাম-ধন্য ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্. এ. পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের লিখিত সারগর্ভ গ্রন্থ-পরিচিতি নিশ্চয়ই পাঠকবর্গকে আনন্দ ও গ্রন্থবিষয়ে আলোক প্রদান করিবে।

সর্ব্বশেষে, যাঁহার প্রেরণা ও উৎসাহ ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করা সম্ভব হইত না, সেই পরমবিদ্যোৎসাহী ঢাকা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযোগেশচন্দ্র দাসের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

ইতি—

নিবেদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

গ্রন্থ-পরিচিতি

সমস্ত উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শব্দতঃ এবং অর্থতঃ অতি বৃহৎ। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য সাধারণ বুদ্ধিতে নিরূপণ করা অসম্ভব। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাও অতি কঠিন। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার রহস্য কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশের সাহায্যে এই অতি গহন অথচ অতি প্রামাণিক শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ যে অতি কঠিন তাহা পূর্ব্বব্যাখ্যাতা ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতির ব্যাখ্যার সমালোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যকে স্বল্পগ্রন্থা বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্য আপাতবুদ্ধিতে সুবোধ মনে হইলেও ইহার তাৎপর্য্য যে কত গম্ভীর তাহা এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নিবন্ধকার সুরেশ্বর আচার্য্য। তিনি এই ভাষ্যের ব্যাখ্যা শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছেন। ইহা বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক নামে প্রসিদ্ধ। এই শ্লোক-বার্ত্তিক রচনায় সুরেশ্বর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুমারিল ভট্ট ও ধর্ম্মকীর্ত্তির রচনাশৈলীর অনুসরণ করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট শবরভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মীমাংসা-শ্লোক-বার্ত্তিক নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ তার্কিক আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি দিঙ্‌নাগাচার্য্য-প্রণীত প্রমাণ-সমুচ্চয়ের শ্লোকাকারে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার নাম প্রমাণবার্ত্তিক। শ্লোকাকারে ব্যাখ্যা করিবার রীতি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আর একটি উদাহরণ

ভর্তৃহরি-প্রণীত বাক্যপদীয়। বাক্যপদীয় গ্রন্থটি ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা। এই তিনটী গ্রন্থই পরবর্ত্তীকালে অতীব শ্রদ্ধার সহিত পঠন-পাঠনের বিষয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের সমস্ত গ্রন্থকারগণ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্ব স্ব সিদ্ধান্ত স্থাপনের অনুরোধে অনুকূল বা প্রতিকূল আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য সুরেশ্বরপ্রণীত বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনাশৈলীতে ও প্রতিপাদ্য বিষয়গৌরবে ইহাদেরই সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা বেদান্তদর্শনের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বহুমান ও শ্রদ্ধার সহিত বার্ত্তিক হইতে প্রমাণস্বরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁহার আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ। তাঁহার রচিত বার্ত্তিকগ্রন্থ অতি দুরূহ। আনন্দগিরি ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকার সাহায্যেই উক্ত বার্ত্তিকের অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এই বার্ত্তিকগ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় যাদৃশ ব্যুৎপত্তি ও মীমাংসাপ্রভৃতি শাস্ত্রে যে পরিজ্ঞান আবশ্যক তাহা বর্ত্তমান কালে দুর্লভ হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিতে দীর্ঘকাল যেরূপ নিরন্তর সাধনা আবশ্যক তাহা স্বীকার করিতে খুব অল্প লোকই প্রস্তুত। এই সমস্ত কারণে উক্ত গ্রন্থের পঠন-পাঠন বিলোপোন্মুখ হইয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে দুরূহ বার্ত্তিক গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা আজ প্রকাশিত হইল। এই কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন পণ্ডিতপ্রবর ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে নিষ্ণাতবুদ্ধি অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়। উক্ত গ্রন্থের সাহায্যে দুরবগাহ বার্ত্তিকগ্রন্থের রহস্যবোধ আজ অল্পপ্রজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইবে। এই মহান্ কার্য্যভার

সম্পন্ন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন। বঙ্গভাষায় দার্শনিক সাহিত্যের পরিমাণ অধিক ছিল না। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া এবং মদীয় আচার্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ অদ্বৈতসিদ্ধির সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আজ বঙ্গ-ভারতীর চরণে এই সুষমাময় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। ইহাতে বঙ্গভাষা গম্ভীরার্থক রচনার শব্দসম্পদসম্ভারে সমৃদ্ধি লাভ করিল। "একা ক্রিয়া বহ্বর্থকরী ভবতি"—এই মহাজনবাক্য আজ উক্ত গ্রন্থরচনায় যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

বেদান্তদর্শনের স্থূল সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে যে সূক্ষ্ম এবং গভীর যুক্তি ও প্রমাণ প্রাচীন আচার্যগণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সন্ধান অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই রাখেন। সুরেশ্বরাচার্য বলিয়াছেন যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র বেদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য এই ভাষ্য গ্রন্থতঃ স্বল্পকায় হইলেও অর্থের দিক্ দিয়া ইহার তাৎপর্য অতি বিশাল। দ্বৈতবাদী তার্কিকগণ কুব্যাখ্যা করিয়া এই ভাষ্যের উপর যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন তাহা দূর করিবার জন্যই সুরেশ্বর আচার্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যভূমিকায় জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম-কাণ্ডের সম্বন্ধ কি তাহা স্বল্পাকারে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাকে সম্বন্ধভাষ্য বলা হয়। সুরেশ্বর আচার্য এই অংশের উপর যে বার্তিক রচনা করিয়াছেন তাহার নাম সম্বন্ধবার্তিক। সম্বন্ধবার্তিক সমগ্র

গ্রন্থের ভূমিকাস্থানীয়। ভূমিকামাত্র হইলেও সম্বন্ধবার্ত্তিক গ্রন্থে জ্ঞান-কাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধনিরূপণপ্রসঙ্গে কর্মমীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও ন্যায়াবলী অতি প্রপঞ্চের সহিত আলোচিত হইয়াছে। এরূপ সুবিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দুর্লভ। ইহাতে কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য সম্পূর্ণভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত দুরাগ্রহী মীমাংসকগণ কেবলমাত্র কর্ম-কাণ্ডেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রকে অর্থবাদ বলিয়া কদর্থিত করেন উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের মতের অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বিবাদ অতি প্রাচীন। ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়-সূত্রভাষ্যেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য ইহার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিকগ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে যে অতিবিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে তাহাতে বেদান্তের সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। বর্তমান কালে মীমাংসকসম্প্রদায় অতি দুর্বল হইয়া পড়ায় এই বিচারের সার্থকতা অনেকেই হয়ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু, কি নিদারুণ সঙ্কট ও প্রতিকূলতার মধ্যে বেদান্তদর্শন সমস্ত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। বিরোধী মতবাদ যতই প্রবল হয় দার্শনিক চিন্তা তাহাদের সহিত ততই সংগ্রাম করিয়া সেই পরিমাণে শক্তি লাভ করে। বিরোধ না থাকিলে চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় না। বুদ্ধির বিকাশমাত্র নয়, সমস্ত শক্তির উন্মেষ ও পরিপুষ্টি প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামের মধ্যেই সম্ভব হয়। যাঁহারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে প্রথমে পূর্বপক্ষের যুক্তিগুলি প্রবল ও অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষ আলোচনা করিলেই দেখা যায় পূর্বপক্ষের খণ্ডন কি সুষ্ঠু-ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিস্ময়বোধের মধ্যেই দার্শনিক আলোচনার মহিমা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহার কোনস্থলে লঘুতার অবসর নাই।

চিন্তাধারা উত্তরোত্তর উচ্চস্তরে অগ্রসর হইতে হইতে দার্শনিক বোধ ও মনীষাকে যেরূপ শক্তিশালী করিয়া তোলে তাহা য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে বিরল। বুদ্ধিবৃত্তি এবং যৌক্তিকবোধ দৃঢ়তা লাভ না করিলে কেবল ভাবরাজ্যেই মানুষের শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ব্যবহারিক জগতে কোন কাজে লাগিবে না। আধুনিক কালে বাঙ্গলা দেশে চিন্তার অসম্বদ্ধতা এবং দৃষ্টি ও মননশক্তির দুর্বলতা অতি প্রকট হইয়াছে। তাহার ফলে আপাতমধুর বাক্য (slogan) অনায়াসেই তরুণ সম্প্রদায়কে উত্তেজিত ও বিচলিত করিয়া তোলে। ভারতীয় চিন্তাধারা এবং দর্শনশাস্ত্রের বিচারশৈলীর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটিলে বুদ্ধির এই লঘুতা ও তরলতার নিবৃত্তি হইবে ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। রঘুনাথ শিরোমনি বাঙ্গালীর মনীষার বৈশিষ্ট্য কীর্তনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

> "কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে,
> তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে,
> তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে,
> কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে ॥

ইহাতে প্রকাশিত হয় তদানীন্তন বাঙ্গালীর কাব্যরসাস্বাদনের উপযোগী সুকুমার বুদ্ধি তর্কশাস্ত্রের কর্কশ আলোচনায় দৃঢ়তা লাভ করিয়াছিল, এবং ইহার সহিত আচারনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি মিলিত হইয়া সুবর্ণে সৌরভের কাজ করিয়াছিল। মনীষার এই চতুরস্রতা এককালে বাঙ্গালীকে সমস্ত ভারতবাসীর নিকট শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর হইতে অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালী সুকুমার সাহিত্যের রচনা ও আলোচনায় নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু এইবার দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা তাহার বুদ্ধি দৃঢ়তা লাভ করুক

ইহা কামনা করি। বুদ্ধিবৃত্তির এই সার্থক পরিণতির প্রতি আলোচ্য গ্রন্থের অনুশীলন অনেকখানি সাহায্য করিবে। গ্রন্থকার আমার বয়ঃ-কনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার দীর্ঘ আয়ুঃ ও যশোবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। "বিপ্রাণাং জ্ঞানতঃ জ্যৈষ্ঠম্" এই মনুবচনের অনুসরণে গ্রন্থকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ সুধীসমাজে স্বীকৃত হইবে ইহা বিশ্বাস করি। ইতি—

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ

আচার্য্য সুরেশ্বর ও তাঁহার অদ্বৈত দর্শন

স্মরণাতীত যুগ হইতে ভারতবর্ষে দার্শনিক জ্ঞানের যে মেধ্যাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহার প্রধান ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আচার্য্য শংকরের শিষ্য আচার্য্য সুরেশ্বর। দর্শনের রাজ্যে গাম্ভীর্য্যে, উচ্চতায় ও ব্যাপকতায় যিনি হিমালয়-সদৃশ, সেই শংকরাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য, সুতরাং তাঁহারই সমসাময়িক ছিলেন আচার্য্য সুরেশ্বর। উভয়েই খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই নিরপেক্ষ বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও কেহ কেহ তাঁহাদিগকে উক্তকালের অনেক পূর্ব্বে,অথবা কিঞ্চিৎ পরে স্থাপিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রয়াস যুক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত রুচিদ্বারাই অধিক প্রভাবান্বিত বলিয়া মনে হয়।

কর্ম-মীমাংসক মণ্ডনমিশ্র শংকরাচার্য্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সুরেশ্বরাচার্য্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রাচীন ঐতিহ্য। বিদ্যারণ্যমুনির 'শংকর-দিগ্‌বিজয়" গ্রন্থেও ঐরূপই কথিত আছে। যদিও ঐতিহাসিক গবেষণা এই মুখবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি যেটুকু না বলিলে নয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। উক্ত কাহিনীকে গ্রহণ করিতে আমাদের কোনই বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত হইত

না, যদি আমরা এক দার্শনিক মণ্ডনমিশ্রকে “ব্রহ্মসিদ্ধি”র গ্রন্থকাররূপে প্রাপ্ত না হইতাম। ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনমিশ্রই আচার্য্য শংকরের পরাজিত মণ্ডন কিনা, অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনই আচার্য্য সুরেশ্বর হইয়াছিলেন কিনা, ইহা সংশয় ও বিচারের বিষয়। ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনকে আমরা প্রাপ্ত হই কর্মমীমাংসকরূপে নহে, কিন্তু ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকরূপে, যদিও আচার্য্য শংকরের তথা সুরেশ্বরের বেদান্তমতবাদের সহিত তাঁহার ব্রহ্মবাদের বহু পার্থক্য বিদ্যমান। মণ্ডনের ব্রহ্মবাদে স্ফোটবাদের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তিনি শব্দব্রহ্মবাদী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনমিশ্র কর্ম-মীমাংসক ছিলেন না। যদি তিনিই শংকর-বিজিত মণ্ডন হইয়া থাকেন, তবে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে আচার্য্য শংকরের শিষ্য হইবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মসিদ্ধি রচনা করিয়া ছিলেন, এবং সুরেশ্বররূপে তিনি সম্পূর্ণ শংকরপন্থী বৈদান্তিক হইলেও পূর্ব্বে ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনরূপে তিনি একজন শংকরের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্বাধীন বেদান্তমতবাদী দার্শনিক ছিলেন। কারণ, মণ্ডনের ব্রহ্মসিদ্ধির মতবাদ পরবর্ত্তী বহু গ্রন্থকারকর্ত্তৃক আলোচিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। এইভাবে গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডন-মিশ্রই পরবর্ত্তীকালে আচার্য্যশংকরের শিষ্য হইয়া সুরেশ্বরাচার্য্য নাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে শংকর-বিজিত মণ্ডনমিশ্র কর্ম্মমীমাংসক ছিলেন, এই ঐতিহ্যের কোনও সার্থকতা থাকে না। তাই পক্ষান্তরে,

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনমিশ্র শংকর-বিজিত মণ্ডন, অর্থাৎ সুরেশ্বর হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। অধ্যাপক হিরণ্য (Prof. Hiriyanna) ও মঃ মঃ কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধি-কার মণ্ডনমিশ্রকে সুরেশ্বরাচার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, শংকরের সমসাময়িক একজন স্বাধীন বেদান্তবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুনিশ্চিত প্রমাণের অভাবে এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অসম্ভব হইলেও, বিদ্যারণ্যের শংকর-দিগ্বিজয়ের উক্তিকে সম্পূর্ণ প্রামাণ্য দিতে হইলে, কর্ম-মীমাংসক মণ্ডন মিশ্র তথা সুরেশ্বরার্য্যকে ব্রহ্মসিদ্ধিকার শব্দব্রহ্মবাদী মণ্ডন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

সে যাহাই হউক, আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার দার্শনিক মতবাদে শংকরের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। আচার্য্য শংকরের নিকট সাক্ষাৎভাবে শিক্ষালাভ করিয়া আচার্য্যের অদ্বৈতবেদান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা ও পরিপূরণ করা ব্যতীত তিনি আর কিছুই করিবার দাবী করেন নাই। নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি, বৃহ-দারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক এবং তৈত্তিরীয়ভাষ্যবার্ত্তিক—এই তিন খানা গ্রন্থই আচার্য্য সুরেশ্বরের মহান্ অবদান। তাই তিনি বার্ত্তিক-কার নামে প্রসিদ্ধ। সংখ্যায় তিনখানা হইলেও, এক বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকেই একাদশ সহস্রের অধিক দার্শনিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শ্লোক রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানাকে শংকরবেদান্তের 'মহাকোষ' বলা যাইতে পারে। নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি গ্রন্থে তিনি অদ্বৈতমতের প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষেপে

আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বার্ত্তিক গ্রন্থদ্বয় শংকর-কৃত বৃহদারণ্যকভাষ্য ও তৈত্তিরীয়ভাষ্যের ব্যাখ্যান-স্বরূপ হইলেও, তাহাতে অদ্বৈতমতের সকল সমস্যা ও বিষয়গুলির স্বতন্ত্রভাবে অতিবিস্তৃত আলোচনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণের সর্ব্ববিধ আপত্তি নিরসনপূর্ব্বক শংকরবেদান্তের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং, 'বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিক' বৃহদারণ্যক-ভাষ্যের বার্ত্তিক (টীকা) হইলেও ইহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বার্ত্তিকের লক্ষণ উল্লেখ করিতে যাইয়া আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে, উত্তম অধিকারীর শংকর-ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়াই সকল বিষয়ের বোধ জন্মিলেও, মধ্যম ও মন্দাধিকারীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তাই ভাষ্যে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া, যাহা অনুক্ত রহিয়াছে তাহার পরিপূরণ ও পরিষ্কার করিয়া, যাহা দ্বিরুক্ত (পুনরুক্ত) হইয়াছে তাহারও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে। এইরূপে 'উক্তানুক্তদ্বিরুক্তা-দিচিন্তা' করাই বার্ত্তিকের লক্ষণ।

এই বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকের ভূমিকাস্থানীয় একাদশ-শতাধিক শ্লোক 'সম্বন্ধবার্ত্তিক' নামে অভিহিত। ইহা বৃহদারণ্যকভাষ্যের ভূমিকা-স্বরূপ সম্বন্ধ-ভাষ্যেরই ব্যাখ্যান। সম্বন্ধভাষ্যের বার্ত্তিক বলিয়াই ইহার নাম সম্বন্ধবার্ত্তিক। এই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথব্রাহ্মণের কাণ্বশাখার কর্ম্মপ্রকরণে অবস্থিত কর্ম্মরহস্যপ্রকাশক প্রবর্গ্যকাণ্ডের অব্যবহিত পরে অবস্থিত বলিয়া, ভাষ্যারম্ভেই প্রবর্গ্যকাণ্ডের

সহিত বৃহদারণ্যকের এবং তদ্দ্বারা সকল কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গতি বা সম্বন্ধ বিচার আবশ্যক হইয়াছে। ভাষ্যের এই ভূমিকাতে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের (উপনিষদের) সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম সম্বন্ধ-ভাষ্য। এই ভূমিকাস্থানীয় সম্বন্ধ-বার্ত্তিকেই সহস্রাধিক দার্শনিক গভীরতাপূর্ণ শ্লোকে অদ্বৈতবেদান্তের মূল বিষয়গুলি এরূপ বিস্তৃত ও সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, ইহা অধ্যয়ন করিলেই শংকর-দর্শন বা অদ্বৈত-বেদান্তের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারে। সুতরাং, সম্বন্ধ-বার্ত্তিককেই একখানা স্বতন্ত্র প্রকরণ-গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই বার্ত্তিকগ্রন্থকে পরবর্ত্তী সকল অদ্বৈত-বেদান্তিগণই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকেই বার্ত্তিকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ-শতকের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবেদান্তী ও টীকাকার আনন্দগিরি বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকের বিস্তৃত টীকা রচনা-পূর্ব্বক ইহার শ্লোকসমূহের সুগভীর তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়া ইহাতে প্রবেশের পথ সুগম করিয়াছেন। ঐ শতকেই বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্যও বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক-সার নামক এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া বার্ত্তিকের সারার্থকে সহজগম্য করিয়াছেন। আনন্দপূর্ণও বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে আনন্দগিরির টীকা শাস্ত্র-প্রকাশিকাই অধুনা লভ্য ও প্রচলিত।

আচার্য্য শংকরের ন্যায় বার্ত্তিককার আচার্য্য সুরেশ্বরের মতেও চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগৎকারণ, জগতের উপাদান। নির্বিকার শুদ্ধ ব্রহ্মের উপাদানত্ব সম্ভব না হইলেও, মায়াদ্বারা কথঞ্চিৎ তাহা সম্ভব হইয়াছে। মায়াদ্বারা ব্রহ্মের পরিণাম (বিবর্ত্ত) সম্ভব হওয়াতে, ব্রহ্মই জগৎবিবর্ত্তের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান। এই মায়া বা অবিদ্যা তাহার আবরণ-শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত পূর্ণস্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়াই ব্রহ্মে জগৎ, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি কল্পনা (বিবর্ত্ত) সম্ভব হইয়াছে। ঐ বিবর্ত্তই মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির কার্য্য। এই অবিদ্যা সৎ-রূপে অথবা অসৎ-রূপে নির্ব্বচনের যোগ্য নহে। সৎস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই, অবিদ্যা বাধিত (বিনষ্ট) হয় বলিয়া ইহা ব্রহ্মের ন্যায় সৎস্বরূপ নহে। আবার, অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় বলিয়াই ইহা বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎস্বরূপ নহে। অতএব অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা। রজ্জুসর্প বা শুক্তিরজতই এইরূপ পদার্থের লৌকিক দৃষ্টান্ত। এই অনির্ব্বচনীয় (মিথ্যা) অবিদ্যাই সর্ব্বপ্রকার জাগতিক ভ্রান্তি ও অনর্থের জননী বা মূল। এই অবিদ্যা মিথ্যা, হেয়, ও নাশ্য পদার্থ বলিয়াই, তৎপ্রসূত সকল ভ্রান্তি ও বন্ধন মিথ্যা, হেয় ও বাধের (নাশের) যোগ্য পদার্থ।

পরমার্থদৃষ্টিতে বা ব্রহ্মদৃষ্টিতে এই অবিদ্যার অস্তিত্বই নাই। অবিদ্যার অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াই, ব্যবহারিক বা লৌকিক দৃষ্টিতেই ব্রহ্মে অবিদ্যা (অবিদ্যার অস্তিত্ব) অনুভূত হয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যা আছে, এবং অবিদ্যা

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেই বিদ্যমান। তাই বার্ত্তিককার সুরেশ্বর বলিয়াছেন ঃ—

অবিদ্যাস্ত্যেত্যবিদ্যায়ামেবাসিত্বা* প্রকল্প্যতে।
ব্রহ্মদৃষ্ট্যা ত্ববিদ্যেয়ং ন কথং চন যুজ্যতে॥ (সঃ বাঃ ১৩৬)

এই অবিদ্যা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের বিষয় নহে, আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) অনুভবের বা সাক্ষীর বিষয়। 'অহমজ্ঞঃ' ইত্যাদি অনুভবে সাক্ষীর দ্বারাই অবিদ্যার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়া থাকে। আত্মচৈতন্যের দ্বারা ইহার অনুভব হয় বলিয়াই আত্মচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অবিদ্যার বিরোধ নাই। প্রমাণজনিত জ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞানের সহিতই অবিদ্যার বিরোধ। প্রমাণের সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকারের উদয় হইলেই, অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। —'অতো মানোত্থবিজ্ঞানধ্বস্তা সাপ্যেত্যথাত্মতাম্' (সঃ বাঃ ১৭৭)। সুতরাং, অবিদ্যা-ধ্বংস ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। ব্রহ্মাশ্রিত ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যা একবিধ। ইহাতে মূলা, তূলারূপ বা অন্য কোনও-প্রকার দ্বৈবিধ্য নাই। 'দ্বৈবিধ্যং চাবিদ্যায়া ন চ যুক্ত্যা-বসীয়তে' (বৃহঃ বার্ত্তিক)। ইহা ব্রহ্মেতে আশ্রিত থাকিয়া, ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপকে আবৃত করিয়া জীব, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি রূপে ব্রহ্মের বিবর্ত্তন সম্ভব করে। ব্রহ্মের জগৎকারণত্বকে সম্ভব করে।

---

*...বাস্তিত্বং...এইরূপ পাঠান্তর আছে; তাহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের ১৩৬ দ্রষ্টব্য শ্লোকে

ব্রহ্ম বা আত্মবস্তু স্বতঃসিদ্ধ ; যেহেতু তাহা চৈতন্যস্বরূপ, অনুভূতিস্বরূপ। চৈতন্য বা অনুভূতি সম্পর্কে কোনও প্রমাণের প্রশ্নই আসিতে পারে না : যেহেতু অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়াই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মানুভূতির সঙ্গে (অপর বস্তুকে) যুক্ত করাই প্রমাণের কার্য্য। সুতরাং, আত্মানুভূতি সর্ব্বপ্রমাণের ভিত্তিরূপে প্রাক্‌সিদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ। তাই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

"আত্মানুভবমাশ্রিত্য প্রত্যক্ষাদি প্রসিধ্যতি।
অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধেঃ কাপেক্ষা হ্যাত্মসিদ্ধয়ে॥"

(স : বা : ১৮৯)

এই ব্রহ্মাত্মাই অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত বা আভাসপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হন, এবং অন্তঃকরণে আভাস-প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে সংসার করিয়া থাকেন। অবিদ্যারূপ উপাধি এক বলিয়া ঈশ্বর এক, অন্তঃকরণ বহু বলিয়া জীবও বহু। এই জীব ও ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্ব (চিদাভাস) বিম্ব ব্রহ্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন এবং মিথ্যা। এই যে প্রতিবিম্বের বিম্বভিন্নত্ব ও মিথ্যাত্ব, ইহাই বার্ত্তিককারের আভাস-বাদ নামে প্রসিদ্ধ। আত্মচৈতন্যই অন্তঃকরণে মিথ্যা আভাস প্রাপ্ত হইয়া সংসারবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং জ্ঞানোদয়ে মিথ্যা আভাসের নাশে আত্মচৈতন্যই মুক্তি লাভ করে। "অয়মেব হি নোঽনর্থোযৎ সংসার্য্যাত্মদর্শনম্‌" (বৃহঃ বাঃ)

কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধই সম্বন্ধ-ভাষ্যের, সুতরাং সম্বন্ধবার্ত্তিকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই মুক্তির

সাধনায় জ্ঞানের ও কর্ম্মের যথাযোগ্য স্থান বা উপযোগ নির্ণয় করিতে পারিলে, তবেই তাহাদের সম্বন্ধ কি, তাহা যথার্থরূপে জানা সম্ভব। কোনও কোনও কর্ম-মীমাংসকের মতে কর্মই মুক্তির সাধন; যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতেই অমৃতত্বরূপ মুক্তিলাভ হইতে পারে। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরের মতে ইহা "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইত্যাদি শ্রুতির বিরুদ্ধ, এবং যুক্তিরও বিরুদ্ধ।—

কথং নিত্যং ভবেত্তস্মো যদি স্যাৎ কর্মণঃ ফলম্।
কর্মোত্থং ন যতঃ কিংচিৎ ধ্রুবং জগতি বীক্ষ্যতে॥ (সঃ বাঃ)

ইহার প্রত্যুত্তরে নিষ্কাম-কর্ম্ম-পক্ষপাতী মীমাংসকগণ বলিতে পারেন যে, স্বর্গাদির ন্যায় যজ্ঞাদি হইতে নিত্যমুক্তির উৎপত্তি অসম্ভব হইলেও যদি কোনও নিপুণ কর্ম্ম-সাধক নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম বর্জ্জন করে, নিত্যকর্মের (বেদপাঠ-সন্ধ্যা-অগ্নিহোত্রাদি) অনুষ্ঠানের দ্বারা (অকরণজনিত) প্রত্যবায় নাশ করে (এড়াইয়া চলে), এবং প্রারব্ধ সকল কর্ম (অদৃষ্ট) ভোগের দ্বারা ক্ষয় করে, তাহা হইলে শরীরান্তর (জন্মান্তর) লাভের হেতু কোনওপ্রকার কর্ম না থাকাতে সেই সাধক তো আত্মজ্ঞান বিনাই, অনায়াসেই আত্যন্তিক দেহের উচ্ছেদরূপ মুক্তি লাভ করিতে পারে। ইহাদের মতে সঞ্চিত কর্ম বলিয়া কিছু থাকে না, যাহার নাশের নিমিত্ত জ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বজন্মের সকল কর্ম মিলিত হইয়া পরের জন্ম বা দেহ আরম্ভ করে। ইহাকেই 'ঐকভবিক' মতবাদ বলা

হয়। আচার্য্য সুরেশ্বর সম্বন্ধ-বার্ত্তিকে বিস্তৃতভাবে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া এই অযত্নসাধ্য-মুক্তিবাদ (জ্ঞানব্যতিরেকে মুক্তি) খণ্ডন করিয়াছেন (৪০ শ্লোক হইতে)। বিশেষতঃ, "ঐকভবিক" মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া, আরম্ভক কর্মাতিরিক্ত সঞ্চিত কর্মও থাকিবেই। তাহার নাশ আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিসের দ্বারা হইতে পারে? অতএব, ঐকভবিকমতবাদী মীমাংসকগণের কর্ম্ম-সাধ্য-মুক্তিবাদ কিছুতেই সিদ্ধ হয় না।

অপিচ, কর্মের ফল চতুর্ব্বিধ প্রসিদ্ধ আছে। উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কার এই চারি প্রকার ব্যতিরিক্ত কোনও ক্রিয়াফল হইতে পারে না। মুক্তি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার ও শুদ্ধ আত্মস্বরূপ বলিয়া ঐ চারিটির কোনটিই নহে; সুতরাং ক্রিয়াফলও নহে। অপিচ, কর্মের দ্বারা মনুষ্য দেবতাগণের পশুস্থানীয় (ভোগ্য) হইয়া থাকে। এইজন্যই দেবগণ চাহেনা যে, মানুষ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হয়, কর্মত্যাগ করে। অতএব, সর্ব্বকর্ম-সন্ন্যাস-পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেই অবিদ্যার নাশ হইয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে।—

অতঃ সংন্যস্য কর্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মাববোধতঃ।
হত্বাবিদ্যাং ধিয়ৈবেয়াৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ (সঃ বাঃ)

কেহ কেহ আবার সমুচ্চিত (মিলিত) জ্ঞান ও কর্ম হইতে মুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহারাই সমুচ্চয়বাদী মীমাংসক। জ্ঞানপ্রধান কর্ম, অথবা কর্মপ্রধান জ্ঞান,

অথবা সমপ্রধান জ্ঞানকর্ম—ইহাদের কোনটিই মুক্তির কারণ হইতে পারে না। প্রথমতঃ, শ্রুতিতে মুক্তির কারণরূপে এই সকলের কোনটিই উক্ত হয় নাই। ঐকাত্ম্যবিজ্ঞানই মুক্তির কারণরূপে শ্রুতিতে (বেদান্তে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অপ্রামাণিক বলিয়াই উক্ত ত্রিবিধ সমুচ্চয় মুক্তির কারণ হইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে—

বিজ্ঞানকর্ম্মণোস্ত্রেধা যদ্যপ্যুচ্যেত সমুচ্চয়ঃ।
পূর্ব্বোক্তৈকাত্ম্যতাৎপর্য্যাদ্বেদস্যাসৌ ন যুজ্যতে॥ (সঃ বাঃ)

দ্বিতীয়তঃ, পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাবের দ্বারাই সমুচ্চয় হইয়া থাকে। কর্ত্তৃ-কারকাদি-ভেদাশ্রিত কর্ম্মের সহিত সর্ব্বভেদবিরোধি অদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানের উপকার্য্যোপকারকভাব অসম্ভব। সুতরাং, উহাদের সমুচ্চয়ও হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, মুক্তি উৎপত্তি, আপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়াফলের অন্তর্গত নহে বলিয়াও, মুক্তির কারণে কর্ম্ম সমুচ্চিত হইতে পারে না। অতএব, কোনওপ্রকারেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়, অর্থাৎ মুক্তির হেতুরূপে এককালে মিলিতরূপে অবস্থান সম্ভব নহে। তবে, একই সাধকের জীবনে ইহাদের ক্রমিক সমুচ্চয় হইতে পারে। প্রথমে নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, পরে জ্ঞানলাভের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে।

আবার, জ্ঞানকাণ্ডে বা বেদান্তে অধিকারীর বিচার বা নিরূপণ করা হইয়াছে বলিয়াই, বেদান্তে বিধির বা কার্য্যের প্রবেশ আছে ইহাও বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের উপায় যে সংন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণাদি, তাহাতেই অধিকারীর বিচার

করা হইয়াছে, এবং তাহাতে (শ্রবণাদিতে) বিধি বা কার্য্য অস্বীকার করা হয় না। ফলস্বরূপ বা উপেয়স্বরূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানেতে অধিকার বিচার করা হয় নাই। কারণ, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র ও দৃষ্টফলক। প্রত্যেক জ্ঞানই সারতঃ আত্মচৈতন্যস্বরূপ। বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত আত্মচৈতন্যকেই ফলচৈতন্য বলা হইয়া থাকে ; এবং তাহাই অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। সেই ফলচৈতন্যের দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। তাই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

অনাত্মনি প্রমেয়েঽর্থে যা ফলত্বেন সংমতা।
প্রমেয়া সৈব বেদান্তেষ্বনুভূতিরিহাত্মনঃ॥ (সঃ বাঃ ২৩০)

যদিও উপদেশসাহস্রীর, পঞ্চদশীর এবং অধিকাংশ বেদান্তীর মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা চিদাভাসই ফলচৈতন্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারাই বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে, তথাপি বার্ত্তিককার এই বিষয়ে উপরি উক্ত স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈতসিদ্ধিতে বার্ত্তিককারের এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রপঞ্চবিলয়বাদীরা বলেন যে, ধাপে ধাপে প্রপঞ্চের (দেহ প্রভৃতি মিথ্যা কার্য্যের) বিলয়ই কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। স্বর্গের জন্য যাগাদি করিতে হইলেই, মৃত্যুর পরে স্থায়ী দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান করিতে হইবে।

তাদৃশ জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা দেহাত্মভাব বিনষ্ট হইবে। কাম্যবিধিসমূহের এইরূপ প্রপঞ্চবিলয়েই তাৎপর্য্য। এইরূপে রাগাদিজনিত প্রবৃত্তির বিলয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক-বিধির তাৎপর্য্য। এই প্রকারে সকল কর্মকাণ্ডই প্রপঞ্চলয়ের দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের (আত্মজ্ঞানের) সুতরাং মোক্ষের উপযোগী। তাই বার্ত্তিককার পূর্ব্বপক্ষের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন—

অন্যেতু মন্যন্তে কেচিদ্ গম্ভীরন্যায়বাদিনঃ।
ভেদস্য বিলয়ো বেদে গম্যতে কস্যচিৎ কচিৎ॥
এবং রাগাদিহেতুত্থপ্রবৃত্তিলয়বর্ত্মনা।
আত্মজ্ঞানাধিকারার্থা নিঃশেষাবিধয়ঃ স্মৃতাঃ॥ (সঃ বাঃ)

কিন্তু বার্ত্তিককারের মতে এই মতবাদ যুক্তি ও শ্রুতিসঙ্গত নহে। শ্রুতিতে কর্মবিধিসকল স্ব স্ব বাক্যান্তর্গত স্বর্গাদি-ফল ব্যতিরিক্ত আর কোনও ফলের (মোক্ষের) অপেক্ষা রাখে না বলিয়া তদুদ্দেশ্যে প্রপঞ্চাভাবরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না। কর্মবিধির সর্বত্রই অনুষ্ঠানেই তাৎপর্য্য। সুতরাং, তাহা কুত্রাপি ভেদলয় বা বা প্রপঞ্চলয়কে বুঝাইয়া জ্ঞানের উপযোগী হইতে পারে না। অপিচ, একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই প্রপঞ্চলয় হইয়া থাকে; প্রপঞ্চলয় জ্ঞানের কারণ বা উপযোগী হইতে পারে না। কর্মকাণ্ডের দ্বারাই প্রপঞ্চলয় সাধিত হইলে, জ্ঞানকাণ্ডের আর কোনও সার্থকতা থাকে না।—

প্রপঞ্চবিলয়েনৈব সবানর্থপ্রহাণতঃ।
পুরুষার্থস্য সংসিদ্ধের্বিদ্যা নৈষ্ফল্যমাপতেৎ॥ (সঃবাঃ)

কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধবিষয়ে সম্ভাবিত পূর্বপক্ষসকল খণ্ডন করিয়া, আচার্য্য সুরেশ্বর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিষ্কাম ও নিত্যকর্মসকলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া বিবিদিষা উৎপন্ন হইলে কর্মত্যাগপূর্বক (সংন্যাস করিয়া) বেদান্তশ্রবণাদি-দ্বারা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানলাভের প্রণালী। অতএব, নিত্যকর্ম জ্ঞানের প্রতি, সুতরাং মুক্তির প্রতি আরাদুপকারক, অর্থাৎ পরম্পরায় উপযোগী।—

আরাদেবোপকুর্ব্বন্তি নিত্যান্যাত্মবিশুদ্ধিতঃ।
আত্মজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ সাক্ষাত্তত্ত্বাত্মবোধবৎ॥

ইহাই সম্বন্ধবার্ত্তিকের সিদ্ধান্ত। সকাম কর্ম ভোগের প্রতি-বন্ধকসমূহ বিনষ্ট করিয়া ভোগ সিদ্ধ করিয়া থাকে; সুতরাং উহা জ্ঞানের উপযোগী নহে। তবে, বেদে যেসকল সকাম কর্ম বিহিত হইয়াছে সেইগুলিও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানের উপযোগী হইয়া থাকে। (৩২২, ৩২৮ শ্লোক)

এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি শব্দই (তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যই) প্রমাণ, এবং শ্রবণই প্রধান সাধন। মনন ও ধ্যান শ্রবণেরই সহকারী। অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রতিবন্ধক না থাকিলে বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতেই শব্দপ্রমাণের দ্বারা অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরোক্ষ জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ইন্দ্রিয় হইতেই উৎপন্ন হইবে, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। বস্তু সন্নিহিত হইলে, শব্দপ্রমাণ

হইতেও অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই শব্দা-পরোক্ষবাদ। বার্ত্তিককার ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

সদেব ইত্যাদি বাক্যেভ্যঃ প্রমা স্ফুটতরা ভবেৎ।
দশমস্ত্বমসীত্যস্মাদ্ যথৈবং প্রত্যগাত্মনি॥

(২০৮—২২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

প্রসংখ্যানবাদীরা বলেন যে, কেবল শ্রবণ হইতে বা শব্দপ্রমাণ হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শব্দ, যুক্তি, প্রসংখ্যান (অভ্যাস, আবৃত্তি, ধ্যান) ও আত্মা এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট প্রমাণ হইতেই অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রসংখ্যানবাদীর মতবাদ আচার্য্য সুরেশ্বর সম্বন্ধবার্ত্তিকে অতি বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নিপুণতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসংখ্যানবাদী বলেন যে, "সমাহিতঃ পশ্যেৎ" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদিস্থলে দর্শন বা সাক্ষাৎ-কাররূপ ফলের উদ্দেশ্যে প্রসংখ্যান-নামক যত্নবিশেষ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং, আত্মা জ্ঞানবিধির অঙ্গ না হইলেও প্রসংখ্যানবিধির অঙ্গ, মানিতে হইবে। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য হইতে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, সেই জ্ঞানের পারোক্ষ্য (পরোক্ষতা) দূর করিয়া অপরোক্ষ করিবার জন্য প্রসংখ্যান (আবৃত্তি, ধ্যান) বিহিত হইয়াছে।—"তৎসাক্ষাৎ-করণায়ৈব প্রসংখ্যানং বিধীয়তে" (সম্বন্ধবার্ত্তিক)। এইরূপে শব্দ, যুক্তি এবং আত্মাও প্রসংখ্যানের সহিত আত্মসাক্ষাৎ-কারের হেতু। শব্দ ও যুক্তিদ্বারা বস্তু নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত

হইলেই তবে তাহার প্রসংখ্যান সম্ভব। ইহার নিরাকরণে আচার্য্য সুরেশ্বর বলেন যে, প্রসংখ্যান নামক কার্য্যের বিধিও বেদান্তে থাকিতে পারে না। যে অপরোক্ষস্বরূপ আত্মবস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া অহঙ্কারাদি অনাত্মবস্তুও সাক্ষাৎ আত্মার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই আত্মবস্তুতে কীপ্রকারে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে? সুতরাং আত্মজ্ঞানের পরোক্ষত্বনাশের নিমিত্তও প্রসংখ্যানের বিধি থাকিতে পারে না। প্রমাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা প্রভৃতির সদ্‌ভাব ও অভাবের যিনি সাক্ষী বলিয়া শ্রুতিতে কথিত, সেই নিত্য প্রকাশস্বরূপ আত্মা অপরোক্ষস্বরূপ বলিয়া তাহাতে পরোক্ষত্ব সম্ভব নহে, সুতরাং প্রসংখ্যানবিধিও নিষ্প্রয়োজন।—

পরোক্ষমপি সদ্বস্তু যৎসাক্ষ্যাত্মরূপতঃ।
সাক্ষাদাত্মৈব চাভাতি তস্মিন্ পারোক্ষ্যধীঃ কথম্॥ (সঃবাঃ)

অপিচ, আত্মা প্রমাণের অংশ হইতেই পারে না। ব্যবহারিক আত্মা প্রমাতা, সে প্রমাণের অংশ হইতে পারে না। আর, পারমার্থিক আত্মাই প্রমেয় (জ্ঞেয়বস্তু), সুতরাং তাহাও প্রমাণ (মানাংশ) হইতে পারে না।

এইরূপে আচার্য্য সুরেশ্বর নানা পূর্বপক্ষীর, বিশেষতঃ যাহারা বেদান্তে কার্য্য বা অপূর্বের (অদৃষ্টের) এবং বিধির অনুপ্রবেশ স্বীকার করে, তাহাদের মতবাদ নিরাকৃত করিয়া নিয়োগ ও বিধির অনুপ্রবেশলেশরহিত স্বপ্রধান অদ্বয় ব্রহ্মে বেদান্তের তাৎপর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইতি—

গ্রন্থকার।

সম্বন্ধ-বার্ত্তিক

—সূচীপত্র—

শুক্লযজুর্বেদীয়-

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

ওঁম্ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ……ইত্যাদি।

অথ ভাষ্য-ভূমিকা (আচার্য্যশংকরকৃতা)

(সম্বন্ধ-ভাষ্য)

ওঁম্ নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যো
বংশঋষিভ্যঃ নমো গুরুভ্যঃ।

উষা বা অশ্বস্য ইত্যেবমাদ্যা বাজসনয়িব্রাহ্মণোপনিষৎ। তস্যা ইয়মল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে সংসারব্যাবিবৃৎসুভ্যঃ সংসার-হেতু-নিবৃত্তি-সাধন-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে।

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ তাদর্থ্যাদ্ গ্রন্থোঽপি উপনিষদুচ্যতে।

সেয়ং ষড়াধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্; বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্। তস্যাস্য কর্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে।—

সর্ব্বোঽপ্যয়ং বেদঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং অনবগতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারোপায়-প্রকাশনপরঃ...ইত্যাদি।

(সম্বন্ধ-ভাষ্যের এই অংশটুকুই এই গ্রন্থের শ্লোকসমূহে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে)

সম্বন্ধবার্ত্তিক

—ঃ*ঃ—

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ

স্বাবিদ্যাবিভবপ্রসূতবিপুলদ্বৈতপ্রপঞ্চাহিত—
স্পষ্টভ্রান্তিতিরোহিতাত্মমতয়ো যং ভাগশো মন্বতে।
নির্ভাগং সকলাভিধানমননব্যাপারদূরস্থিতং
বন্দে নন্দিতবিশ্বমব্যয়মজং ভক্ত্যা তমেকং বিভুম্ ॥১॥

অন্বয়।—স্বাবিদ্যাবিভবপ্রসূতবিপুলদ্বৈতপ্রপঞ্চাহিতস্পষ্টভ্রান্তিতিরোহিতাত্মমতয়ঃ যং ভাগশঃ মন্বতে, তং সকলাভিধানমননব্যাপারদূরস্থিতং নন্দিতবিশ্বং নির্ভাগম্ অজম্ অব্যয়ম্ একং বিভুং ভক্ত্যা বন্দে ॥১।

বঙ্গানুবাদ।—ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যাশক্তিদ্বারা প্রসূত বিপুল দ্বৈতজগতের দ্বারা উৎপাদিত স্পষ্টভ্রান্তিনিবন্ধন যাহাদের আত্মবোধ তিরোহিত রহিয়াছে তাহারা (জীবসমূহ) যাঁহাকে নানাভেদযুক্ত মনে করে, সেই সর্ব্ববিধ বাক্যমনোব্যাপারের অতীত, বিশ্বের আনন্দবিধায়ক, ভেদরহিত, জন্ম ও ক্ষয় বিহীন, অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে ভক্তির সহিত বন্দনা করি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—

আনন্দবোধরূপায় জীবায় পরমাত্মনে।
নিষেধাবধিরূপায় নির্গুণায় নমো নমঃ ॥
ধ্যাত্বা শ্রীগুরুপাদাব্জং শংকরংচ পরংগুরুম্।
বার্ত্তিকস্ুখবোধায় তাৎপর্য্যমত্র চিন্ত্যতে ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখার অন্তর্গত। আচার্য্য শংকর সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া, সেই ভাষ্যের ভূমিকাতে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ এবং তৎপ্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যের সেই ভূমিকা অংশ 'সম্বন্ধভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য সুরেশ্বর বৃহদারণ্যক ভাষ্যের শ্লোকাকারে যে টীকা রচনা করিরাছেন, তাহারই নাম—বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক; এবং ভূমিকাস্বরূপ সম্বন্ধভাষ্যের যে বার্ত্তিক, সেই অংশ 'সম্বন্ধবার্ত্তিক' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সম্বন্ধভাষ্যেরই টীকাস্বরূপ। ইহার প্রথম শ্লোকে গ্রন্থকার আচার্য্য সুরেশ্বর ইষ্টদেবতানমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে, আচার্য্য শংকরকৃত সম্পূর্ণবৃহদারণ্যকভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থও অতিসংক্ষেপে বিবৃত করিতেছেন—'ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা' ইত্যাদি। .....শ্লোকের 'স্বাবিদ্যা' এই পদের দ্বারা ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মবিষয়িণী অবিদ্যাকে বুঝান হইয়াছে। সুরেশ্বর প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তীর মতে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগৎকারণ। তাঁহারই শক্তিস্থানীয় তাহাতে আশ্রিত মায়া বা অবিদ্যাদ্বারাই ব্রহ্মে জীব ও জগৎ কল্পনা সম্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মে জীব ও জগৎ অবিদ্যাকল্পিত। ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয় এবং বিষয়। অবিদ্যা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিয়া ব্রহ্মকেই আবৃত করিয়া রাখে। তাহারই ফলে নানা জীব ও জগতের অস্তিত্ব। শ্লোকের 'বিভব' (শক্তি)—এই পদের দ্বারা অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়কে সূচিত করা

হইয়াছে। অবিদ্যার আবরণশক্তিতেই ব্রহ্মে জীবের সম্ভাবনা হইয়াছে, এবং বিক্ষেপশক্তিই এই জড় বিশ্ব প্রসারিত করিয়াছে। অবিদ্যার বিভব অর্থাৎ শক্তিদ্বয় হইতে প্রসূত হইয়াছে এই যে 'বিপুলদ্বৈতপ্রপঞ্চ'—জীব, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতি ভেদবিশিষ্ট বিরাট্ বিশ্ব, তাহাদ্বারা আহিত অর্থাৎ উৎপাদিত যে 'স্পষ্টভ্রান্তি' —আত্মার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ভ্রান্তি, সেই ভ্রান্তিবশতঃ তিরোহিত হইয়াছে আত্মবোধ (ব্রহ্মস্বরূপ আত্মবোধ) যাহাদের, এইরূপ জীবগণ যাঁহাকে 'ভাগশঃ'—বিভক্ত অর্থাৎ জীব, জগৎ প্রভৃতি ভেদযুক্ত বলিয়া মনে করে (উক্ত অন্যান্য বিশেষণবিশিষ্ট) সেই পরমাত্মাকে বন্দনা করি ;—এইরূপ অন্বয় ও অর্থ বুঝিতে হইবে। অথবা,—'বিপুলদ্বৈতপ্রপঞ্চাহিত', 'স্পষ্টভ্রান্তি' এবং 'তিরোহিতাত্মমতয়' এই তিনটি পৃথক্‌ভাবে জীবের বিশেষণ হইতে পারে। 'বিপুলদ্বৈতপ্রপঞ্চাহিত'—ইহার অর্থ স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীরের দ্বারা উপহিত ; স্পষ্টভ্রান্তি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিভ্রান্তিবিশিষ্ট ; এবং তিরোহিতাত্মস্ফুরণ যে জীবগণ—এইরূপ অর্থও হইতে পারে। অথবা, 'স্বাবিদ্যা···মতয়'—এই সমাসবদ্ধ পদসমূহের অন্যপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। 'স্ব' পদে এখানে ব্রহ্ম না বুঝাইয়া কর্মবাদী মীমাংসক-গণকে বুঝাইতে পারে। মীমাংসকগণ ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি বিভাগমাত্রকেই পারমার্থিক সত্য মনে করিয়া তদতিরিক্ত কোনও পরমাত্মাকে উপলব্ধি না করাতে, অবিভক্ত পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকে

বলা হইতেছে "স্বাবিদ্যা" ইত্যাদি। স্বীয় অর্থাৎ নিজেদের (মীমাংসকগণের) যে অবিদ্যাবিভব—অবিদ্যা নামক শক্তি, সেই অবিদ্যা-শক্তিরূপ উপাদানের দ্বারা প্রসূত, এবং (পূর্ব্বপ্রতীত) বিপুল দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ নিমিত্তকারণের দ্বারা সম্পাদিত, যে স্পষ্ট অর্থাৎ সুদৃঢ় ভ্রান্তি,—'পরমাত্মা নাই' এই-রূপ ভ্রান্তি, তাহাদ্বারা তিরোহিত হইয়াছে আত্মমতি অর্থাৎ পরমাত্মাস্তিত্ববুদ্ধি যাহাদের, এইরূপ মীমাংসকগণ যাঁহাকে 'ভাগশঃ মন্বতে' অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি বিভাগপূর্ব্বক কল্পনা করে, সেই......পরমাত্মাকে ভক্তির সহিত বন্দনা করি।

যাহা হউক, ভ্রান্তিবশতঃই অদ্বিতীয় আত্মাতে নানা আত্মা, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি বিকল্পিত হইয়া থাকে। এই ভেদভ্রান্তিকে অবলম্বন করিয়াই 'তিরোহিতাত্মমতয়ঃ'—এইস্থলে (জীবগণকে বুঝাইতে) বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে, যদিও পরমার্থতঃ আত্মা ভেদরহিত—'নির্ভাগ' ও 'এক'। 'বিশ্বের আনন্দবিধায়ক'—পরমাত্মার এই বিশেষণের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তিনি নিজে পরমানন্দস্বরূপ। যিনি নিজে পরমানন্দ স্বরূপ, তিনিই বিশ্বকে আনন্দিত করিতে পারেন। শ্রুতিও বলিতেছে 'রসো বৈ সঃ,' 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি'। তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়াই, তাঁহার জ্ঞান বা তৎপ্রাপ্তির অপুরুষার্থত্ব-আশংকা নিবারিত হয়, অর্থাৎ তিনি সকলের প্রার্থিত ও অভিলষিত হইতে পারেন। আশংকা হইতে পারে যে, পরমাত্মা যদি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপই হন্ তবে সুখের (আনন্দের) যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, আত্মারও

সেইরূপ উৎপত্তি ও বিনাশ হউক। এই আশংকা নিবারণের জন্য বলা হইয়াছে, 'অজমব্যয়ম্'—জন্মরহিত ও অক্ষয়। পরমাত্মা উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, নিত্য-আনন্দস্বরূপ। এই বিশেষণের দ্বারা, বৌদ্ধগণ যে উৎপত্তিনির্ব্বাণবিশিষ্ট (ক্ষণিক) সর্ব্বজ্ঞ (ঈশ্বরস্থানীয়) স্বীকার করে, তাহা হইতে বেদান্তের ঈশ্বরের পার্থক্য জ্ঞাপিত হইল। এতাদৃশ পরমানন্দস্বরূপ আত্মা শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মস্বরূপই নিশ্চিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মেরই ন্যায় ইহার বাক্ ও মনের অতীতত্ব বলা হইতেছে—'সর্ব্ববিধ বাক্যমনোব্যাপারের অতীত'। বাক্য এই ব্রহ্মাত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে (বাচ্যরূপে) প্রকাশ করিতে পারেনা, লক্ষিত (লক্ষণা দ্বারা সূচিত) করিতে পারে মাত্র। অনুমানাদি মননব্যাপারও আত্মাকে সম্ভাবনাদ্বারা সূচিত করিতে পারে মাত্র, সাক্ষাৎ তাহার স্বরূপ জ্ঞাপিত করিতে পারেনা। 'বিভু' (সর্ব্বব্যাপী) এই বিশেষণের দ্বারা, বৈষ্ণবগণের অভিপ্রেত আত্মার অণুপরিমাণ এবং জৈনাদির অভিপ্রেত আত্মার মধ্যপরিমাণ (শরীর পরিমাণ) অস্বীকার করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

যাং কাণ্বোপনিষচ্ছলেন সকলাম্নায়ার্থসংশোধিনীং
সংচক্রুর্গুরবোঽনুবৃত্তগুরবো বৃত্তিং সতাং শান্তয়ে।
অর্থাবিষ্করণং কুতার্কিককৃতাশঙ্কাসমুচ্ছিত্তয়ে
তস্যা ন্যায়সমাশ্রিতেন বচসা প্রক্রম্যতে লেশতঃ ॥২॥

অন্বয়।—গুরবঃ অনুবৃত্তগুরবঃ (সন্তঃ) সতাং শান্তয়ে কাণ্বোপনিষচ্ছলেন সকলাম্নায়ার্থসংশোধিনীং যাং বৃত্তিং সংচক্রুঃ, কুতার্কিককৃতাশঙ্কাসমুচ্ছিত্তয়ে ন্যায়সমাশ্রিতেন বচসা তস্যাঃ লেশতঃ অর্থাবিষ্করণং প্রক্রম্যতে ॥২॥

অনুবাদ।—অধিকারী সজ্জনগণের শান্তির নিমিত্ত, পূর্ব্ব গুরুগণের অনুসরণ করিয়া, আচার্য্য শংকর কাণ্বোপনিষৎ ব্যাখ্যাচ্ছলে সকলবেদার্থতাৎপর্য্যনির্ণায়ক যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কুতার্কিকগণের কৃত আশঙ্কা খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়াশ্রিত বাক্যের দ্বারা তাহারই সামান্যভাবে ব্যাখ্যান আরম্ভ করা হইতেছে ॥২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'শান্তয়ে' অর্থাৎ অবিদ্যারূপকারণের সহিত সংসার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। সংসারনিবৃত্তিই ভাষ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বা ফল। 'অনুবৃত্তগুরবো'—এই কথার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, আচার্য্য শংকরকৃত বৃহদারণ্যকভাষ্য গুরুপরম্পরা অনুসরণ করিয়াই রচিত; সুতরাং উহা ব্যাখ্যার যোগ্য।.. ...কাণ্বোপনিষদের তাৎপর্য্যনির্ণয়চ্ছলে আচার্য্য সম্পূর্ণ বেদেরই যে অদ্বৈতব্রহ্মে তাৎপর্য্য তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ভাষ্য আপাততঃ সরল হইলেও অত্যন্ত গম্ভীর; অতএব উহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়াই এই বার্ত্তিক আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এই বার্ত্তিকেরও মুখ্য উদ্দেশ্য 'শান্তি' হইলেও, ইহার গৌণ উদ্দেশ্য—কুতার্কিকগণের তর্ক-জনিত সংশয় ও অসম্ভাবনা প্রভৃতি নিরাকরণ করা। উত্তম অধিকারী ভাষ্য পড়িয়াই সকল যুক্তি ও সকল গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেও, মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে তাহা তাহা সম্ভব নহে; এইজন্যই ভাষ্যের 'ন্যায়'-সমূহের বিশদ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে।

তাই বলা হইয়াছে—'ন্যায়াশ্রিতেন বচসা', অর্থাৎ উক্ত, অনুক্ত ও দ্বিরুক্ত যাহাকিছু, তৎসকলের বিচারাত্মক বাক্যের দ্বারা। এইরূপ কথিত আছে—

উক্তানুক্তদ্বিরুক্তাদিচিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।

'যাহাতে উক্ত বিষয়ের, অনুক্ত বিষয়ের এবং দ্বিরুক্ত বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে, সেই গ্রন্থকেই মনীষীরা 'বার্ত্তিক' বলিয়া থাকেন।' 'লেশতঃ' এই কথার দ্বারা বার্ত্তিককার আচার্য্য সুরেশ্বর শংকরভাষ্যের গভীরতা স্বীকার করিয়া নিজের বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন ॥২॥

অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ।
তত্রৈব চাস্য সদ্ভাবাদভিধার্থস্য তৎকুতঃ ॥৩॥

অন্বয়।—অত্র চ উপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্মবিদ্যৈকগোচরঃ, অস্য অভিধার্থস্য তত্রৈব চ সদ্ভাবাৎ। কুতঃ তৎ? ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ।—এই ভাষ্যে এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিকগ্রন্থে উপনিষৎ শব্দ ব্রহ্মবিদ্যাকেই বুঝাইয়া থাকে; যেহেতু এই শব্দের যৌগিকার্থ উহাতেই (ব্রহ্মবিদ্যাতেই) বিদ্যমান। তাহা কিরূপে হইয়া থাকে?—॥৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—উপ-নি-সদ্ ধাতু+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া উপনিষৎ শব্দটি নিষ্পন্ন। ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যা। ভাষ্যের সেই সকল কথাকে লক্ষ্য করিয়াই বার্ত্তিককার এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐরূপ অর্থ

স্বীকার করার যুক্তি বলিতেছেন, 'তত্রৈব' ইত্যাদি। কোনও শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থ লাভ হয় তাহাকে অভিধার্থ, অবয়বার্থ বা যৌগিকার্থ বলা যায়। যেহেতু উপনিষৎ শব্দের যৌগিকার্থ ব্রহ্মবিদ্যাতেই বিদ্যমান, অতএব ব্রহ্মবিদ্যাই ঐ শব্দের অর্থ। কিন্তু, রূঢ়ি যৌগিকার্থ হইতে বলবান। কোনও শব্দের যৌগিকার্থকে অপেক্ষা না করিয়া সমুদায়-শক্তির দ্বারা লব্ধ যে অনাদিপ্রসিদ্ধ অর্থ তাহাকে রূঢ়্যর্থ কহে; যেমন ঘট, গো প্রভৃতি পদের অর্থ। যেখানে রূঢ়্যর্থ সম্ভব সেখানে যৌগিকার্থ পরিত্যক্ত হয়, ইহাই নিয়ম— 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি'। উপনিষৎপদের বেদের অংশবিশেষে রূঢ়্যর্থ প্রসিদ্ধ আছে। তবে ঐ পদ রূঢ়্যর্থ পরিত্যাগ করিয়া যৌগিকার্থ ব্রহ্মবিদ্যাকে কিরূপে বুঝাইতে পারে? তাই প্রশ্ন করা হইয়াছে—'তৎকুতঃ?'—॥৩॥

উপোপসর্গঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে।
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নি-শব্দোঽপি বিশেষণম্ ॥৪॥

অন্বয়।—উপোপসর্গঃ সামীপ্যে, তৎ প্রতীচি সমাপ্যতে। নি-শব্দোঽপি ত্রিবিধস্য সদর্থস্য বিশেষণম্ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ।—'উপ' এই উপসর্গ সামীপ্যার্থে; তাহা প্রত্যগাত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। 'নি'—এই শব্দটিও 'সদ্' ধাতুর ত্রিবিধ অর্থের বিশেষণ ॥৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—উপনিষৎ শব্দের কোনও সমুদায়-শক্তি প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং উহার রূঢ়্যর্থ পরিত্যাগের আশঙ্কাই এ স্থলে হইতে পারেনা; এই অভিপ্রায়ে (উপ-নি-সদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন) উপনিষৎ শব্দের

যৌগিকার্থ: ব্রহ্মবিদ্যা কি করিয়া হয়, তাহাই পর পর চারটি শ্লোকে দেখান হইতেছে। সামীপ্যের অর্থ অব্যবহিতত্ব ; তাহা অন্তর্বহির্বিভাগরহিত প্রত্যগাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়। সদ্ ধাতুর ত্রিবিধ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে—বিশরণ, গতি ও অবসাদন। "ষদ্‌৯ বিশরণগত্যবসাদনেষু"। বিশরণ অর্থাৎ শিথিলীকরণ এবং অবসাদন অর্থ উচ্ছেদ। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা ঐ সকল ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝাইবে। 'নি' শব্দটিও ত্রিবিধ অর্থে বিশেষণ হইতে পারে। তাহাই ক্রমশঃ দেখান হইতেছে ॥৪॥

উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ।
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জং চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ ॥৫॥

অন্বয়।—যতঃ ইমম্ আত্মানং অপাস্তদ্বয়ং ব্রহ্ম উপনীয় অবিদ্যাং তজ্জং চ নিহন্তি তস্মাৎ উপনিষদ্ ভবেৎ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু (ব্রহ্মবিদ্যা) এই আত্মাকে দ্বৈত-রহিত ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া, অবিদ্যা ও তজ্জনিত সংসার নষ্ট করে, সেই হেতু তাহার নাম উপ-নি-ষৎ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ইমম্ আত্মানং ব্রহ্ম অপাস্তদ্বয়ং"—এই চারিটি পদে 'উপ'—এই উপসর্গের অর্থ করা হইয়াছে। 'উপনীয়' (উপনীত করাইয়া = প্রাপ্ত করাইয়া)—ইহা 'নি' শব্দের অর্থ। এই আত্মাকে শুদ্ধ, প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মরূপে উপনীত করাইয়া—ইহাই 'উপ + নি' এই দুইটী শব্দের মিলিতার্থ। 'নিহন্তি'—এইটী 'সদ্' ধাতুর অর্থ। নিহন্তি অর্থ—নাশ করে বা শিথিল করে ॥৫॥

নিহত্যানর্থমূলং স্বাবিদ্যাং প্রত্যক্তয়া পরম্।
গময়ত্যস্তসংভেদমতো বোপনিষদ্ভবেৎ ॥৬॥

অন্বয়। অনর্থমূলং স্বাবিদ্যাং নিহত্য (যতঃ) অস্তসংভেদং পরম্ প্রত্যক্তয়া গময়তি, অতঃ বা উপনিষৎ ভবেৎ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ।—(অথবা)অনর্থের মূল স্ব-স্বরূপের অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া, (ব্রহ্মবিদ্যা) যেহেতু ভেদবর্জ্জিত পরব্রহ্মকে প্রত্যক্‌রূপে প্রাপ্ত করায়, সেই হেতু উপ-নি-ষদ্ নামে অভিহিত হয় ॥৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—উপনিষৎ শব্দের অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা অন্যরূপ অর্থ করা হইতেছে; অনর্থ শব্দে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রমাতৃত্বকে বুঝান হইয়াছে। 'স্বাবিদ্যা' পদে ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মকেই প্রত্যক্‌রূপে অর্থাৎ জীবের স্বরূপরূপে জ্ঞাত করায় বা প্রাপ্ত করায়। ব্রহ্মই প্রত্যক্ বা জীবের স্বরূপ; অবিদ্যাবশতঃ তাহা অজ্ঞাত থাকাতেই জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। 'নিহত্যানর্থমূলংস্বাবিদ্যাং'—এই অংশ 'নি' এই উপসর্গের অর্থ।'প্রত্যক্তয়া অস্তসংভেদং পরম্'—এই অংশ 'উপ' শব্দের অর্থ। 'গময়তি'—ইহা সদ্ ধাতুর অর্থ ॥৬॥

প্রবৃত্তিহেতূন্নিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ।
যতোঽবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষন্মতা ॥৭॥

অন্বয়।—যতঃ বিদ্যা নিঃশেষান্ প্রবৃত্তিহেতূন্ তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ অবসাদয়েৎ তস্মাৎ উপনিষৎ মতা ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু 'বিদ্যা', তাহাদের (রাগাদির) মূলের উচ্ছেদকত্বহেতু রাগাদি প্রবৃত্তির হেতুসকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে, সেই হেতু 'বিদ্যা' উপনিষৎ বলিয়া সম্মত ॥৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ভালমন্দ সকল প্রবৃত্তির হেতু—রাগদ্বেষাদি। সেই রাগাদিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে 'বিদ্যা' (ব্রহ্মবিদ্যা)। কারণ, ঐ সকলের (রাগাদির) মূল যে অবিদ্যা, বিদ্যাই তাহার উচ্ছেদক বা বিনাশক। এই শ্লোকে 'নিঃশেষান্ প্রবৃত্তিহেতূন্'—এই অংশ 'নি' শব্দের অর্থ। 'অবসাদয়েৎ' (বিনষ্ট করে) ইহা' সদ্ ধাতুর অর্থ। 'উপ' এই উপসর্গের অর্থ শ্লোকে স্পষ্টতঃ বলা না থাকিলেও পূর্ব্ব শ্লোক হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে। 'উপ'—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মতা বা ব্রহ্মস্বরূপতা। এই ব্রহ্মস্বরূপতাদ্বারাই 'বিদ্যা' নিঃশেষে প্রবৃত্তি-হেতু-সকলকে বিনষ্ট করে ॥৭॥

যথোক্তবিদ্যাবোধিত্বাদগ্রন্থোঽপি তদভেদতঃ।
ভবেদুপনিষন্নামা লাঙ্গলং জীবনং যথা ॥৮॥

অন্বয়।—গ্রন্থোঽপি যথোক্তবিদ্যাবোধিত্বাৎ তদভেদতঃ উপনিষন্নামা ভবেৎ, যথা লাঙ্গলং জীবনম্ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ।—যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক বলিয়া গ্রন্থও তাহার সহিত অভেদ আরোপপূর্ব্বক উপনিষৎ নামে কথিত হয়; যেমন, জীবনের হেতু লাঙ্গলকে জীবন বলা হয় ॥৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'লাঙ্গলং জীবনং' ইত্যাদি স্থলে সাধ্য ও সাধনের অভেদ উপচারপূর্ব্বক সাধনে সাধ্যশব্দের

প্রয়োগ বহুশঃ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ ব্যুৎপাদক ও ব্যুৎপাদ্যের অভেদ উপচার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বোধক উপনিষৎশব্দ ব্রহ্মবিদ্যার ব্যুৎপাদক গ্রন্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৮॥

অরণ্যাধ্যয়নাচ্চৈতদারণ্যকমিতীর্য্যতে।
বৃহত্ত্বাদ্‌গ্রন্থতোঽর্থাচ্চ বৃহদারণ্যকং মতম্‌ ॥৯॥

অন্বয়।—এতচ্চ অরণ্যাধ্যয়নাৎ আরণ্যকমিতি ঈর্য্যতে। গ্রন্থতঃ অর্থাচ্চ বৃহত্ত্বাৎ বৃহদারণ্যকং মতম্‌ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। অরণ্যে অধ্যয়ন করিতে হয় বলিয়া এই গ্রন্থ আরণ্যক বলিয়া অভিহিত হয়; গ্রন্থের দিক্‌ দিয়া ও অর্থের (বিষয়ের) দিক্‌ দিয়া বৃহৎ বলিয়া, বৃহদারণ্যক নামে সম্মত ॥৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ষড়ধ্যায়ী বৃহদারণ্যক উপনিষদের আচার্য্যশংকরকৃত ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া তাহার অর্থ আবিষ্কারই বার্ত্তিকের অভিপ্রায়। এই গ্রন্থের নাম 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' কি করিয়া হইল, তাহাই ভাষ্যানুসারে বলা হইতেছে। প্রথমতঃ, 'উপনিষৎ' কেন বলা হয়, কথিত হইয়াছে। এখন 'বৃহদারণ্যক' কেন বলা হয়, তাহাই ভাষ্য অনুসারে কথিত হইতেছে।......গ্রন্থের দিক্‌ দিয়া ইহা অন্যান্য উপনিষৎ হইতে আকারে অনেক বড়। অর্থের দিক দিয়াও ইহা বড় এই জন্য যে, ইহাতে পুনঃ পুনঃ স্পষ্টরূপে অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বোপলব্ধির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৯॥

ইত্যাদিনামব্যুৎপত্তিচ্ছদ্মনা প্রকৃতাশ্রিতম্।
সর্বোপনিষদামাহমুক্তিমাত্রং প্রয়োজনম্ ॥১০॥

অন্বয়।—ইত্যাদিনামব্যুৎপত্তিচ্ছদ্মনা প্রকৃতাশ্রিতম্ সর্ব্বোপনিষদাং প্রয়োজনং মুক্তিমাত্রমাহ।১০॥

বঙ্গানুবাদ।—এই সকল নামের ব্যুৎপাদনচ্ছলে, প্রকৃত শাস্ত্রারম্ভের উপযোগী, সকল উপনিষদের একমাত্র প্রয়োজন মুক্তি,—ইহা বলিয়াছেন (ভাষ্যকার) ॥১০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এইরূপ কথিত আছে যে, "প্রয়োজনমবিজ্ঞায় মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে"। প্রয়োজন (ফল) না জানিয়া মূর্খ লোকও কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব এই শাস্ত্র আরম্ভের জন্য অর্থাৎ শিষ্যের শাস্ত্রে প্রবৃত্তির জন্য, শাস্ত্রের ফল বলা প্রয়োজন। ভাষ্যকার আচার্য্য শংকরও গ্রন্থের নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে সকল উপনিষদের একমাত্র ফল যে মুক্তি তাহা বলিয়া দিয়াছেন;—এই কথাই বার্ত্তিককার এই শ্লোকে বলিতেছেন। এখানে 'উপনিষৎ' পদের প্রয়োগদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা ও শাস্ত্র উভয়েরই একই ফল— মুক্তি,—ইহা অভিপ্রেত হইয়াছে ॥১০॥

মিথোবিরোধসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মজ্ঞানাধিকারিণোঃ।
সংসারব্যাবিবৃৎসুভ্য ইত্যুক্তিং ভাষ্যকৃজ্জগৌ ॥১১॥

অন্বয়।—কর্ম্মজ্ঞানাধিকারিণোঃ মিথো বিরোধসিদ্ধ্যর্থং ভাষ্যকৃৎ 'সংসারব্যাবিবৃৎসুভ্যঃ' ইত্যুক্তিং জগৌ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্ম্মাধিকারী ও জ্ঞানাধিকারীর পরস্পর বিরোধ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত ভাষ্যকার 'সংসারব্যাবি-

বৃৎসুভ্যঃ' (সংসার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুকদিগের নিমিত্ত) এই কথাটি বলিয়াছেন ॥১১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ভাষ্যকার ভাষ্যে 'সংসারব্যাবিবৃৎসুভ্যঃ' ইত্যাদি কথা বলিয়া অধিকারী নিরূপণ করিয়াছেন। যদিও ফল বলিলেই অধিকারীও অনায়াসেই পাওয়া যায়, কেননা সেই ফলকামীই অধিকারী হইয়া থাকে ; সুতরাং 'মুক্তি' বিদ্যার ফল বলাতেই মুক্তিকামী অধিকারী, ইহা বুঝা যায় ; তথাপি কর্ম্মাধিকারী এবং জ্ঞানাধিকারীর বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্যই ভাষ্যকার পৃথক্‌ভাবে অধিকারী নিরূপণ করিয়াছেন ॥১১॥

তক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ।
জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেষ্বধিকারিতা ॥১২॥

অন্বয়। সংসারং প্রজিহাসতঃ তক্তাশেষক্রিয়স্য এব, ঐকাত্ম্যং জিজ্ঞাসোঃ এব চ ত্রয্যন্তেষু অধিকারিতা ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ।—সকল কর্ম্মত্যাগী, সংসার ত্যাগে অভিলাষী এবং অদ্বিতীয়-আত্ম-জিজ্ঞাসু জনেরই বেদান্তে (উপনিষদে) অধিকার ॥১২॥

তাৎপর্য বিবেক।—কর্ম্ম অর্থে—শাস্ত্র বিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম। সংসার অর্থ—ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগ ॥১২॥

এতমেবেতি চ তথা প্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যবিত্তয়ে।
সর্বকর্ম্মত্যজং প্রাহ শ্রুতি র্বিদ্যাধিকারিণম্ ॥১৩॥

অন্বয়।—তথাচ শ্রুতিঃ প্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যবিত্তয়ে এতমেব ইতি সর্বকর্ম্ম-ত্যজং বিদ্যাধিকারিণং প্রাহ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ।—প্রত্যগাত্মার (জীবাত্মার) যথার্থস্বরূপ (ব্রহ্ম) নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতিও "এতমেব" ইত্যাদি স্থলে সেই প্রকার কর্ম্মত্যাগীকেই বিদ্যাধিকারী বলিয়াছে ॥১৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শ্রুতিতে আছে, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"—সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজকগণের এই লোককে (আত্মাকে) ইচ্ছা করিয়া, লোকেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল বাক্যে শ্রুতি ত্যাগী জিজ্ঞাসুকেই বিদ্যার অধিকারী অভিহিত করিয়াছে ॥১৩॥

প্রত্যগ্‌বিবিদিষাসিদ্ধ্যৈ বেদানুবচনাদয়ঃ।
ব্রহ্মাবাপ্ত্যৈতু তত্ত্যাগ ঈপ্সন্তীতি শ্রুতের্বলাৎ ॥১৪॥

অন্বয়।—ঈপ্সন্তীতি শ্রুতের্বলাৎ বেদানুবচনাদয়ঃ প্রত্যগ্‌বিবিদিষাসিদ্ধ্যৈ তত্ত্যাগঃ তু ব্রহ্মাবাপ্ত্যৈ (ইতি জ্ঞায়তে) ॥

অথবা।—প্রত্যগ্‌বিবিদিষাসিদ্ধ্যৈ বেদানুবচনাদয়ঃ, ব্রহ্মাবাপ্ত্যৈ তু তত্ত্যাগঃ (হেতুঃ) ঈপ্সন্তীতি শ্রুতের্বলাৎ (জ্ঞায়তে) ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ।—আত্মবিবিদিষা সিদ্ধির নিমিত্ত বেদপাঠ প্রভৃতি, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঐ সকলের (বেদ পাঠাদির) ত্যাগই হেতু (কারণ); ইহা "ঈপ্সন্তি"—এই শ্রুতির বলে জানা যায় ॥১৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদষন্তি যজ্ঞেন' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বিবিদিষা উৎপত্তির প্রতি, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মজ্ঞানে ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ার প্রতি, বেদানুবচন ও যজ্ঞ প্রভৃতি কারণ (আত্মজ্ঞানের

প্রতি নহে)। সুতরাং বিবিদিষা উৎপন্ন হইয়া গেলে, আর উহাদের (বেদপাঠাদির) কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া, উহাদের ত্যাগই বিধেয়। যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগই (শ্রবণাদি সহিত) ব্রহ্মাবাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু। কর্ম্ম (নিত্য, নিষ্কাম) পরম্পরায় হেতু মাত্র। "ঈপ্সন্তি"—এই শ্রুতি অর্থাৎ "এতমেব লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি"—এই শ্রুতির বলেও ঐ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয়। 'আত্মাকে অভিলাষ করিয়া প্রব্রজ্যা (সর্ব্বত্যাগ) করে' এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই আত্মলাভের হেতু ॥১৪॥

উক্তাধিকারবিষয়প্রতিপত্ত্যর্থমীরিতম্।
সংসারহেত্বিতি বচঃ স্ফুটন্যায়োপবৃংহিতম্ ॥১৫॥

অন্বয়। উক্তাধিকারবিষয়প্রতিপত্ত্যর্থং স্ফুটন্যায়োপবৃংহিতম্ সংসার-হেত্বিতি বচঃ ঈরিতম্ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ।—কথিত ভাষ্যারম্ভের বিষয় যে 'ঐক্য' তাহার প্রতিপত্তির নিমিত্ত অভ্রান্তন্যায়সমর্থিত 'সংসার হেতু' ইত্যাদি বাক্য কথিত হইয়াছে ॥১৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অধিকারীভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া, বার্ত্তিককার এখন বিষয়সমর্পক ভাষ্যের অবতারণা করিতেছেন। 'বৃত্তিরারভ্যতে' বলিয়া পূর্ব্বে (ভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে যে অধিকার অর্থাৎ শাস্ত্রারম্ভ, তাহার অপেক্ষিত বিষয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য; তাহারই প্রতিপত্তির অর্থাৎ জ্ঞানের নিমিত্ত 'সংসারহেতু' ইত্যাদি ভাষ্যবাক্য ॥১৫॥

ঐকাত্ম্যবিষয়াম্নায়ো বেদান্তবচসাং যতঃ।
লভ্যতে বিষয়ঃ কশ্চিদ্বদ্বীতস্মাত্তমোহপনুৎ ॥১৬॥

অন্বয়।—যতঃ বেদান্তবচসাং ঐকাত্ম্যবিষয়াৎ অন্যঃ কশ্চিৎ বিষয়ঃ ন লভ্যতে, তস্মাৎ তদ্ধীঃ তমোঽপন্নুৎ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু বেদান্তবাক্যসকলের ঐকাত্ম্যব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বিষয় লাভ হয় না, অতএব ঐকাত্ম্যজ্ঞান অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করে ॥১৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক—উপক্রমোপসংহার,* অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের (প্রমাণের) দ্বারা, বেদান্তবাক্যসমূহের 'জীবব্রহ্মের ঐক্য' রূপ অর্থে তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা যায়। সুতরাং, ঐ ঐক্যের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা; কোনরূপ উপাসনা বা আরোপ নহে। অতএব প্রমা বলিয়া ঐক্যজ্ঞানের অজ্ঞাননাশরূপ ফল সুনিশ্চিত ॥১৬॥

সংসারকারণাবিদ্যাধ্বংসকৃজ্‌জ্ঞানলব্ধয়ে।
প্রারব্ধেয়ং প্রযত্নেন বেদান্তোপনিষৎপরা ॥১৭॥

অন্বয়।—সংসারকারণাবিদ্যাধ্বংসকৃজ্‌জ্ঞানলব্ধয়ে ইয়ং পরা বেদান্তোপনিষৎ প্রযত্নেন প্রারব্ধা ॥১৭॥

---

*উপক্রমোপসংহার=শাস্ত্রের বা প্রকরণের আদি এবং অন্ত। প্রকরণের আদিতে ও অন্তে যাহার একরূপ প্রতিপাদন থাকিবে, তাহাতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ কথন। অপূর্ব্বতা=প্রমাণান্তরের অবিষয়তা। ফল—ফলকথন। অর্থবাদ—স্তুতি। উপপত্তি—যুক্তিপ্রদর্শন।

—এইগুলি যাহাতে থাকে তাহাতেই শাস্ত্রের বা প্রকরণবিশেষের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাই এই ছয়টিকে তা[illegible] বলা হয়॥
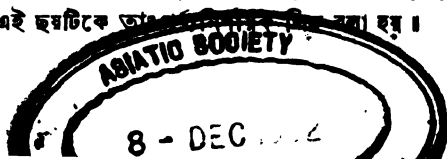
বঙ্গানুবাদ। -সংসারের কারণ অবিদ্যার ধ্বংসকারী জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত এই পরা (উৎকৃষ্ট) বেদান্তোপনিষৎ যত্নের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছে ॥১৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ঐকাত্ম্যজ্ঞানের ফল অজ্ঞাননাশ। অজ্ঞানই সংসারের কারণ, অতএব অজ্ঞাননাশ হইলেই সংসারনিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞানধ্বংস সাধারণ জ্ঞান হইতে হয় না, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে। তাদৃশ জ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্তই উপনিষৎরূপ গ্রন্থ প্রবৃত্ত। আশঙ্কা হইতে পারে, উপনিষৎ কিরূপে বাক্যের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার জন্মাইতে পারে? তাই উপনিষদে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—"পরা" = অর্থাৎ উৎকর্ষবতী। উপনিষদের এমন উৎকর্ষ বা সামর্থ্য আছে যে মুখ্যবৃত্তিদ্বারা (শক্তি-দ্বারা) * না পারিলেও, গৌণবৃত্তি লক্ষণাদ্বারা সে অগোচর ব্রহ্মেরও জ্ঞান জন্মাইতে পারে ॥১৭॥

প্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যধীরেব প্রত্যগজ্ঞানহানিকৃৎ।
সা চাস্মোৎপত্তিতো নান্যদ্ ধ্বান্তধ্বস্তাবপেক্ষতে ॥১৮॥

---

*শক্তি—শব্দের মুখ্য বৃত্তি—শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—যথা, গঙ্গা পদের প্রবাহে।

লক্ষণা—শব্দের গৌণ বৃত্তি—শব্দের পরম্পরা সম্বন্ধ—যথা, গঙ্গা পদের (প্রবাহসম্বদ্ধ) তীরে।

অন্বয়।—প্রত্যগ্যাথাত্ম্যধীঃ এব প্রত্যগজ্ঞানহানিকৃৎ, সা চ ধ্বান্তধ্বস্তৌ আত্মোৎপত্তিতঃ অন্যৎ ন অপেক্ষতে ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।—আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই আত্মার অজ্ঞানকে নষ্ট করে; এবং আত্ম-স্বরূপজ্ঞান অজ্ঞাননাশেতে নিজের উৎপত্তি ছাড়া (জ্ঞানোৎপত্তি ব্যতিরিক্ত) অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখে না ॥১৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদীরা মনে করে যে কর্ম্মাপেক্ষ আত্মজ্ঞানই অজ্ঞাননাশক; তাহাদের প্রতি বলা হইতেছে—একমাত্র আত্মস্বরূপজ্ঞানই অজ্ঞানধ্বংসী। কর্ম্ম অজ্ঞানের অবিরোধি পদার্থ বলিয়া অজ্ঞাননাশে কর্ম্মের কোনও অপেক্ষা থাকিতে পারে না। যদি আপত্তি করা যায় যে, কর্ম্মের অপেক্ষা বা সহায় না থাকিলেও, প্রসংখ্যান অর্থাৎ ধ্যানাদি অন্যকিছুর অপেক্ষা আছে, তাই বলা হইতেছে যে অন্যকিছুরও—আবৃত্তি বা ধ্যানাদিরও অপেক্ষা রাখে না ॥১৮॥

সাধনং চাধিকারী চ কর্ম্মবিজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ।
মিথো বিরোধতঃ সিদ্ধাবধুনা তত্র চোদ্যতে ॥১৯॥

অন্বয়।—কর্ম্মবিজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ সাধনং চ অধিকারী চ মিথঃ বিরোধতঃ সিদ্ধৌ; অধুনা তত্র চোদ্যতে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্ম্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে সাধন ও অধিকারী পরস্পর বিরুদ্ধরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।...এখন সেই বিষয়ে আশঙ্কা করা হইতেছে— ॥১৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অবিবেকাদিপূর্ব্বক কর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডে পুরুষার্থের সাধন। বিবেকাদিপূর্ব্বক জ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে সাধন। অতএব পরস্পর বিলক্ষণ সাধন সিদ্ধ হয়। অধিকারীর বৈলক্ষণ্য "মিথোবিরোধসিদ্ধ্যর্থম্"...ইত্যাদি ১১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এই দুই কাণ্ডে বিষয়েরও বিরোধ বা বৈলক্ষণ্য আছে—'চ'কারের দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে।...সাধনপ্রভৃতির ভেদ বা বিরোধ যাহা বলা হইল, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহারই উপর আশঙ্কা করা হইতেছে— ॥১৯॥

নম্বভ্যুদয়বন্মুক্তিং গৃহ্ণীমো বিধিলক্ষণাম্।
কার্য্যং বিনা নাধিকারী নাপীজ্যাফলসংগমঃ ॥২০॥

অন্বয়।—নমু অভ্যুদয়বৎ মুক্তিং বিধিলক্ষণাং গৃহ্ণীমঃ, কার্য্যং বিনা অধিকারী ন, ইজ্যাফলসংগমঃ অপি ন (ভবতি) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! অভ্যুদয়ের (স্বর্গাদির) মত মুক্তিকেও বিধিলক্ষণা অর্থাৎ কর্ম্মসাধনক (কর্ম্মসাধ্য) মানিব! যেহেতু কার্য্য (অনুষ্ঠেয়) বিনা অধিকারী হয় না, যাগাদি সাধনের ফললাভও হয় না ॥২০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—"নমু" এই শব্দটি প্রশ্ন, আশঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষের বোধক। কর্ম্মসাধ্য অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) যেমন শাস্ত্রীয় ফল, সেইরূপ মুক্তিও একটি শাস্ত্রীয় ফল; সুতরাং মুক্তিও কর্ম্মসাধ্য এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে বলিয়া

সাধন ও অধিকারী উভয় কাণ্ডে একপ্রকারই হইল,—এইরূপ অভিপ্রায়ে আশঙ্কা করা হইয়াছে—নমু ইত্যাদি 'বিধিলক্ষণাং' শব্দের অর্থ—'কর্ম্মসাধনং'—অর্থাৎ কর্ম্মরূপ-সাধন-বিশিষ্ট—এইরূপ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রীয় ফল হইলেও কর্ম্মসাধ্য না হইলে কি ক্ষতি?—এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—কার্য্যং বিনা…ইত্যাদি। কার্য্য অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বিনা অধিকারী বা ফললাভ লোকে দেখা যায় না। অতএব মুক্তি-ফলে এবং তাহার অধিকারীরও কর্ম্মাপেক্ষা আছে ॥২০॥

লভ্যতে লৌকিকোঽপীহ কিমঙ্গাগমসংশ্রয়ঃ।
বিধিলক্ষণসিদ্ধ্যর্থং সন্তি বাক্যানি চ শ্রুতৌ ॥২১॥

অন্বয়।—লৌকিকঃ অপি ইহ লভ্যতে কিমঙ্গ! আগমসংশ্রয়ঃ, শ্রুতৌ চ বিধিলক্ষণসিদ্ধ্যর্থং বাক্যানি সন্তি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ।—লৌকিক নিয়মই যখন ঐরূপ পাওয়া যায় তখন আর আগমাশ্রিতের (মোক্ষের) কথা কি?…(মোক্ষের) কর্ম্মসাধ্যত্ব সিদ্ধির জন্য শ্রুতিতেও অনেক বাক্য আছে ॥২১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এইরূপ একটি ন্যায় বা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত আছে যে, বেদের শব্দ, অর্থ ও যুক্তি লৌকিক ঐ সকলকেই অনুসরণ করে। ইহার নাম লোকবেদাধিকরণ-ন্যায়। লোকেই যখন দেখা যায় যে, কার্য্য বিনা অধিকারী

বা ফললাভ হয় না, তখন লোকানুসারী বেদে আশ্রিত মোক্ষফল যে কর্ম্ম বিনা সিদ্ধ হইতে পারে না—ইহা আর বলিতে কি? 'অঙ্গ' শব্দটি সম্বোধনসূচক। বিধিলক্ষণ-সিদ্ধ্যর্থং=মোক্ষের কর্ম্ম-সাধ্যত্ব নিশ্চয়ের নিমিত্ত ॥২১॥

কুর্ব্বীত ক্রতুমিত্যাদির্বিধিরভ্যুদয়ে যথা।
উপাসীতেতি চ তথা মুক্তাবপি সমীক্ষ্যতে ॥২২॥

অন্বয়।—যথা অভ্যুদয়ে ক্রতুং কুর্ব্বীত ইত্যাদিঃ বিধিঃ, তথা চ মুক্তৌ অপি উপাসীত ইতি সমীক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অভ্যুদয় উদ্দেশ্যে যেমন 'যাগ কর' ইত্যাদি বিধি রহিয়াছে, সেইরূপ মুক্তির উদ্দেশ্যেও 'উপাসীত'—এইরূপ বিধি দেখা যায় ॥২২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—দৃষ্টান্তের সহিত সেই সকল শ্রুতি-বাক্য এই শ্লোকে দেখাইতেছেন।...অতএব 'উপাসীত' ইত্যাদি বিধি অনুসারে (ধ্যানাদি কর্ম্ম) অনুষ্ঠান করিয়াই মুক্তিফল লাভ হয়—ইহাই আশঙ্কাকারীর অভিপ্রায় ॥২২॥

নাভ্যুদয়স্য মুক্তেশ্চ সাধ্যাসাধ্যে ধ্রুবাধ্রুবে।
বৈলক্ষণ্যান্ন যুক্তেয়ং তুল্যসাধনতা তয়োঃ ॥২৩॥

অন্বয়।—ন, অভ্যুদয়স্য মুক্তেশ্চ সাধ্যাসাধ্যে ধ্রুবাধ্রুবে বৈলক্ষণ্যাৎ, তয়োঃ ইয়ং তুল্যসাধনতা ন যুক্তা ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।—নহে; অভ্যুদয়ের ও মুক্তির সাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব এবং অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব-রূপ বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া ঐ উভয়ের এই (আশঙ্কিত) তুল্যসাধনতা যুক্তিযুক্ত নহে ॥২৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি সাধ্য ও অনিত্য পদার্থ। কিন্তু মুক্তি (আত্মার স্বরূপ বলিয়া) অসাধ্য ও নিত্য পদার্থ। অতএব এইরূপ অত্যন্ত বিলক্ষণ বস্তুদ্বয়ের সাধন একপ্রকার হইতে পারে না। অপিচ, মুক্তিকে 'শাস্ত্রীয় ফল' বলিয়া তাহার যে কর্ম্মসাধ্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, মোক্ষ অসাধ্য এবং নিত্য বলিয়া কিছুতেই কর্ম্মসাধ্য হইকে পারে না। অতএব সাধন ও ফল ভিন্ন প্রকারের (বিলক্ষণ) হইল বলিয়া অধিকারীও ভিন্ন সিদ্ধ হইল ॥২৩॥

**অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো-
বৃণীতে ॥২৪॥**

অন্বয়।—শ্রেয়ঃ অন্যৎ উত প্রেয়ঃ অন্যৎ এব, তে উভে পুরুষং নানার্থে সিনীতঃ, তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি, য উ প্রেয়ঃ বৃণীতে স অর্থাৎ হীয়তে ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ।—শ্রেয়ঃ (জ্ঞান) বিলক্ষণ বস্তু এবং প্রেয়ঃ (কর্ম্ম) বিলক্ষণ বস্তু; তাহারা উভয়ে পুরুষকে বিলক্ষণ ফলে সম্বদ্ধ করে। ঐ দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়সম্পাদনকারীর সাধু (নিত্যফল) লাভ হয়, এবং যে প্রেয় বরণ করে সে ফল হইতে ভ্রষ্ট হয় অর্থাৎ অনিত্য ফল লাভ করে ॥২৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শ্রেয়ঃ অর্থ অপবর্গসাধন জ্ঞান; আর প্রেয় অর্থ—অভ্যুদয়সাধন কর্ম্ম ॥২৪॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎসমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥২৫॥

অন্বয়।—কর্ম্মচিতান্ লোকান্ পরীক্ষ্য ব্রাহ্মণঃ নির্ব্বেদম্ আয়াৎ, কৃতেন অকৃতঃ নাস্তি, স তদ্বিজ্ঞানার্থং সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মার্জ্জিত ফলসকলকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা নিত্য (মোক্ষ) লাভ হইতে পারে না। মোক্ষহেতু জ্ঞানের নিমিত্ত সে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটই সমিৎপাণি হইয়া উপস্থিত হইবে ॥২৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যাহাই কর্ম্মজনিত তাহাই অনিত্য —এই অনুমানের দ্বারা সকল লোককে—কর্ম্মফলকে বিচার করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া সকল ফলে ও কর্ম্মে বিরক্ত হইবে। নিজে নিজে গ্রন্থ দেখিয়া জ্ঞানলাভ হয় না, তাই 'গুরুমেব' বলা হইয়াছে ॥২৫॥

নন্বভ্যুদয়বৎসাধ্যা মুক্তিরপ্রাপ্তরূপতঃ।
নৈবং সাধ্যাঽপি নো মুক্তির্ন ত্বভ্যুদয়বত্ততঃ ॥২৬॥

অন্বয়।—নন্থ, মুক্তিঃ অপ্রাপ্তরূপতঃ অভ্যুদয়বৎ সাধ্যা (স্যাৎ), নৈবং, মুক্তিঃ নো সাধ্যা, যতঃ অভ্যুদয়বৎ অপি ন তু ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! অভ্যুদয়ের মত অপ্রাপ্তরূপতা-হেতু মুক্তিও সাধ্য?—না, তাহা নহে; মুক্তি সাধ্য নহে, যেহেতু অভ্যুদয়ের তুল্যও নহে ॥২৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বে আশঙ্কাকারী মুক্তির শাস্ত্রীয়ফলত্বহেতু কর্ম্মসাধ্যত্ব অনুমান করিতে চাহিয়াছিল, তাহা যুক্তি ও শ্রুতির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এখন আবার স্বর্গকে দৃষ্টান্ত করিয়া, অপ্রাপ্তরূপত্বকে হেতু করিয়া মুক্তির সাধ্যত্ব অনুমান করিতেছে। 'নৈবং' বলিয়া সিদ্ধান্তবাদী বার্ত্তিককার তাহার খণ্ডন করিতেছেন। মুক্তির যে অপ্রাপ্তরূপত্ব তাহা তাত্ত্বিক নহে, ভ্রান্ত বা কল্পিত মাত্র। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর হেতুই সিদ্ধান্তে অসিদ্ধ। সুতরাং মুক্তি সাধ্য নহে, যেহেতু

অভ্যুদয়ের তুল্যও নহে। অভ্যুদয়=স্বর্গাদি যেরূপ যত্নের দ্বারা উৎপন্ন হয়, মুক্তি সেইরূপ নহে, কেননা, মুক্তি স্বস্বরূপ আত্মারই স্বরূপ মাত্র। অতএব, মুক্তির কল্পিত (ভ্রান্তিজনিত) অপ্রাপ্ত-রূপত্বের দ্বারা, মুখ্য 'সাধ্যত্বে'র অনুমান হইতে পারে না ; যেমন হস্তস্থিত বিস্মৃত সুবর্ণের ভ্রান্ত অপ্রাপ্তরূপত্ব থাকিলেও সেই সুবর্ণের মুখ্য সাধ্যত্ব হয় না ॥২৬॥

স্বতোমুক্তান্তরায়স্য তমসো বিদ্যয়া হতেঃ।
তৎকৈবল্যমতঃ সাধ্যমুপচারাৎ প্রচক্ষতে ॥২৭॥

অন্বয়।—স্বতোমুক্তান্তরায়স্য তমসঃ বিদ্যয়া হতেঃ তৎ কৈবল্যম্, অতঃ উপচারাৎ সাধ্যং প্রচক্ষতে ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ—স্বরূপতঃ (বস্তুতঃ) মুক্ত পুরুষের অন্তরায়-স্বরূপ যে তমঃ (অজ্ঞান) বিদ্যার দ্বারা তাহার নাশ হইলেই, সেই (স্বতঃসিদ্ধ) কৈরল্য হয়, অতএব উপচারপূর্ব্বক তাহাকে 'সাধ্য' বলা হয় ॥২৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বেদান্তমতে আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত। শুধু অজ্ঞানরূপ অন্তরায়হেতু তাহা আমাদের অজানা হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই মুক্তি আমাদের অপ্রাপ্তের মত রহিয়াছে। বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বারা সেই অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইলেই সেই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যপ্রাপ্ত কৈবল্যেরই (অপ্রাপ্তের মত) প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রাপ্তি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির মত হয়

বলিয়াই পণ্ডিতেরা গৌণভাবে উহাকে 'সাধ্য' বলিয়া থাকেন। অতএব কৈবল্যের (মুক্তির) মুখ্য সাধ্যত্ব নাই, অপ্রাপ্তিভ্রমের ধ্বংস-রূপ সাধ্যত্ব আমাদেরও অভিপ্রেত ॥২৭॥

চিকিৎসয়েব সংপ্রাপ্যং স্বাস্থ্যং রোগার্দ্দিতস্যতু।
আত্মাবিদ্যাহতেবোধাত্তৎকৈবল্যমবাপ্যতে ॥২৮॥

অন্বয়।—রোগার্দ্দিতস্য তু চিকিৎসয়া সংপ্রাপ্যং স্বাস্থ্যম্ ইব, বোধাৎ আত্মাবিদ্যাহতেঃ তৎকৈবল্যম্ অবাপ্যতে ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ।—যেমন, রোগার্ত্তের চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য (স্বস্থতা) প্রাপ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ বোধহেতু আত্মবিষয়ক অবিদ্যা নষ্ট হইলে, প্রাপ্তকৈবল্যই প্রাপ্য হইয়া থাকে ॥২৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—স্বরূপে—নিজের ভাবে অবস্থানই 'স্বাস্থ্য' শব্দের অর্থ। ইহা আমাদের স্বতঃপ্রাপ্ত সিদ্ধ বস্তু। তথাপি, রোগের দ্বারা ঐ স্বাস্থ্য অভিভূত হইলে, পুনরায় ঔষধাদির দ্বারা রোগ দূর হইলে, স্বাস্থ্যের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ বোধহেতু অর্থাৎ আত্মার মুক্তস্বরূপের জ্ঞান হইলে, অবিদ্যারূপ অন্তরায় নষ্ট হইলে, সিদ্ধ-মুক্তিরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥২৮॥

ব্রহ্মবা ইদমিত্যাদি ব্রহ্মৈবেতি তথা শ্রুতিঃ।
সুষুপ্তনরবচ্ছ্রুত্যা বোধ্যোঽতোঽয়ং ন কার্য্যতে ॥২৯॥

অন্বয়।—'ব্রহ্ম বা ইদম্' ইত্যাদি, তথা ব্রহ্মৈব ইতি শ্রুতিঃ, শ্রুত্যা সুষুপ্তনরবৎ বোধ্যঃ, অতঃ অয়ং ন কার্য্যতে ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ।—'এই জগৎ ব্রহ্ম', 'ব্রহ্মই হইয়া যায়' এই সকল শ্রুতি—(মুক্তির আত্মস্বরূপতা ও নিত্যসিদ্ধতা প্রমাণ করে)। সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় শ্রুতিকর্ত্তৃক জ্ঞাপিত হয় মাত্র। অতএব এই আত্মা (শ্রুতিদ্বারা) কিছু কারিত (অনুষ্ঠানে নিযুক্ত) হয় না ॥২৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যেমন পার্শ্বস্থ ব্যক্তির পাণিপেষণের দ্বারা সুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হয় মাত্র, আর কিছু করিতে নিযুক্ত হয় না, সেইরূপ, যেহেতু আত্মা নিত্যমুক্ত, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আত্মা বোধিত মাত্র হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিজের সিদ্ধ যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহাই জ্ঞাপিত মাত্র হইয়া থাকে, কোন কিছু করিতে—ধ্যানাদি অনুষ্ঠানেতে নিযুক্ত হয় না। অতএব বোধের দ্বারা অবোধ নাশ হয়—এই অর্থেই 'মুক্তি সাধ্য' এইরূপ বলা হয় ॥২৯॥

কিমত্র বিধিনা কার্য্যমনৃতন্ত্রত্বহেতুতঃ।
শ্রুতোঽপ্যনর্থকোঽত্র স্যাদ্বিধ্যর্থাসংভবত্বতঃ ॥৩০॥

অন্বয়।—অনৃতন্ত্রত্বহেতুতঃ অত্র বিধিনা কিং কার্য্যং, বিধ্যর্থাসম্ভবতঃ অত্র শ্রুতঃ অপি অনর্থকঃ স্যাৎ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু বোধ (জ্ঞান) অপুরুষতন্ত্র, অতএব বোধে বিধির কি প্রয়োজন ? বিধির অর্থ সম্ভব নহে বলিয়া বোধে বিধি শ্রুত হইলেও তাহা বিধি অর্থ বুঝাইবে না ॥৩০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারে যে, —'প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানের বিধি আছে বলিয়া, এইসব স্থলে বিধেয় (বিধির বিষয়) যে ধাত্বর্থ (জ্ঞান-ক্রিয়া), তাহার সাধ্যই হইতেছে মুক্তি? এই আশঙ্কার নিরাস করিবার জন্যই বলা হইতেছে যে, জ্ঞান বা বোধ কোনও ক্রিয়া নহে, যেহেতু উহা পুরুষতন্ত্র নহে—বস্তুতন্ত্র। যাহা ক্রিয়া হয়. তাহা পুরুষতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষাধীন হইয়া থাকে। যাহা পুরুষতন্ত্র বা পুরুষের আয়ত্ত হয় তাহাতেই বিধি দেওয়া সম্ভব হয়। জ্ঞান পুরুষের অধীন নহে; জ্ঞানের সকল কারণ উপস্থিত না থাকিলে পুরুষ কোনও জ্ঞান করিতে সমর্থ হয় না; আবার কারণ উপস্থিত হইলে, বস্তুর অনুরূপ জ্ঞান অবশ্যই হইয়া থাকে, ইচ্ছানুসারে অন্যরূপ করিতে পারে না। অতএব জ্ঞান অপুরুষতন্ত্র বলিয়া বিধির বিষয় হইতে পারে না। শ্রুতিতে যে সকল জ্ঞানের বিধি দেখা যায়, উহারা দেখিতে জ্ঞান-বিধির সদৃশ হইলেও, জ্ঞানবিধি নহে। ঐ সকল বিধিকে বিচারবিধিপর বুঝিতে হইবে। অন্যথা, জ্ঞানেতে বিধি অসম্ভব বলিয়া, ঐগুলি অনর্থক হইয়া পড়িবে ॥৩০॥

যচ্চাস্যাসতি কর্ত্তব্যে নাধিকারো নিরূপ্যতে।
তদপ্যশেষতশ্চোদ্যমূর্দ্ধমুন্মূলয়িষ্যতে ॥৩১॥

অন্বয়।—যচ্চ কর্ত্তব্যে অসতি অধিকারঃ ন নিরূপ্যতে, তদপি চোদ্যম্ ঊর্দ্ধম্ অশেষতঃ উন্মূলয়িষ্যতে ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যে (আশঙ্কা করা হইয়াছে)—কর্ত্তব্য না থাকিলে অধিকার নিরূপণ করা যায় না, সেই আশঙ্কাও পরে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করা হইবে ॥৩১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'কার্য্যং বিনা নাধিকারী...'ইত্যাদি শ্লোকে (২০ শ্লোক) যে আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন যে তাহার নিরাকরণ পরে যাইয়া (২১৮ শ্লোঃ) করা হইবে ॥৩১॥

পর আহাত্মনঃ স্বাস্থ্যং শ্রেয়ো যদ্যভিবাঞ্ছসি।
কর্ম্মভ্য এব তৎসিধ্যেচ্ছ্রুতত্বাৎকর্ম্মণঃ শ্রুতৌ ॥৩২ ॥

অন্বয়।—পরঃ আহ, যদি আত্মনঃ স্বাস্থ্যং শ্রেয়ঃ অভিবাঞ্ছসি,(তথাপি) তৎ কর্মভ্য এব সিধ্যেৎ, শ্রুতৌ কর্মণঃ শ্রুতত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—পরে আশঙ্কা করিতেছে—আত্মার স্বস্থতা বা স্বরূপাবস্থানকেই যদি শ্রেয় (বলিতে) ইচ্ছা কর—(আপত্তি নাই),—তথাপি কর্ম হইতেই তাহা সিদ্ধ হউক, যেহেতু শ্রুতিতে কর্মের (পুরুষার্থ-সাধনতা) উপদেশ আছে ॥৩২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি"—ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মই পুরুষার্থের সাধন বলিয়া শ্রুত হয়। মুক্তিই পুরুষার্থ; অতএব মুক্তি কর্মসাপেক্ষ,—ইহাই আশঙ্কা করা হইতেছে ॥৩২॥

শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ বিহিতং কর্মৈব শ্রূয়তে যতঃ।
ন চ কর্মাতিরেকেণ মুক্ত্যভ্যুদয়সাধনম্॥ ৩৩॥

অন্বয়।—যতঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ কর্ম এব বিহিতং শ্রূয়তে, (অতঃ) কর্মাতিরেকেণ মুক্ত্যভ্যুদয়সাধনং ন চ (বর্ত্ততে)॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতেও কর্মই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত শোনা যায়, অতএব কর্মব্যতিরিক্ত অভ্যুদয় বা মুক্তির অন্য কোনও সাধন নাই॥৩৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকেও পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা বলা হইতেছে। শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট॥৩৩॥

যত্নতো ন্যায়তঃ কিঞ্চিৎপশ্যামো বেদচক্ষুষা।
নিষেধবিধিমাত্রত্বাদ্বেদার্থস্যেহ সর্বতঃ॥ ৩৪॥

অন্বয়।—যত্নতঃ ন্যায়তঃ বেদচক্ষুষা কিঞ্চিৎ পশ্যামঃ, ইহ বেদার্থস্য সর্বতঃ নিষেধবিধিমাত্রত্বাৎ॥ ৩৪॥

বঙ্গানুবাদ।—চেষ্টাদ্বারা ও যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা বেদ-চক্ষুর সাহায্যে আমরা কিছু (এই তত্ত্ব) জানিয়াছি; যেহেতু ব্যবহারে বেদার্থ সর্বতোভাবে বিধিনিষেধে পর্য্যবসিত; (অতএব কর্মই বেদপ্রতিপাদ্য পুরুষার্থহেতু: মুক্তিও একটি পুরুষার্থ বলিয়া কর্মসাধ্যই হইবে।)॥৩৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'যত্ন' শব্দে—শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয়ের চেষ্টা বুঝিতে হইবে। 'ন্যায়' অর্থ উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা প্রভৃতি 'লিঙ্গ'* ; অথবা শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি † অঙ্গত্বনির্ণায়ক প্রমাণ ॥৩৪॥

ননু শ্রুতৌ পুরোক্তানি বাক্যানি বহুশো ময়া।
অবিধায়িত্বতস্তেষাং ন ন্যায্যং ভবতোদিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—নন্থ, শ্রুতৌ বহুশঃ বাক্যানি ময়া পুরা উক্তানি ?—তেষাম্ অবিধায়িত্বাৎ ভবতা উদিতং ন ন্যায্যম্ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা ! শ্রুতিতে বহু (বস্তুবোধক) বাক্য আছে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ?—(সুতরাং শ্রুতি কেবল বিধি-নিষেধে পর্য্যবসিত নহে ?)···তোমার একথা ঠিক নহে, যেহেতু সেইসকল বাক্যের বস্তুবিধায়িত্ব অর্থাৎ বস্তুবোধকত্ব নাই ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছে যে বেদমাত্রই বিধিনিষেধে পর্য্যবসিত ; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্ব-প্রকার পুরুষার্থের হেতু, অতএব মুক্তিরও হেতু। ঐ কথার উপর এই শ্লোকে সিদ্ধান্তীর পক্ষ হইতে আপত্তি করা হইতেছে যে শ্রুতিতে কেবল বিধি, নিষেধ বা কর্ম্ম আছে বলিতে পার

---

* ১৬ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ॥

† শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যং অর্থবিপ্রকর্ষাদিতি জৈমিনীয়সূত্রম্ ॥ মীমাংসা দর্শন ৩।৩।১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য ॥

না ; অনেক বস্তুবোধক বাক্যও আছে, যাহা কোনও কর্মের বিধি দেয় নাই। 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্' ইত্যাদি শ্লোকে (২৫ শ্লোঃ) তাহা দেখান হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র কর্মই সকল পুরুষার্থের হেতু—একথা বলিতে পার না।...তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছে যে, সেই সকল বাক্য বস্তুর বোধকই নহে ; (বিধিনিষেধেই পর্য্যবসিত)। সুতরাং তোমার কথা সঙ্গত নহে ॥৩৫॥

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্বিধিনেতি চ সূত্রণাৎ।
বিধিশেষতয়া তেষামেকবাক্যত্বসংভবে ॥৩৬॥

অন্বয়—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ' 'বিধিনা' ইতি চ সূত্রণাৎ তেষাং বিধিশেষতয়া একবাক্যত্বসম্ভবে,—অক্রিয়ার্থানাং বচসাং বাক্যভেদপ্রকল্পনা গুর্ব্বী স্যাৎ ; নন্থ ইহ কৈবল্যং ফলং নিত্যম্ ইষ্যতে ? ॥৩৬॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ।—"বেদবাক্যের ক্রিয়ার্থত্বহেতু" এবং "বিধিনা" ইত্যাদি সূত্র (জৈমিনি সূত্র) আছে বলিয়া, যেহেতু বিধির অঙ্গরূপে ঐ সকল বাক্যের একবাক্যত্ব (সমানার্থবোধকত্ব) সম্ভব হয় ;—(অতএব,—পরের শ্লোকে অন্বিত) ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ঐ সকল বেদান্তবাক্য কেন সিদ্ধ বস্তুর বোধক নহে, তাহাই কয়েকটি শ্লোকে বলা হইতেছে—আম্নায়স্য ইত্যাদি। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে (জৈমিনি সূত্রে) দুইটি সূত্র আছে,—(১) "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্য-

মতদর্থানাম্” (২) “বিধিনাতু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ”। প্রথমটিতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে,—যেহেতু সকল বেদই (সফল) ক্রিয়ার (বা ক্রিয়া-সম্বন্ধের) বোধক, অতএব যে সকল বাক্য কোনও ক্রিয়া বা ক্রিয়াসম্বন্ধের বোধক নহে তাহাদের আনর্থক্যরূপ অপ্রামাণ্য হইবে। অতএব শ্রুতিতে সিদ্ধবস্তুর বোধক কোনও বাক্য থাকিতে পারে না।...তাহা হইলে, “বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” (বায়ুই সবচেয়ে দ্রুতগামী দেবতা)—এই সকল অর্থবাদবাক্যও সিদ্ধবস্তুর বোধক বলিয়া অপ্রমাণ হউক্ !—এই আপত্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে দ্বিতীয় সূত্রটিতে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, ‘বিধির সহিত একবাক্যতাহেতু, বিধেয়কর্মের স্তুতিরূপ অর্থের দ্বারা (সার্থক হইয়া) অর্থবাদবাক্যসকলের প্রামাণ্য হইতে পারে।’ অর্থাৎ ঐ সকল অর্থবাদবাক্যের সিদ্ধবস্তুরূপ স্বার্থে তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু, পূর্ব্বে যে বিধি আছে—“বায়ব্যং শ্বেতমালভেত” (বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতছাগ বধ করিবে)—ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ তাহার সহিত অর্থের সামঞ্জস্য করিয়া, ঐ স্থলের বিধেয়ক্রিয়ার প্রশংসারূপ (লাক্ষণিক) অর্থ বুঝাইয়াই অর্থবাদবাক্যের সার্থকতা এবং প্রামাণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বেদান্তেও ঐ সকল সিদ্ধবস্তুর বোধক বাক্যগুলির বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া, বিধির অঙ্গরূপেই সার্থকতা যখন সম্ভব হয় ;—(তখন বাক্যভেদ কল্পনা করা গৌরব—ইতি পরশ্লোকে) ॥৩৬॥

বচসামক্রিয়ার্থানাং বাক্যভেদপ্রকল্পনা।
গুর্ব্বী স্যান্নন্থ কৈবল্যং ফলং নিত্যমিহেষ্যতে ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ।—অক্রিয়ার্থ বাক্যসকলের (বস্তুবোধকত্ব স্বীকারে) বাক্যভেদ কল্পনা গৌরবদোষযুক্ত হইয়া পড়ে ; আচ্ছা, বেদান্তে কৈবল্যফল নিত্য বলিয়া অভিপ্রেত ! ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকের যুক্তি অনুসারে, সফল বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়াই যখন ঐসকল অক্রিয়ার্থ বেদান্তবাক্যের সফল অর্থবোধকতা সম্ভব হয়, তখন ঐসকলের সিদ্ধবস্তুবোধিত্ব স্বীকার করিয়া বাক্যভেদ কল্পনা করিলে গৌরব-দোষ হইয়া পড়ে। 'একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ কল্পনা করিবে না'—ইহাই নিয়ম। ..এই পর্য্যন্ত আশঙ্কাকারী পূর্ব্বপক্ষীর কথা। এখন এই সকল কথার উপর সিদ্ধান্তী 'নম্নু' করিয়া বলিতেছেন যে,—মোক্ষপর বেদান্তবাক্যগুলিকে বিধি-শেষ স্বীকার করিলে, মোক্ষ বিধেয়-ক্রিয়াসাধ্য, অর্থাৎ অনিত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু, কোনও মোক্ষশাস্ত্রে মোক্ষের অনিত্যতা অভিপ্রেত নহে ; মোক্ষ নিত্যফল ॥৩৭॥

কথং নিত্যং ভবেত্তন্নো যদি স্যাৎ কর্ম্মণঃ ফলম্।
কর্ম্মোত্থং ন যতঃ কিঞ্চিৎ ধ্রুবং জগতি বীক্ষ্যতে ॥৩৮॥

অন্বয়—তৎ যদি নঃ কর্ম্মণঃ ফলং স্যাৎ কথং নিত্যং ভবেৎ, যতঃ জগতি কর্ম্মোত্থং কিঞ্চিৎ ধ্রুবং ন বীক্ষ্যতে ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ।—মোক্ষ যদি আমাদের কর্মের ফল হয় তবে তাহা নিত্য কি করিয়া হইবে? যেহেতু জগতে কর্মসাধ্য কিছুই নিত্য দেখা যায় না ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারে যে, 'ন হাস্য কর্মক্ষীয়তে', 'অক্ষয্যং সুকৃতং ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতি আছে বলিয়া কর্মসাধ্য হইলেও মোক্ষ নিত্য হইতে পারে!—তাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে,—মোক্ষ কর্মফল হইলে কিছুতেই নিত্য হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি নিজেই বলিয়াছে—"তদ্যথেহ কর্মচিতো" ইত্যাদি, অর্থাৎ 'যেমন ইহলোকে কর্মার্জ্জিত ভোগ্যফলসমূহ নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ পরলোকেও পুণ্যার্জ্জিত ফলসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।'… অপিচ, 'যৎ কৃতকং তদনিত্যম্' এই নিয়মানুসারে কর্মফল-মাত্রেরই অনিত্যতা অনুমিত হইতে পারে ॥৩৮॥

তৎসাধনেন চাবশ্যং ভবিতব্যমতো ভবেৎ।
পারিশেষ্যাদিহ জ্ঞানং বেদান্তে তৎপ্রসিদ্ধিতঃ ॥৩৯॥

অন্বয়।—তৎসাধনেন চ অবশ্যং ভবিতব্যম্; অতো পারিশেষ্যাৎ ইহ (মোক্ষে) জ্ঞানং (সাধনং) ভবেৎ বেদান্তে তৎপ্রসিদ্ধিতঃ ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ।—কিন্তু, মোক্ষের সাধন অবশ্যই কিছু থাকিবে; অতএব পরিশেষতঃ জ্ঞানই মোক্ষেতে সাধন হইবে, যেহেতু বেদান্তে সেইরূপই প্রসিদ্ধি আছে ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কিন্তু, ক্রিয়াসাধ্য নহে বলিয়া মোক্ষের যে কোনও হেতুই নাই, তাহা নহে। যেহেতু মোক্ষ একটি পুরুষার্থ, তাহার অবশ্যই কোনও সাধন থাকিতে হইবে—তাহাই বলা হইতেছে—'তৎসাধনেন' ইত্যাদি। জ্ঞানই মোক্ষের সাধন বা হেতু; মোক্ষ নিত্য হইলেও, তাহার প্রতিবন্ধকধ্বংসের জন্য জ্ঞানাপেক্ষা আছে। কর্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের মোক্ষহেতুত্বের প্রসক্তি অর্থাৎ সম্ভাবনা হইলে পর, কর্ম নিষিদ্ধ হওয়াতে অবশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষহেতু সিদ্ধ হয়,—ইহারই নাম পারিশেষ্য (ন্যায়)। যদি বলা যায়, জ্ঞানের প্রসক্তি অর্থাৎ সম্ভাবনাই নাই, তাই বলা হইয়াছে—'বেদান্তে সেইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।' জ্ঞানই মোক্ষহেতু এই কথা সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ॥৩৯॥

নৈবং, ক্রিয়াভ্য এবাস্যা মুক্তেঃ সিদ্ধত্বহেতুতঃ।
কুতঃ ক্রিয়াভ্যঃ সিদ্ধিশ্চেচ্ছৃণু তত্তণ্যতে যতঃ ॥৪০॥

অন্বয়।—এবং ন, অস্যা মুক্তেঃ ক্রিয়াভ্যঃ এব সিদ্ধত্বহেতুতঃ, কুতঃ ক্রিয়াভ্যঃ সিদ্ধিঃ চেৎ (বদসি), শৃণু, যতঃ তত্তণ্যতে ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ নহে, যেহেতু এই মুক্তি ক্রিয়া হইতেই সিদ্ধ হইতে পারে। (যদি বল) কি করিয়া ক্রিয়া হইতে মুক্তি (নিত্যমুক্তি) সিদ্ধ হইতে পারে?—শোন! যে কারণে, তাহা বলা হইতেছে ॥৪০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পারিশেষ্যন্যায়ে জ্ঞানের মোক্ষহেতুত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছে যে,—তোমার জ্ঞানে পারিশেষ্য যথার্থ নহে, যেহেতু কর্ম হইতেই নিত্য-মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। কিরূপে হইতে পারে, তাহাই পরের শ্লোক-সমূহে বলা হইতেছে ॥৪০॥

নিষিদ্ধকাম্যয়োস্ত্যাগাৎকর্ম্মণোর্নিত্যকর্মণঃ।
করণাৎ প্রত্যবায়স্য হতের্ভোগেন চ ক্ষয়াৎ ॥৪১॥
শরীরারম্ভকস্যৈবং মুক্তিঃ সিদ্ধাঽন্তরাত্মনঃ।
বিনাঽপ্যৈকাত্ম্যসংবোধাৎ কর্মণৈবোক্তবর্ত্মনা ॥৪২॥

অন্বয়।—নিষিদ্ধকাম্যয়োঃ কর্মণোঃ ত্যাগাৎ, প্রত্যবায়স্য নিত্যকর্মণঃ করণাৎ হতে, শরীরারম্ভকস্য চ ভোগেন ক্ষয়াৎ, এবং ঐকাত্ম্যসংবোধাৎ বিনা অপি কর্মণা এব উক্তবর্ত্মনা অন্তরাত্মনঃ মুক্তিঃ সিদ্ধা ॥৪১॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ।—নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্মের ত্যাগহেতু, নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান হইতে প্রত্যবায়নাশহেতু, এবং ভোগের দ্বারা শরীরারম্ভক কর্মের (প্রারব্ধ কর্মের) ক্ষয়হেতু, এইরূপে ঐকাত্ম্যবোধ বিনাও কর্মের দ্বারাই উক্তরীতিতে অন্তরাত্মার মুক্তি সিদ্ধ হয় ॥৪১॥৪২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই দুইটি শ্লোকে, ক্রিয়াফল মুক্তিরও নিত্যত্ব হইতে পারে, তাহা দেখান হইতেছে। পূর্বে উপার্জিত সকলকর্ম মিলিত হইয়া একটি দেহ আরম্ভ হয়। এইরূপ

দেহধারী কোনও ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধকর্ম ত্যাগ করে, তবে ভবিষ্যতে তাহার নরকযোনি আর হয় না। কাম্যকর্ম ত্যাগ করিলে দেবাদিদেহ আর হয় না। নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানহেতু প্রত্যবায় (পাপ, অন্তরায়) নষ্ট হয়। এবং বর্ত্তমান দেহের আরম্ভক কর্ম (প্রারব্ধ কর্ম) ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। অতএব বর্ত্তমান দেহ পাত হইলে অন্যদেহ গ্রহণের হেতু কিছুই থাকেনা বলিয়া, ঐরূপ আচরণবিশিষ্ট জনের দেহের আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যক্তির ত আত্মজ্ঞান বিনাই মুক্তি হইতে পারে?—ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ ॥৪১॥৪২॥

নন্থ চাত্মাববোধস্য নিচায্যেতি ফলং শ্রুতম্।
ব্রহ্মবেদেতি চ তথা নৈবং তস্যার্থবাদতঃ ॥৪৩॥

অন্বয়।—নন্থ চ, নিচায্য ইতি, ব্রহ্ম বেদ ইতি চ আত্মাববোধস্য তথা ফলং শ্রুতং, এবং ন, তস্য অর্থবাদতঃ ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! 'নিচায্য'—ইত্যাদি শ্রুতিতে, এবং 'ব্রহ্ম বেদ' এই শ্রুতিতেও, আত্মজ্ঞানের মুক্তিফল এইরূপ কথিত আছে?—তাহা নহে, যেহেতু তাহা অর্থবাদ ॥৪৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তী আপত্তি করিতেছেন যে,—'নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'—তাহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়; 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যায়—ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানেরই মুক্তিহেতুত্ব প্রতি-

পাদন করিতেছে; অতএব জ্ঞান বিনা কর্মের দ্বারা মুক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ।...পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় বলিতেছেন যে, ঐ সকল শ্রুতি অর্থবাদ। সুতরাং উহাদের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। শ্রুতিতে কতকগুলি বাক্য আছে, যাহাদের নিজের যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্য নাই। কোনও বিধেয় পদার্থের প্রশংসা, বা নিষেধ্য পদার্থের নিন্দাতেই ঐগুলির তাৎপর্য্য। এই অর্থবাদ তিন প্রকার—১। গুণবাদ; ২। অনুবাদ; ৩। ভূতার্থবাদ। যে বাক্যার্থ অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধ তাহা গুণবাদ; যথা—'আদিত্যোযূপঃ। যেগুলি প্রমাণান্তরসিদ্ধ, তাহা অনুবাদ; যথা—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্'। আর যেগুলি অন্যপ্রমাণবিরুদ্ধও নহে, অন্যপ্রমাণসিদ্ধও নহে, সেগুলি ভূতার্থবাদ; যথা—'বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ'। এই সকল অর্থবাদেরই অন্যের স্তুতিতে তাৎপর্য্য ॥৪৩॥

ফলোক্তেরর্থবাদত্বং দ্রব্যসংস্কারকর্মসু।
সর্ব্বত্রদর্শনাচ্ছাস্ত্রে পর্ণময্যাং ফলোক্তিবৎ ॥৪৪॥

অন্বয়।—পর্ণময্যাং ফলোক্তিবৎ দ্রব্যসংস্কারকর্মসু ফলোক্তেঃ অর্থবাদত্বং শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দর্শনাৎ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, দ্রব্য, সংস্কার এবং কর্মেতে ফলের উক্তি অর্থবাদই হইয়া থাকে—শাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখা যায়; যেমন, পর্ণময়ী বাক্যে ফলের উক্তি (অর্থবাদ) ॥৪৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মজ্ঞানেরই ফল মুক্তি,—এইরূপ যেসকল শ্রুতি আছে, সেইগুলি কেন অর্থবাদ, তাহাই পূর্ব্ব-

পক্ষী বলিতেছে। আত্মজ্ঞানে ফলোক্তি অর্থবাদ, যেহেতু শাস্ত্রে (অঙ্গস্বরূপ) দ্রব্যে, সংস্কারে ও কর্মেতে ফলশ্রুতি অর্থবাদই হইয়া থাকে দেখা যায়। তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিতেছে—পর্ণময়ীতে ফলোক্তিবৎ। অভিপ্রায় এই যে, জৈমিনির সূত্রে আছে—"দ্রব্য-সংস্কার-কর্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতি-রর্থবাদঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ৪।৩।১)। একটি শ্রুতি আছে—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (যাহার জুহূ (পাত্রবিশেষ) পলাশ কাঠের হয়, সে পাপ বাক্য শুনিতে পায়না)। এখানে এই ক্রত্বর্থ জুহূর পর্ণতারূপ (পলাশকাঠ) দ্রব্য-বিধানে যে ফল কথিত হইয়াছে, তাহার ফলেতেই তাৎপর্য্য, অথবা উহা অর্থবাদ,—এই সংশয় করিয়া ঐস্থানে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পরার্থ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ, অর্থাৎ যাগের জন্য বিহিত বলিয়া, ক্রতুতে (যাগেতে) অবশ্যপ্রয়োজন জুহূকে অবলম্বন করিয়া, সন্নিহিত ক্রতুর ফলই (অপূর্ব্ব, অদৃষ্টই) পর্ণতার ফল হইবে; সুতরাং পর্ণতার পৃথক্ ফলশ্রুতি অর্থবাদ। সেইরূপ, যাগাদি ক্রিয়ার অঙ্গ (কর্ত্তা) আত্মার জ্ঞানেতে যে ফলশ্রুতি তাহাও অর্থবাদ হইবে; ফলবোধক না হইয়া স্তুতিবোধক মাত্র হইবে ॥৪৪॥

আত্মনঃ কর্মশেষত্বাত্তদ্ধিয়ঃ কর্মশেষতা।
বিধিং ত্বয়াঽনিচ্ছতাঽপি হ্যভ্যুপেয়াঽর্থবাদতা ॥৪৫॥

অন্বয়।—আত্মনঃ কর্মশেষত্বাৎ তদ্ধিয়ঃ কর্মশেষতা (ভবতি), বিধিং অনিচ্ছতা অপি ত্বয়া অর্থবাদতা হি অভ্যুপেয়া ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ।—আত্মা কর্মের অঙ্গ বলিয়া, আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়। ঐসকল বাক্যে তুমি বিধি স্বীকার না করিলেও, উহাদের অর্থবাদতা স্বীকার করিতে হইবে ॥৪৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বশ্লোকের আপত্তিই পরিষ্কার করিতেছে। যেমন যাগাঙ্গ জুহূকে অবলম্বন করিয়া যাগের উপকারী হয় পর্ণতা, সেইরূপ যাগাঙ্গ কর্ত্তার (আত্মার) সংস্কার করিয়া যাগের উপকারী হয় আত্মজ্ঞান। যদি বলা যায় যে, অর্থবাদ বিধির সঙ্গেই থাকে, বেদান্তে ত বিধি নাই দেখান হইয়াছে ; তাই বলা হইতেছে,—জ্ঞান বিধেয় হইতে পারে না বলিয়া বিধি না মানিলেও, যাগাদির কারক (কর্ত্তা) যে আত্মা, প্রোক্ষণাদিবৎ* জ্ঞান তাহার সংস্কারক বলিয়া জ্ঞানের ফলোক্তির অর্থবাদতা সম্ভব হইতে পারে ॥৪৫॥

নৈবং তদ্ধেতুতদ্রূপবিরোধাদিতরেতরম্।
মুক্ত্যভ্যুদয়য়োস্তস্মান্ন সম্যক্ ভবতোদিতম্ ॥৪৬॥

অন্বয়।—নৈবং, মুক্ত্যভ্যুদয়য়োঃ ইতরেতরং তদ্ধেতুতদ্রূপবিরোধাৎ, তস্মাৎ ভবতোদিতং ন সম্যক্। ॥৪৬॥

---

* 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' এই শ্রৌত বিধিতে প্রোক্ষণের (জলের ছিটা দেওয়া) দ্বারা যেরূপ কর্মাঙ্গ ব্রীহির সংস্কার হয়, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা, যাগের কর্ত্তারূপে অঙ্গ যে আত্মা, তাহার সংস্কার হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষীয় অভিপ্রায়।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইতে পারে না। মুক্তি এবং অভ্যুদয়ের হেতু ও রূপের পরস্পর বৈলক্ষণ্যবশতঃ তোমার কথা যথার্থ নহে ॥৪৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—মুক্তি ও অভ্যুদয়ের 'হেতু' = বিবেক জনিত জ্ঞান, ও অবিবেকজনিত কর্ম। ইহাদের বিরোধহেতু তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে। মুক্তি ও অভ্যুদয়ের 'রূপ' = ধ্রুবত্ব ও অধ্রুবত্ব ; এই রূপের বৈলক্ষণ্যহেতুও উহারা উভয়েই কর্মসাধ্য হইতে পারে না। এইসব বৈলক্ষণ্যহেতু পূর্ব্বপক্ষই হইতে পারে না—ইহা সিদ্ধান্তীর প্রত্যুত্তর ॥৪৬॥

স্বরূপেঽবস্থিতির্মুক্তিরাত্মনো ভবতোচ্যতে।
কাম্যাদিবর্জনাদিভ্যস্তস্যাঃ সিদ্ধিশ্চ বর্ণ্যতে ॥৪৭॥

অন্বয়।—ভবতা আত্মনঃ স্বরূপে অবস্থিতিঃ মুক্তিঃ উচ্যতে, কাম্যাদি-বর্জনাদিভ্যঃ চ তস্যাঃ সিদ্ধিঃ বর্ণ্যতে ॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ।—আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি মুক্তি—একথা তুমি বলিতেছ ; এবং কাম্যাদিকর্ম-বর্জন প্রভৃতি হইতে মুক্তির সিদ্ধি বর্ণনা করিতেছ ॥৪৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কাম্যাদিবর্জন, নিত্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি হইতে, জ্ঞান বিনাই মুক্তি হইতে পারে, এই পূর্ব্বপক্ষ প্রকারান্তরেও খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তী প্রথমতঃ পূর্ব্ব-

পক্ষীর মতের অনুবাদ করিয়া লইতেছে—'স্বরূপেঽবস্থিতিঃ'—ইত্যাদি ॥৪৭॥

তত্রাত্মা কিং স্বরূপে প্রাঙ্ন স্থিতো যেন তৎস্থিতৌ।
হেতুং ব্যপেক্ষতে যত্নাৎ স্বরূপং হি ন তদ্ভবেৎ ॥৪৮॥
স্বতোঽনবস্থিতো যত্র হেতুনা স্থাপ্যতে বলাৎ।
অথাবস্থিতো এবায়ং কিমর্থং হেতুমার্গণম্ ॥৪৯॥

অন্বয়।—তত্র, কিম্ আত্মা প্রাক্ স্বরূপে ন স্থিতঃ যেন তৎস্থিতৌ যত্নাৎ হেতুং ব্যপেক্ষতে, তৎ হি স্বরূপং ন ভবেৎ যত্র স্বতঃ অনবস্থিতঃ বলাৎ হেতুনা স্থাপ্যতে; অথ অয়ং অবস্থিতঃ এব কিমর্থং হেতুমার্গণম্ ॥ ৪৮॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহাতে (প্রশ্ন এই যে,) আত্মা কি পূর্ব্বে স্বরূপে অবস্থিত থাকে না, যে কারণে সে স্বরূপস্থিতির জন্য স্বযত্নে হেতুকে অপেক্ষা করে?—(যদি তাহাই হয়, তবে) উহা (মুক্তি) আত্মার স্বরূপ নহে (৪৮ শ্লোঃ)—যাহাতে স্বতঃ অবস্থিত না হইয়া কোনও হেতুদ্বারা বলপূর্ব্বক স্থাপিত হয়। আর যদি আত্মা স্বতঃ অবস্থিতই হয়, তবে হেতুর অনুষ্ঠান কি জন্য? ৪৮॥৪৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষীর প্রতি প্রশ্ন করা হইতেছে যে,—তোমার কথিত মুক্তিহেতুর অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে আত্মা স্বরূপে অবস্থিত থাকে, অথবা থাকে না? যদি বল থাকে না, এবং তাই স্বরূপে অবস্থিতির জন্য ঐসকল হেতুর (কাম্যাদিবর্জন, নিত্যানুষ্ঠান ইত্যাদির) অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে, তবে

বলিতে হয় যে, ঐ মুক্তি আত্মার স্বরূপ নহে ; কারণ, যাহাতে স্বতঃ অবস্থিত না থাকিয়া কোনও হেতুর অনুষ্ঠানের দ্বারা স্থাপিত হইতে হয়, তাহা স্বরূপ হইতে পারে না। আর যদি বল, অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেও আত্মা স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তবে হেতুর উপদেশ ও অনুষ্ঠান কি জন্য ? ৪৮॥৪৯॥

কৈবল্যেঽপি তৎসক্তেরনির্মোক্ষঃ প্রসজ্যতে।
অতো নিষিদ্ধকাম্যাদিবর্জনান্নাত্মমুক্ততা ॥৫০॥

অন্বয়।—কৈবল্যে অপি তৎসক্তেঃ অনির্মোক্ষঃ প্রসজ্যতে, অতঃ নিষিদ্ধকাম্যাদিবর্জনাৎ আত্মমুক্ততা ন (ভবতি) ॥৫০॥

বঙ্গানুবাদ।—কৈবল্যেও তাহার (অনুষ্ঠানের) প্রসঙ্গ-হেতু অনির্মোক্ষের আপত্তি হয়। অতএব নিষিদ্ধকাম্যাদিবর্জন হইতে আত্মার মুক্তি হইতে পারে না ॥৫০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বল স্বরূপস্থিতি (মুক্তি) পূর্ব্ব-প্রাপ্ত হইলেও আত্মা স্বভাববশতঃ ঐ সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, তাহা হইলে, স্বভাবের কখনই বিনাশ হয় না বলিয়া কৈবল্যেও ঐরূপ অনুষ্ঠানের আপত্তি হইয়া পড়ে ; ফলতঃ মুক্তি ও বন্ধন একই প্রকার হইয়া পড়ে, এবং কর্মানুষ্ঠানাদি দেহাদি সম্বন্ধের অধীন বলিয়া, মুক্তিরই ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। অতএব, এই সকল অসঙ্গতি হয় বলিয়া নিষিদ্ধকাম্যাদিবর্জন ও নিত্যানুষ্ঠান হইতেই মুক্তি হয়—এইরূপ বলিতে পারা যায় না ॥৫০॥

বিষয়াভ্যাসজাস্বাস্থ্যনুত্ত্যর্থমিতি চেন্মতম্ ।
সতু বিষয়সম্পর্কঃ কস্মাৎ ভবতি কারণাৎ ॥৫১॥

অন্বয় ।—বিষয়াভ্যাসজাস্বাস্থ্যনুত্ত্যর্থম্ ইতি চেৎ মতং, স তু বিষয়-সম্পর্কঃ কস্মাৎ কারণাৎ ভবতি ॥৫১॥

বঙ্গানুবাদ ।—যদি এই (তোমার) অভিপ্রেত হয় যে, বিষয়ের অভ্যাসজনিত অস্বাস্থ্য (স্বস্থতার অভাবের হেতু= পাপ) নাশ করিবার জন্যই (কর্মাদির অনুষ্ঠান) ; (তবে প্রশ্ন এই যে) সেই বিষয়সম্পর্ক কী কারণে হইয়া থাকে ? ॥৫১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক ।—'অভ্যাস' শব্দের অর্থ—পুনঃ পুনঃ অনুভব । 'অস্বাস্থ্য' শব্দের অর্থ স্বস্থতার অভাব ; এখানে স্বস্থতার বিরোধী 'পাপ' বা অশুদ্ধিকেই বুঝাইতেছে ॥৫১॥

অকস্মাদ্ভবতঃ সক্তের্মুক্তাবপ্যনিষেধতঃ ।
অনির্মোক্ষপ্রসক্তির্বস্তথা সতি সমাপতেৎ ॥৫২॥

অন্বয় ।—ভবতঃ (মতে) অকস্মাৎ সক্তেঃ মুক্তৌ অপি অনিষেধতঃ তথা সতি বঃ অনির্মোক্ষঃ প্রসক্তিঃ সমাপতেৎ ॥৫২॥

বঙ্গানুবাদ ।—তোমার মতে, বিনা কারণেই (আত্মাতে বিষয়) সম্পর্ক হইলে, মুক্তিতেও তাহার নিষেধ (নিবারণ) হয় না বলিয়া, তোমাদের অনির্মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়ে ॥৫২॥

ধর্মাধর্মনিমিত্তশ্চেৎকিং পুনর্ধর্মপাতকে।
অপ্যসঙ্গস্বভাবস্য সম্পর্কং কুরুতো বলাৎ ॥৫৩॥

অন্বয়।—ধর্মাধর্মনিমিত্তশ্চেৎ কিং পুনঃ ধর্মপাতকে (বস্ত্রে ভল্লাত কাঙ্কবৎ) অসঙ্গস্বভাবস্য অপি বলাৎ সংপর্কং কুরুতঃ? ॥৫৬॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, ধর্মাধর্মনিমিত্ত (আত্মার বিষয়-সম্পর্ক) হয়,—(তাহাতে বক্তব্য এই যে) ধর্ম ও অধর্ম কি করিয়া বলপূর্ব্বক অসঙ্গস্বভাব আত্মার (বিষয়ে) সম্পর্ক করিবে (জন্মাইবে)?—(পরশ্লোকে দৃষ্টান্ত—বস্ত্রে ভেলারঙ্গের মত) ॥৫৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ভাব এই যে,—আত্মা অসঙ্গস্বভাব, নির্লেপ বলিয়া ধর্মাধর্মও তাহাতে বিষয়সঙ্গ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং, আত্মার বিষয়-সম্পর্ক-জনিত পাপ নাশ করিবার জন্য কর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন,—একথাও বলিতে পার না ॥৫৩॥

ভল্লাতকাঙ্কবদ্বস্ত্রে; ন হি লোকে স্ফুরন্নপি।
কুশলোঽপি কুলালঃ সন্নঘটাদিস্বভাবকম্ ॥৫৪॥
মৃদ্বদ্ব্যোম ঘটীকুর্য্যান্মরুদ্বাগ্নেশ্চ শীততাম্।
আত্মা কর্ত্তাদিরূপশ্চেন্মা কাঙ্ক্ষীস্তর্হিমুক্ততাম্॥ ৫৫॥

অন্বয়।—ন হি লোকে স্ফুরন্ অপি কুশলঃ অপি সন্ কুলালঃ অঘটাদি-স্বভাবকং ব্যোম মৃদ্বৎ ঘটীকুর্য্যাৎ মরুৎ বা অগ্নেশ্চ শীততাম্ (কুর্য্যাৎ)। আত্মা কর্ত্তাদিরূপঃ চেৎ (বদসি) তর্হি মুক্ততাং মা কাঙ্ক্ষীঃ ॥৫৪॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ।—বস্ত্রে ভেলাফলের রংএর ন্যায়। লোকে বলশালী বুদ্ধিমান্ কুম্ভকারও, মৃত্তিকার ন্যায়, অঘটস্বভাব আকাশকে ঘট করিতে পারে না; অথবা বায়ুও অগ্নির শীততা সম্পাদন করিতে পারে না। আর যদি (বল) আত্মা কর্ত্তৃত্বস্বভাবযুক্ত, তবে আর মুক্তির আশা করিও না ॥৫৪॥৫৫॥

তাৎপর্য্যবিবেক।—'বস্ত্রে ভেলা রংএর ন্যায়'—এই কথাটি পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বিত বিপরীতদৃষ্টান্ত; যেমন ভেলাফল বস্ত্রকে রঞ্জিত করে, ধর্মাধর্ম সেইরূপে অসঙ্গ আত্মাতে বিষয়সম্পর্ক জন্মাইতে পারে না। তারপর, যেটি যাহার স্বভাব তাহাকে শত কারণদ্বারাও অন্যরূপ করা যায় না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'ন হি লোকে' ইত্যাদি। ধর্মাধর্ম অসঙ্গ আত্মাতে বিষয়সম্পর্ক জন্মাইতে পারে না, দেখান হইল। এখন যদি বলা যায় যে, ধর্মাধর্ম কর্ত্তৃত্বাদি-স্বভাববিশিষ্ট আত্মাতেই বিষয়-সম্পর্ক জন্মায়, তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে—'আত্মা কর্ত্তাদিরূপশ্চেৎ'—ইত্যাদি। আত্মা কর্ত্তৃত্বস্বভাববিশিষ্ট হইলে কোনকালেই মুক্তি সম্ভব নহে ॥৫৪॥৫৫॥

ন হি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণ্যবদ্রবেঃ।
স্বভাবাদ্বিনিবৃত্তোঽর্থো নিঃস্বভাবঃ খপুষ্পবৎ ॥৫৬॥

অন্বয়।—রবেঃ ঔষ্ণ্যবৎ ভাবানাং স্বভাবঃ ন হি ব্যাবর্ত্তেত, স্বভাবাৎ বিনিবৃত্তঃ অর্থঃ খপুষ্পবৎ নিঃস্বভাবঃ (স্যাৎ) ॥৫৬॥

বঙ্গানুবাদ।—সূর্য্যের উষ্ণতার ন্যায়, পদার্থের স্বভাব কখনই অপনীত হয় না। স্বভাব হইতে বিনিবৃত্ত (বিযুক্ত) পদার্থ খপুষ্পের ন্যায় নিঃস্বভাব (শূন্য) হইয়া পড়ে ॥৫৬॥

নাবিনশ্যন্ততো বহ্নির্ব্যাবর্ত্ত্যেতৌষ্ণ্যতঃ কচিৎ।
ন চ কর্ত্রাত্ম্যনির্মুক্তৌ মুক্তিঃ সংভাব্যতেঽন্যতঃ ॥৫৭॥

অন্বয়। যতঃ, বহ্নিঃ কচিৎ অবিনশ্যন্ ন ঔষ্ণ্যতঃ ব্যাবর্ত্ত্যেত, কর্ত্রাত্ম্যনির্মুক্তৌ অন্যতঃ মুক্তিঃ ন চ সংভাব্যতে ॥৫৭॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু বহ্নি নিজে বিনষ্ট না হইয়া কখনই উষ্ণতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি বিনষ্ট না হইলে অন্য কিছু হইতেই মুক্তি সম্ভব নহে ॥৫৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্ত্তৃত্বাদি যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে, কর্ত্তৃত্বাদি ত্যাগ করিলে আত্মা নিঃস্বভাব (শূন্য) হইয়া পড়ে বলিয়া মুক্তি সম্ভব হয় না। আবার, কর্ত্তৃত্বাদিরূপ অনর্থ ত্যাগ না করিলেও মুক্তি সম্ভব নহে, যেহেতু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বই বন্ধন ॥৫৭॥

নন্বু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বকার্য্যমেবাত্মসংসৃতিঃ।
নতু তচ্ছক্তিরিত্যেবং শক্তিমাত্রতয়া স্থিতৌ ॥৫৮॥
সর্বানর্থ-বিনির্মুক্তেরুপপন্নাত্মমুক্ততা।
নৈবং ভেদে তথাভেদে দোষঃ স্যাচ্ছক্তিকার্য্যয়োঃ ॥৫৯॥

অন্বয়।—ননু, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বকার্য্যম্ এব আত্মসংসৃতিঃ ন তু

তচ্ছক্তিঃ ইতি এবং শক্তিমাত্রতয়া স্থিতৌ সর্ব্বানর্থবিনির্ম্মুক্তেঃ আত্মমুক্ততা উপপন্না ; নৈবং, শক্তি-কার্য্যয়োঃ ভেদে তথা অভেদে দোষঃ স্যাৎ ॥৫৮॥৫৯॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপকার্য্যই আত্মার সংসার ; কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শক্তি নহে। এই প্রকারে, শক্তিমাত্র-রূপে (কর্ত্তৃত্বাদি) থাকিলেও, সকল অনর্থ (কর্ত্তৃত্বাদি কার্য্য) দূর হইলে, আত্মার মুক্ততা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে; তাহা নহে, শক্তি এবং কার্য্যের ভেদপক্ষে অথবা অভেদপক্ষে দোষ থাকিয়া যায় ॥৫৮॥৫৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতে চাহিতেছে যে—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপকার্য্য এক পদার্থ, এবং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বশক্তি অন্য পদার্থ। সুতরাং, কর্ত্তৃত্বাদিকার্য্যরূপ অনর্থ নিত্যা-নুষ্ঠানাদির দ্বারা বিনষ্ট হইলেও, কর্ত্তৃত্বাদিশক্তিরূপ আত্মার স্বভাব থাকিয়াই যাইবে। অতএব নিঃস্বভাব না হইয়াও, আত্মাতে মুক্তি উপপন্ন হইল। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'না, তাহা হইতে পারে না ; শক্তি এবং কার্য্য—এই উভয়ের ভেদপক্ষে, এবং অভেদ পক্ষে, দুই পক্ষেই কর্ত্তৃত্বাদিশক্তি আত্মার স্বভাব তোমার এই মত দুষ্ট হইয়া পড়ে'! কেন—তাহা পরের শ্লোকদ্বয়ে দেখান হইতেছে ॥৫৮॥৫৯॥

শক্তি-তৎকার্য্যয়োর্যস্মাদ্ ব্যতিরেকো ন বিদ্যতে।
নিয়মাসম্ভবঃ প্রাপদ্ ব্যতিরেকস্তয়োর্যদি ॥৬০॥

অন্বয়।—যস্মাৎ শক্তিতৎকার্য্যয়োঃ ব্যতিরেকঃ ন বিদ্যতে (উপ-

লভ্যতে), (তস্মাৎনাস্তি), যদি তয়োঃ ব্যতিরেকঃ (স্যাৎ) নিয়মাসম্ভবঃ প্রাপৎ ॥৬০॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু শক্তি এবং তার কার্য্যের ভেদ উপলব্ধি হয় না, (অতএব উহাদের ভেদ নাই) ; যদি উহাদের (অত্যন্ত) ভেদ থাকিত, তবে এই শক্তির এই কার্য্য—এইরূপ নিয়ম অসম্ভব হইয়া পড়িত ॥৬০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বেদান্তসিদ্ধান্তে শক্তি ও কার্য্যের অত্যন্ত ভেদ নাই। শক্তির অভিব্যক্তির নামই কার্য্য। কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থাই শক্তি। তাহাতে যুক্তি এই যে, শক্তি যদি কার্য্য হইতে (গো হইতে অশ্বের ন্যায়) সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হইত, তবে 'এইটি শক্তি, এইটি তাহারই কার্য্য' এই-রূপ নির্দ্দেশ অসম্ভব হইত। সুতরাং কার্য্য ও শক্তি অত্যন্ত ভিন্ন নহে। অতএব শক্তি থাকিলে, সূক্ষ্মভাবে কার্য্যই থাকিয়া গেল বলিয়া, কর্ত্তৃত্বাদিশক্তি থাকিলেও মুক্তি হইতে পারে না ॥৬০॥

কার্য্যকারণতা ন স্যাৎ স্বতো ভেদেন সিদ্ধয়োঃ।
অভেদে চ তয়োরৈক্যাৎ কার্য্যকারণতা কুতঃ ॥৬১॥

অন্বয়।—স্বতঃ ভেদেন সিদ্ধয়োঃ কার্য্যকারণতা ন স্যাৎ ; অভেদে চ তয়োঃ ঐক্যাৎ কুতঃ কার্য্যকারণতা (ভবেৎ) ॥৬১॥

বঙ্গানুবাদ।—স্বতঃ ভিন্নরূপে সিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণতা হইতে পারে না ; এবং অভেদেও তাহাদের একত্বহেতু কার্য্যকারণভাব হইতে পারে না ॥৬১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে ‘শক্তি’ ও ‘কার্য্য’ এই দুয়ের কার্য্যকারণভাব আছে, কিন্তু গো এবং অশ্বের তাহা নাই ; সুতরাং গো, অশ্বের নিয়ম না থাকিলেও —শক্তি ও কার্য্যের—‘এই শক্তির এই কার্য্য’ এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। এই আশংকার উত্তরে বলা হইতেছে যে— শক্তি ও কার্য্যের কার্য্যকারণভাবও হইতে পারে না—যদি তাহারা স্বতঃ ভিন্ন পদার্থ হয়। ভেদ পক্ষের দোষ বলিয়া এখন অভেদপক্ষের দোষ বলিতেছেন—অত্যন্ত অভেদ হইলেও ‘শক্তি ও কার্য্যের’ নিয়ম থাকে না, যেহেতু ঐক্য হইলে উভয়ের কার্য্যকারণভাবই হইতে পারে না ॥৬১॥

নাকুর্ব্বৎ কারণং দৃষ্টং কার্য্যং চাক্রিয়মাণকম্।
অথাভেদস্তয়োরিষ্টঃ কার্য্যধ্বস্তৌ প্রসজ্যতে ॥৬২॥
তচ্ছক্তেরপি বিধ্বংসস্তয়োরব্যতিরেকতঃ।
শক্তিস্বরূপহানে চ শক্তিমদ্রূপনিহ্নুতিঃ ॥৬৩॥
তয়োরব্যতিরেকত্বাৎ স এবায়াত্যনীপ্সিতঃ।
নিরাত্মবাদঃ পূর্ব্বোক্তস্তস্মান্নৈবং প্রকল্পয়েৎ ॥৬৪॥

অন্বয়।—অকুর্বৎ কারণং ন দৃষ্টম্, কার্য্যং চ অক্রিয়মাণকম্ (ন দৃষ্টং)। অথ তয়োঃ অভেদঃ ইষ্টঃ—কার্য্যধ্বস্তৌ তয়োঃ অব্যতিরেকতঃ তচ্ছক্তেঃ অপি বিধ্বংসঃ (স্যাৎ); শক্তিস্বরূপহানে চ শক্তিমদ্রূপনিহ্নুতিঃ (স্যাৎ) তয়োঃ অব্যতিরেকত্বাৎ; স এব পূর্ব্বোক্তঃ অনীপ্সিতঃ নিরাত্মবাদঃ আয়াতি, তস্মাৎ এবং ন প্রকল্পয়েৎ ॥৬২॥৬৩॥৬৪॥

বঙ্গানুবাদ।—(যেহেতু) না করিয়া কারণ হয়, এবং

ক্রিয়মাণ না হইয়া কার্য্য হয়—এরূপ দেখা যায় না। আর যদি উহাদের অভেদ স্বীকার করা যায়, তবে, কার্য্যনাশে তাহার শক্তিরও নাশের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, যেহেতু উহারা অব্যতিরিক্ত। এবং শক্তি নষ্ট হইলে শক্তিমৎ বস্তুরও নাশ হইয়া পড়ে, যেহেতু শক্তি ও শক্তিমৎ অব্যতিরিক্ত; ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত অনভিপ্রেত সেই নিরাত্মবাদই (শূন্যত্ব) আসিয়া পড়ে; অতএব ঐরূপ কল্পনা করা (মত অবলম্বন করা) উচিত নহে ॥৬২॥৬৩॥৬৪॥

মতং কার্য্যানভিব্যক্তির্নিমিত্তাসংভবাদ্যদি।
শক্তেরিতি নতদ্যুক্তং শক্তিতদ্ধেতুসংভবাৎ ॥৬৫॥

অন্বয়।—যদি, নিমিত্তাসংভবাৎ শক্তেঃ কার্য্যানভিব্যক্তিঃ (মুক্তিঃ) ইতি মতং, তৎ ন যুক্তং, শক্তিতদ্ধেতুসংভবাৎ ॥৬৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি এই (তোমার) মত হয় যে (মুক্তি) নিমিত্তের (অদৃষ্টের) অভাবহেতু শক্তির কার্য্যের অনভিব্যক্তি, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু (মুক্তিতেও) শক্তি ও কার্য্যের (অভিব্যক্তির) হেতু সম্ভব হয় ॥৬৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছে যে, শক্তির অনভিব্যক্তিই মুক্তি। সেই অনভিব্যক্তির হেতু অদৃষ্টরূপ নিমিত্তের অভাব। সুসুপ্তিতে কার্য্যের অনভিব্যক্তি হইলেও অদৃষ্টরূপ নিমিত্ত থাকে বলিয়া উহা মুক্তি নহে। অদৃষ্টাভাব-

বশতঃ কার্য্যের যে আত্যন্তিক অনভিব্যক্তি তাহাই মুক্তি। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—একথাও যুক্তিসঙ্গত নহে। মুক্তিতে শক্তিকার্য্যের অভিব্যক্তির হেতু অদৃষ্টাদি থাকিবে না কেন? মুক্তিতেও তাহা থাকা সম্ভব ॥৬৫॥

শক্তিরূপেন সংবন্ধো নিমিত্তানামপীষ্যতে।
নৈমিত্তিকৈরিতি ততো বহ্ন্যৌষ্ণ্যাদিসমানতা ॥৬৬ ॥

অন্বয়।—নিমিত্তানাম্ নৈমিত্তিকৈঃ অপি শক্তিরূপেন সংবন্ধঃ ইষ্যতে, ততঃ বহ্ন্যৌষ্ণ্যাদিসমানতা ॥৬৬॥

বঙ্গানুবাদ।—নিমিত্তসকলের (ধর্মাদির) শক্তিরূপে নৈমিত্তিকের (কর্ত্তৃত্বাদির) সহিতও সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; অতএব বহ্নির উষ্ণতার তুল্যই হইয়া পড়ে—(কার্য্যের অভিব্যক্তির দুর্ব্বারতা) ॥৬৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশংকা করা যায় যে, মুক্তিতে নিমিত্ত (ধর্মাদি) এবং ফল (শক্তিকার্য্য কর্ত্তৃত্বাদি) অব্যক্ত-ভাবে থাকিলেও, তাহাদের পরস্পর সংবন্ধ না থাকায় কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় না; তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, যেহেতু মুক্তিতে ধর্মাদি নিমিত্তের, এবং নৈমিত্তিকের সহিত নিমিত্তের সম্বন্ধের সদ্ভাব আছে, অতএব, প্রতি-বন্ধকরহিত অগ্নি থাকিলে ঔষ্ণ্যের অভিব্যক্তির ন্যায়, মুক্তিতে আত্মা থাকিলেই কার্য্যের (কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির) অভিব্যক্তি অবশ্যই হইবে। অতএব, কার্য্যের অনভিব্যক্তিই মুক্তি, এইরূপ

বলা চলে না। নিমিত্তের সহিত নৈমিত্তিকের কীভাবে সম্বন্ধ আছে, তাহাই বলা হইতেছে—'শক্তিরূপেন।' অর্থাৎ উভয়েই অব্যক্ত ভাবে—শক্তিরূপে আত্মাতেই থাকে, অতএব উহাদের সম্বন্ধ আছে ॥৬৬॥

কার্য্যস্য শক্তিতন্ত্রত্বে সর্বদা কারণস্থিতেঃ।
কার্য্যোৎপত্তিঃ সদৈব স্যান্নিদাঘে ঘর্মবত্ততঃ ॥৬৭॥

অন্বয়।—কার্য্যস্য শক্তিতন্ত্রত্বে সর্বদা কারণস্থিতেঃ নিদাঘে ঘর্মবৎ যতঃ সদা এব কর্মোৎপত্তিঃ স্যাৎ (অতঃ ন মুক্তিঃ ইতি শেষঃ) ॥৬৭॥

বঙ্গানুবাদ।—কার্য্য যদি শক্তির অধীন হয়, তবে সর্ব্বদাই কারণ আছে বলিয়া, গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মের ন্যায়, যেহেতু সর্ব্বদাই কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে। (অতএব মুক্তি হইতে পারে না) ॥৬৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আরও কথা এই যে, কর্ত্তৃত্বাদি কার্য্য শক্তির অর্থাৎ সমগ্রকারণের অধীন কি না? যদি কারণসমূহের বা শক্তির অধীন হয়, তবে সর্ব্বদাই শক্তি থাকিলে, সমগ্র কারণও থাকিবে; সুতরাং সর্ব্বদাই কার্য্যের উৎপত্তির আপত্তি হইয়া পড়ে। শক্তিশব্দ সমগ্র হেতুকে বুঝায়; 'কারণ' শব্দেরও তাহাই অর্থ। শক্তি অর্থাৎ সমগ্র কারণ থাকিলে তদধীন কার্য্য কর্ত্তৃত্বাদি উৎপন্ন হইলে মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন—'নিদাঘে ঘর্মবৎ'। আর যদি কার্য্য শক্তির (সমগ্রকারণের)

অধীন না হয়, তবে কি দোষ হয় তাহা পরের শ্লোকে বলা হইতেছে ॥৬৭॥

তথৈব শক্ত্যতন্ত্রত্বেঽপ্যেষ দোষো যতোভবেৎ।
সদা কার্য্যং ন জায়েত কারণাসংভবাৎ সদা ॥৬৮॥

অন্বয়।—তথা এব, শক্ত্যতন্ত্রত্বে অপি যতঃ এষঃ দোষঃ ভবেৎ,—সদা কারণাভাবাৎ (নিদাঘে শীতবৎ) সদা কার্য্যং ন জায়েত,—(অতঃ এতৎপক্ষোঽপি অযুক্তঃ) ॥৬৮॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইরূপ কার্য্য শক্তির অধীন না হইলে এই দোষ যেহেতু হয় যে,—সর্ব্বদাই কারণাভাবহেতু কার্য্য কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না।—(অতএব এই পক্ষ অসঙ্গত) ॥৬৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি কার্য্য শক্তির অধীন না হয়, শক্তি থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কারণের অভাবহেতু কখনই কার্য্য হইবে না, সর্ব্বদাই মুক্তি থাকিবে। (দৃষ্টান্ত—'নিদাঘে শীতবৎ' ইতি পরশ্লোকে)

নিদাঘে শীতবদ্ যস্মাদতোঽসম্যগিদং বচঃ।
নিষ্কারণস্য চোদ্ভূতৌ কার্য্যজন্ম সদা ভবেৎ ॥৬৯॥

অন্বয়—যস্মাৎ (কারণাতন্ত্রত্বে কার্য্যমধ্রুবং) অতঃ ইদং বচঃ অসম্যক। নিষ্কারণস্য চ উদ্ভূতৌ সদা কার্য্যজন্ম ভবেৎ ॥৬৯॥

বঙ্গানুবাদ।—যেমন - গ্রীষ্মে শীত উৎপন্ন হয়না। অতএব এই কথা (পূর্ব্বশ্লোকের কথা—'কার্য্য শক্তির অনধীন')

অযথার্থ। আর যদি, কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে সর্ব্বদাই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে ॥৬৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না তাহাতে দৃষ্টান্ত—'নিদাঘে শীতবৎ'। সেইরূপ শক্তি থাকিলেও, কর্ত্তৃত্বাদি কার্য্য তাহার অধীন নহে বলিয়া, কর্ত্তৃত্বাদি যাহার অধীন তাহার অভাব হেতু, কর্ত্তৃত্বাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, সর্ব্বদাই মুক্তির আপত্তি হয় বলিয়া এই পক্ষ অসঙ্গত। আর, কারণ না থাকিলেও, কর্ত্তৃত্বাদি উৎপন্ন হইবে, একথা বলা যায় না, যেহেতু, তাহা হইলে সর্ব্দাই কার্য্যোৎপত্তির আপত্তি হইয়া পড়ে ॥৬৯॥

কার্য্যতা বা কুতোঽস্য স্যান্ন চেৎকারণতন্ত্রতা।
ন চ শক্যং প্রতিজ্ঞাতুং জন্মারভ্যামৃতের্নৃভিঃ ॥৭০॥
নিষিদ্ধকাম্যকর্মাদিবর্জনং নিপুণৈরপি।
সূক্ষ্মাপরাধসংদৃষ্টেরতিযত্নবতামপি ॥৭১॥

অন্বয়।—অস্য কারণতন্ত্রতা চেৎ ন (ভবেৎ) কুতঃ কার্য্যতা বা স্যাৎ। ...অতিযত্নবতাম্ অপি সূক্ষ্মাপরাধসংদৃষ্টেঃ, নিপুণৈঃ অপি নৃভিঃ জন্মারভ্য আমৃতেঃ নিষিদ্ধকাম্যকর্মাদিবর্জনং প্রতিজ্ঞাতুং ন চ শক্যম্ ॥৭০॥৭১॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যদি, কর্ত্তৃত্বাদি কারণতন্ত্র (কারণাধীন) না হয়, তবে তাহার কার্য্যতাই বা কি করিয়া হয়? আর, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, (ধর্ম্মানুষ্ঠানে) নিপুণ ব্যক্তিদ্বারাও নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্মের বর্জ্জন প্রতিজ্ঞাত হইতে

পারে না ; যেহেতু অতি যত্নশীল ব্যক্তিগণেরও সূক্ষ্ম অপরাধ দেখা যায় ॥৭০॥৭১॥

সংশয়স্তু ভবত্যেব পক্ষাসিদ্ধিস্তু তাবতা।
অথ চেন্মোক্ষ্যতে সোঽত্র যস্য সংপৎস্যতে তথা ॥৭২॥

অন্বয়।—সংশয়স্তু ভবতি এব, তাবতা তু পক্ষাসিদ্ধিঃ ; অথ চেৎ (বদসি) অত্র যস্য তথা সংপৎস্যতে স মোক্ষ্যতে ! ॥৭২॥

বঙ্গানুবাদ।—(ঐ বিষয়ে) সংশয় হইয়াই থাকে, তাহা-দ্বারাই তোমার পক্ষ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি বল, এখানে (মানুষের মধ্যে) যাহার ঐরূপ (কাম্যাদিবর্জ্জন) সম্পন্ন হইবে তাহারই মোক্ষ হইবে—? ॥৭২॥

ত্বদুক্তং নৈতদেবং স্যাদব্যক্তব্যত্বহেতুতঃ।
নিশ্চিতং সাধনং বাচ্যং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং প্রতি ॥৭৩॥

অন্বয়।—অব্যক্তব্যত্বহেতুতঃ এতৎ ত্বদুক্তং এবং ন স্যাৎ ; নিঃশ্রেয়সং প্রতি নিশ্চিতং সাধনং জ্ঞানং (ইতি) বাচ্যম্ ॥৭৩॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, অতএব তোমার উক্ত এই সাধন (কাম্যবর্জ্জনাদি) তোমার পক্ষের সাধক নহে। নিঃশ্রেয়সের প্রতি নিশ্চিত সাধন বলা প্রয়োজন ;—তাহা 'জ্ঞান' ॥৭৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যে ব্যক্তি কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনাদি সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে তাহারই মোক্ষ হইবে এরূপও

বলিতে পার না ; যেহেতু ইহাদ্বারা সেইরূপ সম্পাদন কাহায়ও পক্ষে সম্ভব কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা গেল না। সন্দিগ্ধই থাকিয়া গেল। (৭২ শ্লোঃ)। একথাও বলিতে পার না যে, সংশয় আছে বলিয়াই কোথাও না কোথাও ঐরূপ সিদ্ধিও আছে। সংশয়ের দ্বারা কখনও পক্ষ সিদ্ধি (পক্ষ নিশ্চয়) হয় না, যদি না নিশ্চিতস্থল বলিতে পার। সুতরাং, নিশ্চিতস্থল অব্যক্তব্য বলিয়া সংশয় এখানে তোমার পক্ষের সাধক হইতে পারে না। বিশেষতঃ, মোক্ষ হইতেছে অলৌকিক পরমপুরুষার্থ, তাহার সন্দিগ্ধ সাধন বলিলে চলিবে না, নিশ্চিত সাধন বলা প্রয়োজন ; জ্ঞানই সেই নিশ্চিত সাধন ॥৭২॥৭৩॥

ন তু যাদৃচ্ছিকী সিদ্ধির্ব্বক্তব্যেহ বিপশ্চিতা।
দৈবগোচর এবৈষ নতু মানুষগোচরঃ ॥৭৪॥

অন্বয় —ইহ বিপশ্চিতা যাদৃচ্ছিকী সিদ্ধিঃ ন তু বক্তব্যা, এষ দৈব-গোচরঃ এব, নতু মানুষগোচরঃ ॥৭৪॥

বঙ্গানুবাদ।—জ্ঞানী ব্যক্তির কখনও প্রমাণবর্জ্জিত সিদ্ধির উপদেশ করা উচিত নহে ; তাদৃশ সিদ্ধি দৈবাধীন, মানুষের অধীন নহে ॥৭৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—একথাও বলিতে পার না যে, প্রমাণ না থাকিলেও ঐরূপ সিদ্ধি (কাম্যবর্জ্জনাদি) (আকস্মিকভাবে) কোথাও না কোথাও অবশ্যই হয়। কারণ, তাহা হইলে উহা মানুষের চেষ্টার অধীন থাকে না, দৈবাধীন

হইয়া পড়ে; সুতরাং উহা উপদেশের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥৭৪॥

সহকর্ত্রী ভবেচ্ছক্তিরিতি ন্যায়াদ্ভবেদ্যদি।
মনুষ্যগোচরোঽপীতি নাখ্যাতাসংভবাত্তথা ॥৭৫॥

অন্বয়।—যদি (বদসি), শক্তিঃ সহকর্ত্রী ভবেৎ ইতি ন্যায়াৎ মনুষ্য-গোচরঃ অপি ভবেৎ ইতি, ন তথা আখ্যাতাসংভবাৎ ॥৭৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, 'শক্তি (আখ্যাতের) সহকারী হয়,'—এই ন্যায় অনুসারে মানুষের সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে,—না তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু (এস্থলে) সেইরূপ আখ্যাত নাই ॥৭৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শ্রুতিতে যেখানেই কোনও বিধি আছে, সেখানেই 'কুর্য্যাৎ,' 'জুহুয়াৎ' প্রভৃতি পদে যে 'যাৎ' প্রভৃতির প্রয়োগ আছে—সেইগুলিকে আখ্যাত কহে। শক্তি আখ্যাতের সহকারী হয়, অর্থাৎ এই আখ্যাত নিজের অর্থ বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকারী কর্ত্তার শক্তি (সামর্থ্য) অর্থাৎ ঐ ক্রিয়া যে তাহার কৃতিসাধ্য ইহাও বুঝাইয়া থাকে; কেন না, সমর্থ অধিকারী বিনা বিধিই সম্ভব নহে। সুতরাং, এই নিয়মানুসারে, কাম্যবর্জ্জনাদিও মনুষ্যের অধীন, অর্থাৎ কৃতিসাধ্য হইতে পারে,—পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ আশংকা করিতেছে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যদি প্রমাণস্বরূপ শ্রুতিতে কাম্যবর্জ্জনাদি সম্পর্কে কোনও বিধি (আখ্যাত) থাকিত,

তবে ঐরূপ বলিতে পারিতে ; বেদে ঐরূপ আখ্যাতই নাই। পরের শ্লোকেও তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন ॥৭৫॥

মুক্ত্যর্থী নহি কাম্যাদি বর্জয়েদিতি চোদনা।
অস্তি বেদে ক্বচিত্তেন শক্তের্বিধ্যেকদেশতা ॥৭৬॥

অন্বয়।—'মুক্ত্যর্থী কাম্যাদিবর্জয়েৎ' ইতি চোদনা বেদে ক্বচিৎ ন হি অস্তি, যেন শক্তেঃ বিধ্যেকদেশতা (ভবেৎ) ॥৭৬॥

বঙ্গানুবাদ।—'মোক্ষার্থী কাম্যাদি বর্জন করিবে,'— এইরূপ বিধিবাক্য বেদে কোথাও নাই, যন্নিবন্ধন শক্তি (অধিকারীর সামর্থ্য) বিধির একদেশ হইতে পারে ॥৭৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বেদ প্রমাণস্বরূপ। রূপবিষয়ে চক্ষুর ন্যায়, স্ববিষয়ে বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। সুতরাং, প্রমাণ বেদ এমন কিছু বিধান করিতে পারে না, যাহা মানুষের চেষ্টাসাধ্য নহে, যাহাতে মানুষের সামর্থ্য নাই। সুতরাং বেদে কোনও বিষয়ে বিধান বা আখ্যাত থাকিলে বুঝিতে হইবে, তাহা মানুষের চেষ্টাসাধ্য, —তাহাতে অধিকারীর শক্তি বা সামর্থ্য আছে। কিন্তু বেদে বিধি না থাকিলে, আমাদের কল্পিত কোনও আখ্যাতে ঐরূপ শক্তি বা সামর্থ্য আখ্যাতের অংশ—ইহা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ ঐরূপ আখ্যাতের প্রামাণ্যই সন্দিগ্ধ। বিধির একদেশ, অর্থাৎ আখ্যাতের সহকারীরূপে আখ্যাতের অংশ ॥৭৬॥

কাম্যাদিবর্জনং ত্বেতৎস্বমতিপ্রভবং যতঃ।
নাতঃ শক্তেস্তদংশত্বং কথঞ্চিদপি যুজ্যতে ।৭৭॥

অন্বয়।—যতঃ তু এতৎ কাম্যাদিবর্জনং স্বমতিপ্রভবং অতঃ শক্তেঃ তদংশত্বং কথঞ্চিৎ অপি ন যুজ্যতে ॥৭৭॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু এই কাম্যাদিবর্জন তোমার স্ববুদ্ধিকল্পিত, অতএব, এইস্থলে কোন প্রকারেই শক্তি আখ্যাতের অংশ হইতে পারে না ॥৭৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'কাম্য নিষিদ্ধ বর্জন করিবে,' 'প্রত্যবায় নাশের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিবে,'—এইরূপ কোনও বাক্য শ্রুতিতে নাই। শ্রুতিতে বিধি বা আখ্যাত থাকিলে, 'বর্জয়েৎ' কুর্য্যাৎ' প্রভৃতি আখ্যাতের অংশরূপে সামর্থ (শক্তি) বুঝাইতে পারিত, কিন্তু ঐ সকল আখ্যাত শ্রুতিতে নাই বলিয়া, উহারা তোমার নিজের কল্পনা মাত্র; সুতরাং শক্তি উহাদের অংশ হইতে পারে না ॥৭৭॥

নিত্যাদিকরণান্নাপি কাম্যাদেশ্চাপি বর্জনাৎ।
শ্রেয়ঃ সংভাব্যতে বিদ্যানিষ্ফলত্বপ্রসঙ্গতঃ।৭৮॥

অন্বয়।—বিদ্যানিস্ফলত্বপ্রসঙ্গতঃ নাপি নিত্যাদিকরণাৎ নাপি চ কাম্যাদিবর্জনাৎ শ্রেয়ঃ সংভাব্যতে ॥৭৮॥

বঙ্গানুবাদ।—নিত্যাদিকরণ হইতে এবং কাম্যাদি বর্জন হইতেই শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) সম্ভব নহে; যেহেতু, তাহা হইলে বিদ্যার নিস্ফলত্ব আপত্তি হয় ॥৭৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—নিত্যাদিকরণ ও কাম্যাদিবর্জন হইতেই মোক্ষ হয় এরূপ স্বীকার করা যায় না। ইহার আরও যুক্তি দেখাইতেছেন যে, ঐরূপ স্বীকার করিলে, বিদ্যার কোনই সার্থকতা থাকে না। 'নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"—এই সকল শ্রুতিরও বিরোধ হয় ॥৭৮॥

কাম্যাৎস্বর্গাদিকং মা ভূদক্রিয়ায়াং তদুদ্ভবম্।
অর্থান্তরাৎস্বভাবাদ্বা ভবন্নতু নিবার্য্যতে ॥৭৯॥

অন্বয়।—কাম্যাৎ স্বর্গাদিকং অক্রিয়ায়াং (নিষিদ্ধক্রিয়ায়াং) তদুদ্ভবং (নরকাদিকং) মা ভূৎ, অর্থান্তরাৎ স্বভাবাৎ বা ভবৎ ন তু নিবার্য্যতে ॥৭৯॥

বঙ্গানুবাদ।—কাম্যকর্মজনিত স্বর্গাদি না হউক, নিষিদ্ধকর্মহেতু তাহার ফল (নরকাদি) না হউক, তথাপি অন্য কারণ হইতে, অথবা স্বভাব হইতে (স্বর্গাদি) হইলে বারণ করা যায় না ॥৭৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি কাম্যনিষিদ্ধবর্জন সম্পূর্ণরূপে সম্ভব মানাও যায়, তথাপি, তাহাদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহাই বলিতেছেন। কাম্যবর্জনহেতু কাম্যের ফল স্বর্গাদি না হইতে পারে, পাপবর্জনহেতু পাপফল নরকাদি না হইতে পারে, তথাপি বক্ষ্যমাণ (৯২ শ্লোকে) অন্য কারণে (জন্মান্তরীয় কাম্যকর্মাদিহেতু) অথবা স্বভাব-

হেতু, অর্থাৎ পুণ্যদেশনিবাস বা পুণ্যসঙ্গজনিত পুণ্যবশে দেহান্তর বা স্বর্গাদি হইতে পারে ॥৭৯॥

অন্যতো ভবনে মানং নচেদস্ত্বিহ সংশয়ঃ।
এতাবতাপি পক্ষস্তে প্রতিবদ্ধো ন সিধ্যতি ॥৮০॥

অন্বয়। চেৎ (বদসি), অন্যতো ভবনে ন মানং, ইহ সংশয়ঃ অস্তু, এতাবতা অপি প্রতিবদ্ধঃ তে পক্ষঃ ন সিধ্যতি ॥৮০॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, অন্য কারণ হইতে (স্বর্গাদি বা দেহান্তর—)উৎপত্তিতে কোন প্রমাণ নাই; বেশ! ইহাতে সংশয়ই স্বীকার করা যাউক,—তাহা হইলেও (সংশয়দ্বারা) প্রতিবদ্ধ হওয়াতে তোমার পক্ষ (দেহান্তর না হইয়া মুক্তি) সিদ্ধ হয় না ॥৮০॥

অথৈতয়োরিতি তথা চোদনার্থাতিলঙ্ঘিনাম্।
সুখদুঃখাদিসংদৃষ্টের্ন চাপ্যস্তীহ সংশয়ঃ ॥৮১॥

অন্বয়।—তথা, 'অথ এতয়োঃ' ইতি (শ্রুতেঃ) চোদনার্থাতিলঙ্ঘিনাং সুখদুঃখাদিসংদৃষ্টেঃ ইহ সংশয়ঃ অপি ন চ অস্তি ॥৮১॥

বঙ্গানুবাদ।—(বস্তুতঃপক্ষে) 'অথৈতয়োঃ,'—ইত্যাদি শ্রুতিকথিত বিধিনিষেধলঙ্ঘনকারিগণের সুখদুঃখ দেখা যায় বলিয়া এই বিষয়ে সংশয়ও নাই ॥৮১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে, সিদ্ধান্তী কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জনকারীর দেহান্তর হয় কি না, তাহাতে সংশয় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; এখন নিশ্চায়ক প্রমাণ আছে বলিয়া,

সংশয়ই অস্বীকার করিতেছেন। শ্রুতিতে আছে—'অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন' ইত্যাদি; অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিবিহিত ইষ্টাপূর্ত্তাদিরও অনুষ্ঠান করে না (এবং উপাসনাও করে না) তাহারা ঐ দুই পথের (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন) কোন পথেই গমন করে না; তাহারা অল্পসুখ ও বহুদুঃখ-মোহময় ক্ষুদ্রজন্তুভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান না থাকিলে জন্মান্তর হইতে পারে। অর্থাৎ সকল কর্ম বর্জন করিলেও, (যদি জ্ঞান না থাকে) তাহার দেহান্তর সম্ভব। সুতরাং, কাম্যনিষিদ্ধকর্ম বর্জনকারীরও দেহান্তর সম্ভব হইবে না কেন? সুতরাং জ্ঞানব্যতিরেকে কেবল কাম্যনিষিদ্ধবর্জনদ্বারা দেহান্তর বারণ করা যায় না ॥৮১॥

নিত্যস্যাকরণে দোষস্তৎক্রিয়ায়াং ন যদ্যপি।
অন্যতোঽসৌ স্বভাবাদ্বা নতু মানেন বার্য্যতে ॥৮২॥

অন্বয়।—যদ্যপি নিত্যস্য অকরণে দোষঃ তৎক্রিয়ায়াং ন (ভবতি), অন্যতঃ স্বভাবাৎ বা অসৌ তু মানেন ন বার্য্যতে ॥৮২॥

বঙ্গানুবাদ।—যদিও নিত্যানুষ্ঠান করিলে, নিত্যের অকরণজনিত দোষ হয় না, তথাপি অন্য কারণে (জন্মান্তরীয় নিত্যাকরণজনিত) অথবা স্বভাবহেতু (পাপদেশবাস, পাপসঙ্গাদিজনিত), প্রত্যবায় কোনও প্রমাণদ্বারা বারণ করা যায় না ॥৮২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—৭৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—

এইজন্মে কাম্যাদিবর্জন সম্পূর্ণ সম্ভব হইলেও, জন্মান্তরীয় কাম্যাদিকর্ম থাকিতে পারে; তজ্জনিত দেহান্তর সম্ভব। এখানে বলা হইতেছে যে, এই জন্মে সম্পূর্ণরূপে নিত্যানুষ্ঠান সম্ভব হইলেও, জন্মান্তরীয় নিত্যের অননুষ্ঠান থাকিতে পারে। সেই প্রত্যবায়জনিত দেহান্তর হওয়া সম্ভব। অথবা, স্বভাব অর্থাৎ স্বাভাবিক দোষ, অর্থাৎ পাপদেশবাসাদিজনিত দোষ হইতেও দেহান্তর সম্ভব; অতএব জ্ঞানব্যতিরেকে, তোমার কথিত কারণ হইতে মুক্তি সম্ভব নহে ॥৮২॥

নিত্যাদে ফলমিষ্টং চেদুপাত্তদুরিতক্ষয়ঃ।
তথাপ্যাগামিদোষেম্বাশঙ্কা পূর্ব্ববদুদ্ভবেৎ ॥৮৩॥

অন্বয়।—উপাত্তদুরিতক্ষয়ঃ চেৎ নিত্যাদেঃ ফলম্ ইষ্টং (ভবেৎ) তথাপি আগামিদোষেযু পূর্ব্ববৎ আশঙ্কা উদ্ভবেৎ ॥৮৩॥

বঙ্গানুবাদ।—পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের ক্ষয় যদি নিত্যানুষ্ঠানের ফল বলিয়া অভিপ্রেত হয়, তথাপি ভবিষ্যৎ দোষের আশঙ্কা পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই যায় ॥৮৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বল, না,—জন্মান্তরীয় নিত্যাননুষ্ঠানজনিত প্রত্যবায় (পাপ, দোষ) দেহান্তরের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু এই জন্মের নিত্যানুষ্ঠানদ্বারাই সেই সকল সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়, তথাপি ভবিষ্যতে নিত্যের অননুষ্ঠানজনিত প্রত্যবায়ের আশঙ্কা (সংশয়) পূর্ব্বের মতই, অর্থাৎ পূর্ব্বে (৮০ শ্লোকে) যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ সংশয়

থাকিয়াই যায়। অর্থাৎ প্রত্যবায় সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া তোমার পক্ষের নিশ্চিত সিদ্ধি হয় না ॥৮৩॥

অনভীষ্টফলানাং চ দুরিতত্বাৎ ক্ষয়োভবেৎ।
তত্বাভ্যুদয়িকানাং স্যাদভীষ্টত্বাৎক্ষয়স্তব ॥৮৪॥

অন্বয়।—অনভীষ্টফলানাং চ দুরিতত্বাৎ ক্ষয়ঃ ভবেৎ, তব আভ্যুদয়িকানাং তু অভীষ্টত্বাৎ ক্ষয়ঃ ন স্যাৎ ॥৮৪॥

বঙ্গানুবাদ।—(অপিচ,) নিত্যকর্ম্মের দ্বারা (জন্মান্তরীয়) অনিষ্টফল পাপের ক্ষয় হইতে পারে; কিন্তু, তোমার পুণ্য-কর্ম্মসকলের ইষ্টফলকত্বহেতু ক্ষয় হইতে পারে না ॥৮৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'ধর্ম্মেণপাপমপনুদতি"—এই শ্রুতি-বলে ধর্ম্মস্বরূপ নিত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু উহাদ্বারা সঞ্চিত পুণ্যকর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না; যেহেতু ধর্ম্ম-স্বরূপ নিত্যানুষ্ঠান পুণ্যকর্ম্মের বিরোধী বা নাশক নহে ॥৮৪॥

সর্ব্বেষাং দুষ্টতা চেৎস্যান্ন বিধানাদদুষ্টতা।
নাপি শ্যেনাদিতুল্যত্বং ফলদোষেণ দুষ্টতা ॥৮৫॥

অন্বয়।—চেৎ (বদসি), সর্ব্বেষাং দুষ্টতা স্যাৎ, ন, বিধানাৎ অদুষ্টতা (ভবতি); ফলদোষেণ শ্যেনাদিতুল্যত্বং দুষ্টতা অপি ন (ভবতি) ॥৮৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, সকলেরই (পাপ ও পুণ্যের) দুষ্টতা হউক; না, বিধান আছে বলিয়া (পুণ্যের) দুষ্টতা হইতে পারে না। আর, শ্যেনযাগের তুল্য ফলের দোষহেতু দুষ্টতাও হইতে পারে না ॥৮৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতে চাহিতেছে যে, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা, জন্মান্তরসঞ্চিত পাপের ন্যায় সঞ্চিত পুণ্যও নষ্ট হইতে পারে; যেহেতু মুমুক্ষুর নিকট পাপ পুণ্য সকলেরই দুষ্টতা অর্থাৎ দোষ-রূপতা হইতে পারে, সুতরাং নিত্যানুষ্ঠানদ্বারা উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। সিদ্ধান্তী বলিতেছে যে, যাহা ধর্ম বলিয়া বিহিত, তাহার দুষ্টতা হইতে পারে না। অবশ্য, শ্যেনযাগনামক একটি অনুষ্ঠানের বিধান থাকিলেও তাহার দুষ্টতা স্বীকার করা হয়; তাহার কারণ, শ্যেনযাগের ফল শত্রুবধ হিংসাত্মক বলিয়া 'মা হিংস্যাৎ' এই শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ হওয়াতে, ঐ ফল দুষ্ট। কিন্তু অন্যান্য বিহিত কর্মসম্বন্ধে সেরূপ দুষ্টতা বলা চলে না ॥৮৫॥

ঐকাত্ম্যজ্ঞানতশ্চেৎ স্যাদ্ ব্যর্থা কর্মপ্রধানতা।
প্রধানত্বং চ বিদ্যায়াস্তমেতমিতি দর্শিতম্ ॥৮৬॥

অন্বয়।—ঐকাত্ম্যজ্ঞানতঃ চেৎ (মুক্তিঃ) স্যাৎ, কর্মপ্রধানতা ব্যর্থা (ভবতি); 'তমেতম্' ইতি চ বিদ্যায়াঃ প্রধানত্বং দর্শিতম্ ॥৮৬॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, ঐকাত্ম্যজ্ঞান হইতেই (সঞ্চিত সকল কর্ম নষ্ট হইয়া) মুক্তি হয়, তবে, কর্ম্মের প্রধানতা (সাক্ষাৎ মোক্ষকারণতা) স্বীকার করা ব্যর্থ। 'তমেতমি'ত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানেরই প্রধানত্ব দেখান হইয়াছে ॥৮৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন'......ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে

যে, 'ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও বেদপাঠদ্বারা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে'। ইহাদ্বারা সূচিত হয় যে যজ্ঞাদিকর্ম (চিত্ত-শুদ্ধির দ্বারা) বিবিদিষার (জ্ঞানের ইচ্ছার) প্রতি কারণ; সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ নহে। বিবিদিষা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ ॥৮৬॥

অত উক্তেন মার্গেণ কর্ত্তৃসংস্কারকারিণাম্।
ঐকাত্ম্যজ্ঞানতাৎপর্য্যং কর্মণামিতি নিশ্চিতম্ ॥৮৭॥

অন্বয়।—অতঃ উক্তেন মার্গেণ কর্ত্তৃসংস্কারকারিণাং কর্মণাং ঐকাত্ম্যজ্ঞানতাৎপর্য্যং ইতি নিশ্চিতম্ (ব্রহ্মসূত্রে) ॥৮৭॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব উক্ত মার্গের দ্বারা (বিবিদিষার উৎপাদনদ্বারা) কর্ত্তার সংস্কারজনক (শুদ্ধিজনক) কর্ম-সকলের ঐকাত্ম্যজ্ঞানেই তাৎপর্য্য (পর্য্যবসান), ইহা (ব্রহ্মসূত্রে) নির্ণীত হইয়াছে ॥৮৭॥

অতেন নিঃসারতাং বুদ্ধা কর্মণাং বেদতত্ত্ববিৎ।
ঐকাত্ম্যজ্ঞানমন্বেতি তপোমুষিতকল্মষঃ ॥৮৮॥

অন্বয়।—অতেন, বেদতত্ত্ববিৎ কর্মণাং নিঃসারতাং বুদ্ধা তপোমুষিত-কল্মষঃ (সন্) ঐকাত্ম্যজ্ঞানম্ অন্বেতি ॥৮৮॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব বেদতত্ত্বজ্ঞ সকল কর্মের অসারতা (অনিত্যফলতা) উপলব্ধি করিয়া নিত্যকর্মরূপ তপস্যা-দ্বারা পাপ বিনষ্ট করিয়া অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় করেন ॥৮৮॥

যস্তু জন্মান্তরাভ্যাসাৎ ক্ষপিতাশেষকামনঃ।
আদাবেবাধিকারী স পুনঃ কর্ম ন বীক্ষতে ॥৮৯॥

অন্বয়।—যঃ তু জন্মান্তরাভ্যাসাৎ ক্ষপিতাশেষকামনঃ সঃ আদৌ এব অধিকারী পুনঃ কর্ম ন বীক্ষতে ॥৮৯॥

বঙ্গানুবাদ।—যিনি জন্মান্তরের অভ্যাসহেতু সর্ব্বকামনা ক্ষয় করেন তিনি প্রথমেই জ্ঞানাধিকারী হন ; তিনি আর কর্ম অনুষ্ঠান করেন না ॥৮৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জন্মান্তরাভ্যাসাৎ—জন্মান্তরে প্রচুর-ভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যানুষ্ঠানাদিহেতু। প্রথমেই—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই।...অতএব শ্রুতিতেও আছে—'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' ॥৮৯॥

বিরক্তস্য তু জিজ্ঞাসোর্মানান্নান্যব্যপেক্ষণম্।
কর্মাপেক্ষা হি সাধ্যেঽর্থে সিদ্ধেঽর্থে তদনর্থকম্ ॥৯০॥

অন্বয়।—বিরক্তস্য তু জিজ্ঞাসোঃ মানাৎ অন্যব্যপেক্ষণং ন (অস্তি) ; হি সাধ্যে অর্থে কর্মাপেক্ষা সিদ্ধে অর্থে তৎ অনর্থকম্ ॥৯০॥

বঙ্গানুবাদ।—বৈরাগ্যযুক্ত জিজ্ঞাসুর প্রমাণবশতঃ (শ্রুতিপ্রমাণতঃ) অন্য কিছুর (কর্মের) অপেক্ষা নাই, যেহেতু সাধ্যফলেই কর্মের প্রয়োজন হয়, সিদ্ধফলে কর্ম নিষ্প্রয়োজন ॥৯০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আপত্তি করা হয় যে, জ্ঞানের ফল মুক্তির উৎপত্তিতে উপকারকরূপে কর্মের অপেক্ষা

হউক! তাই বলিতেছেন যে, সাধ্যফলে ঐরূপ কর্মাপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু সিদ্ধফল মুক্তিতে উহা অনুপযোগী ॥৯০॥

বামদেবস্য মৈত্রেয্যা গার্গ্যাশ্চৈব সমঞ্জসম্।
দর্শনং ব্রহ্মচর্য্যাদেস্তথা প্রাব্রাজ্যশাসনাৎ ॥৯১॥

অন্বয়—বামদেবস্য মৈত্রেয্যাঃ গার্গ্যাঃ চ দর্শনং সমঞ্জসম্ এব; তথা ব্রহ্মচর্য্যাদেঃ প্রাব্রাজ্যশাসনাৎ—॥৯১॥

বঙ্গানুবাদ।—বামদেবের, মৈত্রেয়ীর এবং গার্গীর দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) যুক্তিযুক্তই; সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসের বিধানহেতুও (ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়) ॥৯১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞানের মুক্তিফল উৎপাদনে কর্ম নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু জ্ঞানের নিজের উৎপত্তিতে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কর্ম উপযোগী। এই সিদ্ধান্ত মানিলে, তবেই এই জন্মে কর্মব্যতিরেকেও বামদেবপ্রভৃতির জ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে। তাহাদের এই জন্মে কর্ম না থাকিলেও জন্মান্তরীয় কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হওয়াতেই এইজন্মে কর্ম বিনাই জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে। আবার, 'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ'—এই শ্রুতি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাসের বিধান দেওয়াতে ইহজন্মে কর্মবিনাও জ্ঞান হইতে পারে, ইহাই সমর্থিত হয় ॥৯১॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিহেতুনামানন্ত্যাৎ স্বর্গসিদ্ধয়ে।
হেত্বন্তরাসংভবশ্চেহতো দুর্জ্ঞানঃ সংভবাত্তবেৎ ॥৯২॥

অন্বয়।—স্বর্গ-সিদ্ধয়ে ইষ্টাপূর্ত্তাদিহেতুনাম্ আনন্ত্যাৎ অতঃ সংভবাৎ হেত্বন্তরাসংভবঃ দুর্জ্ঞানঃ ভবেৎ ॥৯২॥

বঙ্গানুবাদ।—স্বর্গসিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত্তপ্রভৃতি হেতু-সকলের অনন্ততাহেতু হেত্বন্তর সম্ভব হয় বলিয়া, হেত্বন্তরের অভাব দুর্বোধ্য ॥৯২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—৭৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—কাম্যাদিকর্ম না করিলেও, অর্থান্তরাৎ দেহান্তর সম্ভব; সেই অর্থান্তর, অর্থাৎ 'অন্যকারণ' কী, তাহাই এই শ্লোকে পরিষ্কার করা হইতেছে। এই জন্মে সম্পূর্ণরূপে কাম্যাদিবর্জন সম্ভব হইলেও, জন্মান্তরের সঞ্চিত, ভবিষ্যৎ দেহান্তরের নিমিত্তস্বরূপ অনেক 'ইষ্টাপূর্ত্তাদি' কর্ম থাকিতে পারে। 'ইষ্ট' অর্থে শ্রৌত যাগাদি কর্ম। 'পূর্ত্ত' অর্থ—স্মৃতিবিহিত বাপীকূপ খনন, অন্নসত্র—পান্থশালাদিনির্ম্মাণ। 'আদি' পদে দত্ত বা দান বুঝিতে হইবে। জন্মান্তরের কর্মের মধ্যে যেগুলির ভোগের জন্য বর্ত্তমান দেহ আরম্ভ হইয়াছে সেইগুলিকে প্রারব্ধ কর্ম কহে। আর অন্য যেগুলি জমা রহিয়াছে সেগুলিকে সঞ্চিত বা অনারব্ধ কর্ম কহে। সেইরূপ অনারব্ধ ইষ্টাদিকর্ম বহু থাকা সম্ভব, যন্নিমিত্ত এই জন্মে কাম্যাদি না করিলেও দেহান্তর বা স্বর্গাদি সম্ভব হইতে পারে ॥৯২॥

এবং নিষিদ্ধবাক্যেষু যথোক্তং ন্যায়মাদিশেৎ।
নিত্যকর্মবচঃস্বেবং নাতো মুক্তিবিনিশ্চয়ঃ ॥৯৩॥

অন্বয়।—এবম্ নিষিদ্ধবাক্যেষু যথোক্তং ন্যায়ম্ আদিশেৎ, এবং নিত্যকর্মবচঃসু; অতঃ মুক্তিবিনিশ্চয়ঃ ন (ভবতি) ॥৯৩॥

বঙ্গানুবাদ।—এইপ্রকারে, নিষিদ্ধকর্মেও যথোক্ত

যুক্তি প্রয়োগ করিবে; নিত্যকর্ম্মেও ঐ প্রকার। সুতরাং উক্ত উপায় (কাম্যনিষিদ্ধবর্জনাদি) হইতে মুক্তির নিশ্চয় হয় না ॥৯৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এইজন্মে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধত্যাগ সম্ভব হইলেও, জন্মান্তরীয় সঞ্চিত নিষিদ্ধকর্ম অসংখ্য থাকিতে পারে, যাহা ভবিষ্যৎ দেহান্তরের হেতু হইতে পারে; সুতরাং দেহান্তরের বা নরকাদির হেতুর অভাব বলা যায় না। সেই-রূপ, এইজন্মে নিত্যানুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইলেও পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য, সেই জন্মে সম্পূর্ণরূপে পাপনিবৃত্তি না হওয়াতে, সেই প্রত্যবায় হইতেও ভাবিদেহান্তর সম্ভব হইতে পারে। অতএব, কাম্যনিষিদ্ধবর্জন এবং নিত্যানুষ্ঠানরূপ উপায় হইতে মুক্তি সম্ভব নহে ॥৯৩॥

অনেকজন্মোপাত্তস্য পুণ্যাপুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।
অনন্তদেহহেতোশ্চ বিপ্রঘাতস্য সংভবাৎ ॥৯৪॥

অন্বয়।—অনেকজন্মোপাত্তস্য পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মণঃ অনন্তদেহহেতোঃ বিপ্রঘাতস্য চ সংভবাৎ ॥৯৪॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, অনেকজন্মে অর্জিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের এবং অনেকদেহের হেতু ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্মের সম্ভব আছে ॥৯৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মসকল 'ঐকভবিক'—অর্থাৎ অর্জিত সকল কর্ম মিলিত হইয়া একটি দেহকে আরম্ভ করে; সুতরাং পূর্ব্বের সঞ্চিত কর্ম অবশিষ্ট

থাকিয়া ভাবিজন্মের কারণ হইতে পারে না বলিয়া, নিত্যাদি অনুষ্ঠানকারীর জন্মান্তরের হেতু কর্মের অভাববশতঃ মুক্তি হইতে পারে। তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে—'অনেকজন্মে অর্জিত পাপপুণ্য থাকিতে পারে', যেহেতু কর্মের ঐকভবিকত্ব সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। তাহারই যুক্তি বলা হইতেছে—এক ব্রহ্মহত্যাকর্মের ফলেই নানা (পশু-চণ্ডালাদি) দেহ হইয়া থাকে; সেইরূপ নানাদেহহেতু কর্ম থাকা সম্ভব বলিয়া, বর্ত্তমান দেহের অবসানে দেহান্তরের হেতু কর্ম থাকিতে পারে ॥৯৪॥

ততঃ শেষেণ বচনাত্তথা তদ্য ইহেত্যতঃ।
অনারব্ধফলেহানাং গম্যতে সংস্থিতিস্ততঃ ॥৯৫॥

অন্বয়।—'ততঃ শেষেণ' বচনাৎ তথা 'তদ্য ইহ' ইতি অতঃ (বচনাৎ) অনারব্ধফলেহানাং সংস্থিতিঃ গম্যতে ॥৯৫॥

বঙ্গানুবাদ।—'ততঃ শেষেণ' ইত্যাদি বচন হইতে, এবং 'তদ্ য ইহ' ইত্যাদি বচন হইতে অনারব্ধফল কর্মের স্থিতি জানা যায় ॥৯৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—স্মৃতিতে আছে—'স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে'…ইত্যাদি; —মরিয়া, কর্মফল অনুভব করিয়া, 'ততঃ শেষেণ' অর্থাৎ অবশিষ্ট কর্মের দ্বারা উক্ত নানাপ্রকার জন্ম লাভ করে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বের সকল কর্মই এক সঙ্গে

প্রারব্ধ হয় না, কিছু অনারব্ধ বা সঞ্চিত থাকিয়া যায়, যাহা ভাবী জন্মের কারণ হইয়া থাকে। সেইপ্রকার, শ্রুতিতেও আছে—'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্' ইত্যাদি।—কর্মফলে স্বর্গ ভোগ করিয়া, পুনরায় ফিরিয়া যাহারা শুভ কর্মাবশেষবিশিষ্ট হয়, তাহারা ইহলোকে শুভ যোনি (ব্রাহ্মণাদি দেহ) প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতেও, সঞ্চিত কর্ম অবশিষ্ট থাকে বুঝা যায় ॥৯৫॥

ফলং নিত্যস্য নাপীহ দুরিতক্ষয়মাত্রকম্।
ফলান্তরশ্রুতেঃ সাক্ষাৎতদ্‌যথাস্রস্মৃতেস্তথা ॥৯৬।

অন্বয়।—ইহ নিত্যস্য ফলম্ অপি ন দুরিতক্ষয়মাত্রকম্, সাক্ষাৎ ফলান্তরশ্রুতেঃ তৎ যথা আস্রস্মৃতেঃ তথা ॥৯৬॥

বঙ্গানুবাদ।—নিত্যকর্মের ফলও কেবলমাত্র অধিকারীর পাপক্ষয় নহে, যেহেতু ফলান্তরবিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতি আছে; সেইপ্রকার যেরূপ "আস্রস্মৃতিতে" আছে ॥৯৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'কর্মণা পিতৃলোক'—এই সাক্ষাৎ শ্রুতিবলে নিত্যকর্মেরও পিতৃলোকাদি ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া, কেবল পাপক্ষয় বা প্রত্যবায়পরিহার নিত্যকর্মের ফল নহে। আপস্তম্বের 'আস্রস্মৃতি'ও নিত্যকর্মের অন্য ফল প্রমাণ করে। পরশ্লোকে তাহাই বলিতেছেন ॥৯৬॥

আস্রে নিমিত্ত ইত্যাদি হ্যাপস্তম্বস্মৃতের্বচঃ।
ফলবত্ত্বং সমাচষ্টে নিত্যানামপি কর্মণাম্ ॥৯৭॥

অন্বয়।—'আস্রে নিমিত্তে' (রোপিতে) ইত্যাদি হি আপস্তম্বস্মৃতেঃ বচঃ নিত্যানামপি কর্মনাম্ ফলবত্ত্বং সমাচষ্টে ॥৯৭॥

বঙ্গানুবাদ।—'আম্রে নিমিত্তে' ইত্যাদি আপস্তম্বস্মৃতির বচন নিত্যকর্মসকলেরও ফলবত্ত্ব উপদেশ করিয়াছে ॥৯৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'আম্রে ফলার্থে নিমিত্তে ছায়া-গন্ধাবনুৎপদ্যেতে। এবং ধর্মং চর্য্যমানমর্থা অনুৎপদ্যন্তে'—ইহা আপস্তম্বস্মৃতির বচন। উহার অর্থ এই যে,—ফলের জন্য রোপিত আম্রবৃক্ষে (যেমন) ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক-রূপে উৎপন্ন হয়, ধর্ম (নিত্যকর্মাদি) অনুষ্ঠান করিলেও ফল-সকল সেইরূপে উৎপন্ন হয় ॥৯৭॥

উক্তমেব তু সংশীতাবিয়ং ত্বত্র বিনিশ্চিতিঃ।
কার্য্যমারভতে শক্তির্যৎকিঞ্চেহ ব্যবস্থিতা ॥৯৮॥

অন্বয়।—সংশীতৌ তু উক্তম্ এব, অত্র তু ইয়ং বিনিশ্চিতিঃ (নিত্যাদিকারিণাং দেহান্তরপ্রাপ্তৌ); ইহ যৎকিঞ্চ শক্তিঃ ব্যবস্থিতা (সা) কার্য্যম্ আরভতে ॥৯৮॥

বঙ্গানুবাদ।—(প্রমাণাভাব) সংশয়ে (কারণ) বলা হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে এই নিশ্চয়ই রহিয়াছে। আত্মাতে যাহা কিছু শক্তি ব্যবস্থিত হয়, তাহা কার্য্য আরম্ভ করে ॥৯৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—৮০ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, নিত্যাদি অনুষ্ঠানকারীর, অন্যকারণ হইতে দেহান্তর হয়, অথবা শরীরপাতানন্তর মুক্তি হয়, এ বিষয়ে প্রমাণের (নিশ্চায়কের) অভাব সংশয়ের কারণ হয়। কিন্তু এই স্থলে দেখান হইল যে—'কর্মণা পিতৃলোক', ইত্যাদি শ্রুতিবলে নিত্যানুষ্ঠানকারীর পিতৃলোকাদিফল সিদ্ধ হয় বলিয়া,

দেহান্তরই সুনিশ্চিত হইতেছে। আরও কথা এই যে, তোমার কথিত উপায় অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহার মুক্তি হইবে, তাহার (আত্মার) সেই অনুষ্ঠানে শক্তি আছে কিনা? শক্তি না থাকিলে ত অনুষ্ঠানই অসম্ভব। আর শক্তি থাকিলে, সংসার অবস্থার ন্যায়, মুক্তাবস্থাতেও সেই শক্তি সেই সব অনুষ্ঠান জন্মাইবে—অর্থাৎ মোক্ষই সম্ভব হইবে না। যেহেতু শক্তি থাকিলেই তাহা কার্য্য আরম্ভ করে ॥৯৮॥

যস্মাদসতি কার্য্যেঽসৌ শক্তিরেব ন সিধ্যতি।
কার্য্যকারণয়োঃ সিদ্ধিরন্যোন্যাব্যতিরেকতঃ ॥৯৯॥

অন্বয়।—যস্মাৎ কার্য্যে অসতি অসৌ শক্তিঃ এব ন সিধ্যতি; কার্য্য-কারণয়োঃ অন্যোন্যাব্যতিরেকতঃ সিদ্ধিঃ (ভবতি) ॥৯৯॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু কার্য্য না হইলে, ঐ শক্তিই সিদ্ধ হয় না। অন্যোন্যাধীনরূপে (পরস্পরাধীনরূপে) কার্য্য-কারণের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥৯৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, শক্তি থাকিলেই কার্য্য আরম্ভ করে। যদি বল. কার্য্য আরম্ভ না করিয়াও, আত্মাতে শক্তি থাকিতে পারে, যেহেতু কার্য্য না করিয়াও কারণ থাকিতে পারে,—তাহারই উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, 'শক্তি' কার্য্যের দ্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে, সুতরাং কার্য্য না থাকিলে শক্তিরই সিদ্ধি হয় না। যেহেতু, 'শক্তি' ও 'কার্য্য'-রূপ যে কার্য্যকারণ, উহাদের পরস্পরের অধীন সিদ্ধি (নিশ্চয়) হইয়া থাকে, কার্য্যের দ্বারাই

শক্তিকে জানা যায়। কার্য্য হয় না বলিলে, শক্তি থাকে—একথার কোনও অর্থ হয় না। সুতরাং, মোক্ষে আত্মাতে শক্তি থাকিলে তাহা কার্য্যও আরম্ভ করিবে, এই আপত্তি হইয়া পড়ে ॥৯৯॥

কর্ত্তৃভোক্তৃ-স্বরূপেঽতো হ্যভ্যুপেতেঽন্তরাত্মনি।
ন মুক্ত্যাশাস্তি পূর্ব্বোক্তন্যায়মার্গসমাশ্রয়াৎ।১০০॥

অন্বয়।—অতঃ কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপে অন্তরাত্মনি অভ্যুপেতে পূর্ব্বোক্ত-ন্যায়মার্গসমাশ্রয়াৎ ন মুক্ত্যাশা অস্তি ॥১০০॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব অন্তরাত্মাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা স্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত (৫৫ শ্লোকে উক্ত) যুক্তি অনুসারে মুক্তির আশা থাকে না ॥১০০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মাতে শক্তি স্বীকার করিলে, যেহেতু শক্তির কার্য্যপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয় না, অতএব আত্মা কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ হইয়া পড়ে, মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। আত্মাকে কর্ত্তৃস্বরূপ স্বীকার করিলে মুক্তির আশা থাকে না, একথা "মা কাঙ্ক্ষী" ইত্যাদি ৫৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে ॥১০০॥

সাপরাধত্বতো মুক্তিঃ সন্দিগ্ধৈব প্রসজ্যতে।
দ্বিজাতীনাং খরাদেস্তু ত্বদুক্ত্যা স্যাদসংশয়াৎ ॥১০১॥

অন্বয়। দ্বিজাতীনাং সাপরাধত্বতঃ মুক্তিঃ সন্দিগ্ধা এব প্রসজ্যতে, তু ত্বদুক্ত্যা খরাদেঃ অসংশয়াৎ (মুক্তিঃ) স্যাৎ ॥১০১॥

বঙ্গানুবাদ।—(কর্মাধিকারী) দ্বিজাতিগণেরও অপরাধহেতু

মুক্তি সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে তোমার উক্তি অনুসারে গর্দ্দভের মুক্তি নিশ্চিত হইয়া পড়ে ॥১০১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কাম্যনিষিদ্ধবর্জন ও নিত্যানুষ্ঠান-দ্বারাই মুক্তি হইতে পারে, এই মতের উপর আরও দোষ দেখাইতেছেন। যত্নের সহিত নিত্যাদি অনুষ্ঠানকারীরও, কোনও বিহিতাকরণ বা নিষিদ্ধকরণজনিত অপরাধ থাকা সম্ভব বলিয়া, অধিকারী মানবেরও মুক্তি সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, তোমার উক্তি অনুসারে (তোমার মতে) পূর্ব্বের কর্মসমূহের একজন্মেই ভোগ হইয়া থাকে—"ঐকভবিকঃ কর্মাশয়ঃ"! সুতরাং গর্দ্দভেরও কোনও নূতন কর্ম না হওয়াতে, দেহপাতানন্তর দেহান্তরের কারণ না থাকাতে মুক্তি নিশ্চিত হইয়া পড়ে ॥১০১॥

ননূক্তং কর্মশেষত্বমাত্মনো যাগকর্ত্তৃতা।
নৈতদেবং যতো নৈতৎকর্মাঙ্গং জ্ঞানমিষ্যতে॥১০২॥

অন্বয়।—ননু উক্তং কর্মশেষত্বম্ (আত্মজ্ঞানস্য) আত্মনঃ যাগকর্ত্তৃতা; এতৎ এবং ন, যতঃ এতৎ জ্ঞানং কর্মাঙ্গং ন ইষ্যতে ॥১০২॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! আত্মজ্ঞানের কর্মশেষত্ব (কর্মাঙ্গত্ব) ত বলাই হইয়াছে—আত্মার যাগকর্ত্তৃত্ব (অবলম্বন করিয়া); ইহা হইতে পারে না, যেহেতু এই জ্ঞান কর্মাঙ্গ স্বীকার করা যায় না ॥১০২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষীর কথিত মুক্তির হেতু খণ্ডন করিয়া, জ্ঞানেরই মুক্তিহেতুত্ব স্থাপন করিয়া, তাহার উপর পূর্ব্ব

পক্ষীর উক্ত (৪৫ শ্লোকে) আশঙ্কারই অনুবাদ করিতেছেন—'ননূক্তং' ইত্যাদি। 'কর্মশেষত্বং' আত্মজ্ঞানের কর্মশেষত্ব (কর্মাঙ্গতা)। তাহারই দ্বার বা হেতু—আত্মনো যাগকর্ত্তৃতা। যেহেতু আত্মা যাগকর্ত্তা, অতএব আত্মজ্ঞানও যাগাদিকর্মের অঙ্গ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—নৈতৎ ইত্যাদি। যেহেতু এই জ্ঞান অর্থাৎ যাগকর্ত্তা আত্মার জ্ঞান (লৌকিক আত্মজ্ঞান)* কর্মাঙ্গ হইতে পারে না, অতএব তোমার আশঙ্কা সঙ্গত নহে। সাধারণ আত্মজ্ঞান কেন কর্মাঙ্গ হইতে পারে না, তাহা পরের শ্লোকে বলা হইতেছে ॥১০২॥

কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ সিদ্ধং যতোঽন্যত্রাপি যাগতঃ।
নিঃশেষকর্মকারিত্বাত্তস্মাদুক্তমপেশলম্ ॥১০৩॥

অন্বয়।—যতঃ নিঃশেষকর্মকারিত্বাৎ যাগতঃ অন্যত্রাপি আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং সিদ্ধং তস্মাৎ অপেশলম উক্তম্ ॥১০৩॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু যাগ হইতে অন্যত্রও (লৌকিক ব্যবহারেও) আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, কারণ আত্মাই সর্ব্ববিধ কর্ম করিয়া থাকে, অতএব তোমার উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে ॥১০৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অনন্যসাধারণ হইয়া যাহা উপকারক হয় তাহাকেই 'অঙ্গ' কহে—এই লক্ষণ অনুসারেও, লৌকিকাত্মা (ব্যবহারিকাত্মা) যাগাদি কর্মের অঙ্গ হইতে

* আত্মা যাগের কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদিরূপ যে আত্মজ্ঞান তাহাকেই লৌকিক আত্মজ্ঞান বলা হইয়াছে।

পারে না ; যেহেতু আত্মার যাগাদির সহিত জুহূপাত্রের ন্যায় অব্যভিচরিত (অসাধারণ) সম্বন্ধ নাই। লৌকিক সমস্ত ব্যাপারও আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ; সুতরাং আত্মা অন্যসাধারণ বলিয়া যাগাদিক্রিয়ার অঙ্গ হইতে পারে না ॥১০৩॥

ন হ্যাত্মজ্ঞানবিরহাৎকর্ম্ম কর্ত্তুং ন শক্যতে।
পর্ণজ্ঞানমৃতে যদ্বজ্জুহূর্লাতুং ন শক্যতে ॥১০৪॥

অন্বয়।—যদ্বৎ পর্ণজ্ঞানম্ ঋতে জুহূঃ লাতুং ন শক্যতে, ন হি (তদ্বৎ) আত্মজ্ঞানবিরহাৎ কর্ম্ম কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥১০৪॥

বঙ্গানুবাদ।—পর্ণের জ্ঞান ব্যতিরেকে যেমন জুহূ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ আত্মার জ্ঞান (বৈদিক শুদ্ধ মুক্তআত্মার জ্ঞান) ব্যতিরেকে কর্ম করিতে পারা যায় না, তাহা নহে ॥১০৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—লৌকিক আত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ নহে —ইহা প্রতিপাদন করিয়া, এখন, বৈদিক আত্মজ্ঞানও যে কর্মাঙ্গ হইতে পারে না তাহাই দেখাইতেছেন। পর্ণের অর্থাৎ পলাশ কাঠের জ্ঞান কর্মের অঙ্গ, কেননা, পর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে জুহূ নামক যজ্ঞপাত্র লাভ করা যায় না ; সুতরাং কর্মও হয় না। কিন্তু বৈদিক আত্মজ্ঞান না হইলে কর্ম করা যায় না, এরূপ নহে। সর্ব্বসংসারধর্মবর্জ্জিত শুদ্ধ মুক্ত আত্মার জ্ঞানই বৈদিক আত্মজ্ঞান। এরূপ আত্ম জ্ঞানের কর্ম্মেতে কোনও উপযোগিতা নাই। বরং, উহা কর্ত্তৃত্বের নাশক বলিয়া কর্ম্মের

বিরোধী। সুতরাং, তাদৃশ বৈদিক আত্মজ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না ॥১০৪॥

দেহান্তরাভিসম্বন্ধী নিত্যাত্মাঽস্তীত্যজানতঃ।
বিবেকিনো ন যুক্তেয়ং প্রবৃত্তিঃ পারলৌকিকী ॥১০৫॥

অন্বয়।—দেহান্তরাভিসম্বন্ধী আত্মা অস্তি ইতি অজানতঃ বিবেকিনঃ ইয়ং পারলৌকিকী প্রবৃত্তিঃ ন যুক্তা ॥১০৫॥

বঙ্গানুবাদ।—ভাবী দেহান্তরের সহিত সম্বদ্ধ হইবে, এরূপ নিত্য আত্মা আছে—ইহা যে জানেনা সেইরূপ বিচারবান্ ব্যক্তির এই সব পারলৌকিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হইতে পারে না ॥১০৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে—বৈদিক আত্মজ্ঞানও কর্মের উপযোগী হইতে পারে। বৈদিক আত্ম-জ্ঞানের অর্থ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান। ইহা কর্মের বিরোধী নহে; প্রত্যুত, এইরূপ এক দেহাদি-অতিরিক্ত আত্মা আছে, যে পরলোকে ফলভোগ করিবে ইহা না জানিলে, বৈদিক কর্মে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অতএব এই আত্মজ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইতে পারে ॥১০৫॥

এবং তর্হি ন কর্মাঙ্গং কর্ত্তুশ্চেষ্টৈকহেতুতঃ।
ফলার্থিবন্ন চ জ্ঞানং ক্রিয়াঙ্গত্বেন চোদিতম্ ॥১০৬॥

অন্বয়ঃ—এবং তর্হি ফলার্থিবৎ কর্ত্তুঃ চেষ্টৈকহেতুতঃ ন কর্মাঙ্গং, ন চ জ্ঞানং ক্রিয়াঙ্গত্বেন চোদিতম্ ॥১০৬॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহা হইলেও, ইহা কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না, যেহেতু রাগের ন্যায় কর্ত্তা (আত্মা) সর্ব্ব প্রবৃত্তির সাধারণ হেতু; অপিচ এই আত্মজ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গরূপে শাস্ত্রে বিহিতও হয় নাই ॥১০৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সত্য বটে, দেহাত্যতিরিক্ত আত্মা আছে, যে পরলোকে কর্ম্মের ফলভোগ করিবে,—এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কিন্তু তদ্বারা দেহাত্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু, তাদৃশ আত্মা যদি কর্ত্তাই হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'নিঃশেষকর্ম্মকারিত্বাৎ' অর্থাৎ কর্ত্তা সকল কর্ম্মের সাধারণ হেতু বলিয়া, বৈদিককর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। অসাধারণ উপকারকই অঙ্গ হইয়া থাকে। সাধারণ উপকারক অঙ্গ হয় না। তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিছেন—'ফলার্থিবৎ' অর্থাৎ রাগবৎ। রাগ যেমন কর্ত্তার সর্বপ্রবৃত্তির হেতু হইলেও সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ নহে, সেইরূপ কর্ত্তার জ্ঞানও সাধারণ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না। দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্বে কোনও বিধি অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণও নাই, তাহাই বলিতেছেন—ন চ জ্ঞানম্ ইত্যাদি ॥১০৬॥

নন্বেবমপি সিদ্ধঃস্যাৎ প্রবেশঃ সর্বকর্মসু।
আত্মজ্ঞানস্য সামর্থ্যান্ন নাম বিধিসংশ্রয়াৎ ॥১০৭॥

অন্বয়।—নন্থ এবমপি ন নাম বিধিসংশ্রয়াৎ (অপিতু) সামর্থ্যাৎ আত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসু প্রবেশঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ ॥১০৭॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! তথাপি শ্রুতির বিধিবলে না হইলেও, সামর্থ্যবশতঃ আত্মজ্ঞানের সকল কর্ম্মে প্রবেশ সিদ্ধ হউক্ ॥১০৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকটি ১০৫ শ্লোকের আশঙ্কার প্রসঙ্গাধীন পুনরুক্তি মাত্র। সামর্থ্যবশতঃ—অর্থাৎ দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞান বিনা পারলৌকিক প্রবৃত্তির অনুপপত্তি-হেতু ॥১০৭॥

নৈতদেবমবিজ্ঞাততত্ত্বস্যেবেহ কর্ম্মসু।
অনাত্মার্থবিশিষ্টস্য হ্যধিকারিত্বহেতুতঃ॥১০৮॥

অন্বয়।—এতৎ ন এবম্, অবিজ্ঞাততত্ত্বস্য অনাত্মার্থবিশিষ্টস্য হি ইহ কর্ম্মসু অধিকারিত্বহেতুতঃ ॥১০৮॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহা হইতে পারে না, যেহেতু অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব অনাত্মার্থবিশিষ্টেরই কর্ম্মেতে অধিকার আছে ॥১০৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই কর্ম্মেতে অধিকারী, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নহে; যেহেতু দেহাদি উপাধিবিশিষ্ট অনাত্মার্থবিশিষ্টেরই কর্ম্ম করা সম্ভব, উপাধিরহিত কেবল আত্মার নহে; সুতরাং এতাদৃশ দেহাদি-বিশিষ্টাত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা হইলেও, তদ্দ্বারা দেহাদ্যতিরিক্ত কেবলাত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। দেহাদি-বিশিষ্টাত্মজ্ঞান কল্পিত, সুতরাং উহা প্রকৃত আত্মজ্ঞানই নহে; উহার কর্ম্মাঙ্গতার দ্বারা আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা হইতে পারে না ॥১০৮॥

স্বরূপ আত্মনঃ স্থানমাহুর্নিশ্রেয়সং বুধাঃ।
ততোঽন্যেনাভিসম্বন্ধ আত্মনোঽজ্ঞানহেতুকঃ ॥১০৯॥

অন্বয়।—বুধাঃ আত্মনঃ স্বরূপে স্থানং নিঃশ্রেয়সং প্রাহুঃ, আত্মনঃ ততঃ অন্যেন অভিসম্বন্ধঃ অজ্ঞানহেতুকঃ ॥১০৯॥

বঙ্গানুবাদ।—আত্মার স্বরূপে অবস্থানকেই পণ্ডিতগণ নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) বলিয়া থাকেন। অবিদ্যানিবন্ধন আত্মার অন্য বস্তুর (অনাত্মার) সহিত অভিসম্বন্ধ হয় ॥১০৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—উপাধিবর্জিত কেবল আত্মার জ্ঞান হইলে, নিঃশ্রেয়সই (মোক্ষ) লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ মুক্তির হেতু আত্মজ্ঞান কখনই কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে, মোক্ষের উদয়ে, সকল কর্ম্মের অবসানই ঘটিয়া থাকে; যেহেতু অজ্ঞানের দ্বারাই অনাত্মদেহাদির সহিত সম্বন্ধ হইলে, কর্ম্ম সম্ভব হয়। সুতরাং আত্মার স্বরূপজ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না ॥১০৯॥

আগন্তনাত্মরূপং তৎস্বসংবিত্ত্যৈব গম্যতাম্।
নাতোঽবাপ্তপুমর্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্যতু ॥১১০॥

অন্বয়।—আগন্ত অনাত্মরূপং তৎ স্বসংবিত্ত্যা এব গম্যতাম্। অতঃ অবাপ্তপুমর্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য তু কর্তৃভোক্ত্রাদিরূপত্বং প্রত্যগজ্ঞানতঃ অন্যতঃ ন (ভবতি) ॥১১০॥১১১ শ্লোকার্দ্ধ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অনাত্মস্বরূপ অবিদ্যার অধীন, তাহাকে সাক্ষী দ্বারাই জানা যায়। অতএব, স্বরূপাবস্থিত প্রাপ্ত-

পুরুষার্থ জনের (অনাত্মসম্বন্ধ) কর্তৃভোক্তৃরূপত্ব আত্মার অজ্ঞান ছাড়া অন্য কারণ হইতে হয় না ॥১১০॥১১১ শ্লোকার্দ্ধ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অনাত্মস্বরূপ সাক্ষীর (কেবল আত্মার) বেদ্য হইয়া থাকে। সাক্ষীর সহিত অনাত্মার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অনাত্মা বেদ্য হইতে পারে না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে অসঙ্গ আত্মার এই সম্বন্ধ সম্ভব নহে। অতএব অনাত্মার ন্যায় অনাত্মসম্বন্ধও অবিদ্যার অধীন ॥১১০॥১১১ শ্লোকার্দ্ধ ॥

কর্ত্তৃভোক্ত্রাদিরূপত্বং প্রত্যগজ্ঞানতোঽন্যতঃ।
কর্ম্মতৎফলভোগশ্চ বাহ্যানি করণানি চ ॥১১১॥

অন্বয়।—কর্ম্ম তৎফলভোগশ্চ, বাহ্যানি করণানি চ, ততঃ অপি বাহ্যঃ দেহশ্চ, তৎসমবায়িনী জাতিঃ দেহাধিকরণানি জরামরণজন্মানি চ, যানি চ দেহবাহ্যানি দারপুত্রধনাদীনি (তানি) স্বতঃ অনধিকারিণঃ অস্য (আত্মনঃ) কর্ম্মাধিকারহেতূনি ॥১১১ শ্লোকার্দ্ধ ॥১১২॥১১৩॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্ম্ম, কর্ম্মফলভোগ এবং বাহ্যকরণসকল ;—(পরের দুই শ্লোকে অন্বিত) ॥১১১ শ্লোকার্দ্ধ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কূটস্থ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কি করিয়া আসে, তাহাই বলা হইতেছে। আত্মস্বরূপের অজ্ঞানই কর্ত্তৃত্বের হেতু॥...তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য কর্ম্মাধিকারের হেতুসকল দেখাইতেছেন—কর্ম্ম ইত্যাদি। কর্ম্ম কর্ম্মাধিকারের একটি হেতু। কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণাদি দেহ লাভ হইলে, তবেই যাগাদি কর্ম্মে অধিকার হয়। কর্ম্মফলভোগও কর্ম্মাধিকারে একটি কারণ। যেহেতু,

ফলভোগ হইলেই ফলে রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন হইয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধিকার হয়। কোনও ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য থাকিলে কর্ম্মে অধিকার হয় না, তাই বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলও অধিকারহেতু। 'চ' কারের দ্বারা, মনও একটি অধিকারহেতু, ইহা সূচিত হইয়াছে ॥১১১॥

ততোঽপি বাহ্যো দেহশ্চ জাতিস্তৎসমবায়িনী।
জরামরণজন্মানি দেহাধিকরণানি চ ॥১১২॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহা হইতেও বাহ্য দেহ, এবং তাহাতে সমবেত জাতি (ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি) এবং দেহাশ্রিত জরা মরণ জন্ম প্রভৃতি ॥১১২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জন্ম, মরণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া জাতকর্ম্ম প্রভৃতির বিধি আছে। সুতরাং ঐগুলিও কর্ম্মাধিকারের হেতু ॥১১২॥

দারপুত্রধনাদীনি দেহবাহ্যানি যানি চ।
কর্ম্মাধিকারহেতূনি স্বতোঽস্যানধিকারিণঃ ॥১১৩॥

বঙ্গানুবাদ।—এবং দেহের বাহিরে স্থিত যে স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি—(এই গুলি) স্বরূপতঃ কর্ম্মানধিকারী আত্মার কর্ম্মাধিকারের হেতু ॥১১৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ভার্য্যাযুক্ত, সপুত্রক ও ধনবান্ পুরুষেরই অগ্ন্যাধান ও যাগানুষ্ঠান সম্ভব। অতএব ঐগুলিও কর্ম্মাধিকারের হেতু ॥১১৩॥

অভিন্নস্যাত্মনো মোহাদ্ভেদকানীতি মন্বতে।
বিশেষণং স্বরূপং বা নান্যোঽন্যস্য স্বতো যতঃ ॥১১৪॥
লোকে দৃষ্টং বিনাঽবিদ্যাং মোহাদ্‌ দৃষ্টং তু সর্ব্বতঃ।
চৌরোঽসৌ মামভিপ্রৈতীত্যেবং চোরবিশেষণম্‌ ॥
স্থাণুং সংভাবয়ত্যজ্ঞো নতু দৃষ্টং তমো বিনা ॥১১৫॥

অন্বয়।—(তানি) মোহাৎ অভিন্নস্য আত্মনঃ ভেদকানি ইতি মন্বতে (বুধাঃ); যতঃ অবিদ্যাং বিনা অন্যঃ অন্যস্য স্বতঃ বিশেষণং স্বরূপং বা লোকে ন দৃষ্টং, মোহাৎ তু সর্বতঃ দৃষ্টং, চৌরঃ অসৌ মাম্‌ অভিপ্রৈতি ইতি এবম্‌ অজ্ঞঃ স্থাণুং চোরবিশেষণং সংভাবয়তি (তৎ) তমো বিনা ন তু দৃষ্টম্‌ ॥১১৪॥১১৫॥

বঙ্গানুবাদ।—(ঐগুলি) মোহবশতঃই (অবিদ্যাবশতঃ) অভিন্ন আত্মার ভেদক (কর্ত্তৃত্বাদিপ্রযোজক) হইয়া থাকে, জ্ঞানীরা এইরূপ মনে করেন। যেহেতু, অবিদ্যা বিনা, অন্য বস্তু স্বতঃই অন্যবস্তুর বিশেষণ বা স্বরূপ, ইহা লোকে দেখা যায় না; কিন্তু মোহবশতঃ সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যায়। 'এই চোর আমার দিকে আসিতেছে'—এইরূপে অজ্ঞজন যে স্থাণুকেও চোর বিশেষণে বিশেষিত করে, তাহা অন্ধকার ভিন্ন দেখা যায় না ॥১১৪॥১১৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—একমাত্র অজ্ঞান বা অবিদ্যা-বশতঃই একবস্তু অন্যবস্তুর স্বরূপ বা বিশেষণ হইতে পারে; নতুবা, স্বরূপতঃ কোন বস্তুই অন্যবস্তুর স্বরূপ বা বিশেষণ হইতে পারে না। তাহারই দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—চোর ইত্যাদি ॥১১৪॥১১৫॥

নন্ববিদ্যামৃতেঽপ্যন্যদ্ দৃষ্টমন্যবিশেষণম্।
ঔপগবো নৃপহয়স্তথা শ্যেনচিদাদয়ঃ ॥১১৬॥

অন্বয়।—নন্থ, ঔপগবঃ, নৃপহয়ঃ তথা শ্যেনচিদাদয়ঃ (ইত্যাদৌ) অবিদ্যাম্ ঋতে অপি অন্যৎ অন্যবিশেষণং দৃষ্টম্ ॥১১৬॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! অবিদ্যা বিনাও ত অন্য অন্যের বিশেষণ দেখা যায়। যথা—ঔপগব, নৃপহয়, শ্যেনচিদাদি স্থলে ॥১১৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—উপগু'র অপত্য—এই অর্থে ঔপগব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ঐ শব্দে মূলশব্দ উপগু'র অর্থটি, প্রত্যয়ের অর্থ অপত্যের বিশেষণ স্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোহ (অবিদ্যা) বিনাও অন্যবস্তু অন্য বস্তুর বিশেষণ হইতেছে। সেইরূপ 'নৃপহয়'—এস্থলেও 'নৃপ' এইটি হয়ের বিশেষণ। শ্যেনচিৎ, অগ্নিচিৎ ইত্যাদি স্থলেও 'শ্যেন'ও 'অগ্নি' পদার্থ, চিৎ (চয়নকারী অনুষ্ঠানকারী জন) পদার্থের বিশেষণ। অতএব পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছে যে, মোহ বা অবিদ্যা ব্যতিরেকে অন্য অন্যের বিশেষণ হয় না, তোমার একথা যুক্তিযুক্ত নহে ॥১১৬॥

নৈতদেবং যতস্তত্র নৈবং প্রত্যক্তয়েষ্যতে।
অন্যেনান্যস্য সম্বন্ধঃ কৃশোঽহমিতিবৎ ক্বচিৎ ॥১১৭॥

অন্বয়।—এতৎ এবং ন, যতঃ তত্র ক্বচিৎ অন্যেন অন্যস্য সম্বন্ধ কৃশঃ অহম্ ইতিবৎ এবং প্রত্যক্তয়া ন ইষ্যতে ॥১১৭॥

বঙ্গানুবাদ।—এইপ্রকার হইতে পারে না, যেহেতু, ঐ

সকল স্থলে কোথাও অন্যের সহিত অন্যের সম্বন্ধ, "কৃশোঽহম্" (আমি কৃশ) ইহার মত প্রত্যক্‌রূপে স্বীকার করা হয় না ॥১১৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কৃশোঽহং—আমি কৃশ—ইত্যাদি অবিদ্যাজনিত সম্বন্ধ স্থলে যেমন 'কৃশতা' প্রত্যক্‌রূপে (স্বরূপ-রূপে) বিশেষ্য 'অহং' হইতে অভিন্ন দৃষ্ট হয়, তোমার কথিত ঔপগব, নৃপহয় প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থলে সেরূপ নহে। সে সব স্থলে, 'উপগু' রূপ প্রকৃত্যর্থ, প্রত্যয়ার্থ অপত্যের প্রত্যক্‌রূপে অভিন্নরূপে দৃষ্ট বিশেষণ নহে; কিন্তু ভিন্ন বিশেষণের সহিত, ভিন্ন বিশেষ্যেরই সম্বন্ধ ঐ সকল স্থলে অভিপ্রেত। অতএব তোমার দৃষ্টান্তের বৈষম্য হেতু, অন্যের অন্যবিশেষণত্ব সিদ্ধ হয় না ॥১১৭॥

উপগ্বাদির্হি পিত্রাদিঃ প্রকৃত্যর্থো বিশেষণম্।
ভিন্নস্যৌপগবাপত্যপ্রত্যয়ার্থস্য গম্যতে ॥১১৮॥

অন্বয়।—(তত্র) হি প্রকৃত্যর্থঃ উপগ্বাদিঃ পিত্রাদিঃ ভিন্নস্য ঔপগবাপত্যপ্রত্যয়ার্থস্য বিশেষণং গম্যতে ॥১১৮॥

বঙ্গানুবাদ।—(ঐ সবস্থলে) প্রকৃত্যর্থ (মূল শব্দের অর্থ) উপগু-রূপ পিতা প্রভৃতি, তাহা হইতে ভিন্ন প্রত্যয়ার্থ ঔপগব-রূপ অপত্য প্রভৃতির বিশেষণ (ইহা) জানা যায় ॥১১৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ঔপগব প্রভৃতিস্থলে দৃষ্টভেদ বস্তু-দ্বয়েরই বিশেষ্যবিশেষণভাব, অভিন্নের বিশেষ্যবিশেষণ

ভাব নহে,—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। উপগুরূপ যে প্রকৃতি (মূলশব্দ), তাহার অর্থ যে (উপগুনামক) পিতা, সে, তাহা হইতে ভিন্ন যে (ষণ্) প্রত্যয়ার্থ অপত্য, তাহারই বিশেষণ। সেইরূপ অগ্নিচিৎ প্রভৃতি স্থলেও, অগ্নিচয়নরূপ কর্ম বিশেষণ; তাহা চয়নকারীরূপ কর্ত্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব 'কৃশোঽহং' ইত্যাদি স্থলের সদৃশ নহে। অভিপ্রায় এই যে, ঔপগব প্রভৃতি স্থলে অবিদ্যাব্যতিরেকে অন্য অন্যের বিশেষণ হইলেও, কৃশোঽহং ইত্যাদি স্থলে আত্মার সহিত অনাত্মার সম্বন্ধ অবিদ্যা বিনা হইতে পারে না ॥১১৮॥

নৈবং কর্ত্রাদিদেহান্তাঞ্জাত্যাদীন্দেহগাংস্তথা।
ব্যতিরেকতয়া কশ্চিদ্বিশিনষ্টীহ মানবঃ ॥১১৯॥

অন্বয়।—এবং ইহ কশ্চিৎ মানবঃ কর্ত্রাদিদেহান্তান্ তথা দেহগাম্ জাত্যাদীন্ ব্যতিরেকতয়া ন বিশিনষ্টি ॥১১৯॥

বঙ্গানুবাদ।—সংসারে কোনও মানব অহংকার হইতে দেহ পর্য্যন্ত পদার্থকে এবং দেহগত জাত্যাদি পদার্থকে (আত্মা হইতে) ভিন্নরূপে বিশেষণ করে না ॥১১৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মাতে যে অহংকার হইতে দেহ পর্য্যন্ত পদার্থকে বিশেষণ করা হয়, অথবা মনুষ্যত্বাদি জাতিকে বিশেষণ করা হয়, তাহা নৃপহয় ইত্যাদি স্থলের ন্যায় ভিন্নরূপে বিশেষণ, কোনও সাংসারিক মানব করে না। অভিন্নরূপেই করিয়া থাকে। পরের শ্লোকে তাহাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইতেছে ॥১১৯॥

যত আত্মতয়ৈবৈতৈর্বিশিনষ্ট্যবিশেষণম্।
করোম্যন্ধো দ্বিজো বালো দগ্ধশ্ছিন্নোঽহমিত্যপি ॥১২০॥
নাবিদ্যামন্তরেণৈষাং বিশেষণবিশেষ্যতা।
ইয়মেবাত্মনো জ্ঞেয়া কর্ম্মাধিকৃতিকারণম্ ॥১২১॥

অন্বয়।—যতঃ এতৈঃ (দেহাদ্যৈঃ) অহং করোমি অন্ধঃ দ্বিজঃ বালঃ দগ্ধঃ ছিন্নঃ ইত্যপি আত্মতয়া এব অবিশেষণম্ বিশিনষ্টি (অতঃ) এষাং বিশেষণবিশেষ্যতা অবিদ্যাম্ অন্তরেণ ন (ভবতি)। ইয়ম্ (অবিদ্যা) এব আত্মনঃ কর্মাধিকৃতিকারণং জ্ঞেয়া ॥১২০॥১২১॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, আত্মার সহিত অভিন্নরূপেই এই সকলের দ্বারা (দেহাদিদ্বারা) 'আমি করি', 'আমি অন্ধ' 'আমি দ্বিজ বা বালক' 'আমি দগ্ধ বা ছিন্ন'—এইরূপে নির্বিশেষণ আত্মাকে বিশেষিত করে (অতএব) অবিদ্যা ব্যতিরেকে ইহাদের বিশেষণবিশেষ্যতা হইতে পারে না। ইহাই আত্মার কর্মাধিকারের কারণ, জানিতে হইবে ॥১২০॥১২১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ভিন্নরূপে জ্ঞাত নহে (অজ্ঞাতভেদ) এইরূপ দেহাদির ও আত্মারই বিশেষ্যবিশেষণভাব হইয়া থাকে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্তী অনুভব প্রমাণ দেখাইতেছেন—যত ইত্যাদি। যেহেতু, স্বতঃ বিশেষণরহিত আত্মাকে, এই সকল অনাত্মা দেহাদি দ্বারা অভিন্নরূপে বিশেষিত করে, অতএব ঐস্থলে বিশেষ্য হইতে অদৃষ্টভেদ বিশেষণই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অবিদ্যাকৃতই অহংকারাদির আত্ম-

বিশেষণত্ব, ইহা সিদ্ধ হইল।...অনন্তর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া বলিছেন—এই অবিদ্যাধীন বিশেষণ-বিশেষ্যতাই কর্মাধিকারের হেতু (যন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ বৃহস্পতি-সবাদিতে অধিকারী হয় ইত্যাদি পর শ্লোকে) ॥১২০॥১২১॥

অধিক্রিয়ন্তে যেনৈতে বৃহস্পতিসবাদিষু।
অতোঽনবগতৈকাত্ম্যকর্ম্মাধিকৃতিহেতুতঃ ॥১২২॥

অন্বয়।—যেন এতে বৃহস্পতিসবাদিষু অধিক্রিয়ন্তে ; অতঃ অনবগতৈকাত্ম্যকর্মাধিকৃতিহেতুতঃ (শুদ্ধাত্মজ্ঞানস্য ন কর্মাঙ্গতা) ॥১২২॥

বঙ্গানুবাদ।—যন্নিবন্ধন ইহারা (ব্রাহ্মণগণ) বৃহস্পতি-সব প্রভৃতিতে অধিকারী হইয়া থাকে। অতএব ঐকাত্ম্যের জ্ঞানরহিত জনের কর্মাধিকারহেতু (শুদ্ধাত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতা হইতে পারে না।) ॥১২২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু অবিদ্যাধীন বিশেষণবিশেষ্যতাই কর্মাধিকারের হেতু অতএব অবিদ্যাবান্ পুরুষই কর্মাধিকারী। এই শ্লোকেও বলা হইতেছে যে, সেই কারণেই (অবিদ্যাবশতঃই) ব্রাহ্মণগণ বৃহস্পতিসব (যাগ বিশেষ) প্রভৃতিতে অধিকারী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণত্বাদির অভিমানবশতঃই ঐ কর্মে অধিকার হয় ; সেই জন্যই শ্রুতিতে আছে "ব্রাহ্মণো বৃহস্পতিসবেন যজেত।" ব্রাহ্মণত্বাদির অভিমান অবিদ্যাবশতঃই, আত্মস্বরূপের অজ্ঞান-বশতঃই হইয়া থাকে। সুতরাং কর্মাধিকার সর্ব্বত্রই অবিদ্যা-জনিত।...ফলতঃ, প্রকৃতস্থলে কি লাভ হইল তাহাই বলিতে-

ছেন—অতো ইত্যাদি। যেহেতু আত্মস্বরূপবিষয়ে অজ্ঞেরই কর্মাধিকার, অতএব আত্মস্বরূপজ্ঞান কর্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥১২২॥

শ্রুত্যাদিমানপ্রমিতপ্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যনিষ্ঠিতম্
সবকর্মসমুচ্ছেদি জ্ঞানং বেদান্তমানজম্ ॥১২৩॥
তন্মূলাজ্ঞানঘাতিত্বাজ্‌জ্ঞানস্যেহ প্রসিদ্ধিতঃ ॥১২৪॥

অন্বয়।—শ্রুত্যাদিমানপ্রমিতপ্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যনিষ্ঠিতং বেদান্তমানজং জ্ঞানং সর্বকর্মসমুচ্ছেদি—জ্ঞানস্য তন্মূলাজ্ঞানঘাতিত্বাৎ ইহ প্রসিদ্ধিতঃ। ॥১২৩॥১২৪॥

বঙ্গানুবাদ।—শ্রুতিপ্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা প্রমিত, শুদ্ধাত্মার যথার্থস্বরূপে অবস্থিত (পর্য্যবসিত), বেদান্তপ্রমাণ-জন্য জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) সকল কর্মের উচ্ছেদক, যেহেতু, জ্ঞানের কর্মমূল অজ্ঞাননাশকত্ব লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥১২৩॥১২৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অতএব অবিদ্যাজনিত অধিকারী আত্মার জ্ঞান কর্মাঙ্গ হইলেও, শুদ্ধাত্মার জ্ঞান (ঐকাত্ম্যজ্ঞান) কখনই কর্মাঙ্গ হইতে পারে না; যেহেতু উহা কর্মের নিবর্ত্তকই হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও আছে—"জ্ঞানাগ্নি সর্ব-কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" ইত্যাদি। যদি বলা যায়, জ্ঞান অজ্ঞানেরই নাশক হইতে পারে, কর্মের নাশক হয় কি করিয়া? তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে তন্মূলাজ্ঞান ইত্যাদি। অজ্ঞানই সকল কর্মের মূল। সুতরাং সেই মূল

অজ্ঞানের নাশক বলিয়াই জ্ঞান সকল কর্ম্মেরও নাশক। প্রশ্ন হইতে পারে, অজ্ঞান থাকা কালেই তাহার অবিরোধে উৎপন্ন জ্ঞান কি করিয়া সেই অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে? তাই বলা হইয়াছে 'ইহ প্রসিদ্ধিতঃ'। যেমন প্রদীপ উৎপন্ন হইয়া বস্তুস্বভাববলে অন্ধকারকে নষ্ট করে, সেইরূপ জ্ঞানও উৎপন্ন হইয়া অজ্ঞান নষ্ট করে, ইহা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥১২৩॥১২৪॥

নতু প্রবর্ত্তকং তস্মান্নার্থবাদত্বসংভবঃ।
ফলোক্তেঃ পর্ণময্যাং তু যুজ্যতে কর্ম্মশেষতঃ ॥১২৫॥

অন্বয়।—(তৎজ্ঞানং) প্রবর্ত্তকং ন তু, তস্মাৎ ফলোক্তেঃ অর্থবাদত্বসংভবঃ ন (ভবতি), পর্ণময্যাং তু কর্ম্মশেষতঃ যুজ্যতে ॥১২৫॥

বঙ্গানুবাদ।—(ঐ আত্মজ্ঞান) প্রবর্ত্তক নহে; অতএব উহার ফলশ্রুতির অর্থবাদত্বও সংভব নহে; 'পর্ণময়ী' স্থলে (উহা) কর্মাঙ্গ বলিয়া (ফলোক্তির অর্থবাদত্ব) যুক্তিযুক্ত ॥১২৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞান (শুদ্ধাত্মজ্ঞান) সর্বকর্ম্মের নাশক, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে। কর্ম্মে প্রবৃত্তির মূল অজ্ঞানের নাশক বলিয়া আত্মজ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না—ইহাই অভিপ্রায়। যেহেতু আত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ নহে, অতএব উহার ফলশ্রুতি (আত্মজ্ঞানের ফলবিষয়কশ্রুতি) অর্থবাদ (স্তুতিমাত্র) হইতে পারে না। কারণ, কর্মাঙ্গেই ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইয়া থাকে। 'অঙ্গেষু ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ' ইহাই জৈমিনিসিদ্ধান্ত। তাই বলিতেছেন—আত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ নহে বলিয়া তাহার

ফলশ্রুতি অর্থবাদ, হইতে পারে না। "যস্য পর্ণময়ী জুহূ-র্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি"—এইস্থলে পর্ণময়ত্বের ফলশ্রুতি অর্থবাদ, ইহা যুক্তিসঙ্গত; যেহেতু এইস্থলে জুহূ কর্মের অঙ্গ ॥১২৫॥

যত্তুচোদি ত্বয়াপীয়মভ্যুপেয়ার্থবাদতা।
অনিচ্ছতাপি বিধ্যর্থমত্র প্রতিবিধীয়তে ॥১২৬॥

অন্বয়।—যৎ তু অচোদি—'বিধ্যর্থম্ অনিচ্ছতা অপি ত্বয়া অপি ইয়ম্ অর্থবাদতা অভ্যুপেয়া'—অত্র প্রতিবিধীয়তে ॥১২৬॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যে আশঙ্কা করিয়াছ,—'বিধ্যর্থ স্বীকার না করিলেও, তোমাকে এই অর্থবাদতা স্বীকার করিতে হইবে'—তাহার সমাধান করা হইতেছে ॥১২৬॥

ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং বচসোঽন্যপরত্বতঃ।
যথাশ্রুতার্থবাদিত্বান্ন ত্বভূতার্থবাদতা ॥১২৭॥

অন্বয়।—বচসঃ অন্যপরত্বতঃ অর্থবাদত্বং ইচ্ছামি এব, তু যথাশ্রুতার্থ-বাদিত্বাৎ অভূতার্থবাদতা ন (সংভবতি) ॥১২৭॥

বঙ্গানুবাদ।—(ফলশ্রুতি) বাক্যের অন্যপরতা হেতু তাহার অর্থবাদত্ব স্বীকার করি; কিন্তু যথাশ্রুত অর্থের বোধক বলিয়া অভূতার্থবাদ (গুণবাদাদি) হইতে পারে না ॥১২৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকে সিদ্ধান্তী অন্যপ্রকারে আশঙ্কার সমাধান করিয়া ভূতার্থবাদত্ব স্বীকার করিতেছেন

(৪৩শ্লোকের তাৎপর্য্যবিবেক দ্রষ্টব্য)। সিদ্ধান্তী বিতর্কপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেছেন যে,—ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যাদি জ্ঞানের ফলশ্রুতির কেবলমাত্র অর্থবাদত্বই তুমি আশঙ্কা করিতেছ, অথবা অভূতার্থবাদত্ব—অর্থাৎ ভূতার্থবাদ ছাড়া অন্য অর্থবাদত্ব? ভূতার্থবাদত্ব স্বীকার করিতে পারি, যেহেতু ঐ বাক্য অন্য-তাৎপর্য্যক; জীব ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যই প্রধান (অঙ্গী), যেহেতু উহাদেরই ফল কথিত হইয়াছে। উহাদের নিকটে শ্রুত ফলশ্রুতি, জ্ঞানে প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া অপ্রধান, অতএব 'অঙ্গ'। অতএব ঐ ফলশ্রুতি ভূতার্থবাদ হইতে পারে। কিন্তু, যথাশ্রুত অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া অপর কোনও অর্থবাদ হইতে পারে না ॥১২৭॥

ইজ্যেতে স্বর্গলোকায় দর্শাদশৌ যথা তথা।
ন ত্বভূতার্থবাদিত্বং পাপশ্লোকাশ্রুতের্যথা ॥১২৮॥

অন্বয়।—স্বর্গলোকায় দর্শাদশৌ ইজ্যেতে (ইত্যত্র) যথা, তথা (ভূতার্থবাদত্বং); যথা পাপশ্লোকাশ্রুতেঃ অভূতার্থবাদিত্বং, (তথা) ন তু। অথবা, পাপশ্লোকাশ্রুতেঃ যথা, (তথা) অভূতার্থবাদিত্বং ন তু ॥১২৮॥

বঙ্গানুবাদ।—যেমন 'স্বর্গলোকের জন্য দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে'—এই স্থলে (ভূতার্থবাদ হয়) সেই প্রকার। 'পাপ শ্লোকের অশ্রবণ' যেরূপ, সেইরূপ অভূতার্থবাদ (গুণবাদ) নহে ॥১২৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'স্বর্গায় লোকায় দর্শপূর্ণ-মাসাবিজ্যেতে' দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পঠিত এই ফলশ্রুতি-

বাক্যের অঙ্গতাহেতু* যেরূপ ভূতার্থবাদত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইত্যাদি ফলশ্রুতিরও ভূতার্থবাদত্ব হইতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই অভূতার্থবাদত্ব হইবে না, যেমন, 'ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি'—এইস্থলে হইয়া থাকে। জুহূকে পলাশ কাঠের করিলে সে পাপ শ্লোক শোনে না—এইস্থলে 'পাপাশ্রবণ'রূপ ফলশ্রুতি অভূতার্থবাদ, যেহেতু উহা স্বার্থকে মোটেই বুঝাইবে না। পর্ণময়ত্বের স্তুতিরূপ অন্য অর্থমাত্র বুঝাইবে। কিন্তু 'ব্রহ্মৈব ভবতি' এস্থলে ব্রহ্মভবনরূপ (ব্রহ্ম হওয়া) ফল, জ্ঞানের পর অনুভব হইয়া থাকে বলিয়া, উহা প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধ বলিয়া উহা স্বার্থকেও বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং উহা ভূতার্থ-বাদ ॥১২৮॥

কুতঃ প্রাপ্তং ফলমিতি প্রত্যক্ষং হ্যাত্মধীফলম্।
যতোঽবগম্যতে তেন জ্ঞানং কর্ম ন ঢৌকতে ॥১২৯॥

অন্বয়।—ফলং কুতঃ প্রাপ্তম্ ইতি? প্রত্যক্ষং হি আত্মধীফলম্। যতঃ (তৎ) অবগম্যতে তেন জ্ঞানং কর্ম ন ঢৌকতে ॥১২৯॥

বঙ্গানুবাদ।—ঐ ফল কোথায় সিদ্ধ আছে? আত্মজ্ঞানের ফল (বিদ্বৎ) প্রত্যক্ষ; যেহেতু আত্মজ্ঞানের ফল জানা যায়, অতএব জ্ঞান কর্ম্মকে স্পর্শ করে না ॥১২৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আশঙ্কা করা হইতেছে যে,—

* ঐ বাক্যের অঙ্গতা বা অপ্রধানতার কারণ এই যে, উহা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই প্রধান বাক্যের অনুবাদমাত্র ॥

'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত'—এই শ্রুতিবাক্যে প্রধান বিধি থাকাতে, 'স্বর্গায় হি' ইত্যাদি বাক্য তাহারই অনুবাদ বলিয়া, অর্থবাদ হইতে পারিল। কিন্তু 'ব্রহ্মৈব ভবতি' এই ফল আর কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ আছে, যাহাতে উহা তাহার অনুবাদরূপে অর্থবাদ হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে 'প্রত্যক্ষংহ্যাত্মধী' ইত্যাদি। জ্ঞানীর আত্ম-জ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফলই ঐ শ্রুতিতে অনুবাদ করা হইয়াছে। যেহেতু 'ব্রহ্মৈব ভবতি' এই ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইলেও ভূতার্থবাদ, যেহেতু জ্ঞানের ঐ ফল বিদ্বৎপ্রত্যক্ষের দ্বারাও জ্ঞাত হওয়া যায়, সুতরাং সফল শুদ্ধাত্মজ্ঞান কখনই কর্মকে স্পর্শ করে না, অর্থাৎ কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। যেমন সফল দর্শাদি কাহারও অঙ্গ হয় না ॥১২৯॥

প্রবৃত্তেঃ প্রতিকূলত্বান্মুক্তিং প্রতি বিরোধতঃ।
মুমুক্ষোরধিকারোঽতো নিবৃত্তৌ সর্বকর্মণাম্ ॥১৩০॥

অন্বয়।—প্রবৃত্তেঃ প্রতিকূলত্বাৎ মুক্তিং প্রতি বিরোধতঃ (চ) সর্বকর্মণাম্ নিবৃত্তৌ মুমুক্ষোঃ অধিকারঃ ॥১৩০॥

বঙ্গানুবাদ।—প্রবৃত্তির প্রতিকূলতাহেতু এবং মুক্তির প্রতি বিরোধহেতু, মুমুক্ষুর সকল কর্মত্যাগে অধিকার ॥১৩০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—মুমুক্ষুর সকল কর্ম ত্যাগের অধিকারে যুক্তি দেখাইতেছেন—প্রবৃত্তেঃ ইত্যাদি। প্রবৃত্তি অর্থাৎ যাগাদিকর্ম মুমুক্ষুর শ্রবণ মনন ও ধ্যাননিষ্ঠার প্রতিকূল; অপিচ, তাহার অভিলষিত মুক্তিরও বিরোধী

কর্ম; যেহেতু ঊর্দ্ধ অধঃগতিরূপ স্বর্গনরকাদি বন্ধনই কর্মের ফল। সুতরাং শ্রবণধ্যানাদি নিষ্ঠার জন্য, এবং মুক্তির জন্য, মুমুক্ষু সকল যাগাদি কর্ম ত্যাগ করিবে ॥১৩০॥

প্রবৃত্তিহেতুপ্রধ্বস্তের্ন প্রবৃত্তৌ কথংচন।
নাভিপ্রেতপুরপ্রাপ্তিসমর্থং সুগমং শিবম্ ॥১৩১॥
বারিপথ্যদনোপেতং সর্বানর্থবিবর্জ্জিতম।
প্রাপ্তং মার্গং সমুৎসৃজ্য তদ্বিরুদ্ধেন বর্ত্মনা।
যিযাসতি সুধীঃ কশ্চিত্তথা ভ্রান্তোঽধ্বগস্তথা ॥১৩২॥

অন্বয়।—প্রবৃত্তিহেতুপ্রধ্বস্তেঃ ন কথংচন প্রবৃত্তৌ (অধিকারঃ)। ভ্রান্তঃ অধ্বগঃ যথা, ন তথা কশ্চিৎ সুধী অভিপ্রেতপুরপ্রাপ্তিসমর্থং সুগমং শিবং বারিপথ্যদনোপেতং সর্বানর্থবিবর্জিতং প্রাপ্তং মার্গং সমুৎসৃজ্য তদ্বিরুদ্ধেন বর্ত্মনা যিযাসতি ॥১৩১॥১৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—জ্ঞানীর প্রবৃত্তির হেতু (রাগাদি) নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, কোনপ্রকারেই কর্মপ্রবৃত্তিতে (অধিকার) হইতে পারে না। অভিলষিত গৃহপ্রাপ্তির যোগ্য, সুগম, মঙ্গলময়, আহার্য্য ও পানীয়যুক্ত, সর্বানর্থবর্জিত প্রাপ্তপথকে ত্যাগ করিয়া, তদ্বিরুদ্ধ পথে কোনও সুধীজন যাইতে ইচ্ছা করে না,—ভ্রান্তজন যেরূপ পথে যাইয়া থাকে ॥১৩১॥১৩২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায়, শ্রবণ, ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়াও ফাঁকে ফাঁকে মুমুক্ষুও কর্ম করিতে পারে, তাই বলা হইতেছে যে, মুমুক্ষুর প্রবৃত্তিহেতু রাগাদি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রবৃত্তিতে অধিকার নাই। যদি বলা যায়, তথাপি পূর্বসংস্কারবশে কর্ম করিবে, দৃষ্টান্তের সহিত সেই

আশঙ্কার পরিহার করা হইতেছে—নাভিপ্রেত ইত্যাদি। সুগম, সরল পথে থাকিয়া, গন্তব্যস্থলে যাইতে পারিলে, নিষ্প্রয়োজন, কষ্টকর, বক্রপথে কে যায়? — ইহাই ভাবার্থ ॥১৩১॥১৩২॥

তথাঽবিদ্যোত্থকর্ত্রাদিধর্মশূন্যমবিক্রিয়ম্।
অক্রিয়াকারকং জ্ঞাত্বা নিঃশেষপুরুষার্থদম্ ॥১৩৩॥
আত্মপ্রত্যয়মাগম্যমাত্মানং দেবমঞ্জসা।
তৎস্থিতৌ চ ফলেঽভীষ্টে নিত্যে সাধনবর্জিতে ॥১৩৪॥
তদ্বিরুদ্ধফলে বাহ্যসাধনেঽনেককারকে।
কথং কর্মণি সর্বজ্ঞো মনো দধ্যাদ্ধসন্নপি ॥১৩৫॥

অন্বয়।—তথা, অবিদ্যোত্থকর্ত্রাদিধর্মশূন্যম্, অবিক্রিয়ং অক্রিয়াকারকং নিঃশেষপুরুষার্থদং আত্মপ্রত্যয়মাগম্যং আত্মানং দেবং অঞ্জসা জ্ঞাত্বা, সাধনবর্জিতে নিত্যে অভীষ্টে ফলে তৎস্থিতৌ চ (স্থিত্বা) অনেককারকে বাহ্যসাধনে তদ্বিরুদ্ধফলে কর্মণি সর্বজ্ঞঃ হসন্ অপি কথং মনঃ দধ্যাৎ ॥১৩৩॥১৩৪॥১৩৫॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইরূপ, অবিদ্যাজনিত কর্ত্তৃত্বাদিধর্মবর্জিত, নির্বিকার, ক্রিয়াকারকস্পর্শশূন্য, পরমপুরুষার্থপ্রদ, আত্মপ্রত্যয়স্বরূপ জ্ঞানের গম্য আত্মদেবতাকে যথার্থরূপে জানিয়া, এবং সাধননিরপেক্ষ, নিত্য অভীষ্ট ফলে আত্মস্থিতিতে অবস্থিত থাকিয়া, তাহার বিপরীত ফলবিশিষ্ট, বাহ্য সাধন ও বহুকারকসাপেক্ষ কর্মেতে কি প্রকারে জ্ঞানী হাস্যচ্ছলেও মন নিবেশ করিতে পারে? ॥১৩৩॥১৩৪॥১৩৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বের শ্লোকসমূহে উক্ত দৃষ্টান্ত

এখন দার্ষ্টান্তিকে (প্রকৃতস্থলে) যোজনা করিতেছেন—তথা ইত্যাদি। "কর্মণা বধ্যতে জন্তু", কর্মের ফল বন্ধন, অতএব মোক্ষের বিরুদ্ধ। আত্মদেবতাই মোক্ষের স্বরূপ। সেই আত্মদেবতার সন্ধান যে পাইয়াছে, সে কেন আর তাহাকে ছাড়িয়া কর্মে মন দিবে? 'আত্মপ্রত্যয়-মা-গম্যং' কেবল মাত্র আত্মপ্রত্যয়রূপ 'মা' অর্থাৎ প্রমার গম্য ॥১৩৩॥১৩৪॥১৩৫॥

সম্যগ্‌ধীমুদিতাশেষধ্বান্তস্য চ ন পূর্ব্ববৎ ॥
অজ্ঞানাদি পুনঃ কর্ত্তুং শক্যতেঽকারকত্বতঃ ॥ ১৩৬ ॥

অন্বয়। সম্যক্‌ধীমুদিতাশেষধ্বান্তস্য চ পূর্ব্ববৎ পুনঃ অজ্ঞানাদি কর্ত্তুং অকারকত্বতঃ ন শক্যতে ॥ ১৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা যাহার সকল অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় তাহার অজ্ঞানাদি পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু (অজ্ঞানের) কারক থাকে না ॥ ১৩৬ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—তত্ত্বজ্ঞানীর পুনরায় অজ্ঞানবশে কর্মাধিকার হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই; অজ্ঞান একবার বিনষ্ট হইলে আর উৎপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু তাহার উৎপত্তির হেতু (কারক) কিছুই থাকে না ॥ ১৩৬ ॥

শ্রুত্যাদিমানপ্রমিতযাথাত্ম্যজ্ঞানতৎফলঃ।
প্রতিকূলত্বতো বিদ্বান্‌যতঃ কর্মসু নেহতে ॥ ১৩৭ ॥

অন্বয়।—যতঃ শ্রুত্যাদিমানপ্রমিতযাথাত্ম্যজ্ঞানতৎফলঃ বিদ্বান্ প্রতিকূলত্বতঃ কর্মসু ন ইহতে ॥ ১৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা

যিনি আত্মস্বরূপের যথার্থজ্ঞান ও তাহার ফল (আত্মস্থিতি) লাভ করিয়াছেন সেই বিদ্বান্‌পুরুষ প্রতিকূলত্বহেতু কর্মেতে আকাঙ্ক্ষা করেন না ॥ ১৩৭ ॥

অতোঽজ্ঞস্যৈব নিঃশেষমুমুক্ষুপ্রজিহাসিতা।
কর্ত্রাদ্যনাত্মধর্মস্য কর্মাধিকৃতিরাত্মনঃ ॥ ১৩৮ ॥

অন্বয়।—অতঃ কর্ত্রাদ্যনাত্মধর্মস্য অজ্ঞস্য এব আত্মনঃ নিঃশেষমুমুক্ষুপ্রজিহাসিতা কর্মাধিকৃতিঃ ॥ ১৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, সকল মুমুক্ষুগণের জিহাসার (ত্যাগেচ্ছার) বিষয় কর্মাধিকার কর্ত্তৃত্বাদিঅনাত্মধর্ম-বিশিষ্ট অজ্ঞ আত্মারই হইয়া থাকে ॥ ১৩৮ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অতএব অজ্ঞেরই কর্মাধিকার। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, তবে সুসুপ্তেরও অজ্ঞান আছে বলিয়া, কর্মাধিকার হউক ? তাই বলা হইতেছে যে —কর্ত্তা হইতে দেহপর্য্যন্ত অনাত্মবস্তুতে অভিমানবিশিষ্ট আত্মারই কর্মাধিকার হয়; সুতরাং সুসুপ্তের দেহাদিতে অহং অভিমান না থাকাতে কর্মাধিকার থাকে না। মুমুক্ষুও সেই সকল অভিমান ত্যাগ করিতে চাহে বলিয়া, তাহারও কর্মাধিকার নাই, জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর ত কথাই নাই ॥ ১৩৮ ॥

বিদ্যাত্মমোহ-তৎকার্য্যবিরোধাচ্চ পরস্পরম্।
রোগাদিবদনর্থত্বাৎকর্ত্রাদিঃ প্রজিহাসিতঃ ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়।—পরস্পরং বিদ্যাত্মমোহ-তৎকার্যবিরোধাৎ রোগাদিবৎ অনর্থত্বাৎ চ কর্ত্রাদিঃ প্রজিহাসিতঃ ॥ ১৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।—বিদ্যা ও আত্মমোহের স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ

পরস্পর বিরোধহেতু, এবং রোগাদিবৎ অনর্থের হেতু বলিয়া, কর্ত্তৃত্বাদি (বিদ্বানের ও মুমুক্ষুর) পরিত্যজ্য ॥ ১৩৯ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্ত্তাত্মা প্রভৃতি অনাত্মা জ্ঞানীর হেয় (ত্যজ্য) কেন, তাহাই বলিতেছেন 'বিদ্যাত্ম' ইত্যাদি। বিদ্যার সহিত আত্মমোহের ও আত্মমোহের কার্য্য অনাত্মা কর্ত্তৃত্বাদির বিরোধ আছে বলিয়াই, বিদ্বান্ বিদ্যার ফলে কর্ত্তাদি অনাত্মাকে ত্যাগ করে ; এবং কর্ত্তাদি অনাত্মাভিমান রোগাদির ন্যায় অনর্থ (দুঃখহেতু) বলিয়াই মুমুক্ষুর ত্যজ্য হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

জিহাসিতুঃ স্বভাবোঽসাবিত্যুক্তিঃ শিশুকর্ত্তৃকা।
কর্ত্রাদিশ্চেৎস্বভাবঃ স্যাৎপ্রত্যক্ষাকর্ত্তৃরূপিণঃ ॥ ১৪০॥
প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ স্যাদনির্মোক্ষস্তথৈব চ।
অস্তু কামমনির্মোক্ষো বিক্রিয়াবত্ত্বতো দৃশেঃ ॥ ১৪১ ॥
অগ্নিবৎফলভোক্তৃত্বান্নো চেদাকাশকল্পতা।
ইতি চেন্নাত্মনো ধ্রৌব্যাদ্বিক্রিয়ানুপপত্তিতঃ ॥ ১৪২ ॥

অন্বয়।—অসৌ জিহাসিতুঃ স্বভাবঃ ইতি উক্তিঃ শিশুকর্ত্তৃকা (ভবতি) প্রত্যক্ষাকর্ত্তৃরূপিণঃ (আত্মনঃ) কর্ত্রাদিঃ চেৎ স্বভাবঃ স্যাৎ, প্রত্যক্ষাদি-বিরোধঃ তথা অনির্মোক্ষঃ এব চ স্যাৎ। ফলভোক্তৃত্বাৎ অগ্নিবৎদৃশেঃ বিক্রিয়াবত্ত্বতঃ কামম্ অনির্মোক্ষঃ অস্তু নোচেৎ আকাশকল্পতা (স্যাৎ) ইতি চেৎ, ন, ধ্রৌব্যাৎ আত্মনঃ বিক্রিয়ানুপপত্তিতঃ ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—ঐ কর্ত্তাদি ত্যাগেচ্ছু মুমুক্ষুর স্বরূপ, এইরূপ কথা শিশুর উক্তি। কর্ত্তাদি যদি প্রত্যক্ষ অকর্ত্তা-স্বরূপ আত্মার স্বভাব হয়, তবে প্রত্যক্ষাদির (প্রত্যক্ষ,

অনুমান, শ্রুতির) বিরোধ হইয়া পড়ে ; এবং সেইরূপ অনির্মোক্ষেরও আপত্তি হয়। আচ্ছা অনির্মোক্ষই হউক! যেহেতু অগ্নির ন্যায়, চৈতন্যেরও ফলভোক্তৃত্বহেতু বিক্রিয়া আছে ; নতুবা আত্মা আকাশের মত (অনাত্মা) হইয়া পড়ে ? না, তাহা বলিতে পার না। আত্মার নিত্যতাহেতু বিক্রিয়া অসম্ভব ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্ত্তাত্মা(কর্ত্তৃত্বাভিমানী আত্মা) প্রভৃতি জ্ঞানীর ও মুমুক্ষুর হেয়—একথা পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। এখন পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারে যে, কর্ত্তাদি (অহঙ্কার হইতে দেহ পর্য্যন্ত) যদি মুমুক্ষুর বা জ্ঞানীর স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ হয়, তবে তাহা ত্যাগ করা ত অসম্ভব। স্বরূপকে কখনও ত্যাগ করা যায় না। এই আশঙ্কা বারণের জন্য সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, জ্ঞানীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ অকর্ত্তা আত্মাকে যদি কর্ত্তাদি-স্বভাব মানা যায়, তবে, বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ, বক্ষ্যমান অনুমান এবং 'কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব' ইত্যাদি শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হইয়া পড়ে। অপিচ, মোক্ষাভাবেরও আপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ, কর্ত্তৃত্বাদি বিকার আত্মার স্বভাব হইলে, তাহা কখনই নষ্ট হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন—মোক্ষ না-ই বা হইল! যেহেতু আত্মারও বিকার আছে। অগ্নির যেমন দাহ পাকাদি বিক্রিয়া আছে, তেমনি আত্মারও ফলভোক্তৃত্বহেতু বিকার আছে। নতুবা, আত্মার ভোক্তৃত্ব না থাকিলে, আত্মা আকাশ-

তুল্য হইত, অর্থাৎ জড় (অনাত্মা) ভোগ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইত বলিয়া তাহার আত্মত্বই থাকিত না। সুতরাং স্বভাবতঃ আত্মাতে বিক্রিয়া আছে বলিয়া, মোক্ষ না হউক? সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না; আত্মা নিত্য বলিয়াই তাহার বিক্রিয়া সম্ভব নহে; বিক্রিয়া থাকিলে আত্মা অনিত্য হইত ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তত্বহীনস্য প্রতীচো বিক্রিয়া কুতঃ।
প্রমাযোগো হি ভোক্তৃত্বং প্রমা চৈবাত্মনঃ সদা ॥১৪৩॥

অন্বয়।—মূর্ত্তামূর্ত্তত্বহীনস্য প্রতীচঃ কুতঃ বিক্রিয়া? প্রমাযোগঃ হি ভোক্তৃত্বং, আত্মনঃ চ সদা এব প্রমা ॥ ১৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।—মূর্ত্তত্ব ও অমূর্ত্তত্ববর্জ্জিত প্রত্যগাত্মার বিক্রিয়া কি করিয়া হইতে পারে? প্রমার যোগই ভোক্তৃত্ব; আত্মার সর্ব্বদাই প্রমা আছে ॥ ১৪৩ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থেই বিক্রিয়া দেখা যায়। ক্ষিতি, অপ, প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থ। বায়ু, আকাশ প্রভৃতি অমূর্ত্ত পদার্থ। আত্মা এই উভয়ের সাক্ষীস্বরূপ ও উভয় হইতে অন্য; অতএব আত্মাতে বিক্রিয়া সম্ভব নহে। পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছে যে, ভোগরূপ বিকার আত্মাতে না মানিলে আত্মা আকাশতুল্য (অনাত্মা) হইয়া পড়ে। তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, তাহা নহে। ভোগ অর্থ সুখদুঃখানুভব; তদ্‌যোগেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে। ইহা অবিক্রিয় আত্মারও সম্ভব।

কেন না, বুদ্ধিসম্পর্কহেতু আত্মার প্রমাযোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভব সর্ব্বদাই সম্ভব ॥ ১৪৩ ॥

বায়্বগ্নিবদ্বিকারো ন প্রাগভাবাদ্যসংভবাৎ।
অগ্ন্যাদীনাং তু সাংশত্বাদ্বলবদ্ভিস্তদিন্ধনৈঃ ॥ ১৪৪ ॥
অভিভূতস্বরূপাণাং কাষ্ঠনির্ম্মথনাদিনা।
যুক্তৈবাবিষ্কৃতি র্নিত্যং তেষাং কার্য্যাত্মকত্বতঃ ॥ ১৪৫ ॥

অন্বয়।—প্রাগভাবাদ্যসংভবাৎ ন বায়্বগ্নিবৎ বিকারঃ (আত্মনঃ); বলবদ্ভিঃ তদিন্ধনৈঃ অভিভূতস্বরূপানাং অগ্ন্যাদীনাং তু সাংশত্বাৎ কাষ্ঠ-নির্মথনাদিনা আবিষ্কৃতিঃ যুক্তা এব, তেষাং নিত্যং কার্য্যাত্মক-ত্বতঃ ॥ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।—বায়ুও অগ্নির ন্যায় (আত্মার) বিকার হইতে পারে না, যেহেতু ইহার প্রাগভাবাদি অসম্ভব। বলবান্ (অভিভবনসমর্থ) ইন্ধনের দ্বারা অভিভূত স্বভাব অগ্নি প্রভৃতির সাবয়বত্বহেতু কাষ্ঠমন্থনাদির দ্বারা আবির্ভাব যুক্তিযুক্তই; যেহেতু তাহারা সর্ব্বদাই কার্য্যাত্মক্ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মার প্রাগভাব* নাই বলিয়াই বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় বিক্রিয়া থাকিতে পারে না। বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির প্রাগভাব আছে, সুতরাং বিক্রিয়া থাকিতে পারে। প্রাগভাব নাই বলিয়া আত্মা অবিক্রিয়। আত্মার প্রাগ-

*কোনও পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে, তাহার যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। যথা—'ঘটোভবিষ্যতি' (ঘট হইবে) বলিলে ঘটের প্রাগভাব বুঝায়। বিকারী ভাবপদার্থ মাত্রেরই প্রাগভাব থাকে ॥

ভাব আত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না ; যেহেতু আত্মা ও তাহার প্রাগভাব এককালে থাকা অসম্ভব। আত্মপ্রাগ-ভাব অনুমেয়ও হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে কোনও যুক্তি বা হেতু নাই ; বরং বর্ত্তমানকালের ন্যায় সকল কালে আত্মার সত্তাই অনুমিত হইতে পারে। অতএব আত্মার প্রাগভাবে কোনই প্রমাণ নাই বলিয়া আত্মার প্রাগভাব অসিদ্ধ। যদি বলা যায় যে, আত্মার বিক্রিয়া আছে, যেহেতু অগ্ন্যাদির ন্যায় উহার আবির্ভাব, তিরোভাব আছে,—তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও অগ্ন্যাদি অভিভূত-স্বভাব বলিয়া মন্থনাদির দ্বারা তাহার আবির্ভাব সম্ভব, তথাপি অগ্নির বিকারিত্ব (বিক্রিয়াবত্ত্ব) আবির্ভাবনিবন্ধন নহে, কিন্তু সাবয়বত্বনিবন্ধন। আত্মার সাবয়বত্ব নাই, সুতরাং বিক্রিয়া অসম্ভব। অগ্ন্যাদির সাবয়বত্বে হেতু বলিতেছেন—যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা কার্য্যাত্মক। যাহা কার্য্য বা উৎপন্ন হয়, তাহাই সাবয়ব ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

ন ত্বাত্মনো নিরংশত্বান্মুখ্যৌ সংভবতঃ কচিৎ।
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ স্বতঃ সিদ্ধেশ্চ কারণাৎ ॥১৪৬॥

অন্বয়।—তু, নিরংশত্বাৎ স্বতঃ সিদ্ধেঃ চ কারণাৎ আত্মনঃ মুখ্যৌ আবির্ভাবতিরোভাবৌ ন কচিৎ সংভবতঃ ॥ ১৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—কিন্তু, আত্মা নিরংশ বলিয়া এবং স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহার মুখ্য আবির্ভাব, তিরোভাব কোথাও সম্ভব নহে ॥ ১৪৬ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সাবয়ব বা অংশবিশিষ্ট (সুতরাং পরিচ্ছিন্ন) পদার্থেরই যথার্থ আবির্ভাব, তিরোভাব হইতে পারে। লোকে সেইরূপই দেখা যায়। আত্মা নিরংশ, নিরবয়ব বলিয়া, তাহার মুখ্য আবির্ভাব, তিরোভাব হইতে পারে না। কল্পিত আবির্ভাবাদি নিরবয়ব আত্মারও হইতে পারে, তাই বলিতেছেন 'মুখ্যৌ'। কল্পিত আবির্ভাবাদি মুখ্য নহে, উহা গৌণ। অপিচ, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া, তাহা আবির্ভাবের জন্য এরূপ কোনও সামগ্রীর অপেক্ষা করে না, যাহার অভাবে আত্মার তিরোভাব হইতে পারে। আর তিরোভাব সংভব না হইলে, আবির্ভাবও সংভব হয় না॥ ১৪৬॥

অভ্যুপেত্যাপ্যভিব্যক্তির্নাভিব্যঙ্গ্যস্য বিক্রিয়া।
যথা তথানভিব্যক্তিঃ সর্ব্বেষামপি বাদিনাম্॥ ১৪৭॥

অন্বয়।—অভিব্যক্তিঃ অভ্যুপেত্য অপি অভিব্যঙ্গ্যস্য (আত্মনঃ) বিক্রিয়া যথা ন (সিধ্যতি) তথা অনভিব্যক্তিঃ অপি সর্ব্বেষাম্ বাদিনাম্॥ ১৪৭॥

বঙ্গানুবাদ।—অভিব্যক্তি স্বীকৃত হইলেও অভিব্যঙ্গের বিক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, অনভিব্যক্তিও সেইরূপ (স্বীকৃত হইলেও বিক্রিয়া সিদ্ধ হয় না)—ইহাই সকল বাদিগণের সিদ্ধান্ত॥ ১৪৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আত্মার মুখ্য আবির্ভাব তিরোধান সম্ভব নহে, এখন বলা

হইতেছে আত্মার অভিব্যক্তি (আবির্ভাব) অনভিব্যক্তি (তিরোভাব) মানিলেও, তাহা দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য আত্মার বিক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। আবির্ভাব, তিরোভাবের দ্বারা বস্তুর বিক্রিয়া সিদ্ধ হয় না,—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত ॥ ১৪৭ ॥

অতোঽনভ্যুপগচ্ছদ্ভির্মুক্তৌ কর্ত্রাদিরাত্মনঃ।
অবিদ্যাকল্পিতো জ্ঞেয়ো ন হ্যসৌ পরমার্থতঃ ॥ ১৪৮ ॥

অন্বয়।—অতঃ মুক্তৌ আত্মনঃ কর্ত্রাদিঃ অনভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ অসৌ অবিদ্যাকল্পিতঃ জ্ঞেয়ঃ ন হি পরমার্থতঃ ॥ ১৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, মুক্তিতে কর্ত্রাদি অর্থাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি স্বীকার না করিলে, উহা অবিদ্যাকল্পিত বুঝিতে হইবে, উহা পারমার্থিক হইতে পারে না ॥ ১৪৮ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মার যদি বিক্রিয়া নাই থাকে, তবে প্রতীয়মান কর্ত্তৃত্বাদি বিকারের কী গতি হইবে? তাহাই বলিতেছেন—উহা অবিদ্যাকল্পিত। তাহারই হেতু বলিতেছেন—'অনভ্যুগচ্ছদ্ভি'রিত্যাদি। যেহেতু কোন মোক্ষ-বাদীই মুক্তিতে আত্মার কর্ত্তৃত্বাদিবিকার স্বীকার করেন না, অতএব, আত্মাতে প্রতীয়মান কর্ত্তৃত্বাদি অবিদ্যাকল্পিত ॥ ১৪৮ ॥

কর্ত্রাত্মাত্মস্বভাবস্য প্রাত্যক্ষ্যাৎ[১] তদাত্মনি ॥ ১৪৯ ॥
মাত্রাদিবোধকং মানং[২] প্রত্যগাত্মনি সাক্ষিণি।
ন ব্যাপারয়িতুং শক্যং বহ্নিং দগ্ধুমিবোল্মুকম্ ॥ ১৫০॥

অন্বয়।—আত্মস্বভাবস্য প্রাত্যক্ষ্যাৎ তৎ কর্ত্রাদি আত্মনি ন (অস্তি)॥ ১৪৯॥

মাত্রাদিবোধকং মানং সাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি ব্যাপারয়িতুং বহ্নিং দগ্ধুম্ উল্মুকম্ ইব ন শক্যম্॥ ১৫০॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্ত্তৃত্বাদি আত্মস্বভাবের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রত্যক্ষ (দৃশ্য) বলিয়া, তাহা আত্মার ধর্ম হইতে পারে না॥ ১৪৯॥

প্রমাতার বোধক প্রতীতি, সাক্ষী প্রত্যগাত্মাতে ব্যাপার করিতে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাকে বিষয় করিতে সমর্থ হয় না; যেমন উল্মুক (জলন্তকাষ্ঠ) বহ্নিকে দগ্ধ করিতে অসমর্থ॥ ১৫০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্ত্তৃত্বাদি কেন আত্মাতে পরমার্থতঃ থাকিতে পারে না, আত্মার ধর্ম হইতে পারেনা তাহাতে যুক্তি দেখাইতেছেন—'প্রত্যক্ষ অর্থাৎ দৃশ্য বলিয়া' ইত্যাদি। যাহা আত্মচৈতন্যের দৃশ্য, তাহা আত্মার ধর্ম বা স্বভাব হইতে পারে না। কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার ধর্ম হইলে আত্মার দৃশ্য (প্রকাশ্য) হইতে পারিত না। কেন না, তাহা হইলে আত্মা নিজেই দ্রষ্টা (দর্শনকর্ত্তা) এবং নিজেই দৃশ্য (দর্শনের কর্ম) হইয়া পড়ে,—কর্ত্তৃকর্ম বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব, কর্ত্তৃত্বাদি আত্মধর্ম নহে—যেহেতু আত্মদৃশ্য, এই অনুমান সিদ্ধ

১। প্রত্যক্ষাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

২। জ্ঞানং ইতি পাঠান্তরম।

হয়॥ যদি বলা যায় যে, 'অহং' এইরূপ প্রতীতিদ্বারা আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে,—'অহং'প্রত্যয় প্রমাতাকেই (জ্ঞাতাকে) বিষয় করে, এবং প্রমাতাতে কর্ত্তৃত্ব আমরা অস্বীকার করি নাই। যাহার কর্ত্তৃত্ব নিরাস করা হইয়াছে, সেই সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে 'অহং'প্রত্যয় বিষয় পারে না, যেমন প্রজ্বলিত কাষ্ঠাগ্নি অগ্নিকে দগ্ধ করে না। ভাবার্থ এই যে—প্রমাতার প্রমাতৃত্ব সাক্ষীরই অধীন, সাক্ষীরই প্রকাশ্য বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং প্রমাতার অহং-প্রতীতিরূপ ব্যাপার সাক্ষীকে ব্যাপ্ত করিতে, বিষয় করিতে পারে না। অতএব অহং প্রত্যয়ের দ্বারা সাক্ষী আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয় না॥ ১৪৯॥ ১৫০॥

সাক্ষিসাক্ষ্যাভিসম্বন্ধঃ প্রমাত্রাদৌ যথা তথা।
সাক্ষিবস্তুনি নৈব স্যাৎকেবলানুভবাত্মনি॥ ১৫১॥

অন্বয়—প্রমাত্রাদৌ যথা সাক্ষিসাক্ষ্যাভিসম্বন্ধঃ কেবলানুভবাত্মনি সাক্ষিবস্তুনি তথা ন এব স্যাৎ॥১৫১॥

বঙ্গানুবাদ।—প্রমাতাতে যেমন সাক্ষিসাক্ষ্যভাব হইয়া থাকে, কেবলানুভবস্বরূপ সাক্ষী আত্মাতে সেইরূপ হইতে পারে না॥ ১৫১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আপত্তি হইতে পারে যে, সাক্ষীও যখন প্রমাতার দ্রষ্টা (প্রকাশক) সাক্ষীও প্রমাতার ন্যায় সাক্ষিবেদ্য হউক!—সেই হেতু বলা হইতেছে যে প্রমাতা জড় বলিয়া, তাহাতে স্বেতর (স্বাতিরিক্ত) প্রকাশের অপেক্ষা আছে বলিয়া, প্রমাতাতে সাক্ষ্যত্ব এবং চিদাত্মাতে সাক্ষিত্ব

থাকাতে উভয়ের সাক্ষিসাক্ষ্যভাব হইয়া থাকে। কিন্তু, সাক্ষী চিদাত্মা নিজেই শুদ্ধপ্রকাশস্বরূপ বলিয়া, অন্য সাক্ষী বা প্রকাশকের অপেক্ষা রাখে না ; অন্য প্রকাশকও কেহ নাই। অতএব, চিদাত্মা কেবল সাক্ষীই হইয়া থাকে, এবং আদিত্যের প্রকাশয়িতৃত্বের ন্যায় তাহার অন্যনিরপেক্ষ দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১৫১ ॥

পরার্থসংহতানাত্মভোগ্যকর্ত্রাদিবোধিনা।
বিরোধাত্তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যয়েনেক্ষ্যতে কথম্ ॥১৫২॥

অন্বয়।—পরার্থসংহতানাত্ম-ভোগ্য-কর্ত্রাদি-বোধিনা প্রত্যয়েন তদ্বিরুদ্ধঃ অর্থঃ বিরোধাৎ কথম্ ঈক্ষ্যতে ॥১৫২॥

বঙ্গানুবাদ।—পরার্থ, সংহত, অনাত্ম, ভোগ্য ও কর্ত্রাদি-স্বরূপ প্রমাতার বোধক প্রত্যয়ের দ্বারা, বিরোধবশতঃ, তদ্বিলক্ষণ অর্থ (সাক্ষী) কি প্রকারে বিষয়ীকৃত হইতে পারে ? ১৫২ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা (সাক্ষী) প্রমাতার গ্রাহক প্রত্যয়ের গ্রাহ্য বা দৃশ্য হউক, অর্থাৎ যে প্রত্যয়ের দ্বারা প্রমাতার জ্ঞান (দৃশ্যতা) হইয়া থাকে, সাক্ষী আত্মাও সেই প্রত্যয়ের বিষয় বা দৃশ্য হইতে পারে ?—তাহারই নিরাসের জন্য এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? অর্থাৎ হইতে পারে না। কেননা, যে বস্তু যাহা হইতে বিলক্ষণ, সেই বস্তু তদ্বিষয়ক প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না। যেমন—ঘট হইতে বিলক্ষণ আকাশ ঘটজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে

না। সেইরূপ প্রমাতা হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী, প্রমাতা-প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না। সাক্ষী প্রমাতা হইতে বিলক্ষণ—ইহাই বলা হইয়াছে—'তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ'। কেন বিলক্ষণ তাহাই 'পরার্থ-সংহত'......ইত্যাদির দ্বারা সূচিত হইয়াছে। প্রমাতা পরার্থ—পরের জন্য অর্থাৎ সাক্ষীর জন্য, কিন্তু সাক্ষী অপরার্থ—আর কাহারও জন্য নহে। প্রমাতা সংহত অর্থাৎ মিশ্রিত বস্তু, যেহেতু চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণই প্রমাতা ; এবং অন্তঃকরণও সংহত—মিলিত বস্তু ; কিন্তু, সাক্ষী আত্মা অসংহত, শুদ্ধবস্তু। এইরূপে, প্রমাতা অনাত্মা ও ভোগ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্ট, কিন্তু সাক্ষী আত্মস্বরূপ, অভোগ্য এবং কর্ত্তৃত্বাদিরহিত। অতএব, সাক্ষী প্রমাতা হইতে বিলক্ষণ। বিলক্ষণ বলিয়াই প্রমাতাপ্রত্যয়ের বিষয় সাক্ষী হইতে পারে না। 'বিরোধাৎ'—যেহেতু অনাত্মবিষয়ক প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা হইতে পারে না ॥ ১৫২ ॥

ইচ্ছাদ্বেষাদিরপ্যেবং নাত্মনো ধর্ম ইষ্যতাম্।
কামঃ সংকল্প ইত্যেবং মনোধর্মত্বসংশ্রয়াৎ ॥ ১৫৩ ॥

অন্বয়।—'কামঃ সংকল্প' ইতি এবং মনোধর্মত্বসংশ্রয়াৎ ইচ্ছাদ্বেষাদিঃ অপি এবং আত্মনঃ ধর্মঃ ন ইষ্যতাম্ ॥ ১৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।—ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও এইরূপে আত্মার ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় না ; যেহেতু (শ্রুতিও) 'কামঃ সংকল্প' ইত্যাদিরূপে মনের ধর্মত্বই স্বীকার করিয়াছে ॥ ১৫৩ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক। কর্ত্তৃত্বাদি যেরূপ আত্মধর্ম হইতে পারে না—দৃশ্যত্বাৎ—আত্মার দৃশ্য বলিয়া, সেইরূপ ইচ্ছা-

দ্বেষাদিও আত্মার দৃশ্য বলিয়া, আত্মার ধর্ম হইতে পারে না। অন্য কোনও অনুমানের দ্বারাও ইহাদের আত্মধর্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ইহাদের আত্মধর্মত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছে—'কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা...ইত্যেতৎ সর্বং মন এব'; ইচ্ছা, সংকল্প, সংশয়...এইগুলি সব মনেরই ধর্ম। রূপবিষয়ে চক্ষুর ন্যায়, স্ববিষয়ে শ্রুতির প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শ্রুতির স্পষ্ট সিদ্ধান্তের কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না, যেহেতু শ্রুতি সত্যেরই, যথার্থতত্ত্বেরই প্রকাশক ॥ ১৫৩॥

স্বপরোভয়হেতুত্বে হ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গতঃ।
সম্যঙ্‌নিরূপণে চৈষামবিদ্যাকার্য্যতৈব হি ॥ ১৫৪ ॥

অন্বয়।—স্ব-পরোভয়হেতুত্বে হি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গতঃ সম্যক্ নিরূপণে চ এষাম্ অবিদ্যাকার্যতা এব হি (সিধ্যতি) ॥ ১৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।—ঐ সকলের (ইচ্ছাদির) স্বহেতুত্বপক্ষে, অথবা অন্যহেতুত্বপক্ষে, অথবা স্ব-পর উভয়হেতুত্বপক্ষে অনির্মোক্ষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া, এবং সম্যক্ নিরূপণ করিলেও, উহাদের অবিদ্যাকার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১৫৪ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মাতে ইচ্ছাদিধর্ম থাকিলে, ঐ ইচ্ছাদির কারণ কি? যদি স্ব অর্থাৎ ইচ্ছাদিই ইচ্ছাদির হেতু হয়, তবে অসিদ্ধ (অনিষ্পন্ন) ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ বলিতে হয়, সুতরাং মোক্ষেও অসিদ্ধ ইচ্ছা হইতে ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে, অনির্মোক্ষের আপত্তি হইতে পারে। যদি, ইচ্ছাদির পরহেতুত্ব বলা যায়, অর্থাৎ অপর কোনও পদার্থ হইতে উৎপত্তি মানা যায়, তবে, সেই অপর পদার্থ

অনিত্য হইলে, তাহার আবার কারণ কি, তাহার আবার কারণ কি?—এইরূপে অনবস্থা দাঁড়ায়। আর সেই অপর পদার্থ নিত্য হইলে, সর্বকালেই ইচ্ছাদি জন্মাইবে বলিয়া, মোক্ষ হইতে পারে না—অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ। এইরূপ উভয়-হেতুত্বও হইতে পারে না, যেহেতু, ঐ উভয়ের দ্বিতীয়টির যদি ইচ্ছাদিজনকত্বই স্বভাব হয়, তবে সর্বদাই ইচ্ছাদি জন্মাইবে বলিয়া অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হয়। অপিচ, এই ইচ্ছাপ্রভৃতিকে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে আত্মার সহিত ধর্ম-ধর্মিভাব প্রতীয়মান হইত না; সম্পূর্ণ অভিন্নও বলা যায় না, যেহেতু, তাহা হইলেও ধর্ম-ধর্মিভাব হয় না; ভিন্নাভিন্নত্ব অত্যন্তবিরুদ্ধ বলিয়া অসম্ভব, সুতরাং ইহাদের (ইচ্ছাদির) তত্ত্ব বা স্বরূপ সম্যক্ নিরূপণ হয় না। অথচ, ইহাদের প্রত্যক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে। এই যে, 'অশক্য-নিরূপণত্বে সতি প্রতীয়মানত্বম্' 'নিরূপণের অযোগ্য হইয়া, প্রতীতির বিষয় হওয়া'—ইহাই অবিদ্যাকার্য্যের লক্ষণ। সুতরাং বলা হইয়াছে যে, সম্যক্ নিরূপণ করিলে ইচ্ছাদির অবিদ্যাকার্য্যত্বই সিদ্ধ হয়॥ ১৫৪ ॥

ইচ্ছাদীনাং স্বহেতুত্বে অনর্থং কুর্য্যাৎ কথং স্বয়ম্।
আত্মা জানন যথা শত্রোরাত্মনোঽতো ন যুজ্যতে॥ ১৫৫ ॥

অন্বয়।—ইচ্ছাদীনাং স্বহেতুত্বে, আত্মা জানন্ কথং স্বয়ং যথা শত্রোঃ অনর্থং কুর্য্যাৎ অতঃ আত্মনঃ ন যুজ্যতে ॥১৫৫॥

বঙ্গানুবাদ।—ইচ্ছাদির প্রতি স্বহেতুত্বে, স্বয়ং কি প্রকারে জানিয়া নিজের অনর্থ করিবে, যে প্রকার শত্রুর করিরা থাকে। অতএব, আত্মা হইতে (জন্ম) যুক্তিযুক্ত নহে॥ ॥১৫৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে, উভয়হেতুত্ব-পক্ষে চেতন আত্মাও (জীবাত্মা) ইচ্ছাদির হেতু (সুতরাং, কখনও ইচ্ছাদি উৎপন্ন করে, কখনও অর্থাৎ মোক্ষে করে না), তাহাতে বক্তব্য এই যে, আত্মা জানিয়া শুনিয়া কেন নিজে অনর্থস্বরূপ ইচ্ছাদির সৃষ্টি করিবে? অতএব আত্মা হইতে ইচ্ছাদির উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে॥ ১৫৫॥

তথা পরনিমিত্তত্বেঽনর্থস্যাপরিহারতঃ।
নৈকান্তিকফলত্বং স্যাদ্রোগাদিপরিহারবৎ॥ ১৫৬॥

অন্বয়।—তথা পরনিমিত্তত্বে অনর্থস্য অপরিহারতঃ রোগাদিপরিহারবৎ ঐকান্তিকফলত্বং ন স্যাৎ॥১৫৬॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইরূপ পরনিমিত্তত্বপক্ষে অনর্থের পরিহার হয়না বলিয়া রোগাদিপরিহারের ন্যায় অনর্থপরিহারের ঐকান্তিকফলত্ব (অবশ্যম্ভাবিত্ব) থাকে না॥ ১৫৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে, জীবাত্মা নহে, 'পর' অর্থাৎ পরমাত্মা ঈশ্বরই ইচ্ছাদির হেতু, তাহা হইলেও এই দোষ হয় যে, ঈশ্বর যেমন সংসারী আত্মার অনর্থস্বরূপ ইচ্ছাদি জন্মাইয়া থাকেন, তেমনই মুক্তাত্মারও অনর্থোৎপত্তির হেতু হউন। সুতরাং মুক্তেরও পুনরায় অনর্থ ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইতে পারে বলিয়া, অনর্থপরিহার (মুক্তি)

নিত্যফল এবং নিশ্চিতফল হইতে পারে না। মুক্তি, রোগাদি-পরিহারের ন্যায়, অনিত্য এবং অনিশ্চিত ফল হইয়া দাঁড়ায় ॥ ১৫৬ ॥

করণৈঃ সংহতিং চর্ত্তে পরিহারঃ কুতো দৃশেঃ।
তথোভয়নিমিত্তত্বে নৈকান্তিকফলোদয়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অন্বয়।—করণৈঃ সংহতিং চ ঋতে দৃশেঃ পরিহারঃ কুতঃ? তথা উভয়নিমিত্তত্বে ঐকান্তিকফলোদয়ঃ ন (ভবতি) ॥১৫৭॥

বঙ্গানুবাদ।—করণবর্গের সহিত সংঘাত ব্যতিরেকে মুক্তাত্মার অনর্থ পরিহার কি করিয়া হইতে পারে? সেই প্রকার, জীবাত্মপরমাত্মোভয়নিমিত্তত্ব মানিলেও ঐকান্তিক ফলোৎপত্তি হয় না ॥ ১৫৭ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে, মুক্তাত্মা ঈশ্বরের দ্বারা উৎপাদিত অনর্থকে পরিহার করিবে, তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, করণবর্গের (দেহ, মন প্রভৃতির) সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে মুক্তাত্মা কি প্রকারে অনর্থপরিহার করিবে? দেহেন্দ্রিয়ের যোগ থাকিলে তবেই আত্মার পক্ষে নূতন কিছু সাধন অনুষ্ঠান সম্ভব।...সেইরূপ, জীবত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়কে ইচ্ছাদি অনর্থের নিমিত্ত বলিলেও, পূর্ব্বেরই ন্যায়, ঐকান্তিক ফলের, নিশ্চিত মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে ॥১৫৭॥

পরাভিপ্রায়ানিয়মান্নৈব স্যাৎ মোক্ষনিশ্চিতিঃ।
নির্হেত্ববিদ্যাকল্পৌ তু দোষঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

অন্বয়।—পরাভিপ্রায়ানিয়মাৎ মোক্ষনিশ্চিতিঃ ন এব স্যাৎ; নির্হেত্ববিদ্যাকল্পৌ তু কশ্চিৎ দোষঃ ন বিদ্যতে ॥১৫৮॥

বঙ্গানুবাদ।—পরমেশ্বরে অভিপ্রায় (ইচ্ছা) কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই বলিয়া, মোক্ষের নিশ্চয় হয় না ; কিন্তু অহেতুক অবিদ্যা মানিলে কোন দোষই থাকে না ॥ ১৫৮ ॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারে যে, ঈশ্বর মুক্ত আত্মাকে দেখিলে, ইহার বন্ধন না হউক এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া, তাহার বন্ধন উৎপন্ন করেন না ; তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কোনই নিয়ম নাই যে, তাহা ঐরূপই হইবে। সুতরাং ঐরূপ কল্পনাদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। কিন্তু, আমাদের পক্ষে, ইচ্ছাদি অনর্থকে অবিদ্যাকৃত কল্পনা করিলে,হেতুরহিত অবিদ্যাকে সকল অনর্থের হেতু মানিলে, উপরোক্ত দোষ সকল ঘটে না ॥ ১৫৮ ॥

তত্ত্বজর্নস্য সংসিদ্ধেঃ প্রসিদ্ধোপায়সংশ্রয়াৎ।
পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সংমতা।
সংবিৎসৈবেহ মেয়োর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ ॥১৫৯॥

অন্বয়।—প্রসিদ্ধোপায়সংশ্রয়াৎ তত্ত্বর্জনস্য সংসিদ্ধেঃ। পরাগর্থ-প্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সংমতা সা এব সংবিৎ ইহ বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ মেয়ঃ অর্থঃ ॥১৫৯॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু (মুক্তিতে) প্রসিদ্ধ উপায়ের (আত্মার) সংশ্রয়হেতু অবিদ্যাবর্জন সম্যক্ সিদ্ধ হয়। (অতএব ইচ্ছাদির আবিদ্যত্বপক্ষে কোনও দোষ হয় না।) পরাগর্থ (শব্দাদি) যাহার প্রমেয় এইরূপ প্রত্যক্ষাদি-

প্রমাণের যাহা ফল বলিয়া অভিপ্রেত,সেই সংবিৎই (চৈতন্যই) বেদান্তোক্তিরূপ প্রমাণের প্রমেয় অর্থ ॥১৫৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ইচ্ছাদি অবিদ্যাকৃত হইলেই বা মুক্তিতে তাহাদের বিনাশ সম্ভব হয় কি প্রকারে?—তাহাই বলা হইতেছে; অবিদ্যানাশের প্রসিদ্ধ উপায়স্বরূপ যে প্রত্যগাত্মা, তাহাকে আশ্রয় করা হেতু, অবিদ্যাবর্জন সিদ্ধ হয় বলিয়া, ইচ্ছাদিরও বর্জন হইয়া থাকে।...যদি বলা যায়, প্রত্যাগাত্মা ত উপেয়, চরমলভ্যস্বরূপ, সে আবার উপায় হয় কিরূপে? তাই বলা হইতেছে,—অনাত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের ফলচৈতন্যরূপে অভিপ্রেত সংবিৎই ফলচৈতন্যরূপে, অবিদ্যাবিরোধীরূপে—'উপায়'; এবং বেদান্তপ্রমাণের বিষয় প্রমেয়রূপে—অবিদ্যানিবৃত্তিরূপে—সেই সংবিৎই (চৈতন্যই) আবার 'উপেয়' হইয়া থাকে। সুতরাং উপেয় আত্মাই, উপায়-স্বরূপও হইয়া থাকে।...বস্তুতঃ সংবিতের জন্ম নাই বলিয়া 'ফলত্বেনসংমতা''ফলরূপে অভিপ্রেত'—এইরূপ বলা হইয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা ঘটাদি বিষয় ব্যাপ্ত হইয়া, ঘটাদির আবরক অজ্ঞান নাশ হইলে, বুদ্ধিস্থ চিদাভাসদ্বারা ঘটাদির প্রকাশ হইয়া থাকে; এই চিদাভাসের দ্বারা প্রকাশের নামই ফল চৈতন্য। ইহাকেই অজ্ঞানের নাশক 'জ্ঞান' বলা হইয়া থাকে। অবিদ্যার নাশক জ্ঞানরূপে ইহাই মুক্তির উপায় হইয়া থাকে, যদিও মূলতঃ ঐ প্রকাশই অবিদ্যানাশাত্মক উপেয় আত্মস্বরূপ,—ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ ॥১৫৯॥

অপ্রামাণ্যপ্রসক্তিশ্চ স্যাদিতোঽন্যার্থকল্পনে।
বেদান্তানামতস্তস্মান্নান্যমর্থং প্রকল্পয়েৎ ॥১৬০॥

অন্বয়।—ইতঃ অন্যার্থকল্পনে বেদান্তানাং অপ্রামাণ্যপ্রসক্তিঃ চ স্যাৎ অতঃ তস্মাৎ অন্যম্ অর্থং ন প্রকল্পয়েৎ ॥১৬০॥

বঙ্গানুবাদ :—(প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেও) ইহা হইতে (সংবিৎ হইতে) অন্য অর্থের (পরাগর্থের) প্রমেয়ত্ব কল্পনা করিলে, বেদান্তবাক্যসকলের অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গ হয় ; অতএব (প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেরও) সংবিৎ ভিন্ন অন্য অর্থ প্রমেয় কল্পনা করিবে না ॥১৬০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে পরাগর্থকে অর্থাৎ অনাত্মা শব্দাদিকে প্রত্যক্ষাদির বিষয় (প্রমেয়) স্বীকার করিয়া ফলভূত অখণ্ড সংবিৎকে বেদান্তপ্রমাণের প্রমেয় বা বেদ্য বলা হইয়াছে। এখন এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেরও প্রমেয় পরাগর্থ—শব্দাদি অনাত্মপদার্থ নহে : যেহেতু পরাগর্থ প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ব-প্রমাণের বিষয় হইলে. শব্দপ্রমাণস্বরূপ বেদান্তই বা প্রত্যক্‌স্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইবে কিরূপে ? অতএব, বেদান্তবেদ্য অদ্বিতীয়সংবিৎ ব্যতিরিক্ত অন্য পরাগর্থকে প্রত্যক্ষাদির বিষয় মানিলে, বেদান্তসকলের ব্রহ্মেতে প্রামাণ্য থাকে না বলিয়া, পরাগর্থকে প্রত্যক্ষাদির বিষয় কল্পনা করিবে না। কিন্তু সেই অদ্বিতীয় সংবিৎকেই, ব্রহ্মকেই সোপাধিকরূপে প্রত্যক্ষাদির বিষয়, এবং নিরূপাধিকরূপে বেদান্তবাক্যের বিষয় জানিবে।

...অদ্বৈত বেদান্তমতে, ঘটাদি পরাগর্থ ব্রহ্মচৈতন্যে আরোপিত উপাধিমাত্র। সুতরাং, ঘটপ্রত্যক্ষেরও বিষয় ঘট নহে, ঘটের অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যই ঘটপ্রত্যক্ষের মুখ্য বিষয়। ঘট সেই চৈতন্যের অবচ্ছেদক উপাধিরূপে বিষয় হইয়া থাকে মাত্র। অতএব সোপাধিক ব্রহ্মই ঘটাদি প্রত্যক্ষের বিষয় ॥১৬০॥

নন্বেবমপি মানত্বব্যাঘাতঃ স্যাৎ ক্রিয়াবিধেঃ।
বেদান্তেষ্বপ্যনাশ্বাসস্তথা চ প্রসজেদ্‌ধ্রুবম্ ॥১৬১॥

অন্বয়।—নন্থ, এবম্ অপি ক্রিয়াবিধেঃ মানত্বব্যাঘাতঃ স্যাৎ, তথা চ বেদান্তেষু অপি ধ্রুবম্ অনাশ্বাসঃ প্রসজেৎ ॥১৬১॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা! তাহা হইলে ত বেদের কর্ম-কাণ্ডের প্রামাণ্যব্যাঘাত হয়; এবং সেইরূপ বেদান্তেও অবশ্যই অনাশ্বাসের (অপ্রামাণ্যের) প্রসঙ্গ হয় ॥১৬১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি অদ্বিতীয় অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মেতে বেদান্তের প্রামান্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কর্মকাণ্ডের ত অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে? যেহেতু কর্মকাণ্ড কারকাদিভেদকে অবলম্বন করিয়াই উপদিষ্ট; আর বেদান্ত সকল ভেদকে নিরাকরণ করিয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তী যদি বলেন যে, কর্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য হয় হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; তাই, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, বেদের একাংশ কর্মকাণ্ডের যদি অপ্রামাণ্য হয়, তবে বেদের অপরাংশ বেদান্তের প্রামাণ্যও নিশ্চয়ই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং কর্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য তোমার অভিপ্রেত হইতে

পারে না। তাহার প্রামাণ্যরক্ষা তোমাকে করিতেই হইবে। কিন্তু অদ্বৈত ব্রহ্মে বেদান্তের প্রামাণ্য মানিলে, কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য থাকিতেছে না ॥১৬১॥

নৈতদেবং যতোঽশেষমানানামপি মানতা।
আ পরাত্মাববোধাৎস্যাত্তত্র সর্বসমাপ্তিতঃ ॥১৬২॥

অন্বয়।—এতৎ এবং ন, যতঃ অশেষমানানাম্ অপি মানতা আ পরমাত্মাববোধাৎ স্যাৎ, তত্র সর্বসমাপ্তিতঃ ॥১৬২॥

বঙ্গানুবাদ।—না, তাহা নহে; যেহেতু, সকল প্রমাণের প্রমাণতা পরমাত্মা অববোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই হইতে পারে, কেননা, পরাত্মাববোধেই সব কিছুর সমাপ্তি হইয়া থাকে ॥১৬২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, তাহা নহে; পরমাত্মতত্ত্ববোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু, আত্মজ্ঞান হইয়া গেলে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর, বিধিকাণ্ডের প্রামাণ্য না থাকিলে কোনও ক্ষতি নাই, উহাদের অপ্রামাণ্যই আমাদের অভিপ্রেত। জ্ঞানের পরে সকল অনাত্মপদার্থ, অধ্যস্ত (অবিদ্যাকৃত) পদার্থেরই সমাপ্তি বা নাশ হয় বলিয়া, কর্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য অবশ্যই হইয়া থাকে ॥১৬২॥

নাতোঽবতারো মানানামৈকাত্ম্যেনৈব সংক্ষয়াৎ।
শ্যেনাদিবিধিবাধঃ স্যাদহিংসা বিধিনা যথা ॥১৬৩॥

অন্বয়।—অতঃ ঐকাত্ম্যেন এব সংক্ষয়াৎ মানানাং অবতারঃ ন (ভবতি); যথা; অহিংসাবিধিনা শ্যেনাদিবিধিবাধঃ স্যাৎ ॥১৬৩॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব ঐকাত্ম্যজ্ঞানের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, (জ্ঞান লাভের পর) বিধিপ্রমাণ সকলের অবতারণা (প্রবৃত্তি) হইতে পারে না ; যেমন অহিংসাবিধির দ্বারা শ্যেনাদিবিধির বাধ হইয়া থাকে ॥১৬৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে, জৈমিনীয় সূত্রে একটি নিয়ম বা "ন্যায়" আছে যে,—"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ"* (জৈঃ সূঃ অঃ ৬ পাঃ ৫ সূঃ ৫৫) বিধির পৌর্ব্বাপর্য্যস্থলে পূর্ব্বটি দুর্ব্বল হয় এবং পরেরটিই প্রবল হয়। এই নিয়মানুসারেই পূর্ব্ববিহিত শত্রুবধফলজনক শ্যেনাদিযাগ, পরে বিহিত অহিংসাবিধির দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। সেইরূপ এইস্থলেও, পরে উপদিষ্ট ও উৎপন্ন ঐকাত্ম্য-জ্ঞানের দ্বারা, পূর্ব্বের সকল বিধি ও প্রমাণ বাধিত হইবে বলিয়া, সেই সকল প্রমাণের কার্য্য হইবে না ॥১৬৩॥

কর্ম্মাণ্যতো বিধীয়ন্তেঽবিদ্যাবন্তং নরং প্রতি।
ন তু বিধ্বস্তসকলকর্ম্মহেতুং দ্বিজং প্রতি ॥১৬৪॥

অন্বয়।—অতঃ অবিদ্যাবন্তং নরং প্রতি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ; বিধ্বস্ত-সকলকর্ম্মহেতুং দ্বিজং প্রতি ন তু (বিধীয়ন্তে) ॥১৬৪॥

---

* পরে বিহিত পদার্থ যদি পূর্ব্বনিরপেক্ষ হয়, তবে সেইস্থলেই পরের বিধি পূর্ব্বাপেক্ষা' প্রবল হইয়া থাকে—'প্রকৃতিবৎ', যেমন—প্রকৃতিযাগে বিহিত 'কুশ', অতিদেশবাক্যের দ্বারা বিকৃতিতে প্রাপ্ত হইলেও, পরের বিধি পূর্ব্বনিরপেক্ষ 'শর' বিধান করিয়াছে বলিয়া, তাহাই প্রবল হয়, সেইরূপ ॥ মীমাংসাদর্শন ৬।৫।৫৪ সূত্র দ্রষ্টব্য ॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, অবিদ্যাযুক্ত নরের প্রতিই কর্ম-সকল বিহিত হইয়াছে ; যে ব্রাহ্মণের সকল কর্মহেতু বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি নহে ॥১৬৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অতএব, অবিদ্যাযুক্ত দেহজাত্যাদিতে অভিমানী নরের প্রতিই কর্ম্মসকল বিহিত হইয়াছে। কর্মকাণ্ডের ব্যবহারিক প্রামাণ্যে কাহারও আপত্তি নাই, এবং ঐ প্রামাণ্য ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যাহার সকল কর্মহেতু অভিমানাদি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য কর্মসকল বিহিত হয় নাই ; কেননা সেই ব্যক্তি কোনও বিধির নিযোজ্য বা বিষয় হইতে পারে না ॥১৬৪॥

সর্বকর্মনিরাসেঽতো হ্যধিকারো বিবেকিনঃ।
যথোক্তন্যায়তঃ সিদ্ধো নতু কর্মস্থু কর্হিচিৎ ॥১৬৫॥

অন্বয়। অতঃ যথোক্তন্যায়তঃ বিবেকিনঃ সর্বকর্মনিরাসে হি অধিকারঃ সিদ্ধঃ কর্মস্থু কর্হিচিৎ ন ॥১৬৫॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, যথোক্তন্যায়ানুসারে সর্বকর্ম-ত্যাগেই বিবেকীর অধিকার সিদ্ধ হইল ; কিন্তু কর্মেতে কখনই নহে ॥১৬৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে, জ্ঞানীর প্রতি কর্মের বিধান সম্ভব না হইলেও, বিবিদিষুর (জ্ঞানেচ্ছুর) প্রতি কর্ম বিহিত হইতে পারে ; অতএব, কর্মবিধিরও তত্ত্বাবেদকতা (তত্ত্বাবেদক প্রামাণ্য) আছে ? তাই বলা হইতেছে যে,—বিবেকীর অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্যাদিযুক্ত বিবিদিষুর, কর্মত্যাগেই

অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক শ্রবণ, মনন, ধ্যানেই অধিকার ; যেহেতু শ্রবণাদিই মোক্ষহেতু তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। কর্ম্মপ্রবৃত্তি ধ্যানের ও জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়া, কর্ম্মে তাহার অধিকার হইতে পারে না। সুতরাং,কেবলমাত্র অবিবেকীর প্রতি কর্ম্মের বিধান বলিয়া, কর্ম্মবিধির তত্ত্বাবেদকতা থাকিতে পারে না ॥১৬৫॥

কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে।
শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিস্তথা ॥১৬৬॥

অন্বয়।—কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে, শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিঃ তথা (ন বীক্ষ্যতে) ॥১৬৬॥

বঙ্গানুবাদ।—কারকের ব্যবহার থাকিলে শুদ্ধ আত্মবস্তু দৃষ্ট হয় না ; শুদ্ধ আত্মবস্তু নিশ্চিত হইলেও কারকের ব্যাপার থাকে না ॥১৬৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্ত্তৃ-করণপ্রভৃতি কারকের ব্যবহারই 'কর্ম'। সেই কর্মে প্রবৃত্তি থাকিলে, সাধক শুদ্ধ আত্মবস্তুকে দেখিতে সমর্থ হয় না ; যেহেতু, তাহার বুদ্ধি কর্ম্মের দ্বারাই অপহৃত ও অনাত্মমুখী থাকে। সুতরাং আত্মদর্শনেচ্ছু বিবিদিষুর কর্ম্মে অধিকার নাই। বিবিদিষার পূর্বপর্যন্তই কর্ম্মে অধিকার। অতএব বৈরাগ্য ও বিবিদিষা উৎপন্ন হইলে, শুদ্ধ আত্মবস্তু বিচারের বিষয়ীভূত হইলে, কর্ম্মের হেতু অভিমান শিথিল হয় বলিয়া, তাদৃশ সাধকের কারকব্যাপার অর্থাৎ কর্ম থাকে না ॥১৬৬॥

কারকাকারকধিয়োর্নৈকদৈকত্র বস্তুনি।
বিরোধাৎসংভবোঽস্তীহ প্রকাশতমসোরিব ॥১৬৭॥

অন্বয়।—একত্র বস্তুনি একদা কারকাকারকধিয়োঃ ন সংভবঃ অস্তি, ইহ প্রকাশতমসোঃ ইব বিরোধাৎ ॥১৬৭॥

বঙ্গানুবাদ।—এক বস্তুতে একই সময়ে কারকবুদ্ধি ও অকারকবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় তাহাদের বিরোধ আছে ॥১৬৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অপিচ, বিবেকী ও বিবিদিষুর আত্মাতে অকারকবুদ্ধি আছে; কর্ম করিতে হইলে আত্মাতে কারকবুদ্ধি হওয়া আবশ্যক। একই সময়ে আত্মাতে ঐরূপ বিরুদ্ধ দুই প্রকার বুদ্ধি হইতে পারে না; অতএব, তাহার কর্মে অধিকার নাই ॥১৬৭॥

অবিরোধঃ ক্রমেণ স্যাৎ স্থিতিগত্যোরিবেতি চেৎ।
নাত্মজ্ঞানস্য কূটস্থবস্তুতন্ত্রত্বহেতুতঃ ॥১৬৮॥

অন্বয়।—স্থিতিগত্যোঃ ইব ক্রমেণ অবিরোধঃ স্যাৎ ইতি চেৎ (বদসি), ন, আত্মজ্ঞানস্য কূটস্থবস্তুতন্ত্রত্বহেতুতঃ ॥১৬৮॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, স্থিতি ও গতির ন্যায় ক্রমশঃ কারকধী ও অকারকধী হইলে, বিরোধ হয় না? তাহা নহে, যেহেতু আত্মজ্ঞান নির্বিকার আত্মবস্তুকে বিষয় করে ॥১৬৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অকারকাত্মধী একবার হইলে, তাহার পরে আর কর্মের হেতু কারকাত্মধী হইতে পারে না; যেহেতু অকারকাত্মধী অবিকারি ব্রহ্মবস্তুকে বিষয় করে। সুতরাং, স্থিতি ও গতির ন্যায়, এক সময়ে অকারকাত্মজ্ঞান ও পরে কারকাত্মজ্ঞান এইরূপ হইতে পারে না। অবশ্য, প্রথমে

কারকধী (ও তন্নিমিত্ত কর্ম), এবং পশ্চাৎ অকারকাত্মধী—এই-রূপ ক্রম সিদ্ধান্তে স্বীকৃত ॥১৬৮॥

নৌষ্ণ্যাত্মকো মিতো বহ্নিঃ ক্রমশোঽক্রমশোঽথবা।
বস্তুতঃ শীততামেতি কর্ত্তৃতন্ত্রং তথা ভবেৎ ॥১৬৯॥

অন্বয়।—ঔষ্ণ্যাত্মকঃ মিতঃ বহ্নিঃ ক্রমশঃ অথবা অক্রমশঃ বস্তুতঃ শীততাং ন এতি ; কর্ত্তৃতন্ত্রং তথা ভবেৎ ॥১৬৯॥

বঙ্গানুবাদ।—ঔষ্ণ্যাত্মকরূপে প্রমাণসিদ্ধ অগ্নি, ক্রমশঃই হউক অথবা অক্রমশঃই হউক কোনরূপেই বস্তুতঃ শীততা প্রাপ্ত হয় না ; কর্ত্তৃতন্ত্র পদার্থই ঐরূপ হইতে পারে ॥১৬৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অপিচ, আত্মা অকারক বলিয়া প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত; সুতরাং, কোনওক্রমেই আর তাহাতে বস্তুতঃ কারকত্ব আসিতে পারে না, ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—ঔষ্ণ্যাত্মক ইত্যাদি। তবে, যে সকল পদার্থ কর্ত্তৃতন্ত্র অর্থাৎ কর্ত্তার অধীন, যেমন—'কর্ম',তাহা-দিগকে ইচ্ছা করিলে করা যায়, নাও করা যায়, অন্যপ্রকারেও করা যায়। সুতরাং তাহাতে বিকল্প সম্ভব। যথা—অতিরাত্র নামক সত্রে, ষোড়শী নামক পাত্র গ্রহণ করাও যাইতে পারে, গ্রহণ নাও করা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধ আছে স্বরূপ যার, এরূপ ব্যবস্থিত বস্তুতে কখনই বিকল্প বা দ্বিরূপতা হইতে পারে না ॥১৬৯॥

ভেদাভেদাত্মকত্বাচ্চেদেকস্যাপীহ বস্তুনঃ।
অবিরোধো ন তন্ন্যায্যং ত্বদুক্তার্থবিরোধতঃ ॥১৭০॥

অন্বয়।—ইহ একস্য অপি বস্তুনঃ ভেদাভেদাত্মকত্বাৎ অবিরোধঃ চেৎ (বদসি), তৎ ন ন্যায্যং ত্বদুক্তার্থবিরোধতঃ ॥১৭০॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি বল, এই শাস্ত্রে একই বস্তুর (আত্মার) ভেদাভেদাত্মকত্বহেতু কারকত্ব ও অকারকত্বের অবিরোধ হইতে পারে ; না, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু তোমার কথিত বিষয় (একই বস্তুর ভেদাভেদ) বিরুদ্ধ ॥১৭০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ভেদাভেদবাদীর পক্ষ হইতে আশঙ্কা করা হইতেছে যে, বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্ম (আত্মা) ভেদ ও অভেদাত্মক। ব্রহ্ম পরিণামী, কিন্তু পরিণত হইলেও 'তদেবেদম্' (এই সেই ব্রহ্মই) এইরূপ বুদ্ধি নষ্ট হয় না বলিয়া, নিত্যও বটে। সেই যে অনুবর্ত্তনকারী অপ্রচ্যুতস্বভাব, তদ্রূপে ব্রহ্ম অভেদাত্মক, সুতরাং অকারক ; এবং পরিণামভেদে ব্রহ্ম নানা ভেদাত্মক, সুতরাং কারক। এইরূপে, একই ব্রহ্মে (আত্মাতে) তাহার অভেদ ও ভেদ-স্বরূপের দ্বারা অকারকত্ব ও কারকত্ব উপপন্ন হইতে পারে। সিদ্ধান্তী প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন যে,—না, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; একই বস্তুর যুগপৎ ভেদাত্মকত্ব ও অভেদাত্মকত্ব হইতে পারে না। তোমার ঐ উক্তিতে বিরোধ আছে ॥১৭০॥

নানেকস্যৈকতা ন্যায্যা তথৈকস্যাপ্যনেকতা।
বস্তুতন্ত্রত্বতো বুদ্ধের্ন চেদেবং মৃষা মতিঃ ॥১৭১॥

অন্বয়।—অনেকস্য একতা ন ন্যায্যা তথা একস্য অপি অনেকতা (ন ন্যায্যা), বুদ্ধেঃ বস্তুতন্ত্রত্বতঃ, এবং ন চেৎ মতিঃ মৃষা (ভবেৎ) ॥১৭১॥

বঙ্গানুবাদ।—নানা বস্তুর (ভিন্নের) একত্ব (অভিন্নত্ব)

ন্যায্য নহে, সেইরূপ একবস্তুর নানাত্বও ন্যায্য নহে ; যেহেতু বুদ্ধি (জ্ঞান) বস্তুতন্ত্র ; এইরূপ (বস্তুতন্ত্র) না হইলে বুদ্ধি মিথ্যা হইবে ॥১৭১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক ।—একই বস্তুতে ভেদাভেদ বা ভিন্নাভিন্নত্ব বিরুদ্ধ উক্তি কেন, তাহাই এই শ্লোকে বিস্তারিত করা হইতেছে। যদি বস্তুতে পরমার্থতঃ ভিন্নত্বই থাকে, তবে, বুদ্ধি (জ্ঞান) বস্তুতন্ত্র (বস্তুসাপেক্ষ) বলিয়া, তাহাতে ভেদজ্ঞানই যথার্থ (প্রমাণ) হইবে, এবং তাহাতে যথার্থ অভেদজ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারে না। আর যদি, বস্তুতে পরমার্থতঃ অভেদই থাকে, তবে অভেদজ্ঞানই বস্তুতন্ত্রতাহেতু প্রমাণ বলিয়া, তাহাতে যথার্থ ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আর যদি, বস্তুকে অপেক্ষা না করিয়াই ভেদবুদ্ধি বা অভেদ-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তবে তাহা মিথ্যাই হইবে,—ইহাই বলা হইতেছে—ন চেৎ ইত্যাদি ॥১৭১॥

যথা চাস্য বিরুদ্ধত্বং তথোদর্কে প্রবক্ষ্যতে।
ঐকাত্ম্যস্যৈব মেয়ত্বং তস্যৈবাপ্রতিবোধতঃ ॥১৭২

অন্বয় ।—যথা চ অস্য বিরুদ্ধত্বং তথা উদর্কে প্রবক্ষ্যতে ; তস্য এব অপ্রতিবোধতঃ ঐকাত্ম্যস্য এব মেয়ত্বম্ ॥১৭২॥

বঙ্গানুবাদ ।—আরও যে প্রকারে ইহার (ভেদাভেদবাদের) বিরোধ আছে, তাহা উদর্কে (ভবিষ্যতে) বলা হইবে ; যেহেতু একাত্মতাই অজ্ঞাত, অতএব উহাই প্রমাণের বিষয় (একাত্মাই প্রমাণসিদ্ধ বস্তু) ॥১৭২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক ।—আরও যে সকল কারণে

ভেদাভেদবাদ বিরুদ্ধ, তাহা পরে (বৃহদারণ্যকের অব্যাকৃত প্রক্রিয়ায়, যেখানে 'তদেতত্ত্র্যং' ইত্যাদি উপনিষৎবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে) বলা হইবে। আত্মতত্ত্ব একরস, তাহাতে কোনও প্রকার ভেদের স্থান নাই, ইহাই সেখানে প্রতিপাদিত হইবে। অপিচ, অপূর্ব্বতা অর্থাৎ প্রমাণান্তরের অবিষয়তা একটি তাৎপর্যের নির্ণায়ক লিঙ্গ ; সুতরাং অজ্ঞাত বিষয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। একাত্মতা প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত বলিয়া, তাহাই শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় বা প্রমেয়। সুতরাং, অদ্বিতীয়, একরস আত্মতত্ত্বই শাস্ত্রপ্রমিত বস্তু, ভেদপ্রপঞ্চ (সংসার) তাহাতে আরোপিত মাত্র ॥১৭২॥

বস্তূনীহ প্রমীয়ন্তে ব্যাবৃত্তানি পরস্পরম্।

অভাবেন প্রমানেন তেনোক্তং তে বিরুধ্যতে ॥১৭৩॥

অন্বয়।—ইহ অভাবেন প্রমাণেন বস্তূনি পরস্পরং ব্যাবৃত্তানি প্রমীয়ন্তে, তেন তে উক্তং বিরুধ্যতে ॥১৭৩॥

বঙ্গানুবাদ।—প্রমেয় হইতে ভিন্ন প্রমাণের দ্বারা (প্রত্যক্ষাদি দ্বারা) ব্যবহারভূমিতে বস্তুসকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত-রূপেই প্রমিত হয়, অতএব তোমার (ঐকাত্ম্য) উক্তি বিরুদ্ধ। ॥১৭৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ঐকাত্ম্যই মেয় অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ, ইহা বলা হইয়াছে। তাহারই উপর পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে যে অদ্বিতীয় আত্মাই কিরূপে মেয় (প্রমাণের বিষয়) হইতে পারে ? উহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, যেহেতু মেয় হইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তু সকল ভিন্ন বলিয়াই নিশ্চিত

হয়। ঐকাত্ম্য শ্রুতিরও বিষয় হইতে পারে না, যেহেতু, প্রমাণবিরুদ্ধের বোধক হইলে শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইবে ॥১৭৩॥

ভেদে বা যদি বাভেদে সংসৃতে ব্রহ্মণা সহ।
ব্রহ্মণোঽব্রহ্মতা তদ্বদ্বিদ্যানর্থক্যসাংশতে ॥১৭৪॥

অন্বয়।—সংসৃতেঃ ব্রহ্মণা সহ ভেদে যদি বা অভেদে ব্রহ্মণঃ অব্রহ্মতা তদ্বৎ বিদ্যানর্থক্যসাংশতে (স্যাতাম্) ॥১৭৪॥

বঙ্গানুবাদ।—সংসারপ্রপঞ্চের ব্রহ্মের সহিত ভেদ পক্ষে অথবা অভেদ পক্ষে, উভয়পক্ষেই ব্রহ্মের অব্রহ্মতা হইয়া পড়ে; সেইরূপ, বিদ্যার আনর্থক্য এবং ব্রহ্মের সাংশতাও হইয়া পড়ে ॥১৭৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—একরস আত্মতত্ত্বই বস্তু, সংসার-প্রপঞ্চ তাহাতে আরোপিত—ইহা বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও আশঙ্কা করা হইতেছে যে, প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে, ব্রহ্ম সংসারের দ্বারা বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার অব্রহ্মতা (সীমাবদ্ধতা) হয়। পক্ষান্তরে, সংসার ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে, ব্রহ্মেরই ন্যায়, বিদ্যার দ্বারা নিবার্য্য হইতে পারে না; সুতরাং বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) অনর্থক হইয়া পড়ে। অপিচ, সংসারপ্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মেরও সাংশতা (সাবয়বত্ব) হইয়া পড়ে ॥১৭৪॥

ব্রহ্মাবিদ্যাবদিষ্টং চেন্ননু দোষো মহানয়ম্।
নিরবিদ্যে চ বিদ্যায়া আনর্থক্যং প্রসজ্যতে ॥১৭৫॥

অন্বয়।—ব্রহ্ম অবিদ্যাবদিষ্টং চেৎ, নন্বয়ং মহান্ দোষঃ; নিরবিদ্যে চ (মহান্ দোষঃ), বিদ্যায়াঃ আনর্থক্যং (চ) প্রসজ্যতে ॥১৭৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি, ব্রহ্ম অবিদ্যাশ্রয় বলিয়া অভিপ্রেত হয়, তবে ইহাতে মহা দোষ হয়; আর, ব্রহ্ম অবিদ্যারহিত হইলে মহাদোষ, এবং বিদ্যার আনর্থক্যও হয় ॥১৭৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায়, সংসার ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, সুতরাং বিদ্যার আনর্থক্য হয় না; এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের বস্তুতঃ পরিচ্ছেদও হয় না, যেহেতু সংসার অবিদ্যাকৃত বলিয়া 'অবস্তু'। অবিদ্যাকৃত অবস্তু সংসারের দ্বারা ব্রহ্মের বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ কিরূপে হইবে?—তাহাতেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ অবিদ্যার আশ্রয় কি? ব্রহ্মই কি অবিদ্যার আশ্রয়, অথবা জীব, অথবা অবিদ্যা অনাশ্রিত স্বতন্ত্র বস্তু? এই বিতর্ক করিয়া প্রথম পক্ষের দোষ বলিতেছেন—'ব্রহ্মাবিদ্যাবৎ' ইত্যাদি। ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় হইলে, জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই অজ্ঞ অবিদ্যাযুক্ত হইয়া পড়েন বলিয়া, মহা বিরোধদোষ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মে অবিদ্যা না থাকিলে, জীবেই বা অবিদ্যা কিরূপে থাকিবে?—যেহেতু জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং জীব অবিদ্যার আশ্রয় বলিলেও মহাদোষ উপস্থিত হয়। আর, অবিদ্যা স্বতন্ত্রবস্তু বলিলে, বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা তাহার নাশ সম্ভব নহে বলিয়া, বিদ্যার আনর্থক্য হয় ॥১৭৫॥

নাবিদ্যাস্যেত্যবিদ্যায়ামেবাস্তিত্বং প্রকল্প্যতে।
ব্রহ্মদৃষ্ট্যা ত্ববিদ্যেয়ং ন কথংচন যুজ্যতে ॥১৭৬॥

অন্বয়।—ন, 'অবিদ্যা অস্ত' ইতি অস্তিত্বং অবিদ্যায়াম্ এব প্রকল্প্যতে; ব্রহ্মদৃষ্ট্যাতু, ইয়ম্ অবিদ্যা কথংচন ন যুজ্যতে ॥১৭৬॥

বঙ্গানুবাদ।—না, 'ব্রহ্মের অবিদ্যা' অবিদ্যাদশাতেই এইরূপ অস্তিত্ব কল্পিত হয়; ব্রহ্মদৃষ্টিতে (পরমার্থতঃ) এই অবিদ্যা কোনও প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হয় না ॥১৭৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ঐকাত্ম্যসিদ্ধান্ত নানা দোষহেতু অসঙ্গত বলিয়া, এবং জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদাভেদই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া, একই আত্মাতে কারকধী এবং অকারকধী হইতে পারে,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে পর, তাহার পরিহার করা হইতেছে—'ন' ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছে, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং বিদ্যাস্বভাব বলিয়া, তাহাতে অবিদ্যা থাকিতে পারে না, তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে 'অবিদ্যায়ামেব' ইত্যাদি। অবিদ্যা অবস্থায় ব্যবহারদশাতেই ব্রহ্মে অবিদ্যার অস্তিত্ব কল্পিত হয়; সুতরাং ব্রহ্ম পরমার্থতঃ বিদ্যাস্বভাব হইলেও, কল্পিত অবিদ্যাবত্ত্ব তাহাতে বিরুদ্ধ নহে। আর, সর্ব্বজ্ঞত্বও অবিদ্যাবত্তার অবিরুদ্ধ; অবিদ্যাযোগেই শুদ্ধব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি হইয়া থাকে। কিন্তু, ব্রহ্মদৃষ্টিতে পরমার্থতঃ এই কল্পিত অবিদ্যার অকল্পিত ব্রহ্মের সহিত কোনও সম্বন্ধ সম্ভব নহে বলিয়া, ব্রহ্মে অবিদ্যা বলিয়া তত্ত্বতঃ কিছুই নাই ॥১৭৬॥

যতোঽনুভবতোঽবিদ্যা ব্রহ্মাস্মীত্যনুভূতিবৎ।
অতো মানোত্থ বিজ্ঞানধ্বস্তা সাপ্যেত্যথাত্মতাম্ ॥১৭৭॥

অন্বয়।—যতঃ অবিদ্যা, ব্রহ্মাস্মি ইতি অনুভববৎ, অনুভবতঃ অতঃ মানোত্থবিজ্ঞানধ্বস্তা সা অপি অথ আত্মতাম্ এতি ॥১৭৭॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, ব্রহ্মাস্মি এই অনুভূতির ন্যায়, অবিদ্যা (ব্রহ্মস্বরূপ) অনুভবসিদ্ধ, অতএব প্রমাণজন্য বিজ্ঞানের দ্বারা ধ্বস্ত হইয়া অনন্তর সে (অবিদ্যা) আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় ॥১৭৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অবিদ্যা কোনও প্রমাণজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহে, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ যে অনুভব তাহাদ্বারাই সিদ্ধ। প্রমাণ এবং অপ্রমাণ এই উভয় সাধারণ যে চিৎ-প্রকাশ (সাক্ষীচৈতন্য) তাহাদ্বারাই অজ্ঞান নিশ্চিত হয়। অবিদ্যা কোনও প্রমাণজ্ঞানসিদ্ধ হইলে, প্রমাণজ্ঞানের নাশ্য হইতে পারিত না। শ্রুত্যাদি প্রমাণ অজ্ঞানকে বিষয় না করিয়া অজ্ঞানের অভাবের ব্যাবর্ত্তন মাত্র করে। অবিদ্যা ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবের গোচর, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—ব্রহ্মাস্মীত্যাদি। 'ব্রহ্মাস্মি' এই আত্মজ্ঞান যেমন সাক্ষিবেদ্য বা চিৎপ্রকাশসিদ্ধ, কোনও প্রমাণগোচর নহে, সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও সাক্ষিবেদ্য। অতএব, শ্রুতিপ্রমাণ-জন্য যে বৃত্তিরূপ জ্ঞান তাহাদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই যে ব্রহ্মেতে অজ্ঞান-নিবৃত্তি, ইহা কি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত? তবেত দ্বৈতের আপত্তি হয়; তাই বলিতেছেন—'সাপ্যেতি'-ইত্যাদি। অবিদ্যা প্রমাণের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মতাতে লীন হয়। ব্রহ্মাতিরিক্ত

কোনও পদার্থরূপে থাকে না ; সুতরাং দ্বৈতাপত্তি হইতে পারে না ॥১৭৭॥

ব্রহ্মণ্যবিদিতে বোধান্নাবিদ্যেত্যুপপদ্যতে ।
নিতরাং চাপি বিজ্ঞাতে মৃষাধীর্নাস্ত্যবাধিতা ॥১৭৮॥

অন্বয়।—অবিদিতে ব্রহ্মনি অবিদ্যা ইতি বোধাৎ ন উপপদ্যতে, বিজ্ঞাতে অপি চ অবাধিতা মৃষাধীঃ নিতরাং নাস্তি ॥১৭৮॥

বঙ্গানুবাদ।—ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকিলে, তাহাতে প্রমাণের দ্বারা অবিদ্যা উপপন্ন হয় না। আর ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও অবাধিত মৃষাধী (অবিদ্যা) তাহাতে থাকিতেই পারে না ॥১৭৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ব্রহ্মে অবিদ্যা ও তৎসম্বন্ধ যে প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, সাক্ষিবেদ্য, তাহাতে আরও যুক্তি দিতেছেন। অবিদ্যা ও তৎসম্বন্ধ যে ব্রহ্মে প্রমিত হইবে, তাহা অজ্ঞাত ব্রহ্মে না জ্ঞাত ব্রহ্মে? কোন পক্ষই সম্ভব নহে। আশ্রয় ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকিলে, তাহাতে অবিদ্যা কিরূপে প্রমিত হইতে পারে? আর জ্ঞাত ব্রহ্মেত মৃষাধীরূপ অবিদ্যা জ্ঞানধ্বস্ত হয় বলিয়া থাকিতেই পারে না, সুতরাং কিরূপে প্রমিত (প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত) হইবে? অতএব কোনও রূপেই অবিদ্যা (অজ্ঞান) প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া, উহা সাক্ষিবেদ্য—ইহাই সিদ্ধ হইল ॥১৭৮॥

অবিদ্যাবানবিদ্যাং তাং ন নিরূপয়িতুং ক্ষমঃ ।
বস্তুবৃত্তমতোঽপেক্ষ্য নাবিদ্যেতি নিরূপ্যতে ॥১৭৯॥

অন্বয়।—অবিদ্যাবান্ তাং অবিদ্যাং নিরূপয়িতুং ন ক্ষমঃ; অতঃ বস্তুবৃত্তম্ অপেক্ষ্য অবিদ্যা ইতি ন নিরূপ্যতে ॥১৭৯॥

বঙ্গানুবাদ।—(অপিচ) অবিদ্যাবান্ সেই অবিদ্যাকে (প্রমাণের দ্বারা) নিরূপণ করিতে পারেনা; অতএব বস্তু-স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়াও অবিদ্যা নিরূপিত হইতে পারেনা ॥১৭৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অবিদ্যা সাক্ষিবেদ্য, অবিদ্যা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, ইহাতে আরও যুক্তি দেখাই-তেছেন। ব্রহ্মেতে অবিদ্যা এবং অবিদ্যাসম্বন্ধ প্রমাণের দ্বারা কে জ্ঞাত হয়? অবিদ্বান্ না বিদ্বান্? প্রথমপক্ষে দোষ বলিতেছেন—অবিদ্যাবান্ ইত্যাদি। কোনও প্রমাণ নাই বলিয়াই, অবিদ্বান্ ব্রহ্মে অবিদ্যা প্রমিত করিতে পারেনা; আর, প্রমাণ থাকিলে, ও তদ্দ্বারা জানিলে, তাহার অবিদ্যাবত্ত্বই থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে দোষ বলিতেছেন—বস্তুবৃত্ত ইত্যাদি। বিদ্বান্ও প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মে অবিদ্যাতৎসম্বন্ধ জানিতে পারেনা। যেহেতু, বস্তুবৃত্ত অর্থাৎ মাতা ও মান প্রভৃতি বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া তাহার অবিদ্যাজ্ঞান হইলে, অবিদ্যা পারমার্থিক তত্ত্বই হইয়া পড়ে, উহা আর জ্ঞাননাশ্য হইতে পারেনা। অতএব, এই পক্ষও সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মেতে অবিদ্যা ও তৎসম্বন্ধ সাক্ষিবেদ্য ॥১৭৯॥

বস্তুনোঽন্যত্র মানানাং ব্যাপৃতির্ন হি যুজ্যতে।
অবিদ্যা চ ন বস্ত্বিষ্টং মানাঘাতাসহিষ্ণুতঃ ॥১৮০॥

অন্বয়।—হি, বস্তুনঃ অন্যত্র মানানাং ব্যাপৃতিঃ ন যুজ্যতে ; অবিদ্যা চ মানাঘাতাসহিষ্ণুতঃ ন বস্তু ইষ্টম্ ॥১৮০॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু প্রমাণের ব্যাপার বস্তু হইতে অন্যত্র (অবস্তুতে) যুক্তিসঙ্গত হয় না ; প্রমাণের (জ্ঞানের) আঘাত সহ্য করিতে পারেনা বলিয়া, অবিদ্যা বস্তু নহে—ইহাই (আমাদের) অভিপ্রেত ॥১৮০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অজ্ঞান প্রামাণিক নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে প্রমাণের ব্যাপার বস্তুতেই হইতে পারে; অবস্তু অজ্ঞানে কখনই প্রমাণের ব্যাপার হইতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান যে বস্তু নহে তাহাই বলিতেছেন—'অবিদ্যাচ ন বস্তু' ইত্যাদি। তাহারই যুক্তি বলিতেছেন—'যেহেতু প্রমাণের আঘাত সহ্য করিতে পারে না।' অর্থাৎ জ্ঞাননাশ্য বলিয়া, জ্ঞান হইলেই অবিদ্যা থাকেনা বলিয়া, অবিদ্যা অবস্তু ॥১৮০॥

অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্ব ইদমেব তু লক্ষণম্।
মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে ॥১৮১॥

অন্বয়।—ইদম্ এব তু মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বং অবিদ্যায়াঃ অবিদ্যাত্বে অসাধারণং লক্ষণম্ ইষ্যতে ॥১৮১॥

বঙ্গানুবাদ।—এই 'মানাঘাতাসহিষ্ণুত্ব'ই অবিদ্যার অবিদ্যাত্বে অসাধারণ লক্ষণ স্বীকার করা হয় ॥১৮১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অবিদ্যা কোনরূপেই প্রমাণবিষয় হইতে পারেনা, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে, প্রমাণের আঘাত সহিতে না পারাই অবিদ্যার লক্ষণ বা

অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব ; সুতরাং সে কি করিয়া প্রমাণের বিষয় হইতে পারে? অতএব, অবিদ্যা নিত্যানুভবমাত্রসিদ্ধ। তাহাদ্বারা অধ্যস্ত সংসার ব্রহ্মাত্মাতে প্রতিভাত হইতেছে॥১৮১॥

ত্বৎপক্ষে বহু কল্প্যং স্যাৎসর্বং মানবিরোধি চ।
কল্প্যাঽবিদ্যৈব মৎপক্ষে সা চানুভবসংশ্রয়া ॥১৮২॥

অন্বয়ঃ—ত্বৎপক্ষে বহু কল্প্যং স্যাৎ, সর্বং মানবিরোধি চ (স্যাৎ), মৎপক্ষে অবিদ্যা এব কল্প্যা, সা চ অনুভবসংশ্রয়া ॥১৮২॥

বঙ্গানুবাদ।—তোমার পক্ষে (ভেদাভেদপক্ষে) বহু কল্পনা করিতে হয়, এবং সেই সবই প্রমাণবিরোধি। আমার পক্ষে কেবল অবিদ্যাই কল্পনীয়, এবং তাহা অনুভবসিদ্ধ ॥১৮২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তী ভেদাভেদবাদী পূর্ব্ব-পক্ষীকে বলিতেছেন যে, আমার পক্ষ (অবিদ্যা ও তাহার সংসারহেতুত্ব) না মানিয়া, তোমার পক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও সংসারের ভেদাভেদ মানিতে গেলে অনেক কিছু কল্পনা করিতে হয়। প্রথমতঃ, অনাদি পারমার্থিক বন্ধন স্বীকার করিতে হয়, আবার তাহারই ধ্বংস স্বীকার করিতে হয়। কৈবল্যকে কর্মফল অথচ নিত্য স্বীকার করিতে হয় ; ইত্যাদি বহু প্রমাণবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়। প্রমাণ-সিদ্ধ হইলে বহু পদার্থ কল্পনাও ন্যায্য, তাই বলিতেছেন—'সর্বং মানবিরোধি চ'। তোমার কল্পনা প্রমাণবিরুদ্ধ; যেহেতু, অনাদি, সত্য ভাববস্তুর কখনই ধ্বংস হইতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ, যাহা কর্মফল, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারেনা।

আরও প্রমাণবিরোধ এই যে, একই বস্তুতে কখনই যুগপৎ ভেদাভেদ থাকিতে পারেনা, যেহেতু উহারা বিরুদ্ধ। এই সকল বহু প্রমাণবিরুদ্ধ পদার্থ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, তোমার ভেদাভেদপক্ষ স্বীকার করা যায় না। আমার পক্ষে, মাত্র একটি পদার্থই (অবিদ্যা) কল্পনা করা হইয়াছে, এবং তাহা প্রমাণবিরুদ্ধ পদার্থ নহে, যেহেতু তাহা সাক্ষীস্বরূপ নিত্যানুভবসিদ্ধ। বস্তুতঃপক্ষে, অবিদ্যাও (আমার) কল্পনীয় বলা চলেনা, যেহেতু উহা নিত্যানুভবসিদ্ধ ॥১৮২॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্ধীজন্মমাত্রতঃ।
অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ॥১৮৩॥

অন্বয়।—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্ধীজন্মমাত্রতঃ কার্য্যেণ সহ অবিদ্যা ন আসীৎ, অস্তি, ভবিষ্যতি ॥১৮৩॥

বঙ্গানুবাদ।—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য হইতে উৎপন্ন যথার্থজ্ঞানের জন্ম মাত্রেই, কার্য্যের সহিত অবিদ্যা ছিলনা, নাই, হইবে না—অর্থাৎ তিনকালে অভাব প্রাপ্ত হয় ॥১৮৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা বর্ত্তমানেও থাকেনা, ভবিষ্যতেও কখনই উৎপন্ন হয় না; অতীতেও ছিল না—ইহার অর্থ এই যে, পরমার্থতঃ অতীত-কালেও ছিল না। এইরূপে, তিনকালেই অবিদ্যার অভাব হইয়া যায় ॥১৮৩॥

অতঃ প্রমাণতোঽশক্যাবিদ্যাস্যেতি নিরীক্ষিতুম্।
কীদৃশী বা কুতো বাসাবনুভূত্যেকরূপতঃ ॥১৮৪॥

অন্বয়।—অতঃ 'অবিদ্যা অস্য' ইতি প্রমাণতঃ নিরীক্ষিতুম্ অশক্যা ; অনুভূত্যেকরূপতঃ অসৌ কীদৃশী কুতঃ বা (নিরীক্ষিতুম্ অশক্যা) ॥১৮৪॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব প্রমাণের দ্বারা 'ইহার (মুক্তের) অবিদ্যা আছে' এইরূপ নির্ণয় করা যায় না ; যেহেতু একমাত্র স্বানুভবগোচর, অতএব অবিদ্যা কিদৃশী, এবং কোথা হইতে (ব্রহ্মে) আসিয়াছে (তাহাও নির্ণয় করা যায় না) ॥১৮৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞানের দ্বারা কার্য্যসহ অবিদ্যা নষ্ট হয় বলিয়া, মুক্ত পুরুষেও অবিদ্যা প্রমাণগম্য হইতে পারে না।...যেহেতু অবিদ্যা একমাত্র স্বানুভবগম্য অর্থাৎ সাক্ষীবেদ্য, অতএব, তাহার স্বরূপ, বা কোথা হইতে আসিয়াছে, এবিষয়ে প্রমাণ অন্বেষণ চলে না ॥১৮৪॥

দেবতাদ্রব্যকর্ত্রাদি নন্বু বস্ত্বস্ত নাদ্বয়ম্।
সর্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাদদ্বয়স্যাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥১৮৫॥

অন্বয়।—নন্বু, সর্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ দেবতাদ্রব্যকর্ত্রাদি বস্তু অদ্বয়ং ন অস্তু ; অদ্বয়স্য অসিদ্ধিতঃ অপি (অদ্বয়ং ন অস্তু) ॥১৮৫॥

বঙ্গানুবাদ।—(আশঙ্কা) সর্বলোকপ্রসিদ্ধিহেতু দেবতা, দ্রব্য, কর্ত্তৃ প্রভৃতি বস্তু (আছে বলিয়া) অদ্বৈত হইতে পারে না ; অদ্বৈত অপ্রসিদ্ধ বলিয়াও (অদ্বৈত হইতে পারে না) ॥১৮৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তে দ্বৈতজগৎকে কল্পিত, এবং ব্রহ্মস্বভাব অনুভূতির অদ্বিতীয়ত্ব বলা হইয়াছে।

তাহাতেই আপত্তি করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছে যে সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, শ্রুতিবিহিত যাগের অঙ্গ ইন্দ্রাদি দেবতা রহিয়াছে, দ্রব্যও ব্রীহি যবাদি আছে; যাগের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ, রাজা প্রভৃতি আছে; এতদ্ব্যতীত স্বর্গ, অপূর্ব্ব প্রভৃতি পদার্থ আছে; এই সবই সত্য পদার্থ, যেহেতু ইহারা শ্রুতিবিহিত এবং 'সর্ব্বলোক'প্রসিদ্ধ। সুতরাং, এইসব দ্বৈতহেতু অদ্বৈত কখনই হইতে পারেনা। অপিচ, অদ্বৈতের কোনও রূপ নিশ্চয় (সিদ্ধি, প্রমাণ) নাই বলিয়াও অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না ॥১৮৫॥

নৈতৎ সাধু প্রমাণানাং সর্বলোকাভিধং ন হি।
প্রমাণমস্তি যৎপ্রাণাদ্ভবানেবং প্রভাষতে ॥১৮৬॥

অন্বয়।—এতৎ ন সাধু, হি প্রমাণানাং সর্বলোকাভিধং প্রমাণং ন অস্তি, যৎপ্রাণাৎ ভবান্ এবং প্রভাষসে ॥১৮৬॥

বঙ্গানুবাদ।—এই কথা ঠিক্ নহে। যেহেতু, প্রমাণ সকলের মধ্যে 'সর্বলোক' নামক কোনও প্রমাণ নাই, যাহার বলে তুমি ঐরূপ বলিতে পার ॥১৮৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—তুমি যে সর্বলোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া দেবতা প্রভৃতি দ্বৈতের সত্যত্ব বলিতে চাহিতেছ, সেই 'সর্ব-লোক' নামক কি কোনও স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে? অথবা উহা প্রত্যক্ষাদিরই অন্তর্ভুক্ত। ঐরূপ স্বতন্ত্র কোনও প্রমাণ নাই, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল ॥১৮৬॥

অভিমানশ্চ যত্রায়ং সর্বলোকস্য গম্যতে।
প্রত্যক্ষোঽর্থোঽয়মিত্যেবং মিথ্যাত্বং তস্য চোদিতম্ ॥১৮৭॥

অন্বয় :—যত্র চ সর্বলোকস্য অয়ম্ এবম্ অভিমানঃ—'অয়ম্ অর্থ প্রত্যক্ষঃ' ইতি, তস্য মিথ্যাত্বং চোদিতম্ ॥১৮৭॥

বঙ্গানুবাদ।—যাহাতে (যে জগতে) সর্বলোকের এই-রূপ অভিমান দেখিতে পাওয়া যায় যে—"এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ,"—তাহারই (সেই জগতেরই) মিথ্যাত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ॥১৮৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আর যদি বল যে 'সর্বলোক' প্রত্যক্ষাদির অন্তর্ভুক্ত, তবে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসহ সমস্ত জগতেরই যখন মিথ্যাত্ব 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মি'-ত্যাদি-শাস্ত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন তাহারই অন্তর্ভুক্ত 'সর্বলোক' প্রমাণের দ্বারা দেবতা, দ্রব্য প্রভৃতির সত্যত্ব সিদ্ধ করিতে পার না ॥১৮৭॥

প্রত্যক্ষং চ যথাসন্নং পরোক্ষাদ্বস্তুনো মতম্।
সর্বপ্রত্যক্তমস্তদ্বদ্বোধো বাক্যোত্থ আত্মনি ॥১৮৮॥

অন্বয়।—যথা চ, পরোক্ষাৎ বস্তুনঃ প্রত্যক্ষং আসন্নং মতম্, তদ্বৎ বাক্যোত্থঃ আত্মনি বোধঃ সর্বপ্রত্যক্তমঃ ॥১৮৮॥

বঙ্গানুবাদ।—পরোক্ষ বস্তু হইতে, যেরূপ, প্রত্যক্ষ বস্তু অধিকতর সন্নিহিত বলিয়া স্বীকৃত হয়, বেদান্তবাক্যজনিত আত্মাতে বোধও (আত্মানুভূতিও) সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্নিহিতবিষয়ক ॥১৮৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করে যে, শ্রৌত আত্মজ্ঞান দ্বৈতপ্রত্যক্ষের বাধক হইতে পারেনা, যেহেতু, শ্রৌত আত্মানুভূতি প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া, প্রত্যক্ষের ন্যায় বলবতী নহে। তাহারই উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, সন্নিহিত বস্তুকে বিষয় করে বলিয়াই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ হইতে প্রবল। সেইরূপ, প্রত্যক্তম অর্থাৎ সন্নিহিত-তম আত্মাকে বিষয় করে বলিয়া আত্মানুভব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। সুতরাং আত্মজ্ঞপুরুষের ব্রহ্মস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মানুভব দ্বৈতানুভবকে বাধিত করিতে সমর্থ॥১৮৮॥

আত্মানুভবমাশ্রিত্য প্রত্যক্ষাদি প্রসিধ্যতি।
অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধেঃ কাপেক্ষা হ্যাত্মসিদ্ধয়ে॥১৮৯॥

অন্বয়।—আত্মানুভবম্ আশ্রিত্য প্রত্যক্ষাদি প্রসিধ্যতি, অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধেঃ আত্মসিদ্ধয়ে কা হি অপেক্ষা॥১৮৯॥

বঙ্গানুবাদ।—আত্মানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণ সিদ্ধ লয়; অনুভূতিবস্তু স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত (অন্য কাহারও) অপেক্ষা নাই॥১৮৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে সন্নিহিততম আত্মাকে বিষয় করে বলিয়া শ্রৌত আত্মানুভব অপরোক্ষস্বরূপ। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে অপরোক্ষার্থ-বোধিত্বহেতুও শ্রৌত আত্মজ্ঞান অপরোক্ষস্বরূপ। অনুভূতি বা চৈতন্যবিনা জড় প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মার স্বভাব অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই

প্রত্যক্ষাদির সিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু, অনুভূতির আর অন্য কোনও প্রমাণ থাকিতে পারেনা ; যেহেতু, প্রমাণ-মাত্রই অনুভূতিসাপেক্ষ। অনুভূতি বস্তু থাকিলেই তবে প্রমাণের কথা আসিতে পারে। অতএব, অনুভূতির অপরোক্ষতাই স্বতঃসিদ্ধ। অতএব তদ্বিষয়ক শ্রৌত আত্ম-জ্ঞানের অপরোক্ষত্বও অনিবার্য্য ॥১৮৯॥

আত্মানুভবপূর্ব্বত্বাৎপ্রত্যক্ষত্বস্য ন স্বতঃ
আত্মৈকগম্যমৈকাত্ম্যং বেদান্তেষ্ববগম্যতে ॥১৯০॥

অন্বয়। আত্মানুভবপূর্ব্বত্বাৎ প্রত্যক্ষত্বস্য ন স্বতঃ (সিদ্ধিঃ), বেদান্তেষু আত্মৈকগম্যম্ ঐকাত্ম্যম্ অবগম্যতে ॥১৯০॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষত্বও স্বতঃ নহে, কিন্তু আত্মানুভূতিপূর্বক (হইয়া থাকে)। একমাত্র আত্মারই জ্ঞেয় (অন্যনিরপেক্ষ) আত্মৈকতা বেদান্ত হইতে নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥১৯০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকেও, শ্রৌত আত্ম-জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব স্থাপনের জন্য বলা হইতেছে যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণও জড় (অন্তঃকরণের পরিণাম বিশেষ) বলিয়া স্বতঃ অপরোক্ষ নহে, কিন্তু, নিত্য অপরোক্ষ-স্বরূপ অনুভূতির সম্বন্ধাধীনই প্রত্যক্ষের অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ শ্রৌত আত্মজ্ঞানেরও আত্মানুভূতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ অপরোক্ষত্বাধিকরণত্ব বা অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বলা যায় যে শ্রৌত আত্মজ্ঞানের নিরপেক্ষতা নাই বলিয়া, উহা অপরোক্ষ হইতে পারেনা, তাহারই খণ্ডনে বলা

হইতেছে—'আত্মৈকগম্যমিত্যাদি'। স্ববিষয়ে বেদের স্বতঃ প্রমাণ্য, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তও (উপনিষৎ) আত্মৈকত্ববোধনে নিরপেক্ষ প্রমাণ ; আত্মৈকত্ব অন্যপ্রমাণনিরপেক্ষ একমাত্র বেদান্তপ্রমাণগম্য। সুতরাং, শ্রৌতআত্মজ্ঞানের নিরপেক্ষত্বহেতুও অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হয় ॥১৯০॥

যচ্চাপ্যুক্তং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ক্রিয়ায়া এব সিদ্ধিতঃ।
অতঃ ক্রিয়াব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যমুক্তিসাধনম্ ॥১৯১॥

অন্বয়।—যৎ চ অপি উক্তং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ক্রিয়ায়াঃ এব সিদ্ধিতঃ অতঃ ক্রিয়াব্যতিরেকেণ অন্যমুক্তিসাধনং নাস্তি ॥১৯১॥

বঙ্গানুবাদ।—আরও যে বলা হইয়াছে, শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ক্রিয়ারই নিশ্চয় হয় বলিয়া, ক্রিয়াব্যতিরিক্ত আর কোনও মুক্তির উপায় নাই ॥১৯১॥

(তাহার উত্তরে পরের শ্লোকে বলা হইতেছে—)

কেন চোক্তং ক্রিয়া মুক্তেঃ সাধনত্বং ন গচ্ছতি।
তমেতমিতি নাশ্রৌষীঃ সংস্কারা ইতি চ স্মৃতিম্ ॥১৯২॥

অন্বয়।—ক্রিয়া মুক্তেঃ সাধনত্বং ন গচ্ছতি (ইতি) কেন চ উক্তং, তমেতম্ ইতি (শ্রুতিম্) সংস্কারাঃ ইতি চ স্মৃতিং ন অশ্রৌষীঃ ? ॥১৯২॥

বঙ্গানুবাদ।—কে বলিয়াছে যে, ক্রিয়া মুক্তির সাধন হইতে পারেনা ? 'তমেতম্' এই শ্রুতি এবং 'সংস্কারাঃ' এই স্মৃতি কি (তুমি) শোন নাই ? ॥১৯২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বে আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, শ্রুতিস্মৃতিতে কর্মই প্রচুরভাবে বিহিত আছে, সুতরাং কর্মই মুক্তির সাধন ; পূর্ব্বশ্লোকে সেই আশঙ্কারই অনুবাদ পূর্ব্বক, পরের শ্লোকে কর্মের পরম্পরায় মুক্তি-সাধনত্ব স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন'...ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কর্ম বিবিদিষাদ্বারা মুক্তিহেতু। অর্থাৎ, নিত্যকর্ম ও নিষ্কামকর্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্তশুদ্ধি হইলে বিবিদিষা (ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা) উৎপন্ন হয় ; বিবিদিষা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া, মুক্তি হয়। অতএব, কর্ম বিবিদিষাদ্বারা পরম্পরায় মুক্তির হেতু। স্মৃতিতেও আছে—"চত্বারিংশৎসংস্কারা * যস্য স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং জয়তি,"—ইহাদ্বারাও সিদ্ধ হয় যে, কর্ম সংস্কারদ্বারা (শুদ্ধিদ্বারা) মুক্তির হেতু ॥১৯২॥

---

* (১) গর্ভাধান (২) পুংসবন (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রাশন (৭) চূড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯-১২) চারপ্রকার বেদব্রত (১৩) স্নান (১৪) সহধর্মচারিণীসংযোগ (১৫...১৯) পঞ্চ মহাযজ্ঞ (২০) অষ্টকা (২১) পার্ব্বণশ্রাদ্ধ (২২) শ্রাবণী (২৩) অগ্রহায়ণী (২৪) প্রোষ্ঠপদী (২৫) চৈত্রী (২৬)অশ্বযুজী (২৭) অগ্ন্যাধেয় (২৮) অগ্নিহোত্র (২৯) দর্শপূর্ণমাস (৩০) আগ্রয়ণ (৩১) চাতুর্মাস্য (৩২) নিরূঢ়পশুবন্ধ (৩৩) সৌত্রামণী (৩৪) অগ্নিষ্টোম (৩৫) অত্যগ্নিষ্টোম (৩৬) উক্‌থ (৩৭) ষোড়শী (৩৮) বাজপেয় (৩৯) অতিরাত্র (৪০) অপ্তোর্যাম—এই ৪০টী সংস্কার।

যদ্যপ্যৈকাত্ম্যধীঃ সাক্ষান্ন শ্রুতিস্মৃত্যোর্ন চোদ্যতে।
তথাপ্যসৌ ন তদ্বাহ্যা তাভ্যামেবাত্মবোধনাৎ ॥১৯৩॥

অন্বয়।—যদ্যপি শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ঐকাত্ম্যধীঃ সাক্ষাৎ ন চোদ্যতে, তথাপি তাভ্যাম্ এব আত্মবোধনাৎ অসৌ ন তদ্বাহ্যা ॥১৯৩॥

বঙ্গানুবাদ।—যদিও অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞান সাক্ষাৎ শ্রুতিস্মৃতিতে বিহিত (বিধির বিষয়) হয় নাই, তথাপি শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারাই আত্মা জ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া, উহা বেদবাহ্য নহে ॥১৯৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছে—শ্রুতি-স্মৃতিতে কেবল কর্ম্মেরই বিধি আছে, তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ বিধি শ্রুতিস্মৃতিতে নাই বটে, তথাপি আত্মজ্ঞান অবৈদিক নহে, যেহেতু শ্রুতিস্মৃতিই আত্মার উপদেশ করিয়া আত্মজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের বিধি নাই, একথার অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানে বিধি সম্ভবই নহে ; যেহেতু জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। যাহা পুরুষের অধীন, তাহাতেই বিধি হইতে পারে। 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বিধিসদৃশ বাক্যগুলিও আত্মজ্ঞানে বিধি নহে। এই বাক্যগুলি মনকে আত্মপ্রবণ করিয়া অন্তর্মুখী করে মাত্র। অন্যান্য আত্মবিষয়ক বাক্যও আত্মাকে জ্ঞাপিত করে মাত্র, আত্মজ্ঞানের বিধায়ক নহে। অতএব শ্রুতিস্মৃতি আত্ম-জ্ঞানের বিধায়ক না হইলেও, আত্মার বোধক বা জ্ঞাপক ॥১৯৩॥

যচ্চ ন জ্ঞাপ্যতে বেদে বক্তি ব্যোতদচূচুদঃ।
তচ্চাপহস্তিতং চোদ্যং বক্ষ্যতে চ নিরাকৃতিঃ ॥১৯৪॥

অন্বয়।—যৎ চ বেদে বস্তু ন জ্ঞাপ্যতে ইত্যেতৎ অচূচুদঃ তৎ চ চোদ্যম্ অপহস্তিতং নিরাকৃতিঃ চ বক্ষ্যতে ॥১৯৪॥

বঙ্গানুবাদ।—আরও যে আশঙ্কা করিয়াছে যে বেদে কোনও বস্তু জ্ঞাপিত হইতে পারে না, সেই আশঙ্কাও খণ্ডিত হইয়াছে ; এবং নিরাকরণের হেতু পরে বলা হইবে ॥১৯৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারে যে শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা আত্মা কিরূপে বোধিত হইতে পারে ? যেহেতু শ্রুতিস্মৃতি কেবলমাত্র ক্রিয়ারই জ্ঞাপক, একথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আত্মা একটি সিদ্ধ বস্তু, উহা ক্রিয়া নহে , সুতরাং আত্মা বেদপ্রমিত অর্থাৎ বেদের দ্বারা জ্ঞাপিত হইতে পারেনা। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, বেদে বস্তু (সিদ্ধবস্তু) জ্ঞাপিত হইতে পারে না—এই আশঙ্কার খণ্ডন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'শ্রুত্যাদিমান-প্রমিতপ্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যনিষ্ঠিতম্' ইত্যাদি (১৩৩) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বেদান্তপ্রমাণ হইতে প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনঃ আশঙ্কা হইতে পারে, শ্রুতিপ্রমাণ হইতে সিদ্ধবস্তু আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয় একথা বলিলেই ত হইবে না। তাহাতে যুক্তি কি ? তাই বলা হইতেছে—'বক্ষ্যতে চ নিরাকৃতিঃ'। আপত্তির খণ্ডনের যুক্তি পরে বলা হইবে ॥১৯৪॥

বিধাবসতি বাক্যস্য যচ্চাবোচোঽপ্রমাণতাম্।
স্ফুটন্যায়োক্তিভিস্তচ্চ যত্নাৎপরিহরিষ্যতি ॥১৯৫॥

অন্বয়।—যৎ চ বিধৌ অসতি বাক্যস্য অপ্রমাণতাম্ অবোচঃ তৎ চ স্ফুটন্যায়োক্তিভিঃ যত্নাৎ পরিহরিষ্যতি ॥১৯৫॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যে বলিয়াছ, বিধি না থাকিলে বাক্যের অপ্রামাণ্য হয় তাহাও স্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ বাক্য সকলের দ্বারা যত্নের সহিত পরিহার করা হইবে ॥১৯৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে বেদের অর্থ কেবল বিধি অথবা নিষেধ, সুতরাং বিধি না থাকিলে সেই বাক্যের প্রামাণ্য হইতে পারে না, সেই আশঙ্কারই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করিয়া বলা হইতেছে যে, এই আশঙ্কারও যুক্তিপূর্ণ উত্তর পরে (৫৫৬ শ্লোকে) দেওয়া হইবে ॥১৯৫॥

যচ্চোক্তং ন পুমর্থোঽস্তি বস্তুমাত্রাববোধনাৎ।
আখ্যানপ্রচুরা যস্মাৎত্রয্যন্তা ইহ লক্ষিতাঃ ॥১৯৬॥

অন্বয়।—যৎ চ উক্তং যস্মাৎ ইহ ত্রয্যন্তাঃ আখ্যানপ্রচুরাঃ লক্ষিতাঃ (অতঃ) বস্তুমাত্রাববোধনাৎ ন পুমর্থঃ অস্তি···॥১৯৬॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যে বলা হইয়াছে, বস্তুমাত্রের অববোধ হইতে পুরুষার্থ লাভ হয় না, যেহেতু বেদে উপনিষৎ-সকল আখ্যানপ্রচুর বলিয়াই লক্ষিত হয়...॥১৯৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে (৩৬ শ্লোক) পূর্ব্বেই আশঙ্কা করা হইয়াছে যে বেদ কেবল ক্রিয়ারই বোধক, সুতরাং কোনও সিদ্ধবস্তুর বোধক হইতে পারে না। সিদ্ধবস্তুর বোধনে কোনও পুরুষার্থ লাভ হইতে পারেনা বলিয়া বেদ সিদ্ধবস্তুর বোধক মানিলে বেদের

অপুরুষার্থত্ব রূপ (নিষ্ফলত্ব)—অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। অতএব উপনিষৎসমূহেরও বস্তুপরত্ব (সিদ্ধব্রহ্মপরত্ব) হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উওরে, যদি আশঙ্কা করা যায় যে, ব্রহ্মবস্তুবোধক হইলেও বেদান্ত সকলের (উপনিষদসমূহের) সুখরূপ ফল আছে বলিয়া পুরুষার্থত্বহেতু প্রামাণ্য হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষে বলা হইতেছে যে—উপনিষৎসকল দেবাসুরসংগ্রামপ্রভৃতি আখ্যানবহুল বলিয়া লক্ষিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, উপনিষদে কোনও ক্রিয়া-বিধি বা প্রবৃত্তির কথা নাই ; সুতরাং প্রবৃত্তিসাধ্য, চেষ্টাসাধ্য কোনও সুখ উপনিষদের ফল হইতে পারে না। প্রবৃত্তিসাধ্য সুখই পুরুষার্থ ; সুতরাং, প্রবৃত্তিসাধ্য সুখ উপনিষদের ফল বলিয়া তাহার (পুরুষার্থত্বহেতু) প্রামাণ্য আছে,—একথাও বলিতে পার না ॥১৯৬॥

রামো রাজা বভুবেতি ন হেত্তাবৎপ্রবোধতঃ।
সংভাব্যতে পুমর্থোঽতো বিধ্যর্থবিরহাৎ ক্বচিৎ ॥১৯৭॥

অন্বয়।—'রামঃ রাজা বভূব' ইতি এতাবৎ প্রবোধতঃ ন হি পুমর্থঃ সংভাব্যতে অতঃ বিধর্থ্যবিরহাৎ ক্বচিৎ (পুমর্থাভাবাৎ, বিধিঃ-স্বীকর্ত্তব্যঃ) ॥১৯৭॥

বঙ্গানুবাদ।—"রাম রাজা হইয়াছিল" এই মাত্র জ্ঞান হইতে পুরুষার্থ সম্ভব হয় না ; অতএব বিধ্যর্থ (ক্রিয়া) না থাকিলে কোথাও (পুরুষার্থ সম্ভব হয় না বলিয়া, বিধি স্বীকর্ত্তব্য) ॥১৯৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকের আশঙ্কার সমর্থনেই

বলা হইতেছে যে,প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া দ্বারা যাহা লাভ হইয়া থাকে, তাহাকেই ফল বা পুরুষার্থ বলা যায়। 'রাম রাজা হইয়াছিল'— এই জ্ঞান হইতে যেমন কোনও পুরুষার্থ লাভ হয় না, তেমনি ক্রিয়ারহিত কেবলমাত্র ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হইতে কোনও পুরুষার্থ লাভ সম্ভব নহে। অতএব বেদান্তেও প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াবিধি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ॥১৯৭॥

পরার্থতৈব সর্বত্র জ্ঞানস্যেহোপলক্ষ্যতে।
জ্ঞাত্বাঽনুষ্ঠানবচনাদ্বিদ্বান্‌যজত ইত্যপি ॥১৯৮॥

অন্বয়।—ইহ সর্বত্র জ্ঞানস্য পরার্থতা এব উপলক্ষ্যতে; বিদ্বান্ যজতে ইত্যপি জ্ঞাত্বা অনুষ্ঠান বচনাৎ ॥১৯৮॥

বঙ্গানুবাদ।—শাস্ত্রে সর্বত্র জ্ঞানের পরার্থতা (অনুষ্ঠানাঙ্গত্ব) উপলক্ষিত হয়; যেহেতু "বিদ্বান্ যাগ করিবে"—এই সকল বাক্যেও জ্ঞান লাভ করিয়া অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে ॥১৯৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আজ্যাবেক্ষণ (পত্নীকর্ত্তৃক ঘৃতাবলোকন) যেরূপ পরার্থ অর্থাৎ অপর কর্মের অঙ্গ, সেইরূপ আত্মজ্ঞানও কর্মের অঙ্গ। কর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন, সুতরাং আত্মজ্ঞানও পরার্থ অর্থাৎ কর্মের অঙ্গ। এই বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, যেহেতু 'বিদ্বান্ যজতে' (জ্ঞান লাভ করিয়া যাগ করিবে) ইত্যাদি বাক্য জ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বই প্রমাণ করিতেছে ॥১৯৮॥

উক্তোঽত্র পরিহারঃ প্রাগূর্দ্ধং চাপি প্রবক্ষ্যতে।
বিদ্যাফলস্য প্রাত্যক্ষ্যাদিভিহেতুসমাশ্রয়াৎ ॥১৯৯॥

অন্বয়।—অত্র পরিহারঃ বিদ্যাফলস্য প্রাত্যক্ষ্যাৎ ইতি হেতু-সমাশ্রয়াৎ প্রাক্ উক্তঃ ঊর্দ্ধং চ অপি প্রবক্ষ্যতে ॥১৯৯॥

বঙ্গানুবাদ।—এইসব আশঙ্কার পরিহার বিদ্যার ফলের প্রত্যক্ষতারূপ হেতু আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; পরেও বলা হইবে ॥১৯৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'যচ্চোক্তংন পুমর্থোঽস্তি' ইত্যাদি ১৯৬ শ্লোক হইতে পূর্ব্ব শ্লোক পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষীর মত কথিত হইল। এই শ্লোকে তাহার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন পূর্ব্বেও (১২৯ শ্লোঃ) 'প্রত্যক্ষং আত্মধী ফলম্' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরেও 'তত্রাম্নায়াভি-ধানস্য' (২৭১ শ্লোঃ) ইত্যাদি শ্লোকে ইহার খণ্ডন করা হইবে। জ্ঞানীর প্রত্যক্ষানুভূতি এবং শ্রুতিপ্রমাণের বলে জানা যায় যে, সকল অনর্থের নিবৃত্তি ও নিরতিশয় আনন্দের অভিব্যক্তিই আত্মজ্ঞানের ফল, সুতরাং আত্মজ্ঞান কর্মবিধির অঙ্গ হইতে পারে না,—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥১৯৯॥

নন্বু নির্ধুতশোকাদি ফলং যচ্ছ্রূয়তে শ্রুতৌ।
আত্মস্তুতিরসৌ তস্মাৎ ত্বন্মনোরথকল্পিতম্॥২০০॥

অন্বয়।—নন্বু, শ্রুতৌ নির্ধুতশোকাদি যৎ ফলং শ্রূয়তে অসৌ আত্ম-স্তুতিঃ তস্মাৎ (বিদ্বৎপ্রত্যক্ষমপি প্রমাণং) ত্বন্মনোরথকল্পিতম্ ॥২০০॥

বঙ্গানুবাদ।—শ্রুতিতে শোকনাশ প্রভৃতি (আত্মজ্ঞানের) যে ফল শুনা যায় তাহা আত্মার স্তুতি; অতএব (বিদ্বৎ প্রত্যক্ষকে যে প্রমাণ বলিয়াছ তাহাও) তোমার মনঃ-কল্পিত ॥২০০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্যের দ্বারা, অনর্থনিবৃত্তি বা শোকনিবৃত্তিই আত্মজ্ঞানের ফল,—এই সিদ্ধান্ত করা হইলে, পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছে যে, ঐ সকল বাক্য কর্মেতে অধিকৃত আত্মার স্তুতিমাত্র। অর্থাৎ কর্মে অধিকারী আত্মার এইরূপ মাহাত্ম্য যে, তাহাকে জানিলে সকল শোক বিনষ্ট হয়—এইরূপে আত্মার স্তুতি করিয়া ঐ সকল বাক্য কর্মেরই প্রবর্ত্তক, অতএব আত্মজ্ঞানের ফলবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, স্তাবক বাক্য অর্থবাদমাত্র; তাহার স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। আর যে বলিরাছ যে, বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রত্যক্ষানুভূতিও আত্মজ্ঞানের তাদৃশ ফলবিষয়ে প্রমাণ, তাহাও তোমার কল্পনা মাত্র, আমাদের সম্মত নহে ॥২০০॥

অত্রোচ্যতে হ্যভিপ্রেতং গম্যমাণং প্রমাণতঃ ॥
ফলং তৎসংপরিত্যজ্য কস্মাল্লক্ষণয়াস্তুতিম্।
অশ্রুতামনভিপ্রেতাং কল্পয়স্যাবুধো যথা ॥২০১॥২০২॥

অন্বয়।—অত্র উচ্যতে, অভিপ্রেতং হি প্রমাণতঃ গম্যমাণং তৎ ফলং সংপরিত্যজ্য কস্মাৎ লক্ষণয়া অশ্রুতাম্ অনভিপ্রেতাং স্তুতিং কল্পয়সি, যথা অবুধঃ (কল্পয়তি) ॥২০১॥২০২॥

বঙ্গানুবাদ।—এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, অভিপ্রেত এবং প্রমাণগম্য 'ফল'কে ত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় লক্ষণার সাহায্যে অশ্রুত, অনভিপ্রেত 'স্তুতি'কে কেন কল্পনা করিতেছ? ॥২০১॥২০২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'তরতি শোকমাত্মবিৎ' এই বাক্যের অর্থ আত্মজ্ঞের শোকনাশকে পূর্ব্বপক্ষী 'ফল' বলিয়া

স্বীকার না করিয়া, 'স্তুতি' বলিতে চাহিতেছে। তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, শোকনাশকে যে ফল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছ না তাহার কারণ কি? তাহারই ফলত্ব অস্বীকার করা যায়, যাহা অনভিপ্রেত অর্থাৎ কাহারও অভীপ্সিত নহে; অথবা যাহা প্রমাণগম্য নহে। শোক-নাশ সকলেরই অভিপ্রেত; সকলেই চায়—'আমার যেন দুঃখ না হয়।' অপিচ, শোকনাশ প্রমাণগম্যও বটে। শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টতঃই শোকনাশ আত্মজ্ঞানের ফল বলিয়া জানা যায়; এবং বিদ্বৎপ্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের দ্বারাও উহা সিদ্ধ। অতএব এই অভিপ্রেত, প্রমাণগম্য যথাশ্রুত অর্থকে (ফলত্বকে) ত্যাগ করিয়া অশ্রুত, লাক্ষণিক, প্রমাণা-সিদ্ধ অনভীষ্ট 'স্তুতি' অর্থ কল্পনা করা অজ্ঞতার পরি-চায়ক ॥২০১॥২০২॥

ন চাস্ত্যেকবিষয়ত্বং প্রত্যক্ষবচসোর্যতঃ।
শ্রুত্যৈব পরিহারোক্তেঃ স্বপ্নাদিস্থানসংচরাৎ ॥২০৩॥

অন্বয়।—যতঃ প্রত্যক্ষবচসোঃ একবিষয়ত্বং ন চ অস্তি (অতঃ ন বিরোধঃ)। বহুশঃ অসঙ্গবচসা নিঃসঙ্গত্বং ব্রুবাণয়া শ্রুত্যা এব স্বপ্নাদি-স্থানসংচরাৎ পরিহারোক্তেঃ ॥২০৩॥২০৪ শ্লোঃ প্রথমার্দ্ধ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অপিচ, লৌকিক প্রত্যক্ষের এবং শ্রুতি বাক্যের একবিষয়ত্ব নাই। যেহেতু শ্রুতিকর্ত্তৃকই স্বপ্নাদিস্থান-সঞ্চারের দ্বারা ঐ বিরোধের পরিহার উক্ত হইয়াছে ॥২০৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শোকনাশ বা দুঃখনিবৃত্তি আত্ম-

জ্ঞানের ফল, এই সিদ্ধান্তের উপর আশঙ্কা হইতে পারে যে, আমাদের প্রত্যক্ষানুভবের দ্বারা আত্মাকে ত (দুঃখ কালে) দুঃখী বলিয়াই জ্ঞান থাকে, তবে আত্মজ্ঞানের ফল দুঃখনাশ কি করিয়া হইতে পারে ? শ্রুতিবাক্যের ঐরূপ অর্থ মানিলে, আমাদের প্রত্যক্ষের সহিত শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হইয়া পড়ে। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, আমাদের প্রত্যক্ষের ও ও শ্রুতিবচনের বিষয় (উদ্দেশ্যীভূত বস্তু) এক নহে, ভিন্ন। সুতরাং ভিন্নবিষয়ে বিরুদ্ধকথন দোষাবহ নহে। উপাধি-বিশিষ্ট আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় ; আর শ্রুতি-বচনের বিষয় আত্মার স্বরূপ। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়হেতু উভয়েরই ব্যবস্থা হইল বলিয়া প্রত্যক্ষ ও শ্রুতির বিরোধ নাই। কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মা অহংজ্ঞানের বিষয় হইলেও, শ্রুতির বিষয় যে ভিন্ন তাহা অভিহিত করিয়া শ্রুতি নিজেই বিরোধ পরিহার বরিয়াছেন। জাগ্রৎ স্বপ্নাদি স্থানত্রয়ে সঞ্চরণকালে আত্মা তদভিমানী হইয়া নিজেকে নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করিলেও একস্থানকে (জাগ্রৎস্বপ্নাদি) ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে (স্বপ্ন সুসুপ্তি প্রভৃতিতে) গমনকারী আত্মা ঐ সকল সুখদুঃখাদি ধর্ম্মের দ্বারা অনন্বিতভাবে গমন করে বলিয়া, আত্মা অসঙ্গ শুদ্ধ সাক্ষীস্বরূপ, ইহাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে ॥২০৩॥

বহুশোঽসঙ্গবচসা নিঃসঙ্গত্বং ব্রুবাণয়া।
মনোরাজ্যসমং মন্যে সর্বমেতত্ত্বয়োদিতম্ ॥২০৪॥

অন্বয়। ত্বয়া উদিতম্ এতৎ সর্বং মনোরাজ্যসমং মন্যে ॥২০৪ শ্লোঃ উত্তরার্দ্ধ ॥

বঙ্গানুবাদ।—বহুবার নিঃসঙ্গত্ব উপদেশক অসঙ্গবাক্যের দ্বারা। তোমার কথিত এই সকলকে মনোরাজ্য তুল্য মনে করি। ॥২০৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—প্রথম শ্লোকার্দ্ধ পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বিত। কোন্ শ্রুতিকর্ত্তৃক বিরোধের পরিহার উক্ত হইয়াছে তাহাই বলা হইতেছে—আত্মার নিঃসঙ্গতা ঘোষণাকারী "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি অসঙ্গবাক্যের দ্বারা বৃহদারণ্যকের জ্যোতিঃব্রাহ্মণে বহুবার কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে, পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতেছে, তোমার এই সকল সিদ্ধান্তকে আমি মনোরথকল্পিত বলিয়া মনে করি। আত্মা চিদানন্দব্রহ্মস্বরূপ, কর্ত্তৃত্বাদি তাহাতে আরোপিত, কর্ত্তৃত্বাদি শোকের নিবৃত্তি আত্মজ্ঞানের ফল ইত্যাদি বেদান্ত সিদ্ধান্তকেই পূর্ব্বপক্ষী মনঃকল্পিত বলিয়া আপত্তি করিতেছে ॥২০৪॥

ন প্রত্যেমি যতঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং জ্ঞানতঃ ফলম্।
শ্রুতাদপি ন চেদ্বাক্যাজ্জায়েত ফলবন্মতিঃ।
আশঙ্ক্যেত তদৈবৈতত্ত্বদেতদ্ভবতোদিতম্ ॥২০৫॥

অন্বয়।—যতঃ, জ্ঞানতঃ ফলং প্রত্যক্ষং সাক্ষাৎ ন প্রত্যেমি ;···চেৎ শ্রুতাৎ অপি বাক্যাৎ ফলবন্মতিঃ ন জায়েত, তদা এব যৎ এতৎ ভবতা উদিতং এতৎ আশঙ্ক্যেত ॥২০৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, জ্ঞানের ফল যে প্রত্যক্ষ (বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ) তাহা সাক্ষাৎ অনুভব করি না।...শ্রুতিবাক্য

হইতেও যদি সফলজ্ঞান না জন্মিত, তাহা হইলেই, যেরূপ তোমাদ্বারা কথিত হইল এইরূপ আশঙ্কা করা যাইত ॥২০৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার ফল যে দুঃখনিবৃত্তি, বিদ্বৎপ্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছে যে জ্ঞানের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহা তো আমরা উপলব্ধি করিতেছি না। অর্থাৎ, বিদ্যাফল দুঃখনিবৃত্তি যে বিদ্বৎ-প্রত্যক্ষের বিষয় বলিতেছ, তাহা আমাদের অনুপলব্ধি প্রমাণের দ্বারা বাধিত হইতেছে। তাহার উত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে—'বিদ্যার ফল প্রত্যক্ষ' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত মনোরথমাত্র, এরূপ মনে করিও না। কারণ, যদি অধিকারী ব্যক্তির শ্রুতিবাক্যার্থবিচার হইতেও সফল জ্ঞান উৎপন্ন না হইত, তবে তোমার ঐ আপত্তি হইতে পারিত। কিন্তু অধিকারী ব্যক্তির ঐরূপ জ্ঞান এবং তাহার ফল অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং, তোমার আমার অনুপলব্ধির দ্বারা ঐ বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ বাধিত হইতে পারে না ॥২০৫॥

নিত্যমুক্তত্ববিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যতঃ।
বাক্যার্থস্যাপি বিজ্ঞানং পদার্থস্মৃতিপূর্ব্বকম্ ॥২০৬॥

অন্বয়।—নিত্যমুক্তত্ববিজ্ঞানং বাক্যাৎ ভবতি, অন্যতঃ ন (ভবতি); বাক্যার্থস্য বিজ্ঞানম্ অপি পদার্থস্মৃতিপূর্ব্বকম্ (ভবতি) ॥২০৬॥

বঙ্গানুবাদ।—নিত্যমুক্তত্বের বিজ্ঞান শ্রুতিবাক্য হইতেই হইয়া থাকে, অন্য কোনও উপায় হইতে নহে। বাক্যার্থের বিজ্ঞানও পদসকলের অর্থ স্মৃতিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে ॥২০৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মজ্ঞান, আত্মার নিত্যমুক্তত্বাদির জ্ঞান শ্রুতিবাক্য হইতেই (অধিকারীর) উৎপন্ন হয়,ইহা অভিহিত করিয়া, আত্মস্বরূপজ্ঞান যে অন্য প্রমাণ হইতে সম্ভব নহে,তাহাই বলিতেছেন—'নান্যতঃ'। তবে এই বাক্যার্থ-জ্ঞানও সকলের হইতে পারে না ; কারণ, আত্মতত্ত্বের বোধক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের বোধও পদার্থস্মৃতির, অর্থাৎ তৎ, ত্বং প্রভৃতি পদের অর্থশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। পদার্থ শুদ্ধি যাহার নাই, তাহার বাক্য শ্রবণ হইতেও জ্ঞান জন্মে না ॥২০৬॥

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থঃ স্মর্য্যতে ধ্রুবম্।
এবং নির্দুঃখমাত্মানমক্রিয়ং প্রতিপদ্যতে ॥২০৭॥

অন্বয়।—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধ্রুবং পদার্থঃ স্মর্য্যতে, এবম্ আত্মানং নির্দুঃখম্ অক্রিয়ং প্রতিপদ্যতে ॥২০৭॥

বঙ্গানুবাদ।—অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পদার্থস্মৃতি হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মাকে দুঃখরহিত ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিতে পারে ॥২০৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যেখানে যেখানে 'গো' পদের প্রয়োগ হয়, 'সেখানেই গরুকে (গোত্ববিশিষ্ট পিণ্ডকে) বুঝাইয়া থাকে, ইহার নাম অন্বয়। যেখানে গরু-রূপ অর্থকে বুঝান হয় না, সেখানে 'গো' এই পদের প্রয়োগ হয় না, ইহার নাম ব্যতিরেক। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেকের সাহায্যেই লোকে পদের অর্থজ্ঞান বা অর্থস্মৃতি হইয়া থাকে। বেদেও সেইরূপ প্রয়োগের অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারাই পদের অর্থস্মৃতি

হইয়া থাকে। 'তত্ত্বমসি', 'সদেবেদম্' ইত্যাদি মহাবাক্য-স্থলেও ঐরূপেই পদার্থস্মৃতি বা পদার্থশুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং, সকলের পদার্থশুদ্ধি হয় না বলিয়াই, সকলেরই বাক্যার্থবোধও হইতে পারে না। অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা যাহার পদার্থশুদ্ধি হয়, তাহারই বাক্যপ্রমাণের দ্বারা দুঃখ-রহিত, ক্রিয়ারহিত আত্মস্বরূপের বোধ হইয়া থাকে ॥২০৭॥

সদেবেত্যাদি বাক্যেভ্যঃ প্রমা স্ফুটতরা ভবেৎ।
দশমস্ত্বমসীত্যস্মাত্তথৈবং প্রত্যগাত্মনি ॥২০৮॥

অন্বয়।—যথা 'দশমঃ ত্বম্ অসি' ইত্যস্মাৎ, এবং 'সৎ এব' ইত্যাদি বাক্যেভ্যঃ প্রত্যগাত্মনি স্ফুটতরা প্রমা ভবেৎ ॥২০৮॥

বঙ্গানুবাদ।—যেমন 'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্য হইতে (বস্তুতে প্রমা উৎপন্ন হয়) সেইরূপ 'সদেব' ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রত্যগাত্মাতে নিশ্চিত প্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২০৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী যদি আশঙ্কা করে যে 'সদেব' ইত্যাদি বাক্য বস্তুমাত্রে (শুদ্ধ আত্মবস্তুতে) প্রমাণ হইতে পারে না, যেহেতু কোন বাক্যই বস্তুমাত্রে প্রমা জন্মাইতে পারে না, তাহারই খণ্ডনে বলা হইতেছে যে—'...প্রত্যগাত্মাতে নিশ্চিত প্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে'।পূর্ব্বপক্ষীর হেতুর * ব্যভিচার (ভ্রান্তত্ব) দেখান হইতেছে—'যেমন

* অনুমিতিতে যাহা উদ্দেশ্য তাহাকে 'পক্ষ' বলে; অনুমিতিতে যাহা বিধেয় তাহাকে 'সাধ্য', এবং অনুমিতির জনক যে চিহ্ন বা লিঙ্গ তাহাকে 'হেতু' বলা হয়। এই হেতু সৎহেতু হইলে সাধ্যের ব্যাপ্য হইবে। ব্যাপ্য না হইলে, অর্থাৎ সাধ্য বিনা কোথাও অবস্থান করিলে তাহাই হেতুর ব্যাভিচারদোষ। যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পাষাণময়ত্বাৎ।

'দশমস্তমসি' এই বাক্য হইতে (বস্তুমাত্রে প্রমা উৎপন্ন হয়)। ইহাদ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর যে যুক্তি—'যেহেতু কোন বাক্যই বস্তুমাত্রে প্রমা জন্মাইতে পারে না'—তাহা খণ্ডিত হইয়া গেল ॥২০৮॥

অমাত্বাশঙ্কাসম্ভাবান্মাস্তরৈশ্চাবিরোধতঃ।
বক্ষ্যত্যেতচ্চ যত্নেন লোকসিদ্ধোপপত্তিভিঃ ॥২০৯॥

অন্বয়।—অমাত্বাশঙ্কাসম্ভাবাৎ মাস্তরৈঃ অবিরোধতঃ চ (প্রমা ভবেৎ, ইতি পূর্ব্বশ্লোকেন সম্বন্ধঃ); এতৎ চ লোকসিদ্ধোপপত্তিভিঃ যত্নেন বক্ষ্যতি (ভাষ্যকারঃ) ॥২০৯॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু অপ্রমাত্বের আশঙ্কা নাই, এবং প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ নাই। ('সদেব' ইত্যাদি বাক্য হইতে অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয়) এই কথা (ভাষ্যকার) লোকপ্রসিদ্ধ যুক্তির দ্বারা যত্নের সহিত বলিবেন ॥২০৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সদেব ইত্যাদি বাক্য অপৌরুষেয় বেদবাক্য বলিয়া, তজ্জন্য বোধে দুষ্টসামগ্রীত্বহেতু অপ্রামাণ্য শঙ্কা করা যাইতে পারে না, ইহাই বলা হইতেছে—'যেহেতু অপ্রমাত্বের আশঙ্কা নাই।' আর, প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হেতু যে ইহার অপ্রামাণ্য হইবে, তাহাও নহে,—'প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ নাই'। যদিও প্রত্যক্ষের সহিত অদ্বৈতবোধক সদেব ইত্যাদি বাক্যের আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি উভয়ের বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া উহাদের বিরোধ হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ঐসব শ্রুতিবাক্যের

অর্থ বাধিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় ব্যবহারিক দ্বৈত। আর, ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের বিষয় পারমার্থিক অদ্বৈত। সুতরাং, বিষয় পৃথক্ বলিয়া উহাদের বিরোধ হইতে পারে না। অপিচ, ঐ বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে; যেহেতু মেয় (জ্ঞেয়বস্তু) অনুসারেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব নির্ণীত হয়; পরোক্ষ বস্তুতে জ্ঞান পরোক্ষ হয়, অপরোক্ষ বস্তুতে জ্ঞান অপরোক্ষ হয়। 'আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ' ইত্যাদি শ্রুতি আছে বলিয়া, বাক্য তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানই জন্মাইবে। এই সকল লোকসিদ্ধ যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত ভাষ্যকার ভাষ্যে পরে বলিবেন ॥২০৯॥

চতুষ্পান্মানিরাসেন সাক্ষাজ্‌জ্ঞানফলং ততঃ॥২১০॥

অন্বয়।—চতুষ্পান্মানিরাসেন ততঃ সাক্ষাৎ জ্ঞানফলম্ (বক্ষ্যতি) ॥২১০॥

বঙ্গানুবাদ।—চতুষ্পাদ প্রমা (হইতে অপরোক্ষজ্ঞান) নিরাসপূর্ব্বক, বাক্য হইতেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞান (ভাষ্যকার বলিবেন) ॥২১০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পরে ভাষ্যকার কীপ্রকারে বলিবেন তাহাই বলা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন শব্দ, যুক্তি, প্রসংখ্যান (আবৃত্তি) ও আত্মা এই চারিপাদবিশিষ্ট প্রমাণ-দ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান হয়, * কেবল শব্দ হইতে অপরোক্ষ-

* শব্দযুক্তিপ্রসংখ্যানৈরাত্মনা চ মুমুক্ষবঃ। পশ্যন্তি মুক্তমাত্মানং প্রমাণেন চতুষ্পদা ॥

জ্ঞান হয় না, তাহা খণ্ডন করিয়া ভাষ্যকার দেখাইবেন যে 'সদেব' ইত্যাদি বাক্য হইতেই অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে ॥২১০॥

নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রামাদ্যথা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষমাণোঽপি তান্নব ॥২১১॥

অন্বয়।—যথা, দশমঃ নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো তান্ নব বীক্ষমানোঽপি বিভ্রামাৎ দশমোঽস্মীতি ন বেত্তি ॥২১১॥

বঙ্গানুবাদ।—যেমন, দশম ব্যক্তি নবসংখ্যা গণনদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া স্বব্যতিরিক্ত নয়জনকে দেখিয়াও ভ্রমবশতঃ 'আমি দশম' ইহা ('তুমিই দশম' এই উপদেশবাক্য বিনা) বুঝিতে পারে না ॥২১১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের বিবরণ বলা হইতেছে। দশজন মনুষ্য নদী পার হইলে, নিজেদের সংখ্যা ঠিক আছে কিনা জানিবার জন্য, একজন গণনা করিয়া, পুনঃপুনঃ নিজেকে গণনা করিতে বিস্মৃত হইয়া, একজন জলমগ্ন হইয়াছে মনে করিয়া বিলাপ করিতে থাকে। নয়জনের গণনাতে চিত্ত অত্যন্ত ব্যাপৃত হওয়ায় ভ্রমবশতঃ নিজেই যে দশম, তাহা সে জানিতে পারে না। কিন্তু অপর কোনও ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে 'তুমিই দশম' এই উপদেশ করিলে, তখন সে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে যে 'আমিই দশম।' ঐ উপদেশ বিনা, সন্নিকৃষ্ট নিজেকেও অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক-বশতঃ জানিতে পারে না ॥২১১॥

অপবিদ্ধদ্বয়োঽপ্যেবং তত্ত্বমিত্যাদিনা বিনা।
বেত্তি নৈকলমাত্মানং প্রত্যঙ্মোহাপ্রবোধতঃ ॥২১২॥

অন্বয়।—এবম্ অপবিদ্ধদ্বয়োঽপি প্রত্যঙ্মোহাপ্রবোধতঃ তত্ত্বমিত্যাদিনা বিনা একলমাত্মানং ন বেত্তি ॥২১২॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইরূপ, দ্বৈতবাসনাবিদ্ধ ব্যক্তিও প্রত্যগাত্মবিষয়ক মোহরূপ অপ্রবোধহেতু 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি উপদেশ বিনা শুদ্ধ আত্মাকে জানিতে পারে না ॥২১২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তকে দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করা হইতেছে। যেরূপ ঐ দশমব্যক্তি অজ্ঞান-প্রতিবন্ধকবশতঃ নিজেকেও জানিতে পারে না, সেইরূপ দ্বৈতসংস্কারবিশিষ্ট জনও প্রত্যগাত্মবিষয়ে মোহ বা অজ্ঞান বশতঃ, শুদ্ধমুক্তরূপে আত্মাকে জানিতে পারে না। কিন্তু গুরুকর্ত্তৃক তত্ত্বমসি বাক্যের উপদেশ লাভ করিলে, তখন সে বিশেষরূপে আত্মাকে জানিতে পারে। সুতরাং, পূর্ব্বে আত্মার সামান্যতঃ জ্ঞান থাকিলেও, বিশেষরূপে (শুদ্ধরূপে) জ্ঞান না থাকায়, তদ্বোধক বেদবাক্যের অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্বরূপ প্রামাণ্যও সিদ্ধ হইল ॥২১২॥

বুভুৎসোচ্ছেদিনৈবাস্য সদসীত্যাদিনা দৃঢ়া।
প্রতীচি প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ প্রত্যগজ্ঞানবাধয়া ॥২১৩॥

অন্বয়।—বুভুৎসোচ্ছেদিনা সদসীত্যাদিনা এব অস্য প্রত্যগজ্ঞান-বাধয়া প্রতীচি দৃঢ়া প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥২১৩॥

বঙ্গানুবাদ।—জিজ্ঞাসার নিবর্ত্তক 'সদসি' ইত্যাদি

বাক্যের দ্বারাই তাহার প্রত্যগাত্মবিষয়ক অজ্ঞান বাধিত হইয়া প্রত্যগাত্মাতে দৃঢ়া প্রতিপত্তি (নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান) উৎপন্ন হইবে ॥২১৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাসার নিবর্ত্তন, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার নিরাকরণ বাক্যোপদেশের দ্বারাই হইতে পারে; কিন্তু আত্মা ত অপরোক্ষ বস্তু, তাহার বোধ শব্দজন্য হইবে কেন? তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে—জিজ্ঞাসার নিবর্ত্তক ইত্যাদি। জিজ্ঞাসার নিবারক বাক্যের দ্বারাই আত্মাতে অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অবাধিত, অসন্দিগ্ধ বোধ উৎপন্ন হইবে ॥২১৩॥

নিঃশেষকর্ম সংন্যাসো বাক্যার্থজ্ঞানজন্মনে।
তস্যাঽরাদুপকারিত্বাৎ সহায়ত্বায় কল্প্যতে ॥২১৪॥

অন্বয়।—নিঃশেষকর্মসংন্যাসো তস্যাঽরাদুপকারিত্বাৎ বাক্যার্থ-জ্ঞানজন্মনে সহায়ত্বায় কল্প্যতে ॥২১৪॥

বঙ্গানুবাদ।—সম্পূর্ণরূপে কর্মত্যাগ বাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি সহায়রূপে কল্পিত হয়, যেহেতু তাহার (কর্মত্যাগের, জ্ঞানের প্রতি) আরাদুপকারকত্ব আছে ॥২১৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বাক্য হইতেই যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম-সংন্যাসের প্রয়োজন কি? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, শব্দ বা শ্রবণ যে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন করে, সেই ফলোৎপত্তিতে কর্মত্যাগ শ্রবণের সহায় বা উপকারক। ফলোৎপত্তিতে সাক্ষাৎ উপকারককেই

'আরাদুপকারক' কহে। অতএব কর্মসংন্যাস অবশ্য করণীয় ॥২১৪॥

ত্যাগ এব হি সর্বেষাং মোক্ষসাধনমুত্তমম্।
ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্‌পরংপদম্ ॥২১৫॥

অন্বয়।—হি ত্যাগ এব সর্ব্বেষাম্ উত্তমং মোক্ষসাধনম্; হি (যৎ) তক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদং ত্যজতা এব তজ্জ্ঞেয়ম্ ॥২১৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, ত্যাগই সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (সন্নিকৃষ্ট, সাক্ষাৎ) মোক্ষের সাধন; কারণ, ত্যাগকর্ত্তার প্রত্যক্‌স্বরূপ যে পরম পদ, তাহা ত্যাগীর দ্বারাই জ্ঞেয় ॥২১৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্মত্যাগ বা কর্মসংন্যাস কেন সাক্ষাদুপকারক, তাহারই হেতু বলা হইতেছে—'যেহেতু ত্যাগই...উৎকৃষ্ট সাধন'। উৎকৃষ্ট বা উত্তম শব্দে এখানে'সন্নিকৃষ্ট' (সাক্ষাৎ)বুঝিতে হইবে। 'মোক্ষের সাধন'—এখানে মোক্ষশব্দে মোক্ষের হেতু জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে; কারণ কর্মত্যাগ মোক্ষের সন্নিকৃষ্ট সাধন নহে, জ্ঞানেরই সন্নিকৃষ্ট সাধন। মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন জ্ঞান। ত্যাগই কেন জ্ঞানের প্রতি সন্নিকৃষ্ট সাধন, কর্ম কেন নহে, তাহারই হেতু বলা হইতেছে 'কারণ, ত্যাগকর্ত্তার' ইত্যাদি। প্রত্যক্‌স্বরূপ, অর্থাৎ শুদ্ধ অকর্তৃস্বরূপ। কর্মানুষ্ঠাতাকর্তৃক তাহার আত্মা কর্ত্তা, ভোক্তা রূপেই অনুভূত হয়, শুদ্ধ অকর্ত্তা বলিয়া অনুভূত হয় না। ঐরূপ উপলব্ধি কর্মত্যাগীরই হইতে পারে ॥২১৫॥

শান্তো দান্ত ইতি তথা সর্বত্যাগপুরঃসরম্।
উপায়মাত্মবিজ্ঞানে শ্রুতিরেবাব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥২১৬॥

অন্বয়।—তথা শ্রুতিরেব স্বয়ং শান্তো দান্তঃ ইতি সর্বত্যাগপুরঃসরম্ আত্মবিজ্ঞানে উপায়ম্ অব্রবীৎ ॥২১৬॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই প্রকার, শ্রুতিই নিজে 'শান্ত দান্ত উপরত হইয়া...আত্মাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি বাক্যে সর্বত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের উপায় উপদেশ করিয়াছেন ॥২১৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্মত্যাগের জ্ঞানহেতুত্বে শ্রুতির সমর্থন দেখাইতেছেন—'সেই প্রকার' ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকেই আছে—"শান্ত, দান্ত, উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবে।" ঐ শ্রুতিবাক্যে উপরত শব্দের দ্বারা সর্ব্বকর্মত্যাগ বুঝাইয়া, আত্মাকে দর্শন করিবে—এই উক্তির দ্বারা শ্রুতি নিজেই কর্মত্যাগকে আত্মজ্ঞানের উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥২১৬॥

প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সংন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজ্ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সংন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্ ॥২১৭॥

অন্বয়।—যোগঃ প্রবৃত্তিলক্ষণঃ, জ্ঞানং সংন্যাসলক্ষণম্; তস্মাৎ ইহ বুদ্ধিমান্ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সংন্যসেৎ ॥২১৭॥

বঙ্গানুবাদ।—যোগ (কর্ম) ব্যাপাররূপ লক্ষণযুক্ত; জ্ঞান কর্মত্যাগরূপ লক্ষণযুক্ত। অথবা, কর্মের হেতু ব্যাপার, জ্ঞানের হেতু সংন্যাস। অতএব এই জগতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানের উদ্দেশ্যে সংন্যাস করিবে ॥২১৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'যুজ্যতে অনেন'—যুক্ত হয় ইহা-দ্বারা—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে যোগ শব্দের অর্থ

কর্ম। কর্মের লক্ষণ বা হেতু প্রবৃত্তি, অর্থাৎ রাগাদিপূর্ব্বক ব্যাপার। আর, জ্ঞানের লক্ষণ বা হেতু হইতেছে সংন্যাস, অর্থাৎ সর্ব্ব-কর্ম-ত্যাগ। অতএব জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সর্ব্বকর্মত্যাগই করিতে হইবে ॥২১৭॥

মুক্তেশ্চ বিভ্যতো দেবা মোহেনাপিদধুর্নরান্।
ততস্তে কর্মসূদ্যুক্তাঃ প্রাবর্তন্তাবিচক্ষণাঃ ॥২১৮॥

অন্বয়।—দেবাশ্চ মুক্তেঃ বিভ্যতঃ মোহেন নরান্ অপিদধুঃ, ততঃ তে অবিচক্ষণাঃ কর্মসু উদ্যুক্তাঃ প্রাবর্তন্ত ॥২১৮॥

বঙ্গানুবাদ।—দেবতাগণ (মনুষ্যের) মুক্তিতে ভয় পাইয়া মনুষ্যগণকে মোহের দ্বারা আবৃত করিয়াছিল ; সেইহেতু তাহারা বিবেকরহিত হহয়া কর্মে উদ্যোগী হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥২১৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—তবে, মুক্তির কারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে সকলেই কেন সংন্যাস করে না ? এই আশঙ্কার নিরাকরণে বলা হইতেছে—'দেবতাগণ মুক্তিতে ভয় পাইয়া' ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে যে, কর্মী সকাম মনুষ্যগণ দেবতাদের পশুতুল্য—'যথা পশুরেবং স দেবানাম্।' দেবতারা তাহাদিগকে পশুবৎ উপভোগ করে। মনুষ্যগণ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইলে, তাহাদের এই পশুত্ব দূর হয়, দেবতার উপভোগ্য থাকে না। দেবগণ চাহে না যে মানুষ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়। তাই মনুষ্যের মুক্তিতে ভয় পাইয়া, দেবগণ মানুষগণকে মোহের দ্বারা, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি ভ্রমের দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তাহারই

ফলে মনুষ্যগণ বিবেকরহিত হইয়া উৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব, পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস অনায়াস-লভ্য নহে বলিয়াই সকলে অবলম্বন করিতে পারে না ॥২১৮॥

অতঃ সংন্যস্য কর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মাববোধতঃ।
হত্বাবিদ্যাং ধিয়ৈবেয়াৎতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২১৯॥

ইতি ভাল্লবিশাখায়াং শ্রুতিবাক্যমধীয়তে।
সর্ব্বকর্ম্মনিরাসেন তস্মাদাত্মধিয়ো জনিঃ ॥২২০॥

অন্বয়।—অতঃ সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য আত্মাববোধতঃ ধিয়া এব অবিদ্যাং হত্বা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইয়াৎ; ইতি শ্রুতিবাক্যং ভাল্লবিশাখায়াং অধীয়তে, তস্মাৎ সর্বকর্মনিরাসেন আত্মধিয়ঃ জনিঃ ॥ ॥২১৯॥২২০॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, সর্বকর্ম সংন্যাস করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদকে লাভ করিবে; এই শ্রুতিবাক্য ভাল্লবি শাখাতে পঠিত আছে। অতএব সর্বকর্মত্যাগদ্বারাই আত্ম-জ্ঞানের জন্ম হয় ॥২১৯॥২২০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যেহেতু, মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেবতার মায়াজনিত, মোহজনিত, অতএব মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি অবিবেকজনিত সকল কর্ম ত্যাগ (সংন্যাস) করিয়া অবস্থান করিবে, এবং তদনন্তর শ্রবণাদিপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ

করিয়া, সেই জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকে বিনষ্ট কয়িয়া সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করিবে।

যদি আশঙ্কা করা যায় এই কর্মসংন্যাসের কথা শ্রুতিতে কোথায় আছে, তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, এই শ্রুতিবাক্য বেদের ভাল্লবিশাখাতে পঠিত আছে। অতএব শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বলিয়া সর্বকর্মসংন্যাসই আত্মজ্ঞানের হেতু ॥২১৯॥২২০॥

সত্যানৃতে ইতি তথা সর্বসংন্যাসপূর্বকম্।
আত্মনোঽন্বেষণং সাক্ষাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥২২১॥

অন্বয়।—তথা আপস্তম্বঃ মুনিঃ সত্যানৃতে ইতি সর্বসংন্যাসপূর্বকম্ আত্মনঃ অন্বেষণং সাক্ষাৎ অব্রবীৎ ॥২২১॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইপ্রকার মুনি আপস্তম্ব 'সত্যমিথ্যা' ইত্যাদি বাক্যে, সর্বসংন্যাসপূর্বক আত্মার জ্ঞান (এই কথা) সাক্ষাৎভাবে বলিয়াছেন ॥২২১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সর্বকর্মসংন্যাসই যে জ্ঞানের উপায় তাহাতে স্মৃতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—"সেই প্রকার আপস্তম্ব মুনি—" ইত্যাদি। আপস্তম্বস্মৃতির বাক্যটি এইরূপ—'সত্যানৃতে সুখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুং চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ।' সত্যমিথ্যা, সুখদুঃখ, বেদসকল (বেদোক্তকর্মকাণ্ড), ইহলোক এবং পরলোক পরিত্যাগ করিয়া, আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিবে। এখানে সংন্যাসের

জ্ঞানহেতুত্ব অর্থাপত্তিদ্বারা * কল্পিত হয় নাই, সাক্ষাৎভাবেই কথিত হইয়াছে ; তাই শ্লোকে 'সাক্ষাৎভাবে' এই পদটি প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥২২১॥

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২২২॥

অন্বয়।—দুশ্চরিতাৎ অবিরতো ন, অশান্তো ন, অসমাহিতো ন, অশান্তমানসো বাঽপি ন প্রজ্ঞানেন এনং আপ্নুয়াৎ ॥২২২॥

বঙ্গানুবাদ।—পাপকর্ম হইতে অবিরত জন (নহে) অশান্ত জন (নহে), অসমাহিত জন (নহে) অথবা অব্যাবৃত্ত-চিত্তবৃত্তি জনও ইহাকে (আত্মাকে) প্রজ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে পারে না ॥২২২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কেবল কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ নহে,

* অদ্বৈতবেদান্তে ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়। (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) আগম (৫) অর্থাপত্তি (৬) অনুপলব্ধি। তন্মধ্যে—অর্থাপত্তিপ্রমার করণ যে অনুপপত্তিজ্ঞান তাহাই অর্থাপত্তি প্রমাণ। অর্থাপত্তি=অর্থের কল্পনা। অর্থাপত্তিপ্রমাণ—অর্থের কল্পনা হয়, যে প্রমাণ হইতে। যথা—দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্ব রাত্রি-ভোজন বিনা অনুপপন্ন (অসম্ভব)—এই অনুপপত্তিজ্ঞান হইতে তাদৃশ দেবদত্তের রাত্রিভোজনরূপ অর্থ কল্পিত হয়। অথবা, 'তরতিশোকমাত্মবিৎ' এই শ্রুতিবাক্যে, শোকাদির অজ্ঞানকৃতত্ব-ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞানের দ্বারা শোকাদিবন্ধনের তরণ অনুপপন্ন, এই জ্ঞান হইতে বন্ধনের অজ্ঞানকৃতত্ব কল্পিত হয়। প্রথম দৃষ্টান্তে দৃষ্টার্থাপত্তি ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে শ্রুতার্থাপত্তি ॥

নিত্যাদি কর্ম্মেরও ত্যাগ যে জ্ঞানের হেতু, তাহাই অন্য শ্রুতির দ্বারা দেখান হইতেছে—"পাপকর্ম হইতে অবিরত জন—" ইত্যাদি। পাপকর্ম হইতে অবিরত, অর্থাৎ নিষিদ্ধকর্ম অনুষ্ঠানকারী জন, জ্ঞানের হেতু শ্রবণাদিতে অধিকারী হয় না। অশান্ত, অর্থাৎ যে কাম্যকর্মত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হয় নাই, সেও শ্রবণাদিতে অধিকারী নহে। অসমাহিত, অর্থাৎ নিত্যাদি কর্ম ত্যাগ করিয়া যে সমাহিত হয় নাই সেও, এবং অশান্ত-মানস, অর্থাৎ যাহার চিত্তবৃত্তি বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইহারা কেহই আত্মৈকত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং, জ্ঞানের উদ্দেশ্যে নিত্যকর্ম্মেরও ত্যাগ বিহিত ॥২২২॥

বেদানুবচনাদীনাং বিনিয়োগোক্তিযত্নতঃ।
ভিন্নাধিকারিতালিঙ্গং কর্মবিজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ ॥২২৩॥

অন্বয়।—বেদানুবচনাদীনাং বিনিয়োগোক্তিযত্নতঃ কর্মবিজ্ঞান-কাণ্ডয়োঃ ভিন্নাধিকারিতালিঙ্গম্ ॥২২৩॥

বঙ্গানুবাদ।—বেদপাঠ প্রভৃতি কর্মের (জ্ঞানেতে) বিনিয়োগকথন কর্মকাণ্ডের এবং জ্ঞানকাণ্ডের ভিন্নাধিকারিতার সূচক ॥২২৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে, কর্মাধিকারী ব্যক্তিই জ্ঞানাধিকারী হউক, কর্মত্যাগী নহে, তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, বেদানুবচন প্রভৃতি কর্মের জ্ঞানে বিনিয়োগশ্রুতি ভিন্ন অধিকারীরই সূচনা করে।

অর্থাৎ—'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন'... ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বেদপাঠ, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের জ্ঞানেতে বিনিয়োগ, অর্থাৎ জ্ঞানসাধনত্বই বলা হইয়াছে। এই উক্তি হইতে ইহাই সূচিত হয় যে, কর্ম ও জ্ঞানের অধিকারী বিভিন্ন। কারণ, কর্মাধিকারীই জ্ঞানাধিকারী হইলে, কর্ম ও জ্ঞান স্বতন্ত্র সাধন বলিয়া পরিগণিত হইত, কর্ম জ্ঞানের সাধন বলিয়া কথিত হইত না, কর্মের জ্ঞানে বিনিয়োগ হইত না ॥২২৩॥

জ্ঞানোৎপত্ত্যাদিকাল্লিঙ্গাত্তদ্ধেতুমাত্রকম্।
গম্যতে ন বিশেষোঽতঃ কর্মৈবেতি ন গম্যতে ॥২২৪॥

অন্বয়।—যতঃ জ্ঞানোৎপত্ত্যাদিকাৎ লিঙ্গাৎ তদ্ধেতুমাত্রকং গম্যতে অতঃ ন বিশেষঃ, কর্মৈব ইতি ন গম্যতে ॥২২৪॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানোৎপত্তিপ্রভৃতি লিঙ্গ হইতে তাহা (কর্ম) একটি হেতু, এইমাত্র জানা যায়, ইহা হইতে বিশেষ কিছুই নহে; কর্মই একমাত্র হেতু—এইরূপ জানা যায় না ॥২২৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে, কর্ম যদি জ্ঞানের হেতু হয়, তবে কর্মত্যাগ কি করিয়া জ্ঞানের হেতু হইতে পারে? একই পদার্থের (কর্মের) ভাব ও অভাব একই ফলের (জ্ঞানের) হেতু হইতে পারে না!—তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে "জ্ঞানোৎপত্তি" ইত্যাদি। লিঙ্গ পদে এখানে শ্রৌত লিঙ্গ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুকে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে কোথাও কর্মকে জ্ঞানোৎপত্তির

হেতু বলা হইয়াছে, কোথাও বা বিবিদিষার হেতু বলা হইয়াছে, আবার কোথাও সংস্কার বলিয়া বলা হইয়াছে। এই সকল জ্ঞানোৎপত্তি, বিবিদিষা, সংস্কার প্রভৃতি লিঙ্গদৃষ্টে, কর্ম জ্ঞানের প্রতি হেতু ইহাইমাত্র জানা যায়; কিন্তু উহাই জ্ঞানের প্রতি একমাত্র হেতু, এইরূপ বিশেষ জানা যায় না। সুতরাং, শ্রুতিবাক্যের বলে কর্মত্যাগও জ্ঞানের প্রতি হেতু হইতে পারে। বস্তুতঃ, সিদ্ধান্ত এই যে কর্ম চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানের হেতু; আর কর্মত্যাগ বা সংন্যাস (শ্রবণাদির সহকারিরূপে) সাক্ষাৎ জ্ঞানের হেতু; এইরূপে উভয়েই জ্ঞানের হেতু হইতে পারে ॥২২৪॥

মুণ্ডোঽপরিগ্রহোঽসঙ্গো বহিরন্তঃ শুচিঃ সদা।
ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি পরিব্রাড়িতি চ শ্রুতিঃ ॥২২৫॥

অন্বয়।—মুণ্ডঃ অপ্ররিগ্রহঃ অসঙ্গঃ সদা বহিরন্তঃ শুচিঃ ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি, পরিব্রাট্ ইতি চ শ্রুতিঃ ॥২২৫॥

বঙ্গানুবাদ।—মুণ্ডিতমস্তক, পরিগ্রহরহিত, অসঙ্গ, সর্ব্বদা ভিতরে বাহিরে শুদ্ধ জন ব্রহ্মভাবের যোগ্য হয়; এবং পরিব্রাজক (হইবে) এইরূপও শ্রুতি আছে ॥২২৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্মত্যাগের জ্ঞানহেতুত্বে শ্রুতি দেখান হইতেছে—'মুণ্ডিতমস্তক' ইত্যাদি। ব্রহ্মভাবের যোগ্য হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়। 'অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণ-বাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ. শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি'—এই জাবালশ্রুতিটিই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

'অথ পরিব্রাট্' এই শ্রুতিতে সংন্যাসের বিধি রহিয়াছে, এবং অপর অংশে সংন্যাসীর ধর্ম্মের বিধি রহিয়াছে ॥২২৫॥

ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানি স্মৃতিভিঃ সহ কোটিশঃ।
জ্ঞানায় বিদধত্যুচ্চৈঃ সংন্যাসং সর্বকর্মণাম্ ॥২২৬॥

অন্বয়।—ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানি কোটিশঃ স্মৃতিভিঃ সহ জ্ঞানায় সর্বকর্মণাং সংন্যাসং উচ্চৈঃ বিদধতি ॥২২৬॥

বঙ্গানুবাদ।—এই সকল শ্রুতিবাক্য, কোটি কোটি স্মৃতিবাক্যের সহিত জ্ঞানের উদ্দেশ্যে সর্বকর্মের সংন্যাস উচ্চৈঃস্বরে (স্পষ্টরূপে) বিধান করিতেছে ॥২২৬॥

যচ্চাভাণি বিনা কার্য্যং নাধিকারো নিরূপ্যতে।
দোষোঽয়মপি নৈবস্যাজ্ জ্ঞানোপায়ে যথোদিতে ॥২২৭॥

অন্বয়। যচ্চ অভাণি কার্য্যং বিনা অধিকারঃ ন নিরূপ্যতে অয়মপি দোষঃ যথোদিতে জ্ঞানোপায়ে নৈব স্যাৎ ॥২২৭॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যে বলিয়াছ কার্য্য বিনা অধিকারের নিরূপণ হয় না, যথাকথিত জ্ঞানের উপায়ে এই দোষও হয় না ॥২২৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—মোক্ষের সাধন জ্ঞানলাভেচ্ছু মুমুক্ষুর জন্য সংন্যাসই বিহিত, এই কথা বলিয়া কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের সাধন, অধিকারী প্রভৃতির ভেদ বলা হইয়াছে। এখন তাহারই উপর পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কার (২০ শ্লোকোক্ত) অনুবাদপূর্ব্বক বলা হইতেছে—'আর যে বলিয়াছ' ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষীর পূর্ব্বে উক্ত (২০ শ্লোকে) আশঙ্কা এই

যে, কার্য্য না থাকিলে, কোনও অনুষ্ঠেয় বিষয়ের বিধি না থাকিলে, অধিকারের কথা ওঠে না, অধিকারীর নিরূপণ হইতে পারে না। 'ইহা কর্ত্তব্য' বলিলেই, কাহার কর্ত্তব্য, অধিকারী কে, এই প্রশ্ন আসে। সুতরাং, জ্ঞানকাণ্ডেও যখন (কর্মত্যাগী সংন্যাসীর) অধিকার নিরূপিত হইয়াছে, তখন উহাতে কার্য্য বা অনুষ্ঠানবিধিও নিশ্চয়ই আছে। এই আশঙ্কার নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, জ্ঞানের উপায়ে কার্য্য না থাকিলে অধিকারী নিরূপণ হইতে পারে না, এইরূপ দোষ হইতেই পারে না; যেহেতু জ্ঞানের উপায়ে, শ্রবণাদিতে 'শ্রোতব্যঃ' এইরূপ কার্য্যবিধিও আছে, সুতরাং অধিকার নিরূপণও সম্ভব হইয়াছে। যে অংশে কার্য্য আছে, সেই অংশেই অধিকার নিরূপিত হইয়াছে ॥২২৭॥

বিধিমার্গেঽধিকারস্য পরীক্ষা বর্ত্ততে যতঃ।
ফলভূতে তু বিজ্ঞানে নাধিকারো নিরূপ্যতে ॥২২৮॥

অন্বয়।—যতঃ বিধিমার্গে অধিকারস্য পরীক্ষা বর্ত্ততে; ফলভূতে বিজ্ঞানে তু অধিকারঃ ন নিরূপ্যতে ॥২২৮॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, বিধিমার্গে অধিকারের বিচার আছে; কিন্তু, ফলস্বরূপ বিজ্ঞানে অধিকারের নিরূপণ করা হয় না ॥২২৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বিধিমার্গে অর্থাৎ বিধির বিষয়েই অধিকারবিচার শাস্ত্রে দেখা যায়। যেহেতু, বিধির বিষয় অদৃষ্টের দ্বারা ফল জন্মাইয়া থাকে। যেমন, ফলকামনা

থাকিলেও, শূদ্র অগ্নিহোত্রাদি বিধিবিষয়ে অনধিকারী। কিন্তু ফলস্বরূপ যে জ্ঞান,তাহাতে কোনও অধিকার বিচার নাই; কেননা, জ্ঞান বিধির বিষয় নহে, এবং উহা দৃষ্টফলক। জ্ঞানের দ্বারা যে অজ্ঞান নাশ হয়, উহা দৃষ্টফল; উহাতে অদৃষ্টের কোনও ব্যাপার নাই। জ্ঞান বিধির বিষয় নহে কেন?—তাই বলা হইয়াছে 'ফলস্বরূপ বিজ্ঞানে'। স্বর্গাদি ফল যেরূপ বিধেয় হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ ফলস্বরূপ বলিয়া বিধির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং, জ্ঞানে কোনও অধিকারের বিচারও নাই ॥২২৮॥

অধিকারবিচারো হি নৃতন্ত্রে বস্তুনীষ্যতে।
বস্তুতন্ত্রে ন যুক্তোঽসৌ স্বয়ং চৈব পুমর্থতঃ ॥২২৯॥

অন্বয়।—নৃতন্ত্রে হি বস্তুনি অধিকারবিচারঃ ইষ্যতে, বস্তুতন্ত্রে অসৌ ন যুক্তঃ স্বয়ং পুমর্থতঃ এব চ ॥২২৯॥

বঙ্গানুবাদ।—পুরুষতন্ত্র বস্তুতেই অধিকারবিচার স্বীকার করা হয়, বস্তুতন্ত্রে উহা সঙ্গত নহে; এবং (আত্মজ্ঞান) স্বয়ং পুরুষার্থ বলিয়াও (তাহার ফলত্ব ও অবিধেয়ত্ব সিদ্ধ হয়) ॥২২৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যাহা নৃতন্ত্র, অর্থাৎ পুরুষের কৃতির অধীন, তাহাতেই বিধি হইতে পারে এবং তাহাতেই অধিকার-বিচার স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা পুরুষের চেষ্টার অধীন নহে, যাহা বস্তুর অধীন, বস্তু অনুসারেই যাহা হইয়া থাকে (যেমন আত্মজ্ঞান), তাহাতে অধিকারবিচার যুক্তিযুক্ত নহে। অপিচ, আত্মজ্ঞান অবিদ্যাধ্বংস করিয়া

আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া, ফলতঃ আত্মস্বরূপই বটে ; সুতরাং, আত্মজ্ঞান স্বতঃ পুরুষার্থস্বরূপ বলিয়া তাহার ফলত্ব ও অবিধেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাহাতে অধিকারবিচারও স্বীকার করা হয় না ॥২২৯॥

অনাত্মনি প্রমেয়েঽর্থে যা ফলত্বেন সংমতা।
প্রমেয়া সৈব বেদান্তেষ্বনুভূতিরিহাত্মনঃ ॥২৩০॥

অন্বয়। প্রমেয়ে অনাত্মনি অর্থে যা ফলত্বেন সংমতা সা এব আত্মনঃ অনুভূতিঃ ইহ বেদান্তেষু প্রমেয়া ॥২৩০॥

বঙ্গানুবাদ।—প্রত্যক্ষাদি প্রমার বিষয় শব্দাদি অনাত্ম-পদার্থে যাহা ফল বলিয়া অভিপ্রেত, সেই আত্মস্বরূপ অনুভূতিই এই বেদান্তবাক্যে জ্ঞেয় বস্তু ॥২৩০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞান যে আত্মাতেই পর্য্যবসিত, সুতরাং জ্ঞান যে বিধির অবিষয় ফলস্বরূপ, তাহাই বলা হইতেছে। জ্ঞানের সারাংশ যে 'ফল' অর্থাৎ প্রকাশ, তাহা আত্মানুভূতিস্বরূপ, এবং তাহাই বেদান্তশাস্ত্রের বেদ্য আত্মবস্তু। সেই আত্মবস্তুই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া জ্ঞানরূপে অবিদ্যা নাশ করিয়া থাকে ॥২৩০॥

বিজ্ঞানমানন্দমিতি হ্যাত্মৈবেতি শ্রুতেস্তথা।
পুমর্থস্যৈব মেয়ত্বং মাতৃত্বাত্মনপেক্ষিণঃ ॥২৩১॥

অন্বয়।—বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ইতি তথা হি আত্মা এব ইতি শ্রুতেঃ মাতৃত্বাত্মনপেক্ষিণঃ পুমর্থস্য এব মেয়ত্বম্ ॥২৩১॥

বঙ্গানুবাদ।—'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' এবং

'আত্মাই আনন্দ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাতৃত্বাদিনিরপেক্ষ পরম পুরুষার্থেরই (চৈতন্তের) মেয়ত্ব হইয়া থাকে ॥২৩১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যাহা বিষয়প্রকাশস্বরূপ 'ফল', তাহাই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মবস্তু। তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শব্দাদির অনুভব-রূপ যে 'ফল' তাহা পরিচ্ছিন্ন। আর, বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মা অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন। সুতরাং, এই উভয় বস্তু কী প্রকারে এক হইতে পারে? তাহাতেই বলা হইতেছে যে,—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'আত্মৈব আনন্দ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, বিজ্ঞান, আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ জানা যায়। আবার, তাহাকেই 'আনন্দ' বলাতে তাহার পরমপুরুষার্থতাও জানা যায়। ঐস্থলে 'বিজ্ঞান'পদের দ্বারা পরিচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ জ্ঞানকে বা ফলকেই বুঝান হইয়াছে। এবং তাহাকেই ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রমাতৃত্বাদিরহিত একই ব্রহ্মচৈতন্য, অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত নানাপ্রকার পরিচ্ছেদ বা সীমাদ্বারা প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমা (ফল), প্রমেয় ইত্যাদি হইয়া থাকে। সুতরাং, বিষয়প্রকাশরূপ ফল পরিচ্ছিন্ন হইলেও ঐ পরিচ্ছেদ অবিদ্যাকৃত বা আরোপিত বলিয়া, উহা (ফল) বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। উহা পরমানন্দ বলিয়াই পরমপুরুষার্থ ॥২৩১॥

তজ্জ্ঞানং যস্য সংজাতং জাতমেবাস্য নান্যথা।
কুক্ষিস্থস্যাপি হি সত্তো বামদেবস্য তদ্‌যথা ॥২৩২॥

অন্বয়।—তৎ জ্ঞানং যস্য সংজাতং অস্য জাতম্ এব ন অন্যথা (ভবতি), যথাহি কুক্ষিস্থস্য অপি সতঃ বামদেবস্য তৎ (ন অন্যথা) ॥২৩২॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই আত্মজ্ঞান যাহার জন্মে তাহার জাত জ্ঞান অন্যথা (বাধিত) হয় না; যেমন মাতৃগর্ভে অবস্থিত হইলেও বামদেবের জ্ঞান (বাধিত হয় নাই) ॥২৩২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সারতঃ আত্মস্বরূপ আত্মজ্ঞান ফলস্বরূপ বলিয়াই বিধেয় হইতে পারে না,—একথা বলা হইয়াছে। এখন বলা হইতেছে যে, সেই জ্ঞানের অবাধেও (অন্যথা না করাতে) বিধি হইতে পারে না; কারণ, ঐ সম্যক্ জ্ঞান একবার জন্মিলে তাহার বিপরীত কিছু না থাকাতে, তাহার বাধ হইতেই পারে না। অনেক-দোষ-দূষিত মাতৃগর্ভে শয়ন করিয়াও ঋষি বামদেবের জ্ঞান বাধিত হয় নাই। সুতরাং, বাধের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, আত্মজ্ঞানের অবাধেও বিধি হইতে পারে না ॥২৩২॥

তচ্চাবিদ্যানিরাস্যেব ব্যাধভাবনয়াঽঞ্জিতঃ।
রাজসূনোঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ ব্যাধভাবো নিবর্ত্ততে ॥২৩৩॥
যথৈবমাত্মনোঽজ্ঞস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ।
লব্ধৈকাত্ম্যস্মৃতের্ব্যেতি সর্বাবিদ্যা সকার্য্যকা ॥২৩৪॥

অন্বয়।—তৎ চ অবিদ্যানিরাসি এব, যথা রাজসূনোঃ ব্যাধভাবনয়া অঞ্জিতঃ ব্যাধভাবঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে, এবম্ অজ্ঞস্য আত্মনঃ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ লব্ধৈকাত্ম্যস্মৃতেঃ সর্বা অবিদ্যা সকার্য্যকা ব্যেতি॥২৩৩॥২৩৪॥

বঙ্গানুবাদ।—এবং সেই জ্ঞান অবিদ্যাধ্বংস করিয়াই

থাকে। যেমন রাজপুত্রের ব্যাধভাবনাদ্বারা আরোপিত ব্যাধভাব (ব্যাধত্ব) স্মৃতিপ্রাপ্তিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞানযুক্ত আত্মার 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের সাহায্যে পরমাত্মার সহিত ঐক্যস্মৃতি লাভ হইলে, কার্য্যের সহিত সকল অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥২৩৩॥২৩৪

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এখন দেখান হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের অবিদ্যাধ্বংসরূপ ফলসম্বন্ধবিষয়েও বিধি হইতে পারে না। কারণ, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা অজ্ঞান ধ্বংস করিবেই। সুতরাং, অবশ্যম্ভাবী ফলসম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের বিধি হইতে পারে না। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহা যে দীর্ঘকালস্থিত অজ্ঞানকেও অবশ্যই বিনষ্ট করে, সেই বিষয়ে, বেদান্তপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন,—'যেমন' ইত্যাদি। কোনও এক রাজপুত্র জন্মমাত্রই ঘটনাক্রমে রাজগৃহ হইতে অপসারিত হইয়া, কোনও এক অপুত্রক ব্যাধকর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিল। রাজপুত্রও 'আমি ব্যাধ' এইরূপ ভাবনাদ্বারা নিজেতে ব্যাধভাব আরোপ করিয়া দীর্ঘকাল যাপন করিল। অতঃপর একদা কোনও আপ্তপুরুষকর্ত্তৃক 'তুমি ব্যাধপুত্র নহে, তুমি রাজপুত্র' এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া রাজপুত্র নিজের রাজপুত্রত্ব স্মরণ করিতে পারিল। 'আমি রাজপুত্র' এই স্মৃতি লাভ হওয়ামাত্র, তাহার দীর্ঘকালের আরোপিত ব্যাধভাব বিনষ্ট হইল। সেইরূপ, কারুণিক সদ্গুরুকর্ত্তৃক "তুমি ব্রহ্ম" এইরূপ উপদিষ্ট

হইয়া আত্মস্বরূপের স্মৃতিলাভ হইলে, অজ্ঞ আত্মার দীর্ঘকালের অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য আরোপিত মনুষ্যত্ব, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥২৩৩॥২৩৪॥

যত এবমতো নাত্র বিধিঃ কল্প্যঃ কথংচন।
অনর্থকঃ কল্পিতোঽপি তস্যেহানুপযোগতঃ ॥২৩৫॥

অন্বয়। যতঃ এবম্ ততঃ অত্র কথংচন বিধিঃ ন কল্প্যঃ, কল্পিতঃ অপি অনর্থকঃ ইহ তস্য অনুপযোগতঃ ॥২৩৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু এই প্রকার, অতএব আত্মজ্ঞানে কোনপ্রকারেও বিধি কল্পিত হইতে পারে না; কল্পিত হইলেও তাহা অনর্থক, যেহেতু আত্মজ্ঞানে তাহার (বিধির) উপযোগিতা নাই ॥২৩৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যেহেতু আত্মজ্ঞান ফলস্বরূপ এবং উৎপন্ন হইলে বাধিত হয় না, যেহেতু আত্মজ্ঞানের ফলসম্বন্ধ (অবিদ্যা-ধ্বংস) অবশ্যম্ভাবী, অতএব আত্মজ্ঞানে কোন প্রকারেই বিধির কল্পনা হইতে পারে না। অথবা, যেহেতু, 'দ্রষ্টব্যঃ' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের বিধায়কত্ব নাই—ইহা পরে দেখান হইবে, অতএব 'নাত্র বিধিঃ', আত্মজ্ঞানে শ্রৌত বিধি নাই। শ্রৌত বিধি না থাকিলেও, বিধি কল্পিত হউক—ইহা আশঙ্কা করা হইতেছে 'কল্প্যঃ কথঞ্চন'। বিধি কোনওপ্রকারে কল্পিত হউক? অনেক স্থলে যেরূপ শ্রুত (বেদে উক্ত) বিধি না থাকিলেও কল্পক (কল্পনার কারণ) থাকিলে বিধি কল্পিত হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞানে সেইরূপ বিধি কল্পিত হউক,—ইহাই আশঙ্কা।

পরিহারে বলা হইতেছে—'অনর্থকঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ, কল্পক বা কল্পনার কারণ নাই বলিয়া, এ স্থলে বিধিকল্পনা অনর্থক হইবে। আরও কেন অনর্থক হইবে তাহাই বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি। আত্মজ্ঞানে বিধির কোনও উপযোগিতা নাই। যেহেতু, যেস্থলে কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্ভব সেখানেই বিধির সার্থকতা। আত্মজ্ঞান বস্তুতন্ত্র, কর্ত্তার কৃতির অধীন নহে; সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্ভব নহে বলিয়া, বিধিরও সার্থকতা নাই ॥২৩৫॥

উৎপত্তিরাপ্তিঃ সংস্কারো বিকারশ্চ বিধেঃ ফলম্।
মুক্তির্বিলক্ষণৈতেভ্যস্তেনেহানর্থকো বিধিঃ ॥২৩৬॥

অন্বয়। উৎপত্তিঃ আপ্তিঃ সংস্কারঃ বিকারশ্চ বিধেঃ ফলং (ভবতি); মুক্তিঃ এতেভ্যঃ বিলক্ষণা, তেন ইহ বিধিঃ অনর্থকঃ ॥২৩৬॥

বঙ্গানুবাদ।—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, সংস্কার এবং বিকার (এই চারিটি) বিধির (ক্রিয়ার) ফল; মুক্তি এই সকল হইতে বিলক্ষণ, অতএব এখানে (জ্ঞানে) বিধি অনর্থক ॥২৩৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে, জ্ঞানে কল্পিত বিধি মুক্তিতে উপযোগী হইতে পারে, তাহারই খণ্ডন করা হইতেছে—'উৎপত্তি' ইত্যাদি। বিধির ফল, অর্থাৎ বিধির দ্বারা বিহিত অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ার ফল চারিপ্রকার হইতে পারে। উৎপত্তি, প্রাপ্তি, সংস্কার এবং বিকার। যেমন, বৈদিক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তস্বরূপ,—পুরোডাশের উৎপত্তি সংযবনবিধির ফল। দুগ্ধের প্রাপ্তি দোহনবিধির ফল। উদূখলাদির

সংস্কার প্রোক্ষণবিধির ফল। ব্রীহির বিকার অবঘাতবিধির ফল। এই চতুর্ব্বিধ বিধির বা ক্রিয়ার ফল প্রসিদ্ধ। কিন্তু জ্ঞানবিধির উক্ত কোনও প্রকার ফল সম্ভব নহে। কারণ, জ্ঞানের ফল যে মুক্তি, তাহা এই চারিপ্রকার ফল হইতেই বিলক্ষণ। অনাদি আত্মস্বরূপ ও অক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া মুক্তির উৎপত্তি হইতে পারে না। সর্ব্বব্যাপী ও প্রাপ্ত আত্মস্বরূপ বলিয়া মুক্তির প্রাপ্তি হইতে পারে না। নির্গুণ আত্ম-স্বরূপ বলিয়া, মুক্তি সংস্কার হইতে পারে না। অপরিণামী ও অকার্য্য আত্মস্বরূপ বলিয়া, মুক্তি বিকার হইতে পারে না। অতএব, চতুর্ব্বিধ 'ফল' হইতে বিলক্ষণ, অন্যপ্রকার বলিয়া মুক্তি কোনও বিধির ফল হইতে পারে না। সুতরাং, মুক্তির জন্য, জ্ঞানে বিধিকল্পনা নিরর্থক ॥২৩৬॥

অনন্যায়ত্তসংসিদ্ধেনিরবিদ্যাত্মবস্তুনঃ।
ন ক্রিয়াত্বং ফলত্বং বা নাপি কারকরূপতা ॥২৩৭॥

অন্বয়। অনন্যায়ত্তসংসিদ্ধেঃ নিরবিদ্যাত্মবস্তুনঃ ন ক্রিয়াত্বং ফলত্বং বা, কারকরূপতা অপি ন (ভবতি) ॥২৩৭॥

বঙ্গানুবাদ।—অবিদ্যারহিত আত্মবস্তুর অনন্যাধীনসিদ্ধি-হেতু ক্রিয়াত্ব, ফলত্ব, অথবা কারকরূপতা হইতে পারে না ॥২৩৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অবিদ্যারহিত বলিয়া, এবং অন্যের অনধীনরূপে সিদ্ধ বলিয়া, আত্মার (ব্রহ্মের) ক্রিয়াত্ব, ফলত্ব, অথবা কারকরূপতা হইতে পারে না। সুতরাং, আত্মা

উপাসনাবিধিরও অঙ্গ হইতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায় ॥২৩৭॥

অতোঽত্র বিধ্যভাবোঽয়ং ন কথংচন দূষণম্ ॥
অলংকৃতিরিয়ং সাধ্বী বেদান্তেষু প্রশস্যতে ॥২৩৮॥

অন্বয়। অতঃ অত্র অয়ং বিধ্যভাবঃ কথংচন দূষণং ন (ভবতি), ইয়ং সাধ্বী অলংকৃতিঃ বেদান্তেষু প্রশস্যতে ॥২৩৮॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, এইস্থলে এই বিধির অভাব কোনওপ্রকারে দূষণীয় হইতে পারে না ; ইহা শোভন অলংকার বলিয়া বেদান্তে প্রশংসিত হইয়াছে ॥২৩৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যেহেতু, আত্মজ্ঞানে বিধি হইতেই পারে না, এবং আত্মা উপাসনাবিধিরও অঙ্গ হইতে পারে না, অতএব, বিধির অভাবহেতু বেদান্তের অপ্রামাণ্য যাহারা আশঙ্কা করে, তাহাদের প্রতি বলা হইতেছে যে, এই বিধির অভাব, দূষণ, অর্থাৎ বেদান্তের অপ্রামাণ্যের হেতু নহে ; যেহেতু, বিধি না থাকিলেও, ব্রহ্মেই বেদান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। বিধি বা ক্রিয়া না বুঝাইলেও, ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই বেদান্তের তাৎপর্য্য ও প্রামাণ্য। এই বিধির অভাব দূষণ ত নহেই, বরং ভূষণ বা অলংকার বলিয়া বেদান্তে প্রশংসিত হয়। কারণ, বিধি থাকিলে বেদান্ত সাক্ষাৎ-পুরুষার্থরূপে, প্রধানরূপে শুদ্ধব্রহ্মকে বুঝাইতে পারিত না ; বিধি বা অনুষ্ঠানের অঙ্গ-রূপেই ব্রহ্মকে বুঝাইত। বিধি না থাকাতে, সাক্ষাৎ পুরুষার্থ-রূপে ব্রহ্মাত্মার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ॥২৩৮॥

চোদনাভির্নিযুক্তোঽহং তথা ব্রহ্মাহমিত্যপি।
পরস্পরবিরুদ্ধত্বাদেকদৈকত্র ন দ্বয়ম্ ॥২৩৯॥

অন্বয়। অহং চোদনাভিঃ নিযুক্তঃ তথা অহং ব্রহ্ম ইতি দ্বয়ম্ পরস্পর-বিরুদ্ধত্বাৎ অপি একদা একত্র ন (ভবতি) ॥২৩৯॥

বঙ্গানুবাদ।—আমি বিধিদ্বারা নিযুক্ত, এবং আমি ব্রহ্ম, এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়াও একই সময়ে একবস্তুতে হইতে পারে না ॥২৩৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আত্মজ্ঞানের বিধি হইতে পারে না, এই বিষয়ে সিদ্ধান্তী এইশ্লোকে আরও যুক্তি দেখাইতেছেন। আত্মজ্ঞানে বিধি থাকিলে, সেই বিধির নিয়োজ্য (বিষয়=পাত্র) কে হইবে? জ্ঞানী সেই বিধির নিয়োজ্য হইতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। কারণ, 'আমি ব্রহ্ম' ইহাই জ্ঞানীর অনুভূতি। ঐ অনুভূতির সমকালে 'আমি বিধির নিয়োজ্য'—এইরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। ক্রিয়াকারকবর্জ্জিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে বিধি-বিষয়ত্ব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ॥২৩৯॥

স্বামী সন্ন হি ভৃত্যেন স্বামিনেব নিযুজ্যতে।
সংবোধনীয় এবাসৌ সুপ্তো রাজেব বন্দিভিঃ ॥২৪০॥

অন্বয়।—স্বামী সন্, স্বামিনা ইব, ভৃত্যেন নহি নিযুজ্যতে; বন্দিভিঃ সুপ্তঃ রাজা ইব অসৌ সংবোধনীয়ঃ এব ॥২৪০॥

বঙ্গানুবাদ।—(শাস্ত্রের) স্বামী হইয়া (বিবিদিষু), যেরূপ স্বামীর দ্বারা (ভৃত্য), সেইরূপ ভৃত্যের দ্বারা (ভৃত্য-

স্থানীয় বেদবিধিদ্বারা) নিয়োজিত হইতে পারে না। (তবে) বন্দিগণের দ্বারা সুপ্ত রাজার ন্যায়, তিনি (বিবিদিষু) (বেদের দ্বারা) সম্বোধনীয় (জাগরণীয়) হইয়া থাকেন ॥২৪০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বিবিদিষুও যে বিধির বিষয় হইতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। অদ্বৈতব্রহ্ম-জ্ঞানীর ত কথাই নাই, বিবিদিষুও, অর্থাৎ যিনি অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বে স্থিত হইবার উদ্দেশ্যে সংসারমার্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া শ্রবণ, মনন ও ধ্যাননিষ্ঠা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিও শ্রুতির বা বিধির দাস নহে, তিনি শ্রুতির স্বামী। শ্রুতিই তাহার ভৃত্যস্থানীয়। স্বামীর দ্বারাই ভৃত্য নিয়োজিত হয়, ভৃত্যের দ্বারা স্বামী নিয়োজিত হইতে পারে না। সেইরূপ বেদবিধিদ্বারা স্বামিস্থানীয় বিবিদিষু নিয়োজিত (চালিত) হইতে পারে না। তবে, বিবিদিষুর উপর বেদের যে কোনও ফলই নাই, তাহা নহে; বেদ বিবিদিষুকে সম্বোধিত (ব্রহ্ম বিষয়ে জাগ্রত বা জ্ঞাপিত) করিয়া থাকে। তাহাতে দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে—'বন্দিগণের দ্বারা' ইত্যাদি। বন্দনাকারী ভৃত্যগণ রাজার দাস ও অধীন হইলেও, যেমন, স্তুতিগানের দ্বারা রাজার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে সম্বোধিত (জাগরিত) করিয়া থাকে, সেই প্রকার, ভৃত্যস্থানীয় বেদও স্বামী বিবিদিষুর ব্রহ্মজ্ঞান জন্মাইয়া তাহাকে সম্বোধিত করিতে পারে ॥২৪০॥

চোদনালক্ষণত্বাদি ধর্ম্মং প্রত্যেব গৃহ্যতাম্।
ধর্ম্মস্যৈব প্রতিজ্ঞোক্তে র্ন তু ব্রহ্ম প্রতীয়তে ॥২৪১॥

অন্বয়।—চোদনালক্ষণত্বাদি ধর্মস্য এব প্রতিজ্ঞোক্তেঃ ধর্মং প্রতি এব গৃহ্যতাম্, ব্রহ্ম প্রতি ন তু ইষ্যতে (প্রতিজ্ঞোক্তিঃ) ॥২৪১॥

বঙ্গানুবাদ।—বিধিপ্রমাণকত্ব প্রভৃতি (লক্ষণ) ধর্মের প্রতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু ধর্মেরই প্রতিজ্ঞা উক্ত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মের প্রতি স্বীকার করা যায় না ॥২৪১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে বেদান্তে ব্রহ্ম বিধির অঙ্গ না হউক, বা বিধিসংস্পৃষ্ট না হউক, তথাপি, জৈমিনীয় মীমাংসাসূত্রে সম্পূর্ণ বেদার্থেরই মীমাংসা (বিচার) প্রতিজ্ঞাত হওয়াতে, এবং ব্রহ্মও বেদার্থের অন্তর্গত হওয়াতে, ব্রহ্মেরও বিচার প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। আবার সেখানে একথাও বলা হইয়াছে যে "চোদনালক্ষণো ধর্ম", অর্থাৎ ধর্ম হইতেছে বিধিপ্রমাণক। চোদনা অর্থাৎ বিধিই বেদার্থ ধর্মের প্রমাণ বা লক্ষণ (জ্ঞাপক)। ইহাতে, বেদার্থ বলিয়া, ব্রহ্মও বিধি-সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরেই বলা হইতেছে যে, "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম মীমাংসাসূত্রে বেদার্থের একদেশ ধর্মেরই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, ব্রহ্মের নহে। সুতরাং, চোদনালক্ষণত্ব (বিধিপ্রমাণকত্ব) প্রভৃতি কথাও ধর্মের প্রতিই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের প্রতি নহে। অতএব, ঐপ্রকারেও বিধিসংস্পর্শ সম্ভব নহে ॥২৪১॥

অথাতো ধর্ম ইত্যুক্তেশ্চোদনালক্ষণোক্তিতঃ।
তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়স্য ক্রিয়ার্থতঃ ॥২৪২॥

অন্বয়।—'অথাতো ধর্ম' ইতি উক্তেঃ, চোদনালক্ষণোক্তিতঃ

তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন, আম্নায়স্ত হি ক্রিয়ার্থতঃ (ন বিধিশেষো ব্রহ্ম ইতি ভাবঃ) ॥২৪২॥

বঙ্গানুবাদ।—অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা—এই উক্তিহেতু, ধর্মের চোদনালক্ষণ উক্তিহেতু, 'তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়' (ইত্যাদি উক্তিহেতু), এবং আম্নায়েরই ক্রিয়ার্থত্ব হেতু— (ব্রহ্মের বিধিশেষতা হইতে পারে না) ॥২৪২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—ব্রহ্ম মীমাংসাদর্শনের বিষয় বা প্রতিপাদ্য নহে, ক্রিয়াকাণ্ডই উহার বিষয়, ইহাই এইশ্লোকে দেখান হইতেছে। 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের এই প্রথম সূত্রে 'ধর্ম' এই পদ থাকাতে, উহা ব্রহ্মের বিচার-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা নহে। সুতরাং, ঐ সূত্রে বেদার্থ ধর্মের ন্যায় বেদার্থ ব্রহ্মও বিধিসংস্পৃষ্টরূপে বিচারিত হইয়াছে, একথা বলা যায় না। আবার, 'চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্মঃ' পূর্ব্বমীমাংসার এই দ্বিতীয় সূত্রেও চোদনা (বিধি) ধর্মেরই লক্ষণ (জ্ঞাপক) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং, ঐ সূত্রও ব্রহ্মকে বিষয় করে না বলিয়া, ব্রহ্মে বিধিসংস্পর্শ আসে না। অপিচ, "তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" (১।১।২৫) মীমংসাদর্শনের এই সিদ্ধান্তসূত্রেও ইহাই বলা হইয়াছে যে, সিদ্ধপদার্থের বোধক পদসমূহের ক্রিয়ার্থ-বোধকপদের সহিত, অথবা ক্রিয়া প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পাঠ হইয়া থাকে; যেহেতু এক একটি পদের দ্বারা স্মারিত অর্থসকলই বাক্যার্থজ্ঞানের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, সাধারণতঃ কোনও কার্য্যবোধক পদের সহিত কারকাদিরূপে

পদসমূহ মিলিত হইয়াই পদার্থজ্ঞান হইয়া বিশিষ্টক্রিয়া-রূপ বাক্যের অর্থ বোধ হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মবোধক বাক্যেও যে, কোনও কার্য্যের সহিত অন্বিত হইয়া, বা ক্রিয়াকে বুঝাইয়া অর্থবোধ হইবে, তাহা নহে; কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ নিয়ম অনুসারে, কার্য্যকে না বুঝাইয়াও ব্রহ্মবাক্যের অর্থবোধ হইতে পারে। কার্য্য না থাকিলেও সিদ্ধপদার্থে শক্তিগ্রহ হইতে পারে। "পুত্রস্তে জাতঃ" ইত্যাদি বাক্যে কার্য্য কিছু না থাকিলেও শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। সুতরাং, কথিত "ভূতাধিকরণ"হইতেও ব্রহ্মের বিধিবিষয়তা সিদ্ধ হয় না। আবার, মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণে'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাম্'—ইত্যাদি সূত্রে (১।২।১) সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, "সোঽরোদীৎ" (সে কাঁদিয়াছিল) এই সকল অকার্য্যবোধক বাক্যের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা হয় বলিয়া, অপর কোনও বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা (মিলিত) করিয়া তাহার অর্থ ও প্রামাণ্য হইয়া থাকে (১।২।৭)। কিন্তু ব্রহ্মবোধক বাক্যের ঐরূপেও বিধিসম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু কর্মকাণ্ডের অর্থবাদ-বাক্যেরই ঐরূপে বিধির সহিত এক-বাক্যতা সেইস্থলে অভিপ্রেত হইয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মবাক্য বিধিপ্রকরণের বহির্ভূত, স্বার্থমাত্রের বোধক। সুতরাং, "অর্থবাদাধিকরণ" হইতেও ব্রহ্মের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না ॥২৪২॥

ভাবার্থাঃ কর্মশব্দা যে প্রতীয়ন্তে ক্রিয়া ততঃ।
ইত্যেবং নরতন্ত্রেঽর্থে জ্ঞেয়া দ্বাদশলক্ষণী ॥২৪৩॥

অন্বয়।—যে ভাবার্থাঃ কর্মশব্দাঃ ততঃ ক্রিয়া প্রতীয়তে ইতি এবং দ্বাদশলক্ষনী নয়তন্ত্রে অর্থে জ্ঞেয়া ॥২৪৩॥

বঙ্গানুবাদ।—যে সকল ভাবার্থ (প্রত্যয়াংশে ভাবনা-প্রতিপাদক) কর্মশব্দ (প্রকৃত্যংশে কর্মপ্রতিপাদক শব্দ) তাহা হইতেই ক্রিয়া (অপূর্ব্ব) প্রতীত হয়; এইরূপে পুরুষতন্ত্র বিষয়েই দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত মীমাংসাশাস্ত্রকে (নিযুক্ত) জানিতে হইবে ॥২৪৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি সূত্র আছে—"ভাবার্থাঃ কর্মশব্দাস্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েতৈষ হ্যর্থো বিধীয়তে" (২।১।১)। ইহার অর্থ এই যে, যেসকল কর্মপ্রতিপাদকশব্দ (যজেত প্রভৃতি) 'ঈত' প্রভৃতি প্রত্যয়াংশে ভাবনা প্রতিপাদন করে, তাহা হইতেই ক্রিয়া অর্থাৎ অপূর্ব্ব প্রতীত হয়, যেহেতু, এই অর্থই (ধাত্বর্থই) বিহিত হইয়া থাকে। 'যজেত' ইহার অর্থ যাগেন ভাবয়েৎ। ইহার প্রকৃতি যজ্ ধাতুর অর্থ যাগ; এবং 'ঈত' প্রত্যয়ের অর্থ ভাবনা (উৎপাদন)। সুতরাং এই ভাবার্থ কর্মশব্দ হইতেই অপূর্ব্ব (নিয়োগ) প্রতীত হয়, এবং ধাত্বর্থ যাগই করণরূপে বিহিত হইয়া থাকে। সিদ্ধদ্রব্যাদিবোধক অপর কারক পদগুলি অপূর্ব্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে। সুতরাং, অপর কারকাদি পদার্থগুলি অপূর্ব্বের উদ্দেশ্যেই অন্বিত হয় বলিয়া তাহাদেরও বিধিশেষতা হইয়া থাকে। 'সোমেন যজেত' 'দধ্না জুহুয়াৎ' ইত্যাদি স্থলে 'যজেত' 'জুহুয়াৎ' প্রভৃতি পদের দ্বারা প্রতীত

যে অপূর্ব্ব তাহারই উদ্দেশ্যে, বিধির অঙ্গ বা শেষরূপে অম্বিত হইয়া থাকে 'সোম' ও 'দধি' প্রভৃতি সিদ্ধপদার্থ। এই সিদ্ধান্তসূত্র অনুসারে কর্মকাণ্ডে অনেক সিদ্ধপদার্থও (দ্রব্য, দেবতা) বিধির অঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু, এইরূপেও ব্রহ্মের বিধিশেষতা হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম ক্রিয়া বা কারক কিছুই নহে। এইরূপ অক্রিয়াকারক ব্রহ্মের বোধক বেদান্তও কখনই ঐ নিয়মের অধীন হইয়া বিধিসংস্পর্শ লাভ করিতে পারে না। অতএব, ভাবার্থাধিকরণ হইতেও ব্রহ্মের বিধিশেষতা আসে না। এই প্রকারে দ্বাদশলক্ষণী (দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত) পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র কর্মকাণ্ডেই প্রযোজ্য, বেদান্তে নহে। পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্তসমূহ পুরুষেচ্ছা ও প্রযত্নের অধীন কর্ম বা ধর্মকেই বিষয় করে, ব্রহ্মকে নহে ॥২৪৩॥

বেদান্তার্থাপবাদায় নালং সাঽতৎপ্রমাণতঃ।
মানং নালং নিরাকর্ত্তুং বস্তু যন্মান্তরৈর্মিতম্ ॥২৪৪॥
স্বমেয়মাত্রশূরত্বান্মিতেনান্যত্র মানতা ॥২৪৫॥

অন্বয়।—সা (মীমাংসা) অতৎপ্রমাণতঃ বেদান্তার্থাপবাদায় ন অলম্, যৎ বস্তু মান্তরৈঃ মিতং মানং (তৎ) নিরাকর্ত্তুং ন অলম্, মিতেঃ স্বমেয়মাত্রশূরত্বাৎ ন অন্যত্র মানতা ॥২৪৪॥২৪৫॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই পূর্ব্বমীমাংসা বেদান্তের বিষয়ে প্রমাণ নহে বলিয়া বেদান্তের অর্থকে বাধিত করিতে সমর্থ নহে; যে বস্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা নিশ্চিত, প্রমাণ তাহাকে নিরাকরণ করিতে অসমর্থ। প্রমিতি (প্রমা = যথার্থজ্ঞান)

একমাত্র নিজের মেয় বিষয়েই সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া, অন্যবিষয়ে তাহার প্রামাণ্য নাই ॥২৪৪॥২৪৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা করা যায় যে, পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র ব্রহ্মকে বিষয় না করিলেও, ব্রহ্মের স্বরূপকে বাধিত করুক, তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, পূর্ব্বমীমাংসা নিজের বিষয় কর্ম বা ধর্ম বিষয়েই প্রমাণ। বেদান্তের বিষয় ব্রহ্মে পূর্ব্বমীমাংসা প্রমাণ নহে বলিয়া, বেদান্তের বিষয়কে, ব্রহ্মের স্বরূপকে সে বাধিত করিতে পারেনা ; যেহেতু, একটি প্রমাণ, অপর প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রমিত বা নিশ্চিত, তাহাকে নিরাকরণ করিতে পারেনা। পূর্ব্বমীমাংসারূপ প্রমাণও নিজের বিষয় ধর্মকেই জ্ঞাপিত করিতে পারে ; বেদান্তপ্রমাণের দ্বারা প্রমিত ব্রহ্মস্বরূপকে নিষেধ করিতে পারেনা। কারণ, প্রত্যেক প্রমিতি বা প্রমাণ নিজের মেয় বিষয়কে বুঝাইতেই সমর্থ। অন্যত্র, অন্য বিষয়ে, অর্থাৎ অন্য প্রমাণের বিষয় নিরাকরণে তাহার কোনও সামর্থ্য নাই ॥২৪৪॥২৪৫॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদ্যুক্তং নয়াম্বিতম্।
মীমাংসান্যায়বত্ত্বাভ্যাং ধর্মমীমাংসনোক্তিবৎ ॥২৪৬॥

অন্বয়।—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদ্যুক্তং (ব্রহ্ম) ধর্মমীমাংসনোক্তিবৎ মীমাংসান্যায়বত্ত্বাভ্যাং নয়াম্বিতম্ ॥২৪৬॥

বঙ্গানুবাদ।—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্র-কথিত ব্রহ্ম বিচার ও যুক্তি বিশিষ্ট বলিয়া ধর্মমীমাংসার উক্তির ন্যায় যুক্তিসঙ্গত (ন্যায়োপেত) ॥২৪৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে, বেদান্তের বিষয় ব্রহ্মস্বরূপে শাস্ত্রসম্মত বিচার ও যুক্তিপ্রণালী (ন্যায়) নাই বলিয়া, বেদান্তের প্রামাণ্যই স্বীকার করা যায় না, তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্রকথিত ধর্ম্মে যেরূপ বিচার ও যুক্তিধারা আছে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (অতএব অনন্তর ব্রহ্মবিচার) ইত্যাদি সূত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বেও সেইরূপ বিচার ও ন্যায় রহিয়াছে। সুতরাং, বিচার (মীমাংসা) ও ন্যায় (যুক্তিধারা) আছে বলিয়া ব্রহ্ম এবং বেদান্তশাস্ত্র নয়াম্বিত=ন্যায়বিশিষ্ট, অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত ॥২৪৬॥

এবং সত্যনুকূলার্থং তত্ত্বমিত্যাদিকং বচঃ।
সর্বেদান্তবিষয়মন্যথা তদ্বিরুধ্যতে ॥২৪৭॥

অন্বয়।—এবং সতি সর্ববেদান্তবিষয়ং 'তত্ত্বম্' ইত্যাদিকং বচঃ অনুকূলার্থং, অন্যথা তৎবিরুধ্যতে ॥২৪৭॥

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইলেই, সর্ব্ববেদান্তের বিষয় যে ব্রহ্ম, তদ্বোধক 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্য (কর্মকাণ্ডের) অনুকূলার্থ (অবিরোধী) হইতে পারে ; নচেৎ উহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৪৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এইরূপ হইলে, অর্থাৎ পূর্ব্ব কয়েকটি শ্লোকে যে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, পূর্ব্বমীমাংসার ও বেদান্তের বিষয় এক নহে, কিন্তু বিভিন্ন, পূর্ব্ব মীমাংসার বিষয় ধর্ম ও বেদান্তের বিষয় ব্রহ্ম, তাহার ফলে বেদান্তের

সহিত কর্মকাণ্ডের বিরোধ পরিহার হইল। অন্যথা, বিষয় এক হইলে, বেদান্তের সহিত কর্মকাণ্ডের পরস্পর বিরোধ-হেতু সুন্দোপসুন্দন্যায়ে উভয়েরই প্রামাণ্য ব্যাহত হইত। অভিন্নবিষয়ে বিরুদ্ধ উক্তিই বিরোধদোষে দুষ্ট হয়; কিন্তু ভিন্নবিষয়ে বিরুদ্ধ উক্তি কোনও দোষের কারণ হয় না। তাহাই বলা হইতেছে, সর্ববেদান্তের বিষয় ব্রহ্ম বিষয় যাহার—এমন যে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য তাহা কর্মকাণ্ডের অনুকূল (অবিরুদ্ধ) অর্থের বোধক হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তে যে ভেদরহিত ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে, উহা পরমার্থতত্ত্ব। আর, কর্মকাণ্ডের উপদেশ অবিদ্যাকৃত ব্যবহারিক ক্রিয়াকারকপ্রভৃতি ভেদবিষয়ক। সুতরাং, ভিন্ন-বিষয়ে, ভিন্নক্ষেত্রে উভয়েরই প্রামাণ্য অব্যাহত রহিল ॥২৪৭॥

ন তত্র করণাপেক্ষা বেতিকর্ত্তব্যতা তথা।
যত্র যত্রাত্মভাবেন শ্রুত্যা ব্রহ্মাববোধ্যতে ॥২৪৮॥

অন্বয়।—শ্রুত্যা যত্র যত্র আত্মভাবেন ব্রহ্ম অববোধ্যতে তত্র করণা-পেক্ষা ন (অস্তি) তথা ইতিকর্ত্তব্যতা ন (অস্তি) ॥২৪৮॥

বঙ্গানুবাদ।— শ্রুতিকর্ত্তৃক যেখানে যেখানে আত্মভাবে (জীবের সহিত অভিন্নরূপে) ব্রহ্ম অববোধিত (উপদিষ্ট) হইয়াছে, সেখানে করণের অপেক্ষা নাই, ইতিকর্ত্তব্যতাও (সহকারী) নাই ॥২৪৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বে (২৪৩ শ্লোকে) দেখান হইয়াছে যে, বেদান্তে অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) নাই বলিয়া ব্রহ্ম বিধিশেষ হইতে হইতে পারেনা। কর্মকাণ্ডেই ভাবার্থ কর্মশব্দ হইতে অপূর্ব্ব

প্রতীত হয়, এবং সিদ্ধপদার্থও অপূর্ব্বের সহিত অন্বিত হইয়া বিধির বিষয় বা অঙ্গ হইতে পারে। বেদান্তে অপূর্ব্ব বা নিয়োগ জ্ঞাপিত হয় নাই বলিয়া, সেইরূপ বিধিশেষতা হইতে পারেনা। এক্ষণে বলা হইতেছে যে, বেদান্তে কোথাও "ভাবনা" নাই বলিয়াও ব্রহ্মের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না। নিয়োগ (অপূর্ব্ব) অথবা ভাবনা জ্ঞাপিত হইলেই সেইস্থলে বিধিসংস্পর্শ সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ দুই প্রকারই বিধির অর্থ। প্রভাকরমতে বিধির অর্থ নিয়োগ বা অপূর্ব্ব। আর, ভট্টমতে বিধির অর্থ ভাবনা। ভাবনা শব্দের অর্থ—উৎপাদন। ভাবনা দুইপ্রকার, শব্দভাবনা ও অর্থ-ভাবনা। "যজেত" এই বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে। একটি প্রকৃতি যজ্ ধাতু; তাহার অর্থ যাগ। অপরটি 'ঈত' প্রত্যয়, তাহার অর্থ ভাবনা বা উৎপাদন। এই 'ঈত' প্রত্যয়ে আবার দুইটি অংশ বা ধর্ম রহিয়াছে,—একটি, লট্ লোট্ প্রভৃতি দশলকারসাধারণ আখ্যাতত্ব। অপরটি, বিধিলিঙ্ বলিয়া লিঙ্ত্ব। 'ঈত' এই বিধিপ্রত্যয়টি ঐ উভয় অংশেই ভাবনা অর্থ বুঝাইয়া থাকে। লিঙ্রূপে শব্দভাবনা বা শাব্দী ভাবনা বুঝাইয়া থাকে; এবং আখ্যাতরূপে অর্থ-ভাবনা বা আর্থী ভাবনা বুঝাইয়া থাকে। 'যজেত' এই বিধি শুনিলেই 'অয়ং মাং প্রবর্ত্তয়তি'—এই শব্দটি আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে—এইরূপ বোধ জন্মে; ঐ শব্দ পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল যে ব্যাপার করিয়া থাকে তাহাই শাব্দী ভাবনা। ইহা ঐ শব্দেরই ব্যাপারবিশেষ। আবার, 'যজেত'

বলিলেই, যাগেন ভাবয়েৎ, যাগের দ্বারা (স্বর্গাদি) উৎপাদন করিবে—এইরূপ অর্থও বোধ হইয়া থাকে। এই যে ফল-বিষয়ক পুরুষের প্রবৃত্তিরূপ ব্যাপার বুঝাইয়া থাকে, তাহাই আর্থী ভাবনা। ইহা আখ্যাতরূপে 'ঈত' প্রত্যয়ের অর্থ। এই উভয়প্রকার ভাবনাই আবার অংশত্রয়বতী, তিনটি করিয়া অংশযুক্ত। সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা, এই তিনটি ভাবনার অংশ। ভাবনার বোধক 'ভাবয়েৎ' (উৎপাদন করিবে) এই কথা বলিলেই তিনটি প্রশ্ন জাগে—'কিং ভাবয়েৎ' 'কেন ভাবয়েৎ', কথং ভাবয়েৎ'—কী উৎপাদন করিবে, কিসের দ্বারা উৎপাদন করিবে, কীপ্রকারে (কোন্ সহকারীর সাহায্যে) উৎপাদন করিবে? এই তিন প্রশ্নের উত্তরে যাহারা অন্বিত হয়, তাহারাই যথাক্রমে সাধ্য, সাধন ও ইতি-কর্ত্তব্যতা। যেখানে অভিন্ন অদ্বয় ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে, সেখানে কোনও ফল (সাধ্য), করণ (সাধন), বা ইতিকর্ত্তব্যতার অপেক্ষা দেখা যায় না। সুতরাং, সেইসকল স্থলে ইতি-কর্ত্তব্যতাদিবিশিষ্ট ভাবনা বুঝাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব, বেদান্তে ভাবনাও নাই বলিয়া, ব্রহ্মের বিধিসংস্পর্শ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২৪৮॥

ইতিকর্ত্তব্যতাদানং করণাদানমেব চ
তত্র তত্র বিধিঃ স্থানে প্রহিতস্য ফলেচ্ছয়া ॥২৪৯॥

অন্বয়। ফলেচ্ছয়া প্রহিতস্য (পুংসঃ) (যত্র যত্র) ইতিকর্ত্তব্যতা-দানং করণাদানম্ চ তত্র তত্র এব বিধিঃ স্থানে ॥২৪৯॥

বঙ্গানুবাদ।—(স্বর্গাদি) ফলের ইচ্ছাদ্বারা প্রেরিত

পুরুষের যেখানে যেখানে ইতিকর্ত্তব্যতা ও করণের জ্ঞান হয়, সেখানে সেখানেই বিধি যুক্তিযুক্ত ॥২৪৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বেদান্তে অংশত্রয়বতী ভাবনা নাই, তবে ভাবনা থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়?—তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, শব্দেরই ব্যাপারবিশেষ শাব্দীভাবনাতে পুরুষের প্রবৃত্তি বা আর্থীভাবনাই সাধ্য। লিঙ্ প্রভৃতির জ্ঞানই তাহাতে সাধন। এবং অর্থবাদাদিজ্ঞাপিত প্রাশস্ত্য-বোধই তাহাতে ইতিকর্ত্তব্যতা বা সহকারী। অর্থাৎ, শব্দ-ভাবনা লিঙ্জ্ঞানরূপ সাধনের দ্বারা, পুরুষের প্রবৃত্তিরূপ সাধ্যের উৎপাদনের অনুকূল শব্দের ব্যাপার (ভাবনা) বুঝাইয়া থাকে। আর, আর্থী ভাবনা যাগরূপ সাধন বা করণের দ্বারা, স্বর্গাদিরূপ সাধ্যের উৎপাদনের অনুকূল পুরুষের ব্যাপার বা প্রবৃত্তি বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং, অর্থভাবনাতে যাগাদি ক্রিয়াই সাধন। স্বর্গাদি ফল সাধ্য। আর, সেই যাগের সহকারী অন্য যাগ বা অনুষ্ঠানাদি ইতিকর্ত্তব্যতা। যেমন—দশপূর্ণমাস যাগস্থলে 'প্রযাজ'প্রভৃতি অনুষ্ঠানই ইতি-কর্ত্তব্যতা। এইরূপে অংশত্রয়বতী ভাবনা।

এক্ষণে এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত পুরুষের যেখানে যেখানে (কর্মকাণ্ডে) সেই ফলের উদ্দেশ্যে করণ ও ইতিকর্ত্তব্যতার গ্রহণ প্রতীত হয়, সেইখানেই অংশত্রয় সম্ভব বলিয়া, ভাবনার্থক বিধি থাকিতে পারে ॥২৪৯॥

আপ্তাশেষপুমর্থত্বাত্ত্যক্তানর্থস্য চ স্বতঃ।
অনাত্মনীব নেচ্ছেয়ং কথংচিৎস্যাদিহাত্মনি ॥২৫০॥

অন্বয়।—স্বতঃ ত্যক্তানর্থস্য চ (পুংসঃ) আপ্তাশেষপুমর্থত্বাৎ অনাত্মনি ইব ইহ আত্মনি ইয়ং ইচ্ছা কথংচিৎ ন স্যাৎ ॥২৫০॥

বঙ্গানুবাদ।—যে পুরুষ নিজে অনর্থ ত্যাগ করিয়াছে, সকলপুরুষার্থলাভহেতু তাহার অনাত্মার ন্যায় আত্মাতে এই ইচ্ছা (ফলাকাঙ্ক্ষা) কোনও প্রকারেই হইতে পারে না ॥২৫০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে, কর্মকাণ্ডের ন্যায় বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানও পুরুষার্থের হেতু বলিয়া, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা বশতঃ প্রবৃত্তি বেদান্তেও হইতে পারে! সুতরাং, বেদান্তেও ইতিকর্ত্তব্যতাদি গ্রহণদ্বারা ভাবনা থাকিতে পারে!—তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, যে পুরুষের বেদান্তবাক্য হইতে আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার পরমানন্দলাভ হইয়াছে এবং সকল অনর্থ (দুঃখ) বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া, অজ্ঞ লোকের অনাত্মা স্বর্গাদি ফলে যেরূপ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, আত্মাতে (অর্থাৎ মুক্তিতে) সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। কারণ, নিত্যমুক্ত আত্মা তাঁহার প্রাপ্তই রহিয়াছে ॥২৫০॥

তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেতে ইতিকর্ত্তব্যসাধনে।
নিরন্তরায়তোঽশেষপুমর্থস্যাত্মরূপতঃ ॥২৫১॥

অন্বয়।—নিরন্তরায়তঃ অশেষপুমর্থস্য আত্মরূপতঃ তন্নিবৃত্তৌ ইতিকর্ত্তব্যসাধনে নিবর্ত্তেতে ॥২৫১॥

বঙ্গানুবাদ।—অন্তরায় চলিয়া যাওয়াতে (তাঁহার)

সকল পুরুষার্থের আত্মস্বরূপতাহেতু ঐ ইচ্ছার (অপবর্গেচ্ছার) নিবৃত্তি হওয়াতে ইতিকর্ত্তব্য সাধনেরও প্রয়োজন থাকে না ॥২৫১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আশঙ্কা হইতে পারে সে, মুমুক্ষুরও আত্মাতে মোক্ষাকাঙ্ক্ষা থাকে। সুতরাং, ঐ ফলাকাঙ্ক্ষাহেতু করণ, ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষাও থাকিবে? উত্তরে বলা হইতেছে যে, (মুমুক্ষুর মোক্ষাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও) আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তপুরুষের মোক্ষাকাঙ্ক্ষা থাকে না, সুতরাং ইতিকর্ত্তব্যতাদির আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। কারণ, তাহার সকল অনর্থ ও অপ্রাপ্তির মূল এবং আত্মপ্রাপ্তির অন্তরায় অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়াতে সকল পুরুষার্থই তাঁহার আত্মস্বরূপ * হইয়া যাওয়াতে, সবই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না ॥২৫১॥

ন চাংশত্রয়শূন্যেহ ভাবনেষ্টা পরীক্ষকৈঃ।
ভাবনাতো ন চান্যত্র বিধিরভ্যুপগম্যতে ॥২৫২॥

অন্বয়।—পরীক্ষকৈঃ ইহ অংশত্রয়শূন্যা ভাবনা ন ইষ্টা, ভাবনাতঃ অন্যত্র বিধিঃ ন চ অভ্যুপগম্যতে ॥২৫২॥

বঙ্গানুবাদ।—পরীক্ষকগণকর্ত্তৃক শাস্ত্রে অংশত্রয়শূন্য (ফল, করণ ও ইতিকর্ত্তব্যতা এই অংশত্রয় না থাকিলে) ভাবনা

---

* ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থের লাভে যে আনন্দ, তাহা আত্মার স্বরূপ পরমানন্দে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আত্মাতেই তাঁহার সকল পুরুষার্থ লাভ হয়।

স্বীকৃত হয় না ; ভাবনা না থাকিলে বিধিও স্বীকার করা হয় না ॥২৫২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বেদান্তে ফলাকাঙ্ক্ষা, করণেতি-কর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বকয়েকটি শ্লোকে বলা হইল। এই অংশত্রয়ের না থাকার ফল এই শ্লোকে বলা হইতেছে। অংশত্রয় না থাকিলে, ভাবনা থাকিতে পারে না ; ভাবনা না থাকিলে বিধি থাকিতে পারে না।

অতএব, অপূর্ব্ববোধক ও ভাবনাবোধক এই দ্বিবিধ বিধিই বেদান্তে অসম্ভব বলিয়া, বিধিসংস্পর্শরহিত ব্রহ্মই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের দ্বারা জ্ঞেয়, এবং একমাত্র এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির হেতু ॥২৫২॥

মোহমাত্রান্তরায়ায়াং মুক্তাবস্তু যথোদিতম্।
একদেশো বিকারো বা সংসারী ত্বাত্মনো যদা।
কিংতদাপ্যুক্তমার্গেণ মুক্তিঃ কিংবা ক্রিয়াশ্রয়াৎ ॥২৫৩॥

অন্বয়।—মুক্তৌ মোহমাত্রান্তরায়ায়াং যথোদিতম্ অস্তু। (ন তু তাদৃশী সা, কিন্তু সাধ্যা ইতিভাবঃ) যদা তু সংসারী আত্মনঃ একদেশঃ বিকারঃ বা, তদা অপি কিম্ উক্তমার্গেণ (কেবলজ্ঞানেন) মুক্তিঃ কিংবা ক্রিয়াশ্রয়াৎ ॥২৫৩॥

বঙ্গানুবাদ।—মুক্তিতে মোহমাত্র অন্তরায় হইলে যেরূপ বলিয়াছ (কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি) তাহা হইতে পারে। (ভাব এই যে মুক্তিতে অজ্ঞানই মাত্র অন্তরায়, তাহা নহে, মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য।) কিন্তু যেপক্ষে সংসারী (জীব) পরমাত্মার অংশ অথবা বিকার, সেই পক্ষেও কি উক্ত উপায়েই (কেবল

জ্ঞানের দ্বারা) মুক্তি (হইবে), অথবা ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া (হইবে) ? ॥২৫৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বিধিসংস্পর্শরহিত ব্রহ্মের জ্ঞানই মুক্তির হেতু, এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতেছে—'মুক্তিতে মোহমাত্র অন্তরায় হইলে' ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীকে বলিতেছে যে, যদি একমাত্র মোহ বা অজ্ঞানই মোক্ষের অন্তরায় হয়, তবে অবশ্য একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলেই মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র অজ্ঞানই অন্তরায়, তাহা দূর হইয়া একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই আত্মস্বরূপ মুক্তি লাভ হয়, তাহা নহে; কিন্তু, জীব ও পরমাত্মার ঐক্যরূপ মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য। কীরূপে ক্রিয়াসাধ্য, তাহা সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বপক্ষী জীবের স্বরূপবিষয়ে দুইটি মতবাদ উত্থাপন করিয়া বলিতেছে যে, জীব যদি পরমাত্মার অংশ হয়, অথবা পরমাত্মার বিকার (পরিণাম) হয়, এই উভয় পক্ষেই ক্রিয়াদ্বারাই পরমাত্মার সহিত ঐক্যরূপ মুক্তি সাধিত হইবে, জ্ঞান দ্বারা নহে; কারণ জ্ঞান অজ্ঞাননাশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ই পূর্ব্বপক্ষী প্রশ্নের ভাবে প্রকাশ করিতেছে—'উক্তমার্গেই মুক্তি হইবে, অথবা ক্রিয়া সমাশ্রয় করিয়া ?'॥২৫৩॥

নিবৃত্তাবেব নিঃশেষসংসারস্য তদাপি তু।
আগন্তোরধিকারঃ স্যান্নপ্রবৃত্তৌ কথংচন ॥২৫৪॥

অন্বয়।—তদা অপি তু আগন্তোঃ নিঃশেষসংসারস্য নিবৃত্তৌ এব অধিকারঃ স্যাৎ, প্রবৃত্তৌ কথংচন ন (স্যাৎ) ॥২৫৪॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহা হইলেও (সেইপক্ষেও), আগন্তুক সকলসংসারের নিবৃত্তিতেই (মুমুক্ষুর) অধিকার হইতে পারে, কর্মানুষ্ঠানে কখনই নহে ॥২৫৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তী উত্তরে বলিতেছে—'তাহা হইলেও' অর্থাৎ জীব পরমাত্মার অংশ, এই পক্ষ স্বীকার করিলেও, অংশ ও অংশীর অভেদ স্বতঃসিদ্ধ। বন্ধনের হেতুরূপে আগন্তুক নিঃশেষসংসারের—অর্থাৎ সকল কর্মবন্ধনের বিনাশই একমাত্র করণীয়, সুতরাং তাহাতেই মুমুক্ষুর অধিকার। তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কর্মের কোনও উপযোগিতা নাই বলিয়া, কর্মানুষ্ঠানে তাহার অধিকার হইতে পারে না ॥২৫৪॥

আত্মাজ্ঞাননিমিত্তস্য হ্যন্যত্বানুপপত্তিতঃ।
তদাপ্যবিদ্যাবিধ্বস্তাবধিকারো ন কর্ম্মণি ॥২৫৫॥

অন্বয়।—তদা অপি আত্মাজ্ঞাননিমিত্তস্য (জীবস্য) হি অন্যত্বানুপপত্তিতঃ অবিদ্যাবিধ্বস্তৌ অধিকারঃ ন কর্মণি ॥২৫৫॥

বঙ্গানুবাদ। তাহা হইলেও (অংশাংশিমতেই যদি ভেদ-বিনাশ মুক্তি, স্বীকার করা যায়) আত্মস্বরূপের অজ্ঞাননিমিত্ত যে জীব, তাহার বাস্তব ভেদ উপপন্ন হয় না বলিয়া, (কল্পিত-ভেদের হেতু) অবিদ্যা বিনাশেই (মুমুক্ষু জীবের) অধিকার, কর্মে নহে ॥২৫৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জীব পরমাত্মার অংশ, এই পক্ষ স্বীকার করিয়াই, যদি বলা যায় যে, (মুক্তি অর্থ ব্রহ্ম-

প্রাপ্তি নহে) ভেদের বিনাশই মুক্তি, তাহা হইলেও মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য হয় না, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। কারণ, আত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃই জীবের ভেদ, বলিতে হইবে। অংশী হইতে অভিন্ন অংশের বাস্তব ভেদ থাকিতে পারে না; সুতরাং ভেদ অজ্ঞানকল্পিত। অজ্ঞানজনিত বলিয়া ভেদ কর্মের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, যেহেতু কর্ম অজ্ঞানের নাশক নহে। জ্ঞানই অজ্ঞানের এবং অজ্ঞানজনিত ভেদের নাশক হইতে পারে। সুতরাং, ভেদবিনাশরূপ মুক্তির জন্যও মুমুক্ষুর অবিদ্যাবিনাশে অর্থাৎ অবিদ্যানাশের হেতু জ্ঞানেই অধিকার, কর্মে নহে ॥২৫৫॥

কর্ত্তব্যাভাবতস্ত্বেবং বিকারেঽপি ন কর্মণি।
কারণৈকত্বসংপত্তেঃ স্বতঃসিদ্ধত্বহেতুতঃ ॥২৫৬॥

অন্বয়।—এবং তু বিকারে অপি কারণৈকত্বসংপত্তেঃ স্বতঃসিদ্ধত্বহেতুতঃ কর্ত্তব্যাভাবতঃ কর্মণি ন (অধিকারঃ মুমুক্ষোঃ) ॥২৫৬॥

বঙ্গানুবাদ।—এই প্রকার (জীব ব্রহ্মের) বিকারপক্ষেও কারণের সহিত (কার্য্যের) অভেদপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কর্ত্তব্যের অভাবহেতু কর্মানুষ্ঠানে (মুমুক্ষুর) অধিকার সিদ্ধ হয় না ॥২৫৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক। পূর্ব্বের দুইটি শ্লোকে, জীব ব্রহ্মের অংশ, এই পক্ষ স্বীকার করিয়া, দ্বিবিধ মুক্তিতেই ক্রিয়ার অনুপযোগ দেখাইয়া, মুক্তির ক্রিয়াসাধ্যত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে, জীব ব্রহ্মের বিকার, এই দ্বিতীয়পক্ষ

স্বীকার করিলেও, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অথবা ভেদ-বিনাশরূপ দ্বিবিধ-মুক্তির কোনপ্রকার মুক্তিই ক্রিয়াসাধ্য হয় না, তাহাই সিদ্ধান্ত করিবার জন্য, প্রথমে এই শ্লোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপ মুক্তির ক্রিয়াসাধ্যত্ব পূর্ব্বের যুক্তি প্রয়োগেই খণ্ডন করিতেছেন—'এই প্রকার' ইত্যাদি। যেমন, জীব ব্রহ্মের অংশ হইলে মুমুক্ষুর কর্মাধিকার হয় না, সেই প্রকার জীব ব্রহ্মের বিকার হইলেও, কার্য্যস্বরূপ জীবের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ কর্মসাধ্য নহে ; যেহেতু কার্য্য-কারণের অভেদ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব, কর্মের দ্বারা কর্ত্তব্য কিছুই নাই বলিয়া, মুক্তির জন্য মুমুক্ষুর কর্মানুষ্ঠানে অধিকার সিদ্ধ হয় না ॥২৫৬॥

মৃদাপত্তির্ঘটস্যেব বিকারস্যাত্মনো ধ্রুবম্।
অবিকারাত্মসম্পত্তিঃ সা চ তত্ত্বাববোধতঃ ॥২৫৭॥

অন্বয়।—বিকারস্য আত্মনঃ অবিকারাত্মসম্পত্তিঃ ধ্রুবং ঘটস্য মৃদাপত্তিঃ ইব (স্বাভাবিকঃ) সা চ তত্ত্বাববোধতঃ (ভবতি) ॥২৫৭॥

বঙ্গানুবাদ।—ব্রহ্মবিকার জীবের অবিকারব্রহ্মের সহিত অভেদ, নিশ্চিতই ঘটের মৃদভেদের ন্যায় (স্বতঃ-সিদ্ধ) ; (অবিদ্যাকৃত ভেদ বিনাশপূর্ব্বক) সেই অভেদ (জীব-ব্রহ্মের অভেদ) তত্ত্বের জ্ঞান হইতেই হয় ॥২৫৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক—বিকার ঘটের বিকারিমৃত্তিকার সহিত অভেদ স্বাভাবিক ; অতএব তাহাদের ভেদ আবিদ্যক বা অবিদ্যাজনিত। সেইরূপ, বিকার-স্বরূপ জীবের অবিকারাত্মার সহিত অর্থাৎ বিকারিব্রহ্মের সহিত অভেদও

স্বাভাবিক বলিয়া, তাহাদের ভেদ অবিদ্যাকৃত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান হইতেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া, ভেদের বিনাশ বা মুক্তি হইতে পারে, কর্মের দ্বারা নহে। অতএব, বিকার-পক্ষেও জ্ঞানই মুক্তির সাধন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥২৫৭॥

কার্য্যকারণয়োর্ভিত্তৌ কার্য্যকারণতা কুতঃ।
অভিত্তৌ চ তয়োরৈক্যাৎকার্য্যকারণতা কুতঃ ॥২৫৮॥

অন্বয়।—কার্য্যকারণয়োঃ ভিত্তৌ কার্য্যকারণতা কুতঃ (ভবেৎ); তয়োঃ অভিত্তৌ চ ঐক্যাৎ কুতঃ কার্য্যকারণতা (ভবেৎ) ॥২৫৮॥

বঙ্গানুবাদ।—কার্য্য (বিকার) এবং কারণের ভেদ (বাস্তব) হইলে, কার্য্যকারণভাব কি করিয়া হইতে পারে? তাহাদের অভেদ (আত্যন্তিক) হইলেও, ঐক্যবশতঃ কি প্রকারে কার্য্যকারণতা হইতে পারে? ॥২৫৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জীবের অংশত্ব অথবা বিকারত্ব স্বীকার করিলেও মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে, জীবের অংশত্ব বা বিকারত্বই দুর্ব্বোধ্য, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলা হইতেছে যে, কার্য্যের অর্থাৎ বিকার বা অংশের, কারণ হইতে (বিকারী বা অংশী হইতে) ভেদ অথবা অভেদ উভয়ই অসম্ভব। কারণ, উভয়পক্ষেই কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ বিকার-বিকারি-ভাব অথবা অশাংশিভাব সিদ্ধ হয় না। এই শ্লোকে 'কার্য্যকারণ' শব্দ অংশাংশীরও বোধক, বুঝিতে হইবে। ভেদ অথবা অভেদ যে কোনও একটি পক্ষ স্বীকার

করিলেও বিকারত্ব বা অংশত্ব উপপন্ন হয় না, একথা-দ্বারা বিকারত্ব ও অংশত্বমতের ভ্রান্তত্বেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে ॥২৫৮॥

বিজ্ঞানাত্মবিকারস্য কারণৈক্যং বিমুক্ততা।
স্বতস্তস্য চ সংসিদ্ধেঃ কার্য্যতা নোপপদ্যতে ॥২৫৯॥
কর্ম্মাতোঽনর্থকং মুক্তাবেকদেশবিকারয়োঃ ॥২৬০॥

অন্বয়।—বিজ্ঞানাত্মবিকারস্য (জীবস্য) কারণৈক্যং বিমুক্ততা; তস্য চ স্বতঃ সংসিদ্ধেঃ কার্য্যতা ন উপপদ্যতে; অতঃ একদেশবিকারয়োঃ মুক্তৌ কর্ম অনর্থকম্ ॥২৫৯॥২৬০॥

বঙ্গানুবাদ।—বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বিকার (বা অংশ) জীবের কারণের (বা অংশীর) সহিত ঐক্যই মুক্তি; সেই অভেদও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহার (মুক্তির) কার্য্যতা অর্থাৎ ক্রিয়াসাধ্যত্ব যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব, এক-দেশ এবং বিকারপক্ষে, মুক্তিতে কর্ম নিষ্প্রয়োজন ॥১৫৯॥২৬০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কার্য্য কারণের অভেদ স্বীকার করিলে, কার্য্যকারণ-ভাবই হইতে পারেনা। অভেদ পক্ষে আরও দোষ দেখাইবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত দোষেরই পুনরুল্লেখ এই দেড়শ্লোকে করা হইয়াছে। পরের শ্লোকে আরও দোষ বলা হইতেছে ॥২৫৯॥২৬০॥

অপ্যনর্থায় কর্ম স্যাৎক্রিয়মাণং ন মুক্তয়ে।
প্রতিকূলং বিমুক্তেশ্চ ক্রিয়মাণমসংশয়ম্।
কর্ম্মারব্ধে তেনৈতন্মুক্তৌ কর্ম নিরর্থকম্ ॥২৬১॥

অন্বয়।—কর্ম ক্রিয়মাণম্ অনর্থায় অপি স্যাৎ, ন মুক্তয়ে। কর্ম

ক্রিয়ামানম্ অসংশয়ং বিমুক্তেঃ প্রতিকূলং চ আরভেত, তেন এতৎ কর্ম মুক্তৌ নিরর্থকম্ ॥২৬১॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে অনর্থেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে, মুক্তির নিমিত্ত হয় না। ক্রিয়মাণ কর্ম নিশ্চিতই মুক্তির প্রতিকূলও (স্বর্গাদি) আরম্ভ করিবে, অতএব এই কর্ম মুক্তিতে নিরর্থক ॥২৬১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অভেদই মুক্তি এইপক্ষে, কর্ম যে কেবল ব্যর্থ তাহাই নহে, কিন্তু অনর্থেরও জনক, এই অভি-প্রেত দোষান্তর দেখান হইতেছে। মুমুক্ষু কর্ম করিলে তাহা মুক্তির জনক হইবেনা; কেবল তাহাই নহে, প্রত্যুত তাহা মুক্তির প্রতিকূল স্বর্গাদি ফল জন্মাইয়া মুক্তির বাধাই সৃষ্টি করিবে। অতএব মোক্ষের প্রতি কর্ম নিষ্প্রয়োজন এবং অন্তরায়জনক ॥২৬১॥

বিকারোঽত্যন্তনির্ভিন্নো যদা তু স্যাদ্বিকারিণঃ।
তদাপি বিকৃতের্নাশো মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥২৬২॥

অন্বয়।—যদাতু বিকারঃ বিকারিণঃ অত্যন্ত নির্ভিন্নঃ স্যাৎ, তদা অপি বিকৃতেঃ নাশঃ মুক্তিঃ ইতি অভিধীয়তে ॥২৬২॥

বঙ্গানুবাদ।—যে পক্ষে, বিকার (জীব) বিকারিব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সেই পক্ষেও বিকৃতির নাশই মুক্তি এই-রূপ বলিতে হয় ॥২৬২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বিকারস্বরূপ জীবের ব্রহ্মের সহিত অভেদপক্ষ স্বীকার করিয়া দোষ এপর্য্যন্ত বলা হইয়াছে।

এক্ষণে, ভেদপক্ষে আরও অধিক দোষ হয়, তাহাই বলা হইতেছে। বিকার-জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে, তাহার স্বরূপ (অস্তিত্ব) থাকিলে, ব্রহ্মের সহিত ঐক্য অসম্ভব বলিয়া, ঐক্যের নিমিত্ত বিকারের নাশই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং জীবের নাশই মুক্তি, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। কারণ, নিজের উচ্ছেদই মুক্তি হইলে, সেই মুক্তি কেহই চাহিবে না। মুক্তি অপুরুষার্থ হইয়া পড়িবে ॥২৬২॥

অত্রাপ্যনর্থকং কর্ম তৎফলাসংভবত্ত্বতঃ।
কর্মেব জ্ঞানমপ্যত্র ফলাভাবাদনর্থকম্ ॥২৬৩॥

অন্বয়।—অত্র অপি কর্ম তৎফলাসংভবত্ত্বতঃ অনর্থকং, অত্র কর্ম ইব জ্ঞানম্ অপি ফলাভাবাৎ অনর্থকম্ ॥২৬৩॥

বঙ্গানুবাদ।—এই মতেও (জীবনাশ মুক্তি এই মতে) ফলের অসংভব হেতু কর্ম অনর্থক; এই মতে, কর্মের ন্যায়, জ্ঞানও ফলের অভাবহেতু অনর্থক ॥২৬৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আর যদি, জীবের নাশই মুক্তি এই মত স্বীকার করা যায়, যেমন কোনও কোনও বৌদ্ধ সম্প্রদায় করিয়া থাকে, তথাপি মুক্তিতে কর্মের কোনও উপযোগিতা থাকে না। কেন না, মুক্তিতে কর্ত্তা জীবের নাশ হইলে, কর্মের ফল কাহার হইবে? সুতরাং, ফলীর (ফলভোক্তার) অভাবে কর্মের ফলের অসম্ভবহেতু কর্মের আনর্থক্য হইয়া পড়ে। যদি আশঙ্কা করা যায় যে, কর্মের আনর্থক্য হইলেও, জ্ঞানের

ত সার্থক্য হইতে পারে? তাই বলা হইতেছে যে, এই মতে অর্থাৎ জীবনাশ মুক্তি এই পক্ষে, কর্মের ন্যায় জ্ঞানেরও সার্থকতা থাকে না; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত একই কারণে জ্ঞানের ফল হইতে পারে না। সুতরাং, জীবনাশবাদীর মতে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই আনর্থক্যহেতু, মুক্তির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রারম্ভই হইতে পারে না ॥২৬৩॥

নৈবাবিদ্যাকৃতৈবাসৌ বাস্তবী যদি সংস্থিতিঃ।
স্বরূপনাশদোষঃ স্যাদেকদেশেঽপি পূর্ববৎ ॥২৬৪॥

অন্বয়।—যদি সংস্থিতিঃ বাস্তবী (স্যাৎ) অসৌ অবিদ্যাকৃতা এব ন এব (স্যাৎ); একদেশে অপি পূর্ববৎ স্বরূপনাশদোষঃ স্যাৎ ॥২৬৪॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি সংসার বাস্তব হয়, তবে উহা অবিদ্যাকৃত হইতেই পারে না। একদেশপক্ষেও পূর্বের ন্যায় স্বরূপনাশ দোষ হইয়া পড়ে ॥২৬৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অধিকন্তু, ব্রহ্মের বিকার জীবের সংসারবন্ধন যদি বাস্তব হয় তবে উহা কেবলমাত্র অবিদ্যা-জনিত হইতে পারে না। ফলতঃ ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সংসারের বিনাশ হইতে পারে না; কারণ, বস্তু কখনও বিদ্যার দ্বারা নষ্ট হয় না।...জীব ব্রহ্মের একদেশ হইলেও, যদি সংসার বাস্তব হয়, তবে সংসার বিনষ্ট হইতে পারে না। কারণ, যদি সংসার বিনষ্ট হয়, তবে ঐ বাস্তব-সংসার-বিশিষ্ট জীবেরও বিনাশ হইবে বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিকারপক্ষের ন্যায় স্বরূপ-নাশদোষ এবং জ্ঞানাদির আনর্থক্য হইয়া পড়ে ॥২৬৪॥

যদা ত্ববিদ্যয়াধ্যস্তং সংসারিত্বং ন বস্তুতঃ।
বিকারেঽবয়বে চৈব তদা পূর্বোক্ত এব তু ॥২৬৫॥
পক্ষো নির্বহনীয়ঃ স্যাদস্মাভিরপি সংমতঃ।
সর্বাবাদাবিরোধী চ নাতো বিধিরিহেষ্যতে ॥২৬৬॥

অন্বয়।—যদা তু সংসারিত্বং অবিদ্যয়া অধ্যস্তং ন বস্তুতঃ, বিকারে অবয়বে চ এব,তদাতু পূর্বোক্তঃ অস্মাভিঃ অপি সংমতঃ পক্ষঃ এব নির্বহনীয়ঃ স্যাৎ, (স পক্ষঃ) সর্ববাদাবিরোধী চ; অতঃ ইহ বিধিঃ ন ইষ্যতে ॥২৬৫॥২৬৬॥

বঙ্গানুবাদ।—পক্ষান্তরে যদি, সংসারিত্ব বাস্তব না হইয়া অবিদ্যাদ্বারা অধ্যস্ত হয়, বিকারপক্ষে এবং অবয়বপক্ষেও, তাহা হইলে আমাদেরও সম্মত (স্বীকৃত) পূর্ব্বোক্ত পক্ষই (কাণ্ডদ্বয়ের অধিকারী ভিন্ন, ইত্যাদি) গ্রহণীয় হইয়া পড়ে; (সেই পক্ষ) সর্ব্ব সিদ্ধান্তের অবিরোধীও (বটে); অতএব, বেদান্তে বিধি স্বীকার করা হয় না ॥২৬৫॥২৬৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সংসারিত্ব বা বন্ধন অবিদ্যাকল্পিত হইলে, সেই অবিদ্যার নাশেই মোক্ষ হইতে পারে। সুতরাং মোক্ষে কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন হয় না, এই কথা জীবের বিকারত্বপক্ষ এবং একদেশত্বপক্ষ—এই উভয় পক্ষেই প্রয়োজ্য, এবং তাহা হইলে জ্ঞানকাণ্ডের ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী, সাধন প্রভৃতি ভিন্ন, এই যে আমাদের সম্মত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত, তাহাই তোমারও গ্রহনীয় হইয়া পড়ে। ঐ সিদ্ধান্ত অন্যান্য মোক্ষবাদিগণেরও অবিরোধী। অতএব, ফলতঃ, বেদান্তে বিধি নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥২৬৬॥২৬৬॥

তদা হি কল্পনাঃ সর্বা বিকারাবয়বাদিকাঃ।
বৃথৈবেমা হ্যবিদ্যৈব সর্বাঃ সংপাদয়িষ্যতি ॥২৬৭॥

অন্বয়।—তদা হি সর্বাঃ ইমা বিকারাবয়বাদিকাঃ কল্পনাঃ বৃথা এব, হি অবিদ্যা এব সর্বাঃ সংপাদয়িষ্যতি ॥২৬৭॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহা হইলে, এই সকল বিকার, অবয়ব প্রভৃতি কল্পনা (মতবাদ) বৃথাই, যেহেতু অবিদ্যাই ঐ সকল সম্পাদন করিতে পারিবে ॥২৬৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে বেদান্তে বিধি নাই, সুতরাং একমাত্র জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হইতে পারে, তবে আর কিসের জন্য জীবের বাস্তব বিকারত্ব বা অবয়বত্ব (অংশত্ব) প্রভৃতি কল্পনা করা ? এই সকল কল্পনা বৃথা। তবে যে শ্রুতিস্মৃতিতে জীবের অংশত্বাদিসূচক—"মমৈবাংশো জীব-লোকে" (গীতা) "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র) ইত্যাদি বাক্যসমূহ আছে, তাহা অবিদ্যার দ্বারাই উপপন্ন হইতে পারে। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বলিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতিস্মৃতি অবিদ্যা-কল্পিত অংশত্ব, বিকারত্ব, প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছে। সুতরাং, বাস্তব অংশত্ব, বিকারত্ব কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই ॥২৬৭॥

পূর্ণং নিঃশ্রেয়সং তস্মাত্তদপূর্ণমবিদ্যয়া।
আভাসতে মৃষৈবাতো যথাভূতাত্মবিদ্যয়া ॥২৬৮॥
প্রধ্বস্তায়ামবিদ্যায়াং পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
অনর্থকো বিধিস্তস্মাৎ সর্বো নিঃশ্রেয়সং প্রতি ॥২৬৯॥

অন্বয়।—তস্মাৎ নিঃশ্রেয়সং পূর্ণং, তৎ অবিদ্যয়া মৃষা এব অপূর্ণম্

আভাসতে, অতঃ যথাভূতাত্মবিদ্যয়া অবিদ্যায়াং প্রধ্বস্তায়াং পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে ; তস্মাৎ সর্বঃ বিধিঃ নিঃশ্রেয়সং প্রতি অনর্থকঃ ॥২৬৮॥২৬৯॥

বঙ্গানুবাদ।—অতএব মোক্ষ পূর্ণ (অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ), তাহা অবিদ্যাবশতঃ মিথ্যাই অপূর্ণ (পরিচ্ছিন্ন) প্রতীত হয় ; অতএব যথার্থ আত্মবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পূর্ণই (অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপই) অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং মোক্ষের প্রতি সকল বিধি অনর্থক ॥২৬৮॥২৬৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশঙ্কা করা যায় যে, মোক্ষ পরিচ্ছিন্ন ও দেশান্তরস্থ, সুতরাং, তাহা দেশান্তরে গতিরূপ ক্রিয়াসাধ্য, তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, মোক্ষ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ। অবিদ্যাবশতঃই তাহা অপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আত্মবিদ্যার দ্বারা সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, অবিদ্যাকল্পিত পরিচ্ছেদ (অপূর্ণতা) ধ্বংস হইয়া, স্বস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মরূপে অবস্থিতি হয় ; তাহাই মুক্তি। সুতরাং, মোক্ষ গতিসাধ্য, বা ক্রিয়াসাধ্য নহে। অতএব, চতুর্বিধক্রিয়াফলবিলক্ষণ পূর্ণ মোক্ষের প্রতি বিধির কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। ক্রিয়াই বিধির বিষয় হইতে পারে, জ্ঞান বিধির বিষয় হয় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইরাছে ॥২৬৮॥২৬৯॥

ইত্যেতন্ন্যায়তঃ সিদ্ধং যত্ত্ প্রাক্‌চোদিতং ত্বয়া।
আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদিত্যত্রাপ্যভিধীয়তে ॥২৭০॥

অন্বয়।—ইতি এতৎ ন্যায়তঃ সিদ্ধং, যৎ তু ত্বয়া প্রাক্ চোদিতং—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" ইতি অত্র অপি অভিধীয়তে ॥২৭০॥

বঙ্গানুবাদ।—ইহা (বিধির অভাব) যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল; কিন্তু পূর্ব্বে তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে "বেদবাক্য ক্রিয়া-বোধক বলিয়া"......ইত্যাদি, ইহাতেও বলা হইতেছে ॥২৭০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বেদান্তে কোনও প্রকারেই বিধি থাকিতে পারে না—ইহা নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে। অপিচ, পূর্ব্বপক্ষী যে আশংকা করিয়াছিল, বেদ ক্রিয়াবোধক বলিয়া বেদান্তেও বিধি অবশ্যই থাকিবে, তাহারও খণ্ডন পূর্ব্বে (২৪২ শ্লোকে) করা হইলেও, পুনরায় তাহা নিরা-করণের নিমিত্ত আশংকার অনুবাদ করা হইতেছে—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" ইত্যাদি ॥২৭০॥

তত্রাম্নায়াভিধানস্য হ্যাম্নায়াংশাভিধানতঃ।
বিধ্যুক্তীনাং ক্রিয়ার্থত্বং সিদ্ধং হেতুতয়োচ্যতে ॥২৭১॥

অন্বয়।—তত্র হি আম্নায়াভিধানস্য আম্নায়াংশাভিধানতঃ বিধ্যুক্তীনাং সিদ্ধং ক্রিয়ার্থত্বং হেতুতয়া উচ্যতে (অর্থবাদাধিকরণে) ॥২৭১॥

বঙ্গানুবাদ।—সেখানে (মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধি-করণের সেই সূত্রে) আম্নায় এই পদের দ্বারা বেদাংশ অভিহিত হওয়াতে, বিধিবাক্যসমূহের যে ক্রিয়ার্থত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাই (সেই সূত্রে) হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে ॥২৭১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" অর্থবাদাধি-করণের এই সূত্রে আম্নায়ের ক্রিয়ার্থত্বকেই আনর্থক্যশংকার হেতু করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে 'আম্নায়' পদ সম্পূর্ণ বেদ-বাচক নহে, বেদের অংশ বিধিমাত্রের বোধক। ইহা পূর্ব্বেও

বলা হইয়াছে। সুতরাং, বেদের একদেশ বিধিবাক্যসমূহের সিদ্ধ যে ক্রিয়ার্থত্ব, তাহাই অর্থবাদাধিকরণে—"ক্রিয়ার্থত্বাৎ" বলিয়া হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব, সূত্রস্থ "আম্নায়" শব্দের সামর্থ্যের দ্বারা বেদান্তের বিধিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, আম্নায় বেদান্তকে বুঝায় না, বেদের একদেশ কর্মকাণ্ড-কেই বুঝায় ॥২৭১॥

ক্রিয়াপ্রকরণস্থানাং বিধিশেষাত্মনাং সতাম্।
বচসামক্রিয়ার্থানামানর্থক্যায় তদ্বচঃ ॥২৭২॥

অন্বয়।—ক্রিয়াপ্রকরণাস্থানাং বিধিশেষাত্মনাং সতাং বচসাম্ অক্রিয়া র্থানাম্ আনর্থক্যায় তৎ বচঃ ॥২৭২॥

বঙ্গানুবাদ।—ক্রিয়াপ্রকরণে অবস্থিত, বিধির অঙ্গ, (আপাততঃ) অক্রিয়াবোধক বাক্যসকলের আনর্থক্য আশংকার নিমিত্তই ঐ বাক্য (সূত্রবাক্য) ॥২৭২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে,...'আনর্থক্যমতদর্থানাম'—সূত্রের এই 'অতদর্থানাম্' পদের সামর্থ্যের দ্বারাই বেদান্তের বিধিশেষতা হইবে, অর্থাৎ, বেদান্ত অক্রিয়ার্থ হইলে তাহার আনর্থক্য হয়, সুতরাং তাহার ক্রিয়ার্থত্ব (ক্রিয়া-বোধকতা, ক্রিয়াপ্রয়োজনকতা) হউক। এই আশংকার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ক্রিয়াপ্রকরণে অবস্থিত, অর্থাৎ কর্মের প্রকরণে বিদ্যমান 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' * ইত্যাদি বিধির অঙ্গ 'বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্ঠা দেবতা'† ইত্যাদি অক্রিয়াবোধক বাক্যের

---

* বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতছাগ বধ করিবে—অর্থাৎ শ্বেতছাগদ্বারা যাগ করিবে।
† বায়ুই সর্ব্বাধিক দ্রুতগামী দেবতা।

সম্বন্ধেই আনর্থক্য আশংকা করিয়া ঐ বাক্য বলা হইয়াছে। সুতরাং, উহা উপনিষৎ (বেদান্ত) সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ঐ পদের দ্বারা বেদান্তের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না ॥২৭২॥

ন তূপনিষদাং ন্যায্যং পার্থগর্থ্যস্য সংভবাৎ।
পূর্ব্বোক্তেনৈব ন্যায়েন নাতস্তদ্বিধিশেষতা ॥২৭৩॥

অন্বয়।—উপনিষদাং তু পূর্ব্বোক্তেন ন্যায়েন এব পার্থগর্থ্যস্য সংভবাৎ ন ন্যায্যং (আনর্থক্যং), অতঃ তদ্বিধিশেষতা ন (ভবতি) ॥২৭৩॥

বঙ্গানুবাদ।—কিন্তু উপনিষৎসকলের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-দ্বারাই পৃথক্ অর্থ সম্ভব হয় বলিয়া, উহা (আনর্থক্যশংকা) ন্যায্য নহে ; অতএব বেদান্তের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না ॥ ২৭৩॥

তাৎপর্য্য বিবেক।—কর্মপ্রকরণে অবস্থিত কর্মবিধির অঙ্গ 'সোঽরোদীৎ', 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদি অক্রিয়ার্থ বাক্যেরই আনর্থক্যশংকা সূত্রে করা হইয়াছে। কিন্তু, উপনিষৎবাক্যসমূহ অক্রিয়ার্থ হইলেও তাহার আনর্থক্য-শংকা হইবে না। যেহেতু, পূর্ব্বে যুক্তিদ্বারা উপনিষদের পৃথক্ অর্থ, পৃথক্ ফল নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া ও বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ বলিয়া, বেদান্তবাক্যের ফল (মুক্তি) অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং, পৃথক্ ফল সম্ভব বলিয়া বেদান্তের আনর্থক্য আশংকা করা যায় না। আনর্থক্যশংকা হইতে পারে না বলিয়াই অর্থবাদাধিকরণের ঐ সূত্রের দ্বারা, বেদান্তের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না ॥২৭৩॥

বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাদিতি যচ্চাপি চোদিতম্।
তেষামেব তদপ্যস্তু তদানর্থক্যচোদনাৎ ॥২৭৪॥

অন্বয়।—'বিধিনা তু একবাক্যত্বাৎ' ইতি যৎ চ অপি চোদিতং তৎ অপি তেষাম্ এব অস্তু, তদানর্থক্যচোদনাৎ ॥২৭৪॥

বঙ্গানুবাদ।—'বিধির সহিত একবাক্যত্বহেতু' ইত্যাদি সিদ্ধান্তসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও সেইসকল বাক্যেরই হইতে পারে, যেহেতু সেইসকল বাক্যেরই আনর্থক্য শংকা হইয়া থাকে ॥২৭৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষসূত্রের দ্বারা যে বেদান্তের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না, তাহা ২৭৩ শ্লোক পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে। এক্ষণে, "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" এই সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারাও যে বেদান্তের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। ঐ সিদ্ধান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে, "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি অক্রিয়ার্থ বাক্যগুলির পূর্ব্বোক্তপ্রকারের আনর্থক্যশংকা হয় বলিয়া—'বিধির সহিত একবাক্যত্বহেতু বিধির স্তুত্যর্থেই ঐ বাক্যগুলির সার্থকতা হইবে।' অর্থাৎ, যে ক্রিয়াপ্রকরণে অবস্থিত ঐ বাক্যের আনর্থক্য শংকা করা হইয়াছে, সেই ক্রিয়াবিধির ('বায়ব্যং শ্বেতমালভেত'—এই ক্রিয়াবিধির) সহিত একবাক্যতা করিয়া সেই বিধির অপেক্ষিত বায়ুদেবতার স্তুতির অর্থে ঐ বাক্যের সার্থকতা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়া-

প্রকরণে অবস্থিত ঐ সকল অর্থবাদবাক্যগুলিরই বিধিশেষতা সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঐ বাক্যগুলিরই আনর্থক্য আশংকিত হইয়াছে। কিন্তু, তাহাদ্বারা উপনিষৎবাক্যের বিধিশেষতা সিদ্ধ হয় না; কারণ, উপনিষৎবাক্যসমূহ অক্রিয়ার্থ হইলেও তাহার সফলত্ব(অর্থবত্ত্ব)-হেতু আনর্থক্যশংকা হয় না ॥২৭৪॥

ন তু বেদান্তবচসাং দৃষ্টার্থত্বেন হেতুনা।
তদ্‌বুদ্ধেঃ পৃথগর্থত্বমুক্তমেবাতিবিস্তরাৎ।
অন্যার্থানুপপত্তেশ্চ বেদান্তবচসাং তথা ॥২৭৫॥

অন্বয়।—দৃষ্টার্থত্বেন হেতুনা বেদান্তবচসাং তু ন (বিধিশেষতা); তদ্‌বুদ্ধেঃ পৃথগর্থত্বম্ অতি বিস্তরাৎ উক্তম্ এব। তথা বেদান্তবচসাং অন্যার্থানুপপত্তেঃ চ ॥২৭৫॥

বঙ্গানুবাদ।—কিন্তু, দৃষ্টফলত্বহেতু বেদান্তবাক্যের বিধিশেষতা হয় না; বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানের পৃথক্‌ফলত্ব অতি বিস্তৃতভাবে কথিতই হইয়াছে। সেইরূপ, বেদান্তবাক্যের অন্য অর্থ উপপন্ন হয় না বলিয়াও (বিধিশেষতা হইতে পারে না) ॥২৭৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বেদান্তবাক্যের দৃষ্টফলতাহেতু অদৃষ্টফলক বাক্যের ন্যায় বিধিশেষতা হইতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। মীমাংসাশাস্ত্রের এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত আছে যে—"ফলবৎ সন্নিধাবফলং তদঙ্গং"—অর্থাৎ ফলবিশিষ্ট কোনও বিধির সন্নিধানে যদি কোনও ফলরহিত বাক্য থাকে, তবে উহা ঐ ফলবিশিষ্ট বিধির অঙ্গ হইয়া থাকে।

এই ন্যায় অনুসারেও বেদান্তবাক্যের বিধিশেষতা হইতে পারে না; কারণ, বেদান্তবাক্য ফলরহিত নহে, দৃষ্টফল। বেদান্তবাক্যের ফল মুক্তি জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ, এবং শ্রুতিস্মৃতি-সিদ্ধ। যদি আশংকা করা যায় যে, কর্মের ফলের ন্যায় বেদান্ত বাক্যের ফলও অদৃষ্ট হইবে, তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে—"বাক্যার্থজ্ঞানের পৃথক্‌ফলত্ব" ইত্যাদি। বেদান্ত-বাক্যার্থজ্ঞানের ফল যে কর্মফল হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, সুতরাং অদৃষ্ট নহে, দৃষ্ট, তাহা পূর্ব্বে (২৩।২৪ শ্লোকে) বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ......অধিকন্তু, বেদান্তবাক্যের অন্য অর্থ উপপন্ন হয় না বলিয়া, অর্থাৎ আত্মবস্তুপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্যের কোনও কর্মোপকারকত্বরূপ অর্থ সম্ভব হয় না বলিয়াও তাহার বিধিশেষতা হইতে পারে না ॥২৭৫॥

অর্থৈকত্বগতৌ সত্যাং বাক্যভেদপ্রকল্পনা।
ন ন্যায্যা সেতি দৃষ্টত্বাদ্দেবস্য ত্বাদিবাক্যবৎ ॥২৭৬॥

অন্বয়।—অর্থৈকত্বগতৌ সত্যাং সা বাক্যভেদপ্রকল্পনা ন ন্যায্যা ইতি দেবস্য ত্বাদিবাক্যবৎ দৃষ্টত্বাৎ ॥২৭৬॥

বঙ্গানুবাদ।—অর্থৈকত্বরূপ গতি হইলে (প্রয়োজনের একত্ব সম্ভব হইলে) ঐরূপ বাক্যভেদ কল্পনা ন্যায্য নহে, ইহা 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় দেখা যায় ॥২৭৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকে পুনরায় আশংকা সূচিত হইতেছে। একটি সিদ্ধান্ত আছে যে, 'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে'—অর্থাৎ একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্য-

ভেদ স্বীকার করা হয় না। সুতরাং, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যদি একফলত্বের দ্বারা একবাক্যত্ব সম্ভব হয়, তবে উহাদের ফলভেদ স্বীকার করিয়া বাক্যভেদ কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। যেমন, 'দেবস্য ত্বা' * ইত্যাদি মন্ত্রস্থ সাকাঙ্ক্ষ পদ-সমূহের 'নির্বপামি' † এই পদের সহিত একফলপ্রতিপাদকত্ব-হেতু একবাক্যত্ব দেখা যায়। এই একবাক্যত্বের সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টান্ত মীমাংসাদর্শনের—"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেৎ বিভাগে স্যাৎ"—এই (২।১।৪২) সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইরূপ বেদান্তেরও যদি কর্মকাণ্ডের সহিত একার্থত্বহেতু (ফলের একত্বহেতু) একবাক্যতা সম্ভব হয়, তবে এইরূপ ভিন্ন ফল এবং বাক্যভেদ স্বীকার করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ২৭৬॥

তথৈব পৃথগর্থত্বগতৌ ভিন্নবচস্ত্বতঃ।
ইষে ত্বাদিষু দৃষ্টত্বান্ন ন্যায্যৈকার্থকল্পনা ॥২৭৭॥

অন্বয়।—তথা এব পৃথগর্থত্বগতৌ ভিন্নবচস্ত্বতঃ একার্থকল্পনা ন ন্যায্যা ইষে ত্বাদিষু দৃষ্টত্বাৎ ॥২৭৭॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইপ্রকার, পৃথগর্থত্বরূপ গতি হইলে ভিন্ন বাক্যতাহেতু, একার্থকল্পনা সঙ্গত নহে, যেহেতু, 'ইষে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে ঐরূপ দেখা যায় ॥২৭৭॥

---

* দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে···ইত্যাদি মন্ত্র।

† অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি।

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে সূচিত আশংকার উত্তরে বলা হইতেছে যে, পক্ষান্তরে পৃথক্ অর্থ বা পৃথক্ ফল সম্ভব হইলে, সেখানে বাক্যভেদই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং, সেখানে একার্থকল্পনা অথবা একবাক্যতা কল্পনা অসঙ্গত হইবে। ইহাতে পূর্ব্বমীমাংসাসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—'ইষে ত্বাদি মন্ত্রে...'। পূর্ব্বশ্লোকের দৃষ্টান্তে যে-রূপ বলা হইয়াছে যে, অর্থৈকত্ব থাকিলে, এবং বিভক্ত করিলে বাক্যদ্বয়ের একটী অপরের সাকাঙ্ক্ষ (অন্বয়লাভে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) হইলে, একবাক্যতা হয়; সেইরূপ, পক্ষান্তরে, "সমেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ" (২।১।৪৭) এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সম হইলে, অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষারহিত হইলে বাক্যভেদ হয়। যেমন,—'ইষে ত্বা ছিনদ্মি' (অভিলষিত অন্নের নিমিত্ত তোমাকে ছেদন করিতেছি), 'উর্জ্জেত্বানুমার্জ্মি' (বলের জন্য তোমার অনুমার্জন করিতেছি), এই মন্ত্রদ্বয়ের সমতাহেতু—অর্থাৎ পরস্পর আকাঙ্ক্ষারহিত ভিন্ন অর্থের বোধকতাহেতু একবাক্যতা হয় না, বাক্যভেদই স্বীকৃত হয়। সেইরূপ কাণ্ডদ্বয়েরও ফলের ভেদ ও বাক্যভেদ সম্ভব বলিয়া উক্ত আশংকা অমূলক ॥২৭৭॥

জ্ঞানকাণ্ডার্থশেষত্বং কর্মকাণ্ডস্য যৎপুনঃ।

বিনিযোজকহেত্বেতত্তয়োর্বা‌ৈক্যকবাক্যতঃ ॥২৭৮॥

ন্যায়েন বক্ষ্যমাণেন ভূয়োঽপ্যেতৎ প্রবক্ষ্যতে ॥২৭৯॥

অন্বয়।—যৎ পুনঃ কর্মকাণ্ডস্য জ্ঞানকাণ্ডার্থশেষত্বং এতৎ বিনিযোজক-

হেতু তয়োঃ বক্ষ্যমাণেন ন্যায়েন বাক্যৈকবাক্যতঃ ভূয়ঃ অপি এতৎ প্রবক্ষ্যতে ॥২৭৮॥২৭৯॥

বঙ্গানুবাদ।—আর যে, কর্মকাণ্ডের জ্ঞানকাণ্ডের ফলের প্রতি অঙ্গত্ব (স্বীকার করা হয়), তাহাও বিনিযোজক বাক্যহেতু ('বিবিদিষন্তি' এই বাক্যপ্রমাণক), যেহেতু (ভিন্নার্থক) কাণ্ডদ্বয়েরও বক্ষ্যমাণ যুক্তিদ্বারা বাক্যৈকবাক্যতা আছে। এই বিষয় আবারও বলা হইবে ॥২৭৮॥২৮৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের ফলভেদহেতু বাক্যভেদ সম্ভব। কিন্তু সিদ্ধান্তে এইরূপও স্বীকার করা হয় যে, কর্মবাক্যসকল জ্ঞানবাক্যের অঙ্গ বলিয়া তাহাদের একবাক্যতা আছে। সেই জন্যই বলা হইতেছে যে, জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ যে জ্ঞান, তাহাতে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কর্মকাণ্ডের যে শেষত্ব বা অঙ্গত্ব আছে, তাহা বিনিযোজকহেতু,অর্থাৎ বিবিদিষাবাক্যপ্রমাণক। অর্থাৎ'ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন'এই যে বিবিদিষাবাক্য তাহাতে বিবিদিষার (জিজ্ঞাসার) প্রতি যজ্ঞাদি কর্মকে অঙ্গরূপে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং, কর্মবাক্য ও জ্ঞানবাক্য ভিন্নার্থক—ভিন্নফলক হইলেও, উহাদের উপকার্য্য-উপকারক-ভাব(কর্মের চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানের উপকারত্ব) আছে বলিয়া কর্মের অঙ্গত্বহেতু দ্রব্যার্জ্জনবিধি ও ক্রতুবিধির একবাক্যতার * ন্যায় বাক্যৈক-

* মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় সূত্রে এইরূপ আশংকা করা হইয়াছে যে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির যথাক্রমে প্রতিগ্রহ ও জয়াদির দ্বারা যে

বাক্যতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু, দ্রব্যার্জ্জনবিধি ও ক্রতু-বিধির একবাক্যতার ন্যায় একবাক্যতাদ্বারা উহাদের (কাণ্ডদ্বয়ের) ভিন্নফলত্ব, ভিন্নাধিকারী, ভিন্নসাধন প্রভৃতি সিদ্ধান্তের হানি হয় না। ভিন্নার্থক জ্ঞানে ভিন্নার্থক কর্ম্মের বিবিদিষাবাক্যের দ্বারা কিরূপে বিনিয়োগ হয়, তাহার যুক্তি পরে বলা হইবে, তাহাই বলা লইতেছে—'বক্ষ্যমাণেন ন্যায়েন'। ভিন্নফলক কর্ম্মবাক্যের ভিন্নফলক জ্ঞানবাক্যের সহিত বাক্যৈকবাক্যতা উপনিষদের পৃথক্ ফল হইলেই সম্ভব; তাহা কিরূপে হয় তাহাও পুনরায় বলা হইবে ॥২৭৮॥২৭৯॥

পার্থগর্থ্যমতঃ সিদ্ধমপাস্তবিধিলক্ষণম্।
সর্বোপনিষদাং চাত্মজ্ঞানং কৈবল্যসাধনম্ ॥২৮০॥

অন্বয়।—অতঃ সর্বোপনিষদাং অপাস্তবিধিলক্ষণং পার্থগর্থ্যং—আত্মজ্ঞানং চ কৈবল্যসাধনং সিদ্ধম্ ॥২৮০॥

দ্রব্যার্জ্জন (অর্থোপার্জ্জন) বিধান (নিয়ম) করা হইয়াছে, তাহা পুরুষার্থ, না, ক্রত্বর্থ? অর্থাৎ তাহাদ্বারা পুরুষের কোনও স্বতন্ত্র ফল হইবে, অথবা, ঐ অর্থ ক্রতুতে (যজ্ঞে) উপযোগী (যজ্ঞে প্রয়োজন দ্রব্যাদি ক্রয়ে উপযোগী) বলিয়া ক্রতুরই উপকারক হইবে? তাহাতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ যাহা পুরুষার্থ হয় তাহা ক্রত্বর্থ হয় না বটে, কিন্তু এইস্থলে ব্রাহ্মণাদির জন্য ঐ দ্রব্যার্জ্জনবিধি নিয়মবিধি বলিয়া, উহা পুরুষার্থ হইলেও আবার তাদৃশ নিয়মে উপার্জ্জিত ধনের দ্বারাই ক্রতু করিতে হইবে বলিয়া, ক্রতুর উপকারকও বটে। এইস্থলে দ্রব্যার্জ্জনবিধির স্বতন্ত্রফলকত্ব থাকিলেও যেমন ক্রত্বর্থত্বও হইতে পারিল, সেইরূপ।

বঙ্গানুবাদ।—অতএব, সকল উপনিষদের বিধিবর্জ্জিত পৃথক্‌ফল, এবং আত্মজ্ঞান কৈবল্যের হেতু, ইহা সিদ্ধ হইল ॥২৮০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'অতএব'—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-বশতঃ ও বক্ষ্যমান যুক্তিবশতঃ। উপনিষৎসকলের পৃথক্ ফল জ্ঞানদ্বারা মুক্তি, মুক্তিতে বা তাহার সাধন জ্ঞানে কোন প্রকার বিধি নাই, এবং আত্মজ্ঞানই একমাত্র মুক্তির সাধন—এই বিষয়গুলি সিদ্ধ হইল ॥২৮০॥

নিঃশেষবাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মিকা।
তন্নিষ্ঠা চেহ বিজ্ঞেয়া যথোক্তন্যায়বর্ত্মনা ॥২৮১॥

অন্বয়।—যথোক্তন্যায়বর্ত্মনা নিঃশেষবাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মিকা তন্নিষ্ঠা চ ইহ (জ্ঞানে) (সাধনত্বেন) বিজ্ঞেয়া ॥২৮১॥

বঙ্গানুবাদ।—যথোক্ত ন্যায় অনুসারে বাক্ মন শরীরের সম্পূর্ণ উপরমস্বরূপ শ্রবণাদিনিষ্ঠাই এই জ্ঞানে সাধন বলিয়া জানিতে হইবে ॥২৮১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশংকা করা যায় যে, উপনিষদের দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না ; কারণ, উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াও অনেকের আত্মজ্ঞান হয় নাই দেখা যায়। তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, শরীর, বাক্, মনের সম্পূর্ণ উপরম বা নিবৃত্তিসহিত যে শ্রবণ, মনন, ধ্যান, তাহাই আত্ম-জ্ঞানের সাধন বলিয়া, কেবল শ্রবণ বা অধ্যয়ন দ্বারাই জ্ঞান হইতে পারে না। পূর্ব্বকথিত 'শান্তো দান্ত উপরতঃ' ইত্যাদি

শ্রুতিকথিত ন্যায় অনুসারেই উপরম জ্ঞানসাধনে সহকারী বলিয়া জানা যায় ॥২৮১॥

অধিকারোঽপি তস্যাং চ সিদ্ধোঽশেষক্রিয়াত্যজঃ।
জিজ্ঞাসোরেব কর্তুস্তু ন সিষাধয়িষোঃ সদা ॥২৮২॥

অন্বয়।—তস্যাং অধিকারঃ অপি অশেষক্রিয়াত্যজঃ জিজ্ঞাসোঃ এব সিদ্ধঃ, ন তু সদা সিষাধয়িষোঃ কর্তুঃ ॥২৮২॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহাতে অধিকারও সকলকর্মত্যাগী জিজ্ঞাসুরই সিদ্ধ হয়, সর্ব্বদা কর্ম করিতে ইচ্ছু কর্ত্তার নহে ॥২৮২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সেই যে (সর্ব্বচেষ্টা উপরমপূর্ব্বক) শ্রবণাদিনিষ্ঠা তাহাতে অধিকারীও কর্মাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তা নহে, কিন্তু জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ত্যাগী, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। ত্যাগী সন্ন্যাসীর এই শ্রবণাদিনিষ্ঠাতে অধিকারও কর্মীর কর্মাধিকারের ন্যায় নিয়োগকৃত নহে, অপূর্ব্বের বোধক বিধিজনিত নহে। যেহেতু, উহা জ্ঞানেচ্ছাকৃত ; জ্ঞানের ইচ্ছাবশতঃই জ্ঞানসাধনে, উপরম সহিত শ্রবণাদিতে অধিকার হইয়া থাকে ॥২৮২॥

ব্রহ্মাত্মতত্ত্বব্যুৎপত্তিমাত্রেণাপ্যধিকারিতা।
ভবত্যেবাত্র জিজ্ঞাসোরজ্ঞস্যাপি মুমুক্ষুতঃ ॥২৮৩॥

অন্বয়।—অজ্ঞস্য অপি জিজ্ঞাসোঃ মুমুক্ষুতঃ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বব্যুৎপত্তিমাত্রেণ অপি অত্র অধিকারিতা ভবতি এব ॥২৮৩॥

বঙ্গানুবাদ।—অজ্ঞ হইলেও জিজ্ঞাসুর মুমুক্ষুত্বহেতু

ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই ইহাতে (জ্ঞানহেতু শ্রবণাদিতে) অধিকার হইয়া থাকে ॥২৮৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশংকা করা যায় যে, জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিতে কাহার অধিকার হইবে? যে ব্রহ্মকে জানিয়াছে তাহার, অথবা, যে ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞ তাহার? কোনও পক্ষই সম্ভব নহে। ব্রহ্মকে জানিলে আর জিজ্ঞাসাই হইবে না, সুতরাং শ্রবণাদি নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্ম অজ্ঞাত হইলেও তৎবিষয়ে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না; কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ে জিজ্ঞাসা অসম্ভব। অতএব, অধিকারীর অভাবহেতু শ্রবণাদি কাহারও করণীয় হইতে পারে না! তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলেও, মুমুক্ষুব্যক্তির বেদান্ত পাঠ করিয়া ব্রহ্মাত্মবিষয়ক সে আপাতজ্ঞান জন্মে তাহাদ্বারাই তাহার বিশেষ জিজ্ঞাসা (অপরোক্ষভাবে জানিবার ইচ্ছা) উৎপন্ন হইয়া, শ্রবণাদিতে অধিকার হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকারীর কোনও অনুপপত্তি ঘটে না ॥২৮৩॥

নৈবং প্রক্রমসংহারপর্য্যালোচনয়া পুরা।
বেদস্যৈকার্থ্যতাৎপর্য্যমেকবাক্যতয়োদিতম্ ॥২৮৪॥

অন্বয়।—এবং মা, পুরা প্রক্রমসংহারপর্য্যালোচনয়া বেদস্য একবাক্যতয়া ঐকার্থ্যতাৎপর্য্যম্ উদিতম্ ॥২৮৪॥

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ নহে, উপক্রম ও উপসংহার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বেদের একবাক্যতাহেতু একার্থে (কার্য্য-রূপ অর্থে) তাৎপর্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ॥২৮৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিতেছে যে, কাণ্ডদ্বয়ের অধিকারী প্রভৃতি ভিন্ন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, বেদের 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্,' 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদি উপক্রম এবং 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' ইত্যাদি উপসংহারের পর্য্যালোচনাদ্বারা, বেদের (কার্য্যরূপ) একার্থ নিশ্চয় করিয়াই একবাক্যতা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অতএব, সকল বেদেরই যখন একার্থত্ব, তখন কাণ্ডদ্বয়ের অধিকারী প্রভৃতি ভিন্ন হইতে পারে না ॥২৮৪॥

তেন নিঃশেষবেদোক্তকারিণোঽত্রাধিকারিতা।
সিদ্ধে হ্যনেকবাক্যত্বে কল্প্যা ভিন্নাধিকারিতা ॥২৮৫॥

অন্বয়।—তেন নিঃশেষবেদোক্তকারিণঃ অত্র অধিকারিতা; হি অনেকবাক্যত্বে সিদ্ধে ভিন্নাধিকারিতা কল্প্যা ॥২৮৫॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইহেতু সম্পূর্ণ বেদবিহিতকর্মের অনুষ্ঠান-কারী পুরুষের জ্ঞানে অধিকার; যেহেতু, অনেকবাক্যত্ব সিদ্ধ হইলেই ভিন্নাধিকার কল্পনা করা যাইতে পারে ॥২৮৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকের আশংকার সমর্থনেই পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছে যে, যেহেতু সকল বেদের একবাক্যতা-দ্বারা একার্থে (কার্য্যে) তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে, সেইহেতু সকল বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানকারী পুরুষেরই জ্ঞানে অধিকার, জ্ঞানকাণ্ডের ভিন্ন অধিকারী নহে। যেহেতু, অনেকবাক্যত্ব হইলেই ভিন্ন অধিকারী কল্পনা করা চলিত ॥২৮৫॥

মৈবং ভিন্নৈকবাক্যত্বে প্রাগস্মাভিঃ সমর্থিতে।
ততশ্চ ভবদুক্তস্য চোদ্যস্যেহ ন সংভবঃ ॥২৮৬॥

অন্বয়।—এবং মা, প্রাক্ অস্মাভিঃ ভিন্নৈকবাক্যত্বে সমর্থিতে, ততঃ চ ইহ ভবদুক্তস্য চোদ্যস্য ন সংভবঃ ॥২৮৬॥

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ নহে, পূর্ব্বে আমাদের দ্বারা ভিন্ন-ফলবিশিষ্টেরই একবাক্যত্ব সমর্থিত হইয়াছে; অতএব এই-স্থলে তোমার কথিত আশংকার (দোষের) সম্ভব হয় না ॥২৮৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর আশংকা নিরাকরণ করিতেছেন—'মৈবং' ইত্যাদি। পূর্ব্বে (২৭৬ শ্লোঃ) আমরাও কাণ্ডদ্বয়ের একবাক্যতা সমর্থন করিয়াছি বটে, কিন্তু, কাণ্ডদ্বয়ের স্বতন্ত্র ফল ও অধিকারী স্বীকার করিয়াই, দ্রব্যার্জ্জনবিধি ও ক্রতুবিধির ন্যায় উপকার্য্যোপকারকত্ব-হেতু একবাক্যত্ব সমর্থন করিয়াছি। সুতরাং, এতাদৃশ একবাক্যতাদ্বারা কাণ্ডদ্বয়ের ভিন্নাধিকারিতা ব্যাহত হয় না। অতএব, তোমার আশংকাও এস্থলে অসঙ্গত হইয়া পড়ে ॥২৮৬॥

নাপি নিঃশেষবেদার্থমনুষ্ঠাতুং ক্ষমো নরঃ।
পুমায়ুষাঽপি যেন স্যাদাত্মজ্ঞানেঽধিকারিতা ॥২৮৭॥

অন্বয়।—অপি (চ) নরঃ পুমায়ুষা অপি নিঃশেষবেদার্থম্ অনুষ্ঠাতুং ন ক্ষমঃ যেন আত্মজ্ঞানে অধিকারিতা স্যাৎ ॥২৮৭॥

বঙ্গানুবাদ।—অধিকন্তু,মানুষ তাহার জীবনেও (শতবর্ষেও)

বেদবিহিত সকল কর্ম অনুষ্ঠানে সমর্থ নহে, যাহাতে আত্মজ্ঞানে অধিকার হইতে পারে ॥২৮৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছে, বেদবিহিত সর্ব্বকর্মানুষ্ঠানকারীরই জ্ঞানে অধিকার, তাহারই খণ্ডনে বলা হইতেছে যে, বেদবিহিত সকলকর্মের অনুষ্ঠান শেষ করা মানুষের সারাজীবনেও সময়ে কুলাইবে না। সর্ব্বকর্ম অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানে অধিকারী হওয়া, কখনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং, পূর্ব্বপক্ষীর ঐ উক্তি অসঙ্গত ॥২৮৭॥

সংপদাং চার্থবাদত্বং তেন বেদান্তগোচরে।
জ্ঞানেঽধিকারিণোঽভাবাৎ প্রামাণ্যং ক্ষিপ্যতে স্বতঃ ॥২৮৮॥

অন্বয়।—সংপদাং চ অর্থবাদত্বং, তেন বেদান্তগোচরে জ্ঞানে অধিকারিণঃ অভাবাৎ স্বতঃ প্রামাণ্যং ক্ষিপ্যতে ॥২৮৮॥

বঙ্গানুবাদ।—এবং সম্পদের (যাগাদি ও স্বর্গাদির) অর্থবাদত্ব হইয়া পড়ে; অতএব বেদান্তবিষয়ক জ্ঞানে অধিকারীর অভাব হেতু (বেদের) স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট হয় ॥২৮৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কাণ্ডদ্বয়ের একাধিকারিত্বে সিদ্ধান্তী আরও দোষ দেখাইতেছেন। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী একই ব্যক্তি, এবং কাণ্ডদ্বয়ের একই ফল—এইরূপ বলিলে, কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের অঙ্গ হইয়া পড়ে ; এবং কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞানে অধিকার জন্মে, ইহাই কর্মকাণ্ডের সার্থকতা হওয়াতে, কর্মের স্বর্গাদি ফলও অবিবক্ষিত

(তাৎপর্য্যের অবিষয়) লইয়া পড়ে। ফলতঃ, যাগাদি ও স্বর্গাদির অর্থবাদত্ব হইয়া পড়ে। অপিচ, সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া বেদান্তজ্ঞানেরও অধিকারী অসম্ভব হওয়াতে, সম্পূর্ণ বেদেরই প্রামাণ্য অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৮৮॥

কিংচ মানাদবিজ্ঞাতা বিমুক্তিঃ কাম্যতে ন চ।
জ্ঞাতায়াং স্বাত্মরূপত্বাৎ সুতরাং নাস্তি কামনা ॥২৮৯॥

অন্বয়।—কিং চ, মানাৎ অবিজ্ঞাতা বিমুক্তিঃ ন চ কাম্যতে, জ্ঞাতায়াং স্বাত্মস্বরূপত্বাৎ সুতরাং কামনা নাস্তি ॥২৮৯॥

বঙ্গানুবাদ।—অধিকন্তু, প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত না হইলে মুক্তি কামনার বিষয় হইতে পারে না; (মুক্তি) জ্ঞাত হইলেও আত্মার স্বরূপ বলিয়াই কামনা হইতে পারে না ॥২৮৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর আরও দোষ দেখাইয়া বলিতেছে যে, তোমার পক্ষে জ্ঞানাধিকারীর বিশেষণ (অধিকারের জনক) যে মোক্ষকামনা তাহাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়া, জ্ঞানাধিকারীর অভাবহেতু বেদান্তের প্রামাণ্য থাকে না। অনুভূত বিষয়েই কামনা হইতে পারে, অবিজ্ঞাতে কামনা হইতে পারে না। সুতরাং, মোক্ষ অবিজ্ঞাত হইলে তাহাতে কামনা হইতে পারে না। আবার, মোক্ষ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হইলেও উহা আত্মস্বরূপ, সুতরাং নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া কামনার বিষয় হইতে পারে না। অথচ মোক্ষকামই জ্ঞানাধিকারী, ইহাই তোমার মত।

অতএব, মোক্ষকামনাই অনুপপন্ন হইয়া পড়াতে, অধিকারীর অভাবহেতু বেদান্তের প্রামাণ্য অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৮৯॥

ন যুক্তং কামনা মুক্তৌ পুংসাং নাস্তীতি ভাষিতুম্।
দেশকালানবচ্ছিন্নসুখাদ্যর্থিত্বদর্শনাৎ ॥২৯০ ॥

অন্বয়।—দেশকালানবচ্ছিন্নসুখাদ্যর্থিত্বদর্শনাৎ পুংসাং মুক্তৌ কামনা নাস্তি ইতি ভাষিতুং ন যুক্তম্ ॥২৯০॥

বঙ্গানুবাদ।—দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সুখাদির প্রার্থনা দেখা যায় বলিয়া, মুক্তিতে পুরুষের কামনা নাই এইরূপ বলিতে পারা যায় না ॥২৯০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারে যে, তোমাদের মতেও মোক্ষকামনাই জ্ঞানাধিকারের জনক; তাহাই বা কী প্রকারে উপপন্ন হয়? মোক্ষ জ্ঞাত হইলে, অথবা অজ্ঞাত হইলে—উভয়পক্ষেই কামনা অসম্ভব হইয়া পড়ে! তাহারই উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, (আমাদের প্রতি) 'মুক্তিতে পুরুষের কামনা হইতে পারে না'—এই আপত্তি করিতে পার না। কারণ, 'আমার সুখ হউক' 'আমার যেন দুঃখ না হয়'—এইরূপ প্রার্থনা সকল প্রাণীরই দেখা যায়। উহা অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের এবং অশেষ দুঃখোচ্ছেদেরই প্রার্থনা। অনবচ্ছিন্ন আনন্দ, এবং অশেষ দুঃখোচ্ছেদই মোক্ষ। সুতরাং, মোক্ষে পুরুষের কামনা নাই, বা হইতে পারে না, এইরূপ বলা চলে না। উহা প্রত্যক্ষ-প্রতীতিসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত বিতর্কের উত্তর এই যে, আমাদের মতে (সিদ্ধান্তে) মোক্ষ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উহা

অজ্ঞাত নহে; আবার, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে উহা কোন প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতও নহে, যেহেতু উহা বেদান্তাতিরিক্ত কোনও প্রমাণান্তরের বিষয় নহে। সুতরাং, স্বরূপতঃ জ্ঞাত এবং প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত মোক্ষে কামনা সম্ভব হয় বলিয়া, আমার মতে বিশিষ্ট জ্ঞানাধিকারী সিদ্ধ হইতে পারে। ফলতঃ বেদের প্রামাণ্যও অব্যাহত থাকে ॥২৯০॥

কিংচ জ্ঞানমদৃষ্টার্থমগ্নিহোত্রাদিবদ্যদি।
ততোঽধিকারিচিন্তা স্যাৎকৃতেঽপ্যফলশঙ্কয়া ॥২৯১।

অন্বয়।—কিং চ, যদি জ্ঞানম্ অগ্নিহোত্রাদিবৎ অদৃষ্টার্থম্ ততঃ কৃতে অপি অফলশঙ্কয়া অধিকারিচিন্তা স্যাৎ ॥২৯১॥

বঙ্গানুবাদ।—অধিকন্তু, যদি জ্ঞান অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় অদৃষ্টফলক (অদৃষ্টদ্বারা ফলজনক) হয়, তবে তাহা কৃত হইলেও নিষ্ফলত্বের আশংকাহেতু অধিকারীর বিচার আসিয়া পড়ে ॥২৯১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আমাদের মতে জ্ঞানের অধিকারী সুলভ বলিয়াও বেদান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। তোমার মতে জ্ঞান অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের ন্যায় অদৃষ্টদ্বারা মোক্ষফলের জনক বলিয়া, কৃত হইলেও (অর্থাৎ জ্ঞান লব্ধ হইলেও) "ফল হইবে কিনা"—এইরূপ সংশয় হইতে পারে। ঐরূপ সংশয়হেতু জ্ঞানে প্রবৃত্তি না হইতে পারে। সুতরাং, অধিকার নিশ্চয়ের অভাবহেতু জ্ঞানে অধিকারী দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে। অধিকারীর দুর্ল্লভতাহেতু অধিকারিচিন্তা (বিচার) প্রয়োজন

হইয়া পড়ে, কে ইহার অধিকারী হইবে? কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু, আমাদের মতে জ্ঞান কৃষিকর্মাদির ন্যায় দৃষ্টফলক। জ্ঞানের দ্বারা যে অজ্ঞাননাশ বা মোক্ষ হইয়া থাকে, তাহাতে অদৃষ্টের ব্যাপার কিছুই নাই। শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞাননাশের ন্যায়, উহা দৃষ্টফল এবং সুনিশ্চিত। সুতরাং, তাদৃশ নিশ্চিত মোক্ষফলের কামনাকারীই জ্ঞানে সুলভ অধিকারী বলিয়া জ্ঞানে আর কোনওরূপ অধিকারী বিচার নাই। এইরূপে সিদ্ধান্তে জ্ঞানে অধিকারিচিন্তা নাই বলিয়া, অধিকারী সুলভ বলিয়া, বেদান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ॥২৯১॥

কামিনাপ্যগ্নিহোত্রাদি শূদ্রেণানধিকারিণা।
কৃতমপ্যফলং তেন যত্নাত্তত্র নিরূপ্যতে ॥২৯২॥

অন্বয়।—অনধিকারিণা শূদ্রেণ কামিনা অপি অগ্নিহোত্রাদি কৃতম্ অপি অফলং তেন তত্র যত্নাৎ নিরূপ্যতে ॥২৯২॥

বঙ্গানুবাদ।—অনধিকারী শূদ্র ফলকাম হইলেও অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান করিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে, অতএব সেই স্থলে যত্নের সহিত অধিকারী নিরূপিত (বিচারিত) হইয়া থাকে ॥২৯২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানে যখন অধিকারিচিন্তা নাই, অগ্নিহোত্রাদি কর্মেই বা অধিকারি-চিন্তা কেন? জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই তো বৈদিকসাধনরূপে তুল্য। তাই বলা হইতেছে যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্মে যে

বিশেষরূপে অধিকারীর বিচার করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানে যেমন ফলকাম (মোক্ষকাম) হইলেই অধিকারী হয়, কর্ম্মে সেইরূপ কেবল ফলকাম হইলেই অধিকারী হয় না। শূদ্র স্বর্গকাম হইলেও অগ্নিহোত্রে অধিকারী হয় না। সে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। সুতরাং, অগ্নিহোত্রাদি অদৃষ্টজনক কর্ম্মস্থলে বিশেষরূপে অধিকারিবিচার শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। আহিতাগ্নি স্বর্গকাম দ্বিজই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকারী, অপরে স্বর্গকাম হইলেও অধিকারী নহে ॥২৯২॥

অবিদ্যাঘস্মরজ্ঞানজন্মমাত্রাবলম্বিনঃ।
পুমর্থস্যাধিকং শাস্ত্রাৎকিঞ্চিদত্র তু নার্থ্যতে ॥২৯৩॥

অন্বয়।—অত্র তু শাস্ত্রাৎ অবিদ্যাঘস্মরজ্ঞানমাত্রাবলম্বিনঃ পুমর্থস্য অধিকং ন অর্থ্যতে ॥২৯৩॥

বঙ্গানুবাদ।—এইস্থলে (আত্মজ্ঞানে) শাস্ত্র হইতে, অবিদ্যারবিনাশী জ্ঞানমাত্রকৃত পুরুষার্থ (মুক্তি) অতিরিক্ত আর কিছুই (অদৃষ্টাদি) প্রার্থনা করা হয় না ॥২৯৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারে যে, যেহেতু আত্মজ্ঞানও বেদোক্ত সাধন (মুক্তির সাধন), অতএব ইহাও অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় অদৃষ্টের জনক হউক। সুতরাং আত্মজ্ঞানেও অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় অধিকার বিচার প্রয়োজন। তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানস্থলে, শাস্ত্রোপদেশ হইতে অবিদ্যার

নাশক জ্ঞানমাত্রই উৎপন্ন হয়। উহা দৃষ্টফল। সেই জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানাশ হইয়া যে পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়, তাহাও দৃষ্টফল। সুতরাং, এইস্থলে অদৃষ্টাদি অন্য কিছুর ব্যাপার নাই বলিয়া অধিকারবিচার নিষ্প্রয়োজন ॥২৯৩॥

কুতস্তজ্‌জ্ঞানমিতি চেত্তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ।
অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততেঽথবা ॥২৯৪॥

অন্বয়।—তজ্‌জ্ঞানং কুতঃ ইতি চেৎ (বদসি) তৎ হি বন্ধপরিক্ষয়াৎ; অসৌ অপি ভূতোবা ভাবীবা অথবা বর্ত্ততে ॥২৯৪॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়?—এইরূপ যদি (আশংকা কর), (তবে বলি) প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই উহা হয়। সেই প্রতিবন্ধকও অতীত, অথবা ভবিষ্যৎ, অথবা বর্ত্তমান?—॥২৯৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শাস্ত্র জানিলেও অনেকের ঐরূপ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। সুতরাং যদি আশংকা কর যে, ঐরূপ আত্মজ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, পাপরূপ প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই ঐরূপ আত্মজ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়।... পুনরায় প্রশ্ন করা হইতেছে যে, ঐ প্রতিবন্ধক (পাপ) অতীত, অথবা ভাবী, অথবা বর্ত্তমান? ॥২৯৪॥

অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব চ দর্শিতম্ ॥২৯৫॥

অন্বয়।—অতঃ এব অধীতবেদবেদার্থঃ অপি ন মুচ্যতে; ইদম্ এব চ হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাৎ দর্শিতম্ ॥২৯৫॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই হেতুই বেদ-বেদার্থ অধ্যয়ন করিয়াও পুরুষ মুক্ত হয় না; (শ্রুতিতে) হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই দেখানো হইয়াছে ॥২৯৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরূপ প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান থাকিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না—এই কথারই সমর্থনে প্রমাণ দেখাইতেছেন যে, 'সেই হেতুই'—অর্থাৎ পাপরূপ প্রতিবন্ধক থাকাতেই বেদ-বেদার্থ অধ্যয়ন করিয়াও মানুষের মুক্তি হয় না। কারণ, মুক্তির হেতু ব্রহ্মজ্ঞান তাহার উৎপন্ন হয় না। এই বিষয়ে শ্রুতিও দেখান হইতেছে—হিরণ্য-নিধি ইত্যাদি। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আছে—'তদ্যথাঽপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সংচরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি'—অর্থাৎ যেমন অক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ) জনেরা উপরে বিচরণ করিয়াও নিহিত (ভূমিগর্ভে আবৃত) হিরণ্যনিধিকে (সুবর্ণধনকে) লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সকল জীবগণ প্রত্যহ (সুসুপ্তিতে) ব্রহ্মেতে গত হইয়াও ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে পারে না (বা লাভ করিতে পারে না)। এই শ্রুতিতেও ইহাই কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবন্ধক থাকাতেই জীবেরা সুসুপ্তি-কালে ব্রহ্মে গত হইয়াও ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। সুতরাং, জ্ঞানের প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল ॥২৯৬॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে ॥২৯৬॥

অন্বয়।—তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে সর্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে, অস্য কর্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে ॥২৯৬॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে (জীবের) হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং তাহার সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥২৯৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—জ্ঞান যে দৃষ্টফলক, অর্থাৎ জ্ঞানের ফল অজ্ঞাননাশ বা মুক্তি যে দৃষ্ট ফল, তাহাতে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—'ভিদ্যতে' ইত্যাদি। 'হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়', অর্থাৎ কামনাসকল বিনষ্ট হয়। পরাবরশব্দ পর যে হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা), তিনিও অবর (নিকৃষ্ট) যাহা হইতে সেই ব্রহ্মকে বুঝায় ॥২৯৬॥

ইত্যাদিনাপি বিজ্ঞানং নাদৃষ্টার্থমিতীরিতম্।
তথা স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেনেতি প্রদর্শিতম্ ॥২৯৭॥

অন্বয়।—ইত্যাদিনা অপি বিজ্ঞানং ন অদৃষ্টার্থম্ ইতি ঈরিতম্; তথা স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ, যেন ইতি প্রদর্শিতম্ ॥২৯৭॥

বঙ্গানুবাদ।—এই সকল শ্রুতিদ্বারাও বিজ্ঞান যে অদৃষ্টফলক নহে, তাহা কথিত হইয়াছে; সেইরূপ, সে-ই ব্রাহ্মণ, সে কী প্রকারে থাকিবে? যে প্রকারেই থাকুক্ ('ঈদৃশ এব' = ব্রহ্মনিষ্ঠ = ব্রহ্মস্বরূপই থাকিবে) ইহাও দেখান হইয়াছে ॥২৯৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিতেছেন—জ্ঞানের ফল অদৃষ্টের দ্বারা হয় না, দৃষ্টফলই হইয়া থাকে। 'ইত্যাদিনাপি'—এখানে 'অপি' শব্দের দ্বারা

সূচিত হইতেছে যে, পূর্ব্বে জ্ঞানের দৃষ্টফলকত্বে বিদ্বৎ-প্রত্যক্ষকেও প্রমাণরূপে দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানের দৃষ্ট-ফলকত্বে আরও শ্রুতিবাক্য দেখাইতেছেন—'তথা' ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকেই আছে যে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—'স ব্রাহ্মণঃ'। ইহাই জ্ঞানের ফল। তারপর প্রশ্ন করা হইয়াছে—'সে কীপ্রকারে, কীরূপ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকিবে?' উত্তরে বলা হইয়াছে 'যে প্রকারেই থাকুক্ ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মস্বরূপই থাকিবে'। এই বাক্যদ্বারা ইহাই কথিত হইয়াছে যে, এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি—ইহাই জ্ঞানের দৃষ্ট ফল ॥২৯৭॥

আত্যন্তিকসুখানর্থপ্রাপ্তিবিচ্ছেদকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রীত্যুৎকর্ষোঽপি লোকেঽস্মিন্ দৃষ্টঃ স কিং ন কাম্যতে ॥২৯৮॥

অন্বয়।—অস্মিন্ লোকে আত্যন্তিকসুখানর্থপ্রাপ্তিবিচ্ছেদকাঙ্ক্ষিণঃ অপি প্রীত্যুৎকর্ষঃ দৃষ্টঃ, স কিং ন কাম্যতে? ॥২৯৮॥

বঙ্গানুবাদ।—এই লোকে আত্যন্তিকসুখপ্রাপ্তি ও আত্যন্তিকদুঃখোচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পুরুষেরও সুখোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়; তাহা কি (কর্মীর) কামনার বিষয় হয় না? ॥২৯৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতেছে যে, জ্ঞানের ফল দৃষ্ট হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডের ও কর্মকাণ্ডের ভিন্ন অধিকারী প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না। কারণ, জ্ঞানাধিকারী মোক্ষকামীর কামনার বিষয় যে আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও আত্যন্তিকদুঃখনাশ, এবং তাহার দৃষ্টফল যে

যে সুখোৎকর্ষ, যাহা 'আমার সুখ হউক'—এইরূপ প্রার্থনার বিষয়, তাহা কর্মীরও কামনার বিষয় হইতে পারে। সুতরাং, সুখোৎকর্ষই (উৎকৃষ্ট সুখই) তাদৃশ কর্মানুষ্ঠাতার কামনার বিষয়, এবং উভয় কাণ্ডের ফল বলিয়া, তাদৃশ সুখোৎকর্ষকামনাকারী একই অধিকারীর নিকট উভয়কাণ্ডের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল। অতএব, উভয়কাণ্ডের ভিন্ন অধিকারী সিদ্ধ হয় না ॥২৯৮॥

দৃষ্টাদৃষ্টার্থসংবন্ধিপ্রীত্যুৎকর্ষাবিশেষতঃ।
নানন্দাদন্যতো মুখ্যাৎ পণ্ডিতঃ পর্যবস্যতি ॥২৯৯॥

অন্বয়।—দৃষ্টাদৃষ্টার্থসম্বন্ধিপ্রীত্যুৎকর্ষাবিশেষতঃ পণ্ডিতঃ মুখ্যাৎ আনন্দাৎ অন্যতঃ ন পর্য্যবস্যতি ॥২৯৯॥

বঙ্গানুবাদ।—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থের সহিত সম্বন্ধ সুখোৎকর্ষের দ্বারা অবিশেষিত বলিয়া, বিচারশীল পুরুষ মুখ্য আনন্দ ব্যতিরিক্ত অন্যবিষয়ে নিশ্চয় (প্রার্থনা) করে না ॥২৯৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি বলা যায় যে 'আমার সুখ হউক'—এইরূপ প্রার্থনার বিষয় যে সুখোৎকর্ষ, তাহা ত মোক্ষ নহে, সুতরাং মুমুক্ষু জ্ঞানাধিকারী তাহা প্রার্থনা করিবে কেন?—তাহারই উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী দেখাইতেছে যে, ঐ সুখোৎকর্ষ দৃষ্টার্থপুত্রাদিসম্বন্ধ সুখোৎকর্ষ, অথবা অদৃষ্টার্থ-যাগাদিসম্বন্ধ সুখোৎকর্ষের দ্বারা বিশেষিত নহে বলিয়া, ঐ অবিশেষিত সুখোৎকর্ষকে মুখ্য আনন্দ বলিয়াই, মোক্ষ বলিয়াই পণ্ডিতব্যক্তি প্রার্থনা করে। কারণ, বিশেষিত সুখ বা সুখবিশেষই স্বর্গ। আর, নির্ব্বিশেষ সুখই মোক্ষ। সুতরাং,

তাদৃশ অবিশেষিত সুখোৎকর্ষকামীর প্রতি উভয় কাণ্ডেরই প্রামাণ্য হইতে পারে ॥২৯৯॥

কিন্তু সাধনসাধ্যত্বাদনিত্যং কর্মজং সুখম্।
অভিব্যঞ্জকতন্ত্রস্তু মোক্ষস্তেনাক্ষয়ো মতঃ ॥৩০০॥

অন্বয়।—কিং তু, সাধনসাধ্যত্বাৎ কর্মজং সুখম্ অনিত্যম্, মোক্ষঃ তু অভিব্যঞ্জকতন্ত্রঃ তেন অক্ষয়ঃ মতঃ ॥৩০০॥

বঙ্গানুবাদ।—অধিকন্তু, কর্মজনিত সুখ সাধনজনিত বলিয়া অনিত্য; কিন্তু, মোক্ষ অভিব্যঞ্জকের অধীন, সুতরাং অক্ষয় বলিয়া সম্মত ॥৩০০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—বিচারশীল পণ্ডিত ব্যক্তি কেন স্বর্গাদি প্রার্থনা করে না, মোক্ষই প্রার্থনা করে, তাহাতে আরও যুক্তি দেখান হইতেছে, 'কিন্তু' ইত্যাদি। কিন্তু=কিঞ্চ, অর্থাৎ আরও এই যে। যাহা কিছু সাধনসাধ্য তাহাই অনিত্য। সুতরাং, কর্মজনিত সকলসুখই অনিত্য। কিন্তু, মোক্ষে অনিত্যত্বের আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ সাধনজনিত নহে, মোক্ষ অভিব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্যমাত্র। পূর্বসিদ্ধ মোক্ষেরই অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সুতরাং, মোক্ষ নিত্য ॥৩০০॥

সংস্কারমাত্রকারিত্বং সর্বেষামপি কর্মণাম্।
জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশো বা তেষাং নার্থান্তরং ততঃ ॥৩০১॥

অন্বয়।—সর্ব্বেষাম্ অপি কর্মণাং সংস্কারমাত্রকারিত্বম্, জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশঃ বা, ততঃ তেষাং ন অর্থান্তরম্ ॥৩০১॥

বঙ্গানুবাদ।—সকল কর্ম্মেরই সংস্কারজনকত্বমাত্র হইয়া থাকে ; অথবা, তাহাদের ভিন্ন ফল নাই বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডেই প্রবেশ হইয়া থাকে ॥৩০১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষীর মতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের একবাক্যতা কীপ্রকারে হয় তাহাই দেখান হইতেছে। কর্ম্মসকল পুরুষসংস্কারদ্বারা, অর্থাৎ পুরুষকে সংস্কৃত করিয়া জ্ঞানের উপকারক হয় বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের অঙ্গ, এইরূপেই একবাক্যতা সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু, সংস্কারের উদ্দেশ্যে কর্ম্মের জ্ঞানে অনুপ্রবেশ হইলে, সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া পড়ে, এইজন্যই পূর্ব্বপক্ষী প্রকারান্তরে একবাক্যতা সিদ্ধ করিতেছে। যেহেতু মোক্ষের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্মসকলের জ্ঞানফল মুক্তির ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও ফল নাই, সুতরাং মুক্তিরূপ একফলত্বহেতুই কর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ হইতে পারে। মুক্তিফলের প্রতি জ্ঞান প্রধানকারণ, কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী ॥৩০১॥

এবমত্রৈকবাক্যত্বং নানুষ্ঠেয়সমাপ্তিতঃ ॥৩০২॥

অন্বয়।—অত্র একবাক্যত্বম্ এবম্, ন অনুষ্ঠেয়সমাপ্তিতঃ ॥৩০২॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের এইপ্রকারে একবাক্যতা সিদ্ধ হয়, কর্ম্মানুষ্ঠান সমাপ্তির দ্বারা নহে ॥৩০২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের মোক্ষকারণত্ব স্বীকার করিলে, এই প্রকারেই কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের একবাক্যতা সিদ্ধ হইল। যেহেতু,

উভয়কাণ্ডের মোক্ষই একার্থ বা একফল বলিয়া, ঐ ফলের উদ্দেশ্যে উভয়কাণ্ডের উপকার্য্যোপকারকভাব, অথবা অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ একবাক্যতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু, সকলকর্ম্মের অনুষ্ঠান সমাপ্তি করিলে, জ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া কাণ্ডদ্বয়ের একবাক্যতা,—এইরূপে একবাক্যতা আমার অভিপ্রেত নহে। একফলত্বের দ্বারা একবাক্যতাই আমার অভিপ্রেত। ইহাদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী বলিতে চাহিতেছে যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের একই ব্যক্তি অধিকারী, ভিন্নাধিকারী অসিদ্ধ ॥৩০২॥

অসারফলসংপ্রাপ্তিঃ পুমর্থো নেষ্যতে যতঃ।
তৃষ্ণয়া সাধয়ন্ প্রীতিং ন প্রীতিলবমিচ্ছতি ॥৩০৩॥

অন্বয়।—অসারফলসংপ্রাপ্তিঃ পুমর্থঃ ন ইষ্যতে; যতঃ তৃষ্ণয়া প্রীতিং সাধয়ন্ প্রীতিলবং ন ইচ্ছতি ॥৩০৩॥

বঙ্গানুবাদ।— অসার (অল্প, নশ্বর) স্বর্গাদি ফলের প্রাপ্তি (মোক্ষোদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর) পুরুষার্থরূপে আকাঙ্ক্ষিত নহে; যেহেতু, তৃষ্ণার সহিত সুখ সম্পাদন করিতে যাইয়া, অত্যল্প সুখ কেহ ইচ্ছা করে না ॥৩০৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক—মোক্ষের উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর কৃতকর্ম্মের অন্যকোনও ফল হয় না, একথা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছে। তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, সেই সকল কর্ম্ম মোক্ষের উদ্দেশ্যে করা হইলেও, মোক্ষব্যতিরিক্ত তাহার আনুষঙ্গিক ফল স্বর্গাদিও রহিয়াছে! তাহারই উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছে যে, মোক্ষের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে অল্পসুখ স্বর্গাদি তাহার প্রার্থিত নহে বলিয়া, তাহা সে লাভ করে না।

সর্ব্বোত্তম দৃষ্টসুখ মোক্ষই তাহার প্রার্থিত ; কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা তাহাই সে লাভ করে। দৃষ্টফল সুখোৎকর্ষের (চরম সুখের) তৃষ্ণায় কর্ম করিয়া, অত্যল্প সুখ স্বর্গাদি সে চাহিবে কেন ? সুতরাং, তাহার কর্মের মোক্ষ (সুখোৎকর্ষ) ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও ফল হয় না ॥৩০৩॥

প্রীতেঃ শ্রুতঃ প্রকর্ষোঽপি স্বর্গস্বারাজ্যভেদতঃ।
নাপি প্রীতেরিয়ত্তায়াঃ স্বর্গশব্দোঽস্তি বাচকঃ।
ন চাজানন্ স্বসাধ্যার্থং বিদ্বান্ কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥৩০৪॥

অন্বয়।—প্রীতেঃ প্রকর্ষঃ অপি স্বর্গস্বারাজ্যভেদতঃ শ্রুতঃ ; স্বর্গশব্দঃ অপি প্রীতেঃ ইয়ত্তায়াঃ বাচকঃ ন অস্তি (ভবতি)। নচ কশ্চিৎ বিদ্বান্ স্বসাধ্যার্থং অজানন্ প্রবর্ত্ততে ॥৩০৪॥

বঙ্গানুবাদ।—স্বর্গ ও স্বারাজ্য শব্দের দ্বারা সুখোৎকর্ষই শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে ; স্বর্গশব্দও পরিমিত সুখের বাচক হয় না। কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজের সাধ্য ফল না জানিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় না ॥৩০৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ের দ্বারা মুক্তি হয়, এই মত অবলম্বনে পূর্ব্বপক্ষী কাণ্ডদ্বয়ের অধিকারী প্রভৃতি ভিন্ন নহে প্রতিপাদন করিয়া, এইশ্লোকে সাধন, ফল প্রভৃতিরও অভেদে আরও যুক্তি দেখাইতেছে। 'স্বর্গকামো যজেত' 'স্বারাজ্যকামো যজেত'—এইসব বাক্যে স্বর্গ ও স্বারাজ্য শব্দের দ্বারা সুখোৎকর্ষ যে মোক্ষ, তাহাই কর্মসাধ্য (যাগসাধ্য) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু কর্মকাণ্ডেরও ফল স্বর্গ বা স্বারাজ্যরূপ মোক্ষ, অতএব উভয়কাণ্ডের সাধন,

ফল প্রভৃতির কোনও ভেদ সিদ্ধ হইল না। যদি আশংকা করা যায় যে, ঐ বাক্যে স্বর্গশব্দ মোক্ষের বাচক নহে, কিন্তু পরিমিত সুখবিশেষের বোধক, সুতরাং, ঐ বাক্য হইতে মোক্ষের কর্মসাধ্যতা সিদ্ধ হয় না, তাই বলা হইতেছে যে, স্বর্গশব্দও সুখের ইয়ত্তা (পরিমাণ, পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন সুখ বুঝায় না, অপরিমিত সুখ বা সুখোৎকর্ষকেই বুঝায়, মোক্ষকেই বুঝায়। পুনরায় যদি আশংকা করা যায় যে, স্বর্গশব্দ শক্তিদ্বারা সুখোৎকর্ষকে, মোক্ষকে বুঝাইলেও সাধারণ কর্মানুষ্ঠানকারী স্বর্গশব্দে পরিচ্ছিন্ন সুখবিশেষকে বুঝিয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হয়,—তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, কোনও বিদ্বান্ মুমুক্ষু ব্যক্তি নিজের কর্মের সাধ্য ফলকে যথার্থরূপে না জানিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। স্বর্গশব্দে অল্পসুখকে বা সুখবিশেষকে বুঝাইলে, মুমুক্ষুর স্বর্গের সাধন কর্মে প্রবৃত্তিই হইবে না। সুতরাং, 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বাক্যে কর্মেরই মোক্ষসাধনতা বলা হইয়াছে বলিয়া, কাণ্ডদ্বয়ের অধিকারী, সাধন, ফল প্রভৃতি ভিন্ন নহে,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর কথা ॥৩০৪॥

প্রীতির্যা কাচিদিষ্টা চেৎস্বর্গশব্দেন ভণ্যতে।
চিত্রাগ্নিষ্টোমযাগাদেঃ পশ্বাদিফলসংকরঃ ॥৩০৫॥

অন্বয়।—যা কাচিৎ ইষ্টা প্রীতিঃ স্বর্গশব্দেন ভণ্যতে চেৎ, চিত্রাগ্নিষ্টোমযাগাদেঃ পশ্বাদিফলসংকরঃ (স্যাৎ) ॥৩০৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যে কোনও অভিলষিত সুখই যদি স্বর্গশব্দের

দ্বারা কথিত হয়, তবে চিত্রাযাগ ও অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যাগের পশু প্রভৃতি ফলের সাংকর্য্য হইয়া পড়ে ॥৩০৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—২৯৮ শ্লোক হইতে ৩০৪ শ্লোক পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষী যে পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি স্থাপন করিল, তাহারই উত্তরে সিদ্ধান্তী এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন যে, অবিশেষিত সুখ বা যেকোনও অভিলষিত সুখ স্বর্গশব্দের অর্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষী স্বর্গশব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়াই, 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বাক্যে যাগাদির মোক্ষহেতুত্ব স্থাপন করিয়াছে। স্বর্গশব্দে অবিশেষিত সুখ বুঝাইলেই তাহাকে মোক্ষবোধক বলা চলে। কিন্তু, যদি নির্দ্দিষ্ট সুখবিশেষকে বুঝায়, তবে আর স্বর্গশব্দে নির্ব্বিশেষসুখ বা সুখোৎকর্ষরূপ মোক্ষকে বুঝান চলে না। সুতরাং, স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদি বাক্যে যাগাদিকর্ম্মের মোক্ষহেতুত্বও সিদ্ধ হয় না। স্বর্গশব্দে অবিশেষিত সুখকে কেন বুঝায় না, বুঝাইলে কী দোষ হয়, তাহাই বলা হইতেছে —'চিত্রা, ইত্যাদি। চিত্রানামক একটি যাগ আছে; তাহার ফল গবাদি পশুলাভ এবং তাহার দুগ্ধপানাদি। ফলতঃ তাহাও সুখই। আবার, অগ্নিষ্টোমযাগের ফল স্বর্গ; তাহাও যদি অবিশেষিত (অনির্দ্দিষ্ট) সুখমাত্রই হয়, তবে চিত্রাযাগেরদ্বারাই সুখলাভ হওয়াতে, চিত্রাযাগ অনুষ্ঠানকারীর (স্বর্গফল লব্ধই হওয়াতে) আর স্বর্গের জন্য অগ্নিষ্টোম করিবার প্রয়োজন থাকে না। এইরূপে উভয় যাগের ফলের সাংকর্য্য অর্থাৎ

একের ফলের মধ্যে অপর ফলের মিশ্রণ বা অন্তর্ভুক্তি হইয়া পড়ে। অতএব, স্বর্গ অর্থ সুখমাত্র নহে ॥৩০৫॥

বিশেষো বাঞ্ছিতশ্চেৎস্যাৎ পুত্রপশ্বাদ্যুপাধিতঃ।
ন তাবৎসংভবেৎ স্বর্গো জ্ঞাতোপাধিবিয়োগতঃ ॥৩০৬॥

অন্বয়।—চেৎ পুত্রপশ্বাদ্যুপাধিতঃ বিশেষঃ বাঞ্ছিতঃ স্যাৎ, (তথাপি) জ্ঞাতোপাধিবিয়োগতঃ স্বর্গঃ তাবৎ ন সম্ভবেৎ ॥৩০৬॥

বঙ্গানুবাদ।—যদি পুত্র, পশু প্রভৃতি উপাধিজনিত প্রীতি হইতে (তাহা) বিশিষ্ট (সুখ) বলিয়া অভিপ্রেত হয়, তথাপি তাহা (নিরুপাধিক সুখ) জ্ঞাত উপাধি না থাকাতে, কিছুতেই স্বর্গ হইতে পারে না ॥৩০৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অবিশেষিত সুখমাত্রকে স্বর্গ বলিলে চিত্রা ও অগ্নিষ্টোমাদির ফল সাংকর্য্য হয় বলিয়া, যদি বল যে, চিত্রা প্রভৃতির যে ফল, তাহা পশুপ্রভৃতি উপাধিজনিত সুখ, আর মোক্ষসুখ তাহা হইতে বিশিষ্ট নিরুপাধিক সুখ; তাহা হইলে সেই নিরুপাধিক সুখবিশেষকে কিছুতেই স্বর্গ বলিতে পার না। স্বর্গশব্দের বাচ্য যাহা কিছু উপাধি (পদার্থ) জ্ঞাত—অর্থাৎ আমাদের জানা আছে, তাহার অভাবহেতু ঐ নিরুপাধিক সুখবিশেষ (মোক্ষ) স্বর্গশব্দের অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং 'স্বর্গকামো যজেত' বাক্যেও স্বর্গপদ মোক্ষকে বুঝাইতে পারে না ॥৩০৬॥

মুক্তৌ কাম্যফলেঽভীষ্টে সকৃৎকরণ এব তু।
অনবচ্ছিন্নরূপায়াঃ প্রীতেরাপ্তৌ কৃতার্থতা ॥৩০৭॥

অন্বয়।—মুক্তৌ কাম্যফলে অভীষ্টে (সতি) সকৃৎ করণে এব তু অনবচ্ছিন্নরূপায়াঃ প্রীতেঃ আপ্তৌ কৃতার্থতা (ভবেৎ) ॥৩০৭॥

বঙ্গানুবাদ।—মুক্তি কাম্যকর্মের ফল বলিয়া অভিপ্রেত হইলে, (কাম্যকর্ম) একবার করিলেই অবিশেষিত প্রীতির প্রাপ্তি হইয়া কৃতকৃত্যতা (মুক্তি) হইবে ॥৩০৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে মোক্ষ নিরুপাধিক সুখবিশেষ হইলে, স্বর্গশব্দের দ্বারা মোক্ষ বোধিত হইতে পারে না। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, স্বর্গশব্দ মোক্ষকে বুঝায় স্বীকার করিলেও, মোক্ষ কখনই কর্মসাধ্য হইতে পারে না। কেননা, মোক্ষই অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্মের ফল বলিয়া স্বীকার করিলে, একবার অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেই অনবচ্ছিন্ন প্রীতিরূপ মোক্ষফল হইয়া যাইবে ; প্রত্যহ অগ্নিহোত্রের আবৃত্তি, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন থাকে না। অধিকতর ফল-লাভের নিমিত্ত আবৃত্তি কর্ত্তব্য, একথাও বলা চলে না, কারণ মোক্ষফল ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাহাতে কোনও তারতম্য (কম বেশী) নাই। ঐ সকল কর্মের স্বর্গ ফল মানিলে, অবশ্য স্বর্গের তারতম্য থাকাতে অধিক ফলের জন্য অধিক অনুষ্ঠান বা আবৃত্তির সার্থকতা হয়। সুতরাং, একবার অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র হইতেই মুক্তি হইতে পারে বলিয়া, অগ্নিহোত্রের আবৃত্তি এবং অন্য কর্মের অপ্রামাণ্যের আপত্তিবশতঃ মুক্তি কাম্যকর্মের ফল হইতে পারে না ॥৩০৭॥

প্লবা হ্যেতে পরীক্ষ্যেতি তথা তদ্য ইহেতি চ।
কর্মভ্যো নির্বৃতি র্নাস্তীত্যাদি বাক্যৈঃ প্রদর্শিতম্ ॥৩০৮॥

অন্বয়।—'প্লবা হ্যেতে' 'পরীক্ষ্য' ইতি, 'তৎয ইহ' ইতি চ বাক্যৈঃ কর্মভ্যঃ নির্বৃতিঃ নাস্তি (ইতি) প্রদর্শিতম্ ॥৩০৮॥

বঙ্গানুবাদ।—'এই সকল বিনাশী', 'পরীক্ষা করিয়া', এবং 'তন্মধ্যে যাহারা এখানে'—ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা কর্ম হইতে নির্ব্বাণ (মুক্তি) নাই,—ইহাই দেখান হইয়াছে ॥৩০৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশংকা করা যায় যে মুক্তি কাম্যকর্মের ফল না হইলেও নিত্যকর্মের ফল হউক, তাহারই নিরাকরণে শ্রুতিবাক্যসকলের উল্লেখ করিয়া, মুক্তি যে কিছুতেই কর্মের ফল হইতে পারে না—তাহাই বলা হইতেছে। 'প্লবা হ্যেতে যজ্ঞরূপাঃ' এই বাক্যের অর্থ—যজ্ঞসম্পাদক এই সব যজমানাদি 'প্লবাঃ'—অর্থাৎ বিনশ্বর। 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্...নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'—এই বাক্যের শেষ অংশে বলা হইয়াছে যে, কৃতেন = কর্মের দ্বারা, অকৃতঃ = মুক্তি, নাস্তি = হয় না। আবার, 'তৎয ইহ রমণীয়চরণা...তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে যে, তন্মধ্যে যাহারা সৎকর্মবিশিষ্ট তাহারা রমণীয় (ভাল) যোনি (জন্ম) প্রাপ্ত হয়।' ইহাদ্বারা, ভালমন্দ সকল কর্মেরই ভাল মন্দ জন্মরূপ নির্দ্দিষ্ট ফল হইয়া থাকে,ইহাই বলা হইয়াছে। কোনও প্রকার কর্মেরই মুক্তিফল বলা হয় নাই ॥৩০৮॥

প্রত্যক্ষশ্রুতিবিধ্যন্তবিহিতানামকারণাৎ।
ত্যাগোঽতিসাহসং মন্যে নন্থ যাগাদিকর্ম্মণাম্ ॥৩০৯॥

অন্বয়। নন্থ, প্রত্যক্ষশ্রুতিবিধ্যন্তবিহিতানাং যাগাদিকর্মণাং অকারণাৎ ত্যাগঃ অতিসাহসং মন্যে ॥৩০৯॥

বঙ্গানুবাদ।—আচ্ছা, প্রত্যক্ষশ্রুতিবিধির দ্বারা বিহিত যাগাদিকর্ম্মের অকারণে ত্যাগ দুঃসাহস মনে করি ॥৩০৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় আশংকা করিতেছে—'নন্থ' ইত্যাদি। শ্লোকের বিধ্যন্ত শব্দের অর্থ বিধি—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"—ইত্যাদি। এই সকল বিধি স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণ শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে রহিয়াছে বলিয়া উহারা প্রত্যক্ষশ্রুতি। এই সকল প্রত্যক্ষশ্রুতিতে দৃষ্ট বিধিসকলের দ্বারা বিহিত যাগাদিকর্ম্মের অকারণে ত্যাগ কখনই হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে, শ্রুতিতে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব, জ্ঞানের অঙ্গরূপে কর্ম্মও মুক্তির হেতু। সুতরাং, মোক্ষ সমুচ্চিত (মিলিত) জ্ঞান ও কর্মের অধীন বলিয়া, জ্ঞান-কাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের ভিন্ন অধিকারী প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না ॥৩০৯॥

প্রত্যক্ষোপনিষদ্বাক্যবিহিতায়াস্ততোঽপি তু।
ঐকাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠায়াস্ত্যাগোঽতীব সাহসম্ ॥৩১০॥

অন্বয়।—তু, প্রত্যক্ষোপনিষদ্বাক্যবিহিতায়াঃ ঐকাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ ত্যাগঃ ততঃ অপি অতীব সাহসম্ ॥৩১০॥

বঙ্গানুবাদ।—কিন্তু, প্রত্যক্ষভাবে উপনিষৎবাক্যের

দ্বারা বিহিত অদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানে নিষ্ঠার ত্যাগ তাহা হইতেও অধিক দুঃসাহস। ॥৩১০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—তু (কিন্তু) শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণসূচক। পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠার ত্যাগ (কর্মত্যাগ হইতে) আরও অধিক দুঃসাহস অর্থাৎ অসঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, 'শান্তো দান্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিরক্ত পুরুষের সন্ন্যাস (কর্মত্যাগ) বিহিত হইয়াছে; এবং তাঁহার জন্যই 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় হইতে মুক্তি স্বীকার করিলে, এই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাই ত্যাগ করিতে হয়। বহু উপনিষৎবাক্যে প্রসিদ্ধ এই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠার ত্যাগ কর্মত্যাগ হইতেও দুঃসাহস (অসঙ্গত)। অতএব এই সকল জ্ঞাননিষ্ঠাবোধক বাক্যের বিরোধী হয় বলিয়া কর্মের মোক্ষহেতুত্ব অস্বীকার্য্য। 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে'—এই শ্রুতিবাক্য অবিরক্ত অর্থাৎ ভোগাসক্ত পুরুষকে বিষয় করে॥৩১০॥

বিচার্য্যমাণে যত্নেন ত্বধিকারে যথাশ্রুতি।
ন কিঞ্চিৎ সাহসং ত্বত্র প্রত্যক্ষশ্রুতিবাক্যতঃ ॥৩১১

অন্বয়।—যথাশ্রুতি যত্নেন অধিকারে বিচার্য্যমানে তু প্রত্যক্ষ-শ্রুতিবাক্যতঃ অত্র ন কিঞ্চিৎ সাহসম্ ॥৩১১॥

বঙ্গানুবাদ।—শ্রুতি অনুসারে যত্নের সহিত অধিকার বিচার করিলে প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্য থাকাহেতু এই বিষয়ে কোনও দুঃসাহস নাই ॥৩১১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বের দুই শ্লোক হইতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, কর্ম এবং আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই উভয়ই যেহেতু প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত, এবং উভয়ের ত্যাগই যেহেতু দুঃসাহস, অতএব পরস্পর বিরোধহেতু উভয়কাণ্ডেরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে! অধিকারিবিচারের আর প্রয়োজন কি? এই আশংকার নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, শ্রুতিতাৎপর্য্যজ্ঞানহীন ও অধিকারজ্ঞানরহিত পুরুষেরই বিরোধ প্রতীতি হয়। যত্নের সহিত শ্রুতি অনুসারে অধিকার বিচার করিলে, বিরক্ত পুরুষের নিত্যকর্মত্যাগ কোনও দুঃসাহসের ব্যাপার হয় না। আর, কাণ্ডদ্বয়ের বিরোধও প্রতীত হয় না। যেহেতু, 'এতাবান্ বৈ কামঃ'—ইত্যাদি শ্রুতিতে সকামের কর্মকাণ্ডে অধিকার, এবং 'ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ'—এই শ্রুতিতে বৈরাগ্যযুক্তের জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে ॥৩১১

অধিকারবিভাগস্য প্রসিদ্ধেরেব কারণাৎ।
তস্মাৎ সিদ্ধোঽধিকারোঽত্র ব্রহ্মরূপং বিবিক্ষিতাম্ ॥৩১২॥

অন্বয়।—অধিকারবিভাগস্য প্রসিদ্ধেঃ কারণাৎ এব (ন কাণ্ডদ্বয়স্য বিরোধঃ); তস্মাৎ ব্রহ্মরূপং বিবিক্ষিতাং অত্র অধিকারঃ সিদ্ধঃ ॥৩১২॥

বঙ্গানুবাদ।—অধিকার বিভাগের (শ্রুতিতে) প্রসিদ্ধিরূপ কারণবশতঃই (কাণ্ডদ্বয়ের বিরোধ হইতে পারে না); অতএব ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুগণের জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার সিদ্ধ হইল ॥৩১২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শ্রুতিতেই কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারবিভাগ, অর্থাৎ বিভিন্ন অধিকারীর কথা স্পষ্টরূপে কথিত থাকায়, কোনও প্রকার বিরোধ হইতে পারে না। পূর্ব্বশ্লোকের সমর্থনেই এই অংশ বলিয়া, সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন 'তস্মাৎ' ইত্যাদি।...মুমুক্ষুগণের জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার, এবং ভোগাসক্তগণের কর্মকাণ্ডে। অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানই মুক্তির হেতু; আর কর্ম অভ্যুদয়ের (স্বর্গাদির) হেতু। এই অধিকারিভেদ, সাধনভেদ ও প্রয়োজনভেদ সম্বন্ধভাষ্যের 'সংসার ব্যাবিবৃৎসুভ্যঃ'...ইত্যাদি 'অত্যন্তাব-সাদনাৎ।'—ইত্যন্ত অংশের দ্বারা সাধিত হইয়াছে ॥৩১২॥

অধিকারিপরীক্ষারূপ অংশ সমাপ্ত।—

(অথ সম্বন্ধপরীক্ষা)

তস্যাস্য কর্মকাণ্ডেন সংবন্ধ ইতি ভাষ্যকৃৎ।
প্রতিজ্ঞায়াপি সংবন্ধং কস্মান্নোক্তবান্ স্ফুটম্ ॥৩১৩॥

অন্বয়—ভাষ্যকৃৎ 'তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সংবন্ধ' ইতি প্রতিজ্ঞায় অপি কস্মাৎ সংবন্ধং স্ফুটম্ ন উক্তবান্ ॥৩১৩॥

বঙ্গানুবাদ।—ভাষ্যকার (শংকরাচার্য্য) 'তাদৃশ এই যে উপনিষৎ তাহার কর্মকাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ (বলা হইতেছে)'—এই কথা বলিয়া (সম্বন্ধভাষ্যে) প্রতিজ্ঞা করিয়াও, সেই সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে কেন বলিলেন না? ৩১৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—অধিকারিবিচার সমাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর সম্বন্ধ-পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ এই যে উপনিষৎ আরম্ভ করা হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত কর্মকাণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ বা সঙ্গতি কি, তাহা বলা প্রয়োজন। আচার্য্য শংকরও তাঁহার সম্বন্ধভাষ্যে এই সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার এই শ্লোকে তাহারই অবতারণা করিতেছেন। ভাষ্যকার কিন্তু 'সংবন্ধোঽভিধীয়তে' (সম্বন্ধ বলা হইতেছে)—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই বেদের তাৎপর্য্য আত্মতত্ত্বপ্রভৃতি অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। তাই বার্ত্তিককার, ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও ভাষ্যকারের 'সম্বন্ধ'স্পষ্টরূপে খুলিয়া না বলার কারণ প্রশ্ন করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার নিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। 'উত্তরকালে কিছু নিরূপণ করিব' বলিয়া পূর্ব্বে যে উক্তি, তাহাকেই প্রতিজ্ঞা কহে। সুতরাং, ভাষ্যকার তাঁহার প্রতিজ্ঞাত বিষয় স্পষ্টরূপে নিরূপণ করিলেন না কেন ?৩১৩॥

অভিধীয়তে ইত্যাদিবচসাপি স নোচ্যতে।
সিদ্ধে বস্তুনি বেদস্য মানত্বং তেন ভণ্যতে ॥৩১৪॥

অন্বয় ঃ—সঃ (সংবন্ধঃ) 'অভিধীয়তে' ইত্যাদিবচসা অপি ন উচ্যতে, (যতঃ) তেন বেদস্য সিদ্ধে বস্তুনি মানত্বং ভণ্যতে ॥৩১৪॥

বঙ্গানুবাদ।—তাহা (সেইসম্বন্ধ) 'অভিধীয়তে' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও কথিত হয় নাই ; (যেহেতু) সেই সকল বাক্যের দ্বারা বেদের সিদ্ধবস্তুতে (আত্মতত্ত্বে) প্রামাণ্য কথিত হইয়াছে ॥৩১৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেন?—ঐ প্রতিজ্ঞার পরের বাক্যসকলে কি সম্বন্ধ কথিত হয় নাই? তাই, বলা হইতেছে যে, 'অভিধীয়তে'—এই কথার দ্বারা প্রতিজ্ঞা শেষ করিয়া, উহার পর ভাষ্যকার 'সর্ব্বোঽপ্যয়ং বেদঃ' প্রভৃতি যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে সম্বন্ধের নিরূপণ কিছুই নাই। তাহাতে বেদের সিদ্ধবস্তুতে (আত্মাতে) প্রামাণ্য, অর্থাৎ বেদপ্রমাণের দ্বারা আত্মবস্তু সিদ্ধ হয়—ইহাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং, সম্বন্ধ বিশেষরূপে কথিত হয় নাই কেন, এই প্রশ্ন হইতেই পারে ॥৩১৪॥

বেদান্তোক্তেঃ প্রমাণত্বে সতি সংবন্ধ উচ্যতে।
প্রামাণ্যায়ৈব তেনাদৌ সর্ব্বোঽপীত্যাদি ভণ্যতে ॥৩১৫॥

অন্বয়।—বেদান্তোক্তেঃ প্রমাণত্বে সতি, সংবন্ধঃ উচ্যতে, তেন আদৌ প্রামাণ্যায় এব 'সর্ব্বোঽপি' ইত্যাদি ভণ্যতে ॥৩১৫॥

বঙ্গানুবাদ।—বেদান্তবাক্যসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলেই 'সম্বন্ধ' বলা যাইতে পারে; সেইহেতু প্রথমে (বেদান্তের) প্রামাণ্যের জন্যই 'সর্ব্বোঽপি অয়ং বেদঃ'—ইত্যাদি কথা বলা হইতেছে ॥৩১৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—সামান্যরূপে সম্বন্ধের কথা বলিয়াও ভাষ্যকার বিশেষরূপে 'সম্বন্ধ' কেন প্রতিপাদন করিলেন না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া, বার্ত্তিককার নিজেই এখন তাহার উত্তর দিতেছেন। বেদান্তবাক্যসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে, তবেই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের

'সম্বন্ধ' বলা চলে। নতুবা, বেদান্তের প্রামাণ্যই যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার কাহারও সহিতই সম্বন্ধ বা সঙ্গতি থাকিতে পারে না। সেইহেতু প্রথমে প্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়া, পরে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত সঙ্গতি বলাই যুক্তিযুক্ত,—এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রথমে 'সর্বোঽপি' ইত্যাদি ভাষ্যে বেদান্তের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। তারপরে সম্বন্ধ প্রতিপাদন অনায়াসসাধ্য হইবে, ইহাই অভিপ্রায় ॥৩১৫॥

আক্ষিপ্যতে বা সংবন্ধঃ সংবন্ধো নাভিধীয়তে।
সপ্তম্যন্তপদচ্ছেদাৎ কথং চেদিতি ভণ্যতে ॥৩১৬॥

অন্বয়।—বা (অথবা) সংবন্ধঃ আক্ষিপ্যতে, ন সংবন্ধঃ অভিধীয়তে (ইতি) সপ্তম্যন্তপদচ্ছেদাৎ ; কথং চেৎ ইতি ভণ্যতে ॥৩১৬॥

বঙ্গানুবাদ।—অথবা, সম্বন্ধ নিষেধ করা হইতেছে, (সম্বন্ধভাষ্যের 'কর্ম্মকাণ্ডে'—এই) সপ্তম্যন্তপদ চ্ছেদ (পৃথক্) করিয়া, সম্বন্ধ বলা হইতেছে না (এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়) ; কীপ্রকারে ?—তাহা বলা হইতেছে ॥৩১৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকে বার্ত্তিককার মতান্তর অনুসারে ভাষ্যের পংক্তির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া, অন্যপ্রকার সমাধান দেখাইতেছেন। ভাষ্যে আছে—'তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সংবন্ধোঽভিধীয়তে।' ঐবাক্যের 'কর্ম্মকাণ্ডে' এই পদটিকে সপ্তমীযুক্তভাবে পৃথক্ করিয়া, 'ন' এই শব্দটি পরের সহিত অন্বয় করিয়া, 'ন সংবন্ধঃ অভিধীয়তে' এইরূপ পাঠ, এবং 'সম্বদ্ধ বলা হইতেছে না' এইরূপ আক্ষেপ (নিষেধ)

অর্থ হইয়া পড়ে। কীপ্রকারে আক্ষেপার্থ সম্ভব হইতে পারে তাহাই প্রশ্ন করিয়া, 'বলা হইতেছে'—বলিয়া পরে যাহা বলা হইবে, তাহার প্রতিজ্ঞা করা হইল ॥৩১৬॥

ভিন্নার্থয়োর্ন সংবন্ধো হ্যন্যোন্যার্থানপেক্ষতঃ।
ঐকার্থ্যে চৈকবাক্যত্বাৎকর্মবিজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ ॥৩১৭॥

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) কর্মবিজ্ঞানকাণ্ডযোঃ ভিন্নার্থয়োঃ অন্যোন্যার্থানপেক্ষতঃ ন সংবন্ধঃ, ঐকার্থ্যে চ একবাক্যত্বাৎ (ন সংবন্ধঃ) ॥৩১৭॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের ভিন্নার্থ হইলে অর্থদ্বয়ের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাদের সম্বন্ধ হয় না, আর অভিন্নার্থ (ঐকার্থ্য) হইলেও একবাক্যতাহেতু সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না ॥৩১৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—'সম্বন্ধ বলা হইতেছে না'—এইরূপ আক্ষেপার্থ কীপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই বলা হইতেছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভিন্নার্থতা হইলে, অর্থাৎ উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ও ফল (প্রয়োজন) সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলে, উহারা উভয়ে পরস্পর নিরপেক্ষ বা আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং, উহাদের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি ঐ কাণ্ডদ্বয়ের ঐকার্থ্য (অভিন্ন বিষয় ও প্রয়োজন) হয়, তাহা হইলেও উভয় কাণ্ডের একবাক্যতাহেতু সম্বন্ধ হইতে পারে না। বাক্যভেদ থাকিলেই, বাক্যদ্বয় থাকিলে তবেই তাহাদের সম্বন্ধ হইতে পারে। সম্বন্ধ দ্বয়কে অপেক্ষা করে বলিয়া, একবাক্যত্বে সম্বন্ধ হইতে

পারে না। অতএব, কোনও পক্ষেই কাণ্ডদ্বয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া, আক্ষেপার্থ সম্ভব হইল ॥৩১৭॥

তথা তয়োরমানত্বে সংবন্ধোক্তির্ন যুজ্যতে।
দ্বয়োরেকস্য বা মাত্বে ন সংবন্ধাদি শস্যতে ॥৩১৮॥

অন্বয়।—তথা, তয়োঃ অমানত্বে সংবন্ধোক্তিঃ ন যুজ্যতে, দ্বয়োঃ একস্য বা মাত্বে সংবন্ধাদি ন শস্যতে ॥৩১৮॥

বঙ্গানুবাদ।—সেইপ্রকার, ঐ দুই কাণ্ডের অপ্রমাণত্ব হইলে, সম্বন্ধ সম্ভব হয় না ; আবার উভয়ের বা একের প্রমাণত্ব-পক্ষেও সম্বন্ধাদি বলা যায় না ॥৩১৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আক্ষেপার্থবাদী প্রকারান্তরে সম্বন্ধের আক্ষেপার্থ (নিষেধার্থ) উপপাদন করিতেছে—'তথা' ইত্যাদি। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়েরই অপ্রামাণ্য হইলে, প্রবঞ্চকবাক্যের ন্যায় উহাদের সম্বন্ধ বা সঙ্গতি হইতে পারে না। অন্যতরের প্রামাণ্য বলিলেও, প্রমাণবাক্যের সহিত অপ্রমাণ বাক্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উভয়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, একের তাত্ত্বিকপ্রামাণ্য, অপরের অতাত্ত্বিক প্রামাণ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা করা চলে না। অতএব, এই সকল বিতর্কবলে কাণ্ডদ্বয়ের সম্বন্ধ হয় না,—ইহাই একদেশীর মত ॥৩১৮॥

শ্রুত্যৈব তস্য চোক্তত্বাত্তমেতমিতি যত্নতঃ।
ইতি চেতসি সংধায় সংবন্ধং নোক্তবান্ গুরুঃ ॥৩১৯॥

অন্বয়।—'তমেতম্' ইতি শ্রুত্যা এব যত্নতঃ তস্য চ উক্তত্বাৎ—ইতি চেতসি সংধায় গুরুঃ সংবন্ধং ন উক্তবান্ ॥৩১৭॥

বঙ্গানুবাদ।—'তমেতম্' এই শ্রুতিদ্বারাই সযত্নে তাহা (সম্বন্ধ) উক্ত হইয়াছে, ইহা মনে রাখিয়াই গুরু (আচার্য্য শংকর) সম্বন্ধ (বিশেষরূপে) বলেন নাই ॥৩১৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পূর্ব্বের তিনটি শ্লোকে যে আক্ষেপার্থ করা হইল, তাহা বার্ত্তিককারের অভিপ্রেত নহে। কারণ, সর্ব্বত্রই বেদে কর্মকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাদ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, উভয়ের নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ আছে। তাই বার্ত্তিককার, কেন আচার্য্য সম্বন্ধের প্রতিজ্ঞা করিয়াও সম্বন্ধ খুলিয়া বলেন নাই, তাহার অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন। এই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই একটি বাক্য আছে 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন'—ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞের দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে। ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি উপনিষৎ পাঠ করিলেই এই বাক্য হইতে কাণ্ড-দ্বয়ের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে; কারণ ঐ বাক্যেই সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই আচার্য্য শংকর সম্বন্ধ বিশেষরূপে আর বলেন নাই। ঐবাক্যে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে বেদপাঠ, যজ্ঞপ্রভৃতি কর্ম বিবিদিষার (জ্ঞানের ইচ্ছার) হেতু। বিবিদিষা জ্ঞানের হেতু। সুতরাং, কর্মও পরম্পরায় জ্ঞানেরই হেতু। ইহাদ্বারাই কাণ্ডদ্বয়ের সম্বন্ধ বুঝা যাইতেছে ॥৩১৭॥

প্রসাধ্য বা প্রমাণত্বং বেদান্তানাং প্রযত্নতঃ।
সংবন্ধং কর্মকাণ্ডেন পশ্চাৎসম্যক্‌প্রবক্ষ্যতে ॥৩২০॥

অন্বয়।—বা বেদান্তানাং প্রমাণত্বং প্রযত্নতঃ প্রসাধ্য পশ্চাৎ কর্মকাণ্ডেন সংবন্ধং সম্যক্ প্রবক্ষ্যতে ॥৩২০॥

বঙ্গানুবাদ।—অথবা, বেদান্তসকলের প্রামাণ্য সযত্নে সাধিত করিয়া, পরে কর্মকাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে বলা হইবে ॥৩২০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আপত্তি হইতে পারে যে, যদি 'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই কাণ্ডদ্বয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া ভাষ্যকার আর তাহা বলেন নাই, তবে ভাষ্যকার সামান্যরূপে সম্বন্ধের প্রতিজ্ঞাই বা করিলেন কেন? তাই বার্ত্তিককার 'অথবা' বলিয়া, 'বেদান্তোক্তেঃ প্রমাণত্বে' ইত্যাদি (৩১৫ শ্লোকোক্ত) পক্ষান্তরই উপস্থাপিত করিতেছেন। এই পক্ষের ভাবার্থ এই যে, ভাষ্যকার প্রথমে 'তস্যাস্য' ইত্যাদির দ্বারা সম্বন্ধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু, বেদান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ না হইলে সম্বন্ধের প্রতিজ্ঞাও হইতে পারে না। সেইহেতু বেদান্তের প্রামাণ্য অভিহিত করিয়া, পরে, কর্মের বিবিদিষাহেতুত্বরূপ সম্বন্ধ ভাষ্যকার অভিহিত করিয়াছেন ॥৩২০॥

বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে।
তমেতমিতিবাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ ॥৩২১॥

অন্বয়। তমেতম্ ইতি বাক্যেন ঐকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে নিত্যানাং বেদানুবচনাদীনাং (এব) বিধি বক্ষ্যতে ॥৩২১॥

বঙ্গানুবাদ।—'তমেতম্' এই বাক্যের দ্বারা অদ্বিতীয়াত্ম-জ্ঞানের প্রতি বেদানুবচনপ্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের হেতুত্ব বিধান করা হইবে! (কাম্যাদি সকল কর্ম্মের নহে) ॥৩২১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—৩১৯শ্লোকে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে বৃহদারণ্যকের বিবিদিষাবাক্য হইতেই কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ জানা যাইবে, ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ইহারই উপর আশঙ্কা করা হইতেছে যে, বিবিদিষাবাক্যের দ্বারা তো বেদানুবচনপ্রভৃতি নিত্যকর্ম্মেরই মাত্র বিবিদিষাহেতুত্ব বিহিত হইয়াছে, কাম্যাদি সকল কর্ম্মের বিবিদিষাহেতুত্ব তো ঐ বাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কারণ, কাম্যাদি কর্মসকল স্বর্গাদি ফলান্তরের হেতু বলিয়া বিবিদিষার হেতু হইতে পারে না। সুতরাং, কর্মকাণ্ডের একদেশের সহিতই জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ ঐ বাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়, সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডের সহিত নহে।···এই শ্লোকটিকে আশঙ্কারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা বেদান্তের সম্প্রদায়বিশেষের সিদ্ধান্ত রূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। আশঙ্কাপক্ষে পরের শ্লোককে সমাধানরূপে অথবা স্ব-সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩২১॥

যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং সর্বেষামপি কর্মণাম্।
তমেতমিতি বাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ ॥৩২২॥

অন্বয়। যদ্বা 'তমেতম্' ইতি বাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ সর্বেষাম্ অপি কর্মণাং বিবিদিষার্থত্বম্ ॥৩২২॥

বঙ্গানুবাদ।—অথবা, 'তমেতম্' এই বাক্যের দ্বারা

সংযোগের (বিধিবাক্যের) ভিন্নতাহেতু (সংযোগপৃথক্‌ত্ব ন্যায়ে) সকলকর্ম্মেরই বিবিদিষাহেতুত্ব (কথিত) হইয়াছে ॥৩২২॥

তাৎপর্য্য-বিবেক ।—'তমেতং......ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন'—এই বাক্যে অবিশিষ্টরূপে সকল যজ্ঞেরই উল্লেখ আছে বলিয়া সকল কর্ম্মেরই বিবিদিষাদ্বারা জ্ঞানহেতুত্ব সিদ্ধ হয়, —ইহাই এইশ্লোকে পূর্ব্বশ্লোকের আশঙ্কার সমাধানরূপে (অথবা পূর্ব্বশ্লোকের মতের মতান্তররূপে) বলা হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে, স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত বিনিযুক্ত যে কাম্যকর্ম, তাহার আবার বিবিদিষাতে বিনিয়োগ হইবে কীপ্রকারে ? অন্য উদ্দেশ্যে বিনিযুক্তের তো পুনরায় অন্যত্র বিনিয়োগ হইতে পারে না ! তাই বলা হইয়াছে—সংযোগস্তু পৃথক্‌ত্বতঃ,—সংযোগের পৃথক্‌ত্বহেতু ! মীমাংসা দর্শনে একটি সূত্র আছে—'একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্‌ত্বম্' (৪।৩।৫)। তাহার অর্থ এই যে, একই দ্রব্যের (বা অনুষ্ঠানের) উভয়ার্থতায় বিধিবাক্যের (সংযোগের) ভিন্নতাই (পৃথক্‌ত্ব) কারণ। অর্থাৎ. ভিন্ন বিধিবাক্য থাকিলে, পুরুষার্থ যে দ্রব্য, তাহাও ক্রত্বর্থ হইতে পারে ; কাম্য যে অনুষ্ঠান, তাহারও নিত্যতা হইতে পারে। 'দধ্না ইন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' —এই বাক্যানুসারে অনুষ্ঠিত পুরুষার্থ (কাম্য) দধিহোমের দ্বারা, 'দধ্না জুহোতি' এই বাক্যবিহিত ক্রত্বর্থ (নিত্য) দধিহোম সম্পাদিত হইবে কিনা, অর্থাৎ একই দধিহোমের পুরুষার্থতা ও ক্রত্বর্থতা (কাম্যতা ও নিত্যতা) হইবে কিনা,

এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, একের উভয়ার্থতা হইতে পারে, এবং সংযোগের পৃথকৃত্ব—অর্থাৎ বিধিবাক্যের ভিন্নতাই তাহার কারণ। ইহারই নাম সংযোগপৃথকৃত্বন্যায়। এই স্থলেও 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা 'যজ্ঞের কাম্যতা (স্বর্গার্থতা) হইলেও, 'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন' এই ভিন্ন বিধিবাক্য (সংযোগ-পৃথকৃত্ব) রহিয়াছে বলিয়া, সকল যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিবিদিষাতেও বিনিয়োগ হইতে পারে। অতএব, স্বর্গাদির হেতু যজ্ঞাদি কর্ম্মও বিবিদিষাতে বিনিযুক্ত হইয়া বিবিদিষা উৎপাদনপূর্ব্বক জ্ঞানহেতু হইতে পারে বলিয়া, সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডেরই জ্ঞানকাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল ॥৩২২॥

লোকতঃ সিদ্ধমাদায় পশুব্রীহ্যাদিসাধনম্ ।
ইদং কার্য্যমিদং নেতি কর্মকাণ্ডশ্রুতের্গতিঃ ॥৩২৩॥

অন্বয়।—লোকতঃ সিদ্ধং পশুব্রীহ্যাদিসাধনম্ আদায় ইদং কার্য্যং ইদং ন ইতি (বিধানাৎ) কর্মকাণ্ডশ্রুতেঃ গতিঃ ॥৩২৩॥

বঙ্গানুবাদ।—লোকে প্রসিদ্ধ পশু, ধান্য প্রভৃতি সাধনকে গ্রহণ করিয়া 'ইহা করণীয়' 'ইহা কর্ত্তব্য নহে'—এইরূপ (বিধানহেতু) কর্মকাণ্ডের শ্রুতির সার্থকতা ॥৩২৩॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, কর্মকাণ্ডে শ্রুতি পশুপ্রভৃতি সাধনের (কারকের) ভেদ উপদেশ করিয়াছে; জ্ঞানকাণ্ডে অদ্বয়ব্রহ্মরূপ অভেদ উপদেশ করিয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ এই দুই কাণ্ডের সম্বন্ধ কীপ্রকারে হইতে

পারে ? তাই বলা হইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ সাধনভেদকে গ্রহণ করিয়া শ্রুতি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিধান করিয়াছে মাত্র, ভেদের উপদেশ করে নাই ॥৩২৩॥

মানান্তরেণ সংপ্রাপ্তাং (?) সাধ্যসাধনসংগতিম্।
কর্মশাস্ত্রং ব্যনক্তীতি ন তু বস্তুববোধকৃৎ ॥৩২৪॥

অন্বয়।—কর্মশাস্ত্রং মানান্তরেণ সংপ্রাপ্তাং সাধ্যসাধনসংগতিং ব্যনক্তি ইতি বস্তুববোধকৃৎ ন তু (ভবতি) ॥৩২৪॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্মশাস্ত্র প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত (লোক-সিদ্ধ) সাধ্য এবং সাধনের সম্বন্ধকে প্রকাশ করে, কিন্তু বস্তুর অববোধ জন্মায় না ॥৩২৪॥

তাৎপর্য্য-বিবেক—আশংকা হইতে পারে যে, কর্ম-কাণ্ডশ্রুতি যদি লোকসিদ্ধ পশু, ব্রীহিপ্রভৃতি সাধনকে গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান করিয়া থাকে, তবে তো কর্মকাণ্ড অনুবাদ (অর্থবাদ) হইয়া পড়ে বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়ে! কারণ, কেবল অনুবাদক হইলে, কোনও অজ্ঞাত সত্যকে জ্ঞাপিত না করিলে, শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না। অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বাৎ শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যম্—ইহাই শাস্ত্রজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত। তাই বলা হইতেছে যে, প্রমাণান্তর-সিদ্ধ সাধনের সাধ্যের সহিত, অর্থাৎ স্বর্গাদিফলের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা আমাদের লোকে অজ্ঞাত; সেই অজ্ঞাত সম্বন্ধের প্রকাশক বলিয়াই কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু, অজ্ঞাত সম্বন্ধের জ্ঞাপক হইলেও, এই

কর্মকাণ্ডশ্রুতি কোনও পরমার্থবস্তুকে প্রকাশ করে না। পরমার্থবস্তুকে প্রকাশ করিয়াই জ্ঞানকাণ্ডের সার্থকতা ও প্রামাণ্য ॥৩২৪॥

বেদো হি সর্ব এবায়মৈকাত্ম্যজ্ঞানসিদ্ধয়ে।
অতো নান্যোঽভিসংবন্ধঃ কর্মবিজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ ॥৩২৫॥

অন্বয়।—হি সর্বঃ এব অয়ং বেদঃ ঐকাত্ম্যজ্ঞানসিদ্ধয়ে অতঃ কর্ম-বিজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ ন অন্যঃ অভিসংবন্ধঃ ॥৩২৫॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু এই সকল বেদই অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত, অতএব কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্য কোনওরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না ॥৩২৫॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—পরস্পর বিলক্ষণ দুই কাণ্ডের সম্বন্ধ কেন স্বীকার করা হয়, তাহাই বলা হইতেছে। দুইয়েরই অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানরূপ এক উদ্দেশ্য, একই প্রয়োজন বলিয়া দুইয়ের **সম্বন্ধ** আছে। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আত্মজ্ঞানের হেতুত্বই দুইয়ের **সম্বন্ধ**। জ্ঞানকাণ্ড সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞানের হেতু; কর্মকাণ্ড বিবিদিষার উৎপাদনদ্বারা পরম্পরায় আত্মজ্ঞানের হেতু। এইরূপ সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে ॥৩২৫॥

নিত্যনৈমিত্তিকানীহ কর্তৃসংস্কারতো যতঃ।
নান্যত্র পর্যবস্যন্তি জ্ঞানাদৈকাত্ম্যগোচরাৎ ॥৩২৬॥

অন্বয়।—যতঃ ইহ নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্তৃসংস্কারতঃ ঐকাত্ম্য-গোচরাৎ জ্ঞানাৎ অন্যত্র ন পর্যবস্যন্তি ॥৩২৬॥

বঙ্গানুবাদ।—যেহেতু, লোকে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল কর্ত্তাতে সংস্কার আধানপূর্ব্বক অদ্বিতীয়াত্মবিষয়ক জ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুকে পর্য্যবসিত হয় না ॥৩২৬॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কাণ্ডদ্বয়ের অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে,—এই সিদ্ধান্তেরই হেতুরূপে বলা হইতেছে যে, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কর্ত্তার সংস্কার অর্থাৎ শুদ্ধি জন্মাইয়া আত্মজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু, এই শ্লোকে কেবল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের উল্লেখ থাকাতে, 'বেদানুবচনা-দীনাম্' ইত্যাদি ৩২১ শ্লোকোক্ত অপরের মতই পুনরায় গ্রহণ করা হইতেছে, বুঝা যায়। এই মতে, কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরই বিবিদিষাদ্বারা বা সংস্কারদ্বারা জ্ঞানহেতুত্ব আছে, কাম্যকর্ম্মের নহে ॥৩২৬॥

প্লবা হ্যেতে পরীক্ষ্যেতি তথা তন্ত্ব ইহেতি।
নিন্দাশ্রুতের্ন কাম্যানাং কার্য্যতাধ্যবসীয়তে ॥৩২৭॥

অন্বয়।—'প্লবা হ্যেতে' 'পরীক্ষ্য' ইতি তথা 'তন্ত্ব ইহ' ইতি নিন্দা-শ্রুতেঃ কাম্যানাং কার্য্যতা ন অধ্যবসীয়তে ॥৩২৭॥

বঙ্গানুবাদ।—'এই সকল অনিত্য', '(কর্ম্মার্জ্জিত লোক-সকলকে) পরীক্ষা করিয়া', এবং 'এই লোকে যাহারা' (ভাল কর্ম্ম করে) ইত্যাদি নিন্দাশ্রুতি আছে বলিয়া কাম্যকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করা যায় না ॥৩২৭॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—শ্রুতিতে কাম্যকর্ম্মের নিন্দা আছে বলিয়া কাম্যকর্ম্ম মুমুক্ষুর করণীয়ই হইতে পারে না ; সুতরাং

কাম্যকর্মের আত্মজ্ঞানের হেতুত্বের কোন কথাই হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্যগুলি পূর্ব্বে ৩০৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কর্মের নিন্দাবোধক কথাগুলিকে এখানে কাম্যকর্মের নিন্দা-রূপে ধরা হইয়াছে। এই শ্লোকে, কাম্যকর্ম্মের (সুতরাং সকল কর্ম্মের) আত্মজ্ঞানহেতুত্ব হইতে পারে না—এই পক্ষের মতই উপস্থাপিত হইয়াছে ॥৩২৭ ॥

বিধিনিন্দাসমাবেশো নৈবমপ্যুপপদ্যতে।
ফলাভিসংধিমাত্রেতু নিন্দায়ামেব যুজ্যতে ॥৩২৮॥

অন্বয়।—এবম্ অপি বিধিনিন্দাসমাবেশো ন উপপদ্যতে, তু ফলাভি-সংধিমাত্রে নিন্দায়াম্ এব যুজ্যতে ॥৩২৮॥

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইলেও (কাম্যকর্ম্মের নিন্দা আছে, স্বীকার করিলেও), (একই বিষয়ে) বিধি নিন্দার সমাবেশ সঙ্গত হয় না ; কিন্তু ফলাংকাঙ্ক্ষামাত্রে নিন্দা হইলে, যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ॥৩২৮॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—এই শ্লোকে ঐ পরমতের পরিহার করা হইতেছে। প্রথম বলা হইতেছে যে, যেহেতু কাম্যকর্ম-সকল শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, অতএব তাহারা অকর্ত্তব্য বা নিন্দনীয় হইতে পারে না। যাহা 'যজেত' 'জুহুয়াৎ' ইত্যাদি পদের দ্বারা কর্ত্তব্যরূপে বিহিত, সেই বিষয়ে নিন্দা থাকিতে পারে না। সুতরাং, নিষেধ নাই বলিয়াই, কাম্যকর্ম মুমুক্ষু-গণেরও কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি বলা যায় যে, পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত নিন্দাশ্রুতি হইতেই নিষেধ কল্পনা করিতে হইবে,

তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, একই বিষয়ে (কাম্যের অনুষ্ঠানে) বিধি ও নিষেধ থাকিতে পারে না। কিন্তু, (কাম্যের) অনুষ্ঠানে ঐ নিষেধ কল্পনা না করিয়া, ফলাকাংক্ষামাত্রে নিন্দা বা নিষেধ কল্পনা করিলে, কর্মের স্বরূপে (অনুষ্ঠানে) বিধি এবং ফলকামনাতে নিন্দা, এই উভয়ই উপপন্ন হইতে পারে। সুতরাং, ফলকামনাব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত কাম্যকর্ম ও আত্মজ্ঞানের হেতু হইতে পারে ॥৩২৮॥

উপাসনং চ যৎকিংচিদ্বিদ্যাপ্রকরণে শ্রুতম্।
তদপ্যৈকাত্ম্যবিজ্ঞানযোগ্যত্বায়ৈব কল্প্যতে ॥৩২৯॥

অন্বয়।—বিদ্যাপ্রকরণে চ যৎকিংচিৎ উপাসনং শ্রুতং তৎ অপি ঐকাত্ম্যবিজ্ঞানযোগ্যত্বায় এব কল্প্যতে ॥৩২৯॥

বঙ্গানুবাদ।—শ্রুতির বিদ্যাপ্রকরণে যাহা কিছু উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহাও ঐকাত্ম্যজ্ঞানের যোগ্যত্বের জন্যই স্বীকৃত হয় ॥৩২৯॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্মপ্রকরণে অবস্থিত সকলপ্রকার কর্মের আত্মজ্ঞানহেতুত্ব প্রতিপাদন করিয়া এই শ্লোকে আত্মবিদ্যার প্রকরণে (উপনিষদে) অবস্থিত উপাসনাসকলেরও ঐ একই প্রণালীতে জ্ঞানহেতুত্ব স্বীকার করা হইতেছে। ঐকাত্ম্যবিজ্ঞানের যোগ্যত্ব অর্থ—ঐ জ্ঞানের জন্মাভিমুখ্য—উৎপন্ন হইবার জন্য উন্মুখ হওয়া। নিষ্কামকর্মের দ্বারা যেরূপ প্রতিবন্ধকপাপাদি দূর হইয়া, বিবিদিষা উৎপন্ন হইয়া

জ্ঞানের যোগ্যত্ব সম্পাদন হয়, কর্ম্মসমৃদ্ধিজনক, অভ্যুদয়-জনক ও ক্রমমুক্তিজনক ত্রিবিধ উপাসনাও ঐসকল নির্দ্দিষ্ট ফলের আকাংক্ষাত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে, আত্মজ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে,—ইহা ঐ একই বিবিদিষাবাক্য হইতে সিদ্ধ হয়। কারণ, 'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা…' এই তপঃ শব্দের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উপাসনারই সংযোগপৃথক্‌ত্বন্যায়ে আত্মজ্ঞানহেতুত্ব কথিত হইয়াছে ॥৩২৯॥

বিমুচ্যমান ইত্যুক্তেরর্চিরাদ্যুক্তিতস্তথা।
স্বার্থমাত্রাবসায়িত্বং নোপাস্তীনাং প্রতীয়তে ॥৩৩০॥

অন্বয়।—বিমুচ্যমানঃ ইত্যুক্তেঃ তথা অচিরাদ্যুক্তিতঃ উপাস্তীনাং স্বার্থমাত্রাবসায়িত্বং ন প্রতীয়তে ॥৩৩০॥

বঙ্গানুবাদ।—'বিমুক্ত হইয়া (কোথায় যাইবে ?)' এই উক্তিহেতু, এবং অর্চিরাদিগতির উক্তিহেতু উপাসনাসকলের (সাক্ষাৎ) মোক্ষে পর্য্যবসান প্রতীত হয় না ॥৩৩০॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—যদি আশংকা করা যায় যে, উপাসনাসকল আত্মজ্ঞানের হেতু না হইয়া, সাক্ষাৎ মোক্ষেরই হেতু হউক না কেন ? তাহারই নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, উপাসনাসকলের স্বার্থমাত্রে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষে পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি) শ্রুতিতে কোথাও প্রতীত হয় না। কারণ, শ্রুতিতে একস্থলে উপাসনার ফলসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যে,—'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি'—এখান হইতে মুক্ত হইয়া কোথায় গমন করিবে ? এইরূপে,

পর পর গন্তব্য স্থানসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে। আবার, উপাসকের অর্চিরাদিমার্গে গতির কথাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে উপাসনার সাক্ষাৎ ফল মোক্ষ নহে। তবে, উপাসনার সত্যলোকপ্রাপ্তিদ্বারা বা আত্মজ্ঞানদ্বারা মোক্ষহেতুত্ব সিদ্ধান্তেও স্বীকৃত ॥৩৩০॥

ইত্যেবমভিসংবন্ধঃ কর্মকাণ্ডস্য যুজ্যতে।
ইতোঽন্যথাভিসংবন্ধে ন কিংচিন্মানমীক্ষ্যতে ॥৩৩১॥

অন্বয়।—কর্মকাণ্ডস্য ইত্যেবম্ অভিসংবন্ধঃ যুজ্যতে, ইতঃ অন্যথা অভিসংবন্ধে কিংচিৎমানং ন ঈক্ষ্যতে ॥৩৩১॥

বঙ্গানুবাদ।—কর্মকাণ্ডের এইপ্রকারে (জ্ঞানকাণ্ডের সহিত) অভিসম্বন্ধ সঙ্গত হয়, ইহা হইতে অন্য কোনও প্রকার অভিসম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ দেখা যায় না ॥৩৩১॥

তাৎপর্য্য-বিবেক।—কর্মকাণ্ডের চিত্তশুদ্ধিদ্বারা আত্ম-জ্ঞানহেতুত্ব, এবং জ্ঞানকাণ্ডের (উপনিষদের) সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞানহেতুত্ব, এই ভাষ্যাভিপ্রেত সম্বন্ধের উপসংহার করা হইতেছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই আত্মজ্ঞানরূপ একই কার্য্যের অনুকূল। কর্মকাণ্ডের সহিত উপনিষদের এইরূপ সম্বন্ধই আচার্য্য শংকরকর্ত্তৃক ভাষ্যে অভিপ্রেত হইয়াছে। যাহারা বলে যে, ব্রহ্মজ্ঞান কর্মের কর্ত্তা আত্মার সংস্কার-জনক বলিয়া কর্মেরই অঙ্গ, সুতরাং জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডেরই উপকারক, তাহাদের সেইসব কল্পনা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে ॥৩৩১॥

—গ্রন্থ সমাপ্তি—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১	কাণ্বশাখার	কাণ্বশাখার শতপথ ব্রাহ্মণের
১৮	১১	বিশ্লেষণ	বিশেষণ
২৩	১৪	চ্ছেুয়ো	চ্ছে্ ্রয়ো
২৫	১৪	হেতু-কর্মসাধ্যত্ব	হেতু কর্মসাধ্যত্ব
৩০	৯	চ্ছতত্বাৎ	চ্ছ্রতত্বাৎ
৫৪	১৫	পরস্প র	পরস্পর
৫৮	১৫	ঐকাত্মজ্ঞানতঃ	ঐকাত্ম্যজ্ঞানতঃ
৬২	১২	সামর্থ	সামর্থ্য
৯১	৫	চয়নকারীরূপ কর্ত্তা	চয়নকারী কর্ত্তা
৯১	১৩	দেহগাম্	দেহগান্
১০৪	৭,২১,২২	কর্ত্তাদি	কর্ত্রাদি (কর্ত্তৃত্বাদি)
১২০	১৭	চিদাভাসের দ্বারা	চিদভিব্যক্তিদ্বারা
১২০	১৮	চিদাভাসের	বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যের
১২৪	১০	হইরা	হইয়া
১২৬	২	তত্বজ্ঞানের	তত্ত্বজ্ঞানের
১৪১	১১	সাক্ষীবেদ্য	সাক্ষিবেদ্য
১৪৮	১৬	বাহরে	বা অরে
১৫৪	১০	বলিবাছ	বলিয়াছ
১৫৬	৭	উদ্দেশ্যীভূত	উদ্দেশ্যভূত
১৬৩	৪,৭	বিভ্রামাৎ	বিভ্রমাৎ
১৬৪	১১	দ্বৈতসস্কার	দ্বৈতসংস্কার
১৭১	১৭	পীনত্ব	পীনত্ব (স্থূলত্ব)
১৯৫	১৩	বেতিকর্ত্তব্যতা	নেতিকর্ত্তব্যতা
২০০	৪	সে	যে
২১৪	৭	ক্রিয়াবোধক	ক্রিয়াবোধক
২২৪	১৩	শরীরের	শরীরের প্রবৃত্তির

এতদ্ব্যতীত বহুস্থলে 'ষ'—স্থানে 'য'—এইরূপ অশুদ্ধ ছাপা হইয়াছে। আশা করি পাঠক নিজেই বুঝিয়া লইবেন।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থ

অপূর্ব্ব।—(৪১ পৃঃ) যাগাদি কর্মজনিত স্বর্গাদি ফলের জনক সূক্ষ্ম কর্মবিশেষ; কর্ম অচিরেই বিনষ্ট হইলে অপূর্ব্বই জন্মান্তর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া স্বর্গাদি ফল জন্মাইয়া থাকে। প্রাভাকরগণ ইহাকেই **নিয়োগ** নামে অভিহিত করে।

একবাক্যতা।—(৩৪পৃঃ) বিভিন্ন সাকাংক্ষ পদের অথবা বাক্যের মিলিত হইয়া একই বস্তু বিধান করা, বা একই অর্থ প্রকাশ করা; বিশিষ্ট একার্থবোধকতা; সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলিত অর্থ প্রকাশ করা।

বাক্যভেদ।—(৩৫,২১৯ পৃঃ) ভিন্নার্থবোধকতা; একটি বাক্যের একটি বিধেয় (বিহিত বিষয়) থাকিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। একই বাক্যে একাধিক বিধেয় স্বীকার করিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ গৌরব দোষ বলিয়া গণ্য হয় এবং পরিহৃত হইয়া থাকে।

বিনিয়োগ।—(২২২, ২৬১ পৃঃ) অঙ্গত্ব; অপরের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠান!

সদেব বাক্য।—(১৬০ পৃঃ) সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্ ইত্যাদি, তত্ত্বমসি—পর্য্যন্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য। ইহার সাধারণ অর্থ—হে সৌম্য! এই বিশ্ব পূর্ব্বে সর্ব্বভেদরহিত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; সেই ব্রহ্মই তুমি।

স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ., ডি. লিট্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

…"শাঙ্করসিদ্ধান্তপ্রতিপাদক এরূপ প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুবৃহৎ বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের ভূমিকারূপী কিঞ্চিদংশ "সম্বন্ধ-বার্ত্তিক" নামে পরিচিত। ইহাতে অদ্বৈত-দর্শনের সারতত্ত্ব শঙ্কাসমাধানপূর্ব্বক অতি নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। [illegible]বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রি মহাশয় বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যব্যাখ্যাসমন্বিত একটি সুললিত অনুবাদের রচনা ও প্রকাশনের দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বজিজ্ঞাসু সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও মূলানুযায়ী, এবং তাৎপর্য্যব্যাখ্যাটিও প্রয়োজনানুরূপ পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের যুক্তিবিশ্লেষণপূর্ণ সরল আলোচনাত্মক বলিয়া সাধারণ পাঠকের একান্ত উপযোগী। ভূমিকাতে, যথাসম্ভব সংক্ষেপে সুরেশ্বর[illegible]সংক্রান্ত ঐতিহাসিক আলোচনা ও সুরেশ্বর-সম্মত আভাসবাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি বেদান্তানুরাগী বঙ্গীয় সাধারণ পাঠক ও বিদ্যার্থিমণ্ডলে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানা যথোচিত সমাদর লাভ করিবে।"